জান্নাতের সন্ধানে
মু'মিনের
ছয়টি কাজ
সংকলক
প্রকৌশলী মইনুল হোসেন
কালেমা
নামাজ
এলেম ও জিকির
এক্‌রামুল মুস্‌লিমীন
সহী নিয়ত
দাওয়াত ও তাবলীগ
বেহেশতের সুখ শান্তি
দোজখের দুঃখকষ্ট
দোয়া

জান্নাতের সন্ধানে মু'মিনের ছয়টি কাজ

সংকলক
প্রকৌশলী মইনুল হোসেন

সম্পাদনা
মাওলানা আবু তাহের
খতীব, চাঁদপুর বাস টার্মিনাল
জামে মসজিদ, চাঁদপুর

কালেমা | নামাজ | এলেম ও জিকির
একরামুল মুস্‌লিমীন | সহী নিয়ত | দাওয়াত ও তাবলীগ
বেহেশতের সুখ শান্তি | দোজখের দুঃখ কষ্ট | দোয়া

মীনা বুক হাউস
ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা

বুক এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
দোকান নং ২০৮ (২য় তলা)
৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আদর্শ পুস্তক বিপণী
৫ ও ১৩, বায়তুল মোকাররম
ঢাকা-১১০০

প্রকাশক
আবু জাফর
মীনা বুক হাউস
৪৫, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
প্রতিষ্ঠাকাল ঃ ১৯৭৬ ইং
ফোন ঃ ৭১২১৮৯৩

প্রথম প্রকাশ ঃ নভেম্বর ২০০৬ ইং
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ সেপ্টম্বর ২০০৭ ইং
তৃতীয় প্রকাশ ঃ এপ্রিল ২০০৯ ইং
সপ্তম সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ ঃ জানুয়ারি ২০১৫ ইং

হাদিয়া ঃ ২০০.০০ টাকা মাত্র

সংকলক ঃ
প্রকৌশলী মইনুল হোসেন
মোবাইলঃ ০১৯২২-১৬১৭৮০
E-mail:sujon127@hotmail.com
www.hadiserbishoy.com and www. quranerbishoy.com

 Moinul Hossain KUET

 Books of Moinul Hossain KUET

প্রচ্ছদ ডিজাইন ঃ হামিদুল ইসলাম
মুদ্রণে ঃ সুন্দরবন প্রিন্টার্স, ঢাকা।

Jannater Shondhaney Muminer Choyti Kaj By Engineer Moinul Hossain, Edited by Mawlana Abu Taher, Published by Mina Book House, Book & Computer Complex, Shop No. 208, Ground Floor & First Floor, 45, Banglabazar, Dhaka-1100. Bangladesh. First Edition : November 2006. Mobile : +88-01922-161780, E-mail:sujon127@hotmail.com, www.hadiserbishoy.com

Moinul Hossain KUET

Price : Tk. 200.00, US $ 2.00 Only.

ISBN : 978-984-8991-05-3

স্মরণ

হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)-এর

অমর বাণী

আমি এতদিন পর্যন্ত তাবলীগ সম্পর্কে বেশী কিছু লেখা-পড়া করা ও লেখার দ্বারা ইহার দাওয়াত দেওয়াকে পছন্দ করিতাম না। বরং আমি উহা নিষেধও করিতেছিলাম। কিন্তু আমি এখন বলিতেছি যে, লিখিতে হইবে এবং খুব ভাল করিয়া লিখ, -------- লেখনীর সাহায্য কিতাব আকারেও দাওয়াত দিতে হইবে ॥

[হযরতজী (রহ:) এর মালফুজাত, পৃষ্ঠা নং ঃ ৭১]

সম্পাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ্। "জান্নাতের সন্ধানে মু'মিনের ছয়টি কাজ" কিতাবটির সাথে যুক্ত থাকতে পেরে আমি অত্যন্ত খুশী। ইনশাআল্লাহ, এখন থেকে দাওয়াতের কাজ নিয়ে চলনেওয়ালা প্রত্যেক সাথীর কাছে, মু'মিনের ছয়টি গুণ (ছয় নম্বর) সম্পর্কিত প্রাথমিক তথ্য থাকবে। আমি আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে, কিতাবটির পাণ্ডুলিপি পড়ে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জন সাধন করে, সম্পাদনা করেছি। মাওলানা ওয়ালী উল্লাহ সাহেব, সম্পাদনা কাজে আমাকে সার্বিক ভাবে সহযোগিতা করেছেন। পরিশেষে আমি মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করি, মহান আল্লাহ যেন এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে, কেয়ামতের কঠিন দিনে আমাদের সকলের নাজাতের উসীলা হিসাবে কবুল করেন। আমীন।

মাওলানা আবু তাহের
মুহাদ্দেস
রালদিয়া জামিয়া ইসলামিয়া মাজহারুল উলুম মাদ্রাসা
রালদিয়া, চাঁদপুর
মোবাইল ঃ ০১৮২২-৮৫৭৩৩৫

১২ই ডিসেম্বর ২০০৫

৭ম সংস্করণের ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ! আজ বইটির ৭ম সংস্করণ প্রকাশিত হল। বর্তমান সংস্করণের প্রচ্ছদটি নতুন। আরবী ও বাংলা ছাপা আরো সুন্দর করার জন্য বইটি আবার সম্পূর্ণ নতুন করে কম্পিউটার কম্পোজ করা হয়েছে। জান্নাতের সুখ শান্তি ও দোজখের দুঃখ কষ্ট এই দুই অধ্যায়ের কলেবর বৃদ্ধি করা হয়েছে। আল্লাহর দরবারে চাওয়ার নাম দোয়া। আল-কুরআনে অনেক দোয়া সম্পর্কিত আয়াত আছে। এই দোয়ার উপর একটি নতুন অধ্যায় সংকলন করা হয়েছে। মহান আল্লাহর নামের উপর আসমা-উল-হুসনা নামে আরো একটি নতুন অধ্যায় সংযোজন করা হয়েছে। ইন্‌শাআল্লাহ বইটি সুধী পাঠক সমাজে এখন থেকে আরো বেশী সমাদৃত হবে।

বই লেখা বা বই পড়াই শেষ কথা নয়, আমাদেরকে আমল করতে হবে। সে আমল হতে হবে তাকওয়ার সাথে। তাকওয়া হল, আল্লাহর ভয়।

প্রকৌশলী মইনুল হোসেন
ফ্ল্যাট-৫/এ, বাড়ী-২৮৯/এ, রোড-১৫,
ব্লক-সি, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা-১২২৯।
মোবাইলঃ ০১৯২২-১৬১৭৮০
E-mail:sujon127@hotmail.com
www.hadiserbishoy.com
www.quranerbishoy.com
Moinul Hossain KUET

২৮শে সেপ্টেম্বর ২০১৪ইং

দ্বিতীয় সংস্করণের কথা

আল্হামদুল্লিলাহ! আজ বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সুধী পাঠকের বইটি ভাল লাগবে (ইন্শাআল্লাহ)। কারণ বইটিতে আছে অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু পবিত্র কুরআনের বাণী ও সহী হাদীস যা আমাদের জানা দরকার। সুধী পাঠক, বইটি হাতে নিয়ে যদি আপনার ভাল লেগে থাকে, তাহলে বইটি কিনুন। বর্তমান সংস্করণটি সংশোধিত ও আরো পরিবর্ধিত।

মৃত্যু অনিবার্য। মৃত্যুর পর "বেহে্শত" অথবা "দোজখ" এর যে কোন একটিতে আমাকে অবশ্যই যেতে হবে। এই কথাটি আমার মন মানুক অথবা না মানুক কথাটি সত্য। তাই বর্তমান সংস্করণে "বেহেশ্তের সুখ-শান্তি" ও "দোজখের দুঃখ কষ্ট" শিরোনামে পবিত্র কুরআনের মোট ৫১টি গুরুত্বপূর্ণ আয়াত অর্থসহ সংযোজন করেছি।

কোন বই লেখা বা পড়াটাই শেষ কথা নয়। আমাদেরকে নেক আমল করতে হবে, অপর ভাইকে নেক আমলের দাওয়াত দিতে হবে। হে আল্লাহ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে আপনি কবুল করুন। আমীন!

প্রকৌশলী মইনুল হোসেন
৩৮/৪, সিদ্ধেশ্বরী রোড (২য় তলা)
খন্দকার গলি, ঢাকা-১২১৭।
মোবাইল ঃ ০১৯২২-১৬১৭৪০
E-mail : sujon127@hotmail.com

২৩শে সেপ্টেম্বর ২০০৭ইং

একজন পাঠকের প্রতিক্রিয়া

ভাই প্রকৌশলী মইনুল হোসেন,

আস্‌সালামু আলাইকুম। আপনার লেখা "জান্নাতের সন্ধানে মু'মিনের ছয়টি কাজ" বইটি আমাকে হাদিয়া দেবার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। এই চিঠি শুধু আপনার বই-এর প্রাপ্তি স্বীকার করার জন্য নয়। বইটিতে আপনার দূর দৃষ্টি সম্পন্ন ধ্যান ধারনা প্রকাশ পেয়েছে। "ছয় নম্বরের উপর" এ ধরনের একটি কুরআন ও হাদীসের বই সংকলনের উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য আমি আপনাকে মোবারক বাদ জানাই। পাঠক সমাজ, এ ধরনের একটি বই-এর প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন যাবৎ অনুভব করছিল।

মহান আল্লাহ আপনার সহায় হোন। আল্লাহ হাফেজ!

মুহাম্মদ মফিজুল ইসলাম
৩৫২, পূর্ব গোড়ান (৩য় তলা)
ঢাকা-১২১৯।
ফোন ঃ ৭২৯-৩৩৬৫

তাং ২৯-০৮-২০০৬ইং

সংকলকের কথা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

২০০৩ সাল। তখন আমি চট্টগ্রামে থাকি। আমাদের হালিশহর এলাকার এক ভাই আল্লাহর রাস্তায় ৩ (তিন) দিন মেহনত করে এসে, আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "ভাই! শুনেছি, আল্লাহর রাস্তায় একটা আমল করলে, ৪৯ কোটি গুণ সওয়াব পাওয়া যায়ঃ এই হাদীসটা কোন কিতাবে আছে? আমি তাকে বললাম, 'ভাই, আমি জানি না।

ব্যাপারটা আমাকে মনে মনে লজ্জা দিতে লাগলো। এটা কেমন কথা, যে কথাগুলি আমি বা আমরা গাস্তে গেলে বলি, বয়ানে দাঁড়িয়ে বলি, কিন্তু হাদীসটি কেউ দেখতে চাইলে, আমরা তা দেখাতে পারি না, কি লজ্জার কথা!

আমরা আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে, মেহনত করি, যাতে আমরা মৌলিক ছয়টি গুণ অর্জন করতে পারি। তবে দুঃখজনক হল গুণগুলি বা কাজগুলি সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে কি আছে আমরা নিজেরাই তা ভালমত জানি না।

আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফে এক জায়গায় বলেছেন, যে জানে আর যে জানেনা তারা কি সমান হতে পারে? (সূরা ঃ আল-জুমার - ৯) আরেক জায়গায় বলেছেন অন্ধ ও চক্ষুওয়ালা কি কখনও এক হতে পারে? আলো ও অন্ধকার কি কখনও এক ও অভিন্ন হতে পারে? (সূরা ঃ রা'দ - ১৬) আল্লাহ তা'আলার প্রশ্নের উত্তর "কখনই নয়" তাহলে আমরা কি "চক্ষুওয়ালা" হব না? ইন্‌শাআল্লাহ, নিশ্চয়ই হব। ভেবে দেখলাম, মু'মিনের ছয়টি মৌলিক কাজ বা গুণের উপর সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ একটি কিতাবের ভীষণ প্রয়োজন। কিন্তু কিতাবটি লিখবে কে?

আমিতো কোন আলেম নই, আমি একজন প্রকৌশলী, অতএব আমার লেখার প্রশ্নই আসে না। তাহলে আমি কি করতে পারি? একটি ঘটনা বলি, ১৯৯১ সাল। মিরপুর ১১ নং সেকশনের কোন এক মসজিদে, জামাতের সাথে এশার নামাজ পড়ে, স্যান্ডেল হাতে নিয়ে বের হয়ে যাচ্ছিলাম, দেখি মসজিদের এক কোণায়, এক লোক (ফাজায়েলের) তালিমের কিতাব খুলে বসে আছে, অগত্যা আমি স্যান্ডেল বাক্সে রেখে, তালিমে বসে গেলাম। দেখতে দেখতে ৮/১০ জন লোক তালিমে বসে গেল। কিতাব হাতে নেওয়া লোকটি আমাকে বললো "ভাই, আপনি তালিম করেনঃ আমি বললাম "না-ভাই, আপনি কিতাব নিয়ে বসেছেন, আপনি তালিম করেন" লোকটি বললো "ভাই, আমি তো পড়তে জানি না।"

ভাবলাম ঐ পড়তে না জানা লোকটির মত, আমিও তো একটি উদ্যোগ নিতে পারি। আমি 'বিসমিল্লাহ' বলে কাজে লেগে গেলাম। এখানে একটা কথা বলে রাখা অনাবশ্যক,

তা হল, কুরআন ও হাদীস কেবল সংকলন করা যায়। আমি যা করেছি, তা হল, যেমন ঃ কলেমা, আমি বিভিন্ন ওলামায়ে কেরামের কাছে গিয়ে গিয়ে কালেমা বা ঈমান সংক্রান্ত কিছু কুরআনের ও হাদীসের বাণীকে একত্র করে, কলেমার অধ্যায়কে সংকলন করেছি। এই প্রক্রিয়াতেই পুরো কিতাবটি সংকলন করা হয়েছে। কিতাবটিতে সন্নিবেষ্টিত প্রত্যেকটি কুরআনের বাণী ও হাদীসের বাণীর, আমি একটি মানানসই শিরোনাম দিয়েছি।

কিতাবটির প্রথমেই মু'মিনের ছয়টি কাজ বা গুণ কি এবং কেন সাদা-সিধা ভাষায় তার আলোচনা আছে। কিতাবটিতে আমি মু'মিনের ছয়টি মৌলিক গুণের উপরে সর্বমোট ১১৩টি কুরআনের বাণী এবং ২৫৩টি হাদীসের বাণী সংকলিত করেছি।

শত চেষ্টা সত্ত্বেও আমার অযোগ্যতাবশতঃ কিতাবটিতে কিছু ভুলত্রুটি থাকতে পারে। তেমন কিছু ধরা পড়লে, পরবর্তী সংস্করণে, তা সংশোধন করার ইচ্ছা রইল।

পরিশেশে আমি মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করি, হে আল্লাহ! "জান্নাতের সন্ধানে মু'মিনের ছয়টি কাজ" কিতাবটি আপনি সারা দুনিয়ার মুসলমানের জান্নাতে যাবার উসীলা হিসাবে কবুল করুন। আমীন!

প্রকৌশলী মইনুল হোসেন
৩৮/৪, সিদ্ধেশ্বরী রোড, ঢাকা-১২১৭।
মোবাইল ঃ ০১৯২২-১৬১৭৮০
E-mail : sujon127@hotmail.com

১৪ ই ডিসেম্বর ২০০৫

উৎসর্গ

আমার বাবা
জনাব নাজমুল হোসেন
একজন উদার মনের মানুষ।

জান্নাতের সন্ধানে মু'মিনের ছয়টি কাজ

এতে আছে অর্থসহ

ক্রমিক	বিষয়	কুরআনের বাণী	হাদীসের বাণী
১	কলেমা	৩২টি	৪৩টি
২	নামাজ	১৪টি	৪১টি
৩	এলেম ও জিকির	১৬টি	৪৩টি
৪	একরামুল মুসলিমীন	১৩টি	৪১টি
৫	সহী নিয়ত	১২টি	৪১টি
৬	দাওয়াত ও তাবলীগ	৩১টি	৪৪টি
৭	জান্নাত	৩৯টি	–
৮	জাহান্নাম	৩৭টি	–
৯	দোয়া	২২টি	–
*	সর্বমোট	২১৬টি	২৫৩টি

লেখকের অন্যান্য বই

(১) জান্নাতের সন্ধানে মু'মিনের ছয়টি কাজ (২০০৬ সাল)
(২) জান্নাত কি তালাশ মে মু'মিন কী ছে আমল (উর্দূ বই - ২০০৭ সাল)
(৩) Six Wooks of Mumin in Search of Heaven (২০০৮ সাল)
(৪) আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (বই-২০১১ সাল)
(৫) আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (CD - ২০১২ সাল)
(৬) আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (ওয়েব সাইট - ২০১৩ সাল)
www.quranerbishoy.com
(৭) আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (PDF ২০১৩ সাল)
(৮) আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (Mobile Apps ২০১৪ সাল)
Play store → SEARCH → Bangla Quran (Sl. No.16)
(৯) নূরানী পদ্ধতিতে ২৭ ঘন্টায় কুরআন শিক্ষা (বই ২০১৩ সাল)
(১০) নূরানী পদ্ধতিতে ২৭ ঘন্টায় কুরআন শিক্ষা (Mobile Apps ২০১৪ সাল)
Play store → SEARCH → Bangla Quran (Sl. No.05)
(১১) জান্নাতের সন্ধানে মু'মিনের ছয়টি কাজ (ওয়েব সাইট ২০১৪ সাল)
www.hadiserbishoy.com
(১২) জান্নাতের সন্ধানে মু'মিনের ছয়টি কাজ (Mobile Apps ২০১৪)
Play store → SEARCH → Bangla Quran Hadith
(১৩) সহজ নামাজ শিক্ষা (প্রক্রিয়াধীন)

সূচীপত্র

কলেমা

কুরআনের বাণী ঃ কলেমা-তাওহীদ

কুরআনের বাণী ঃ রিসালাত

হাদীসের বাণী ঃ কলেমা-তাওহীদ

হাদীসের বাণীঃ কলেমা-রিসালাত

নামাজ

কুরআনের বাণী ঃ

হাদীসের বাণী ঃ

এলেম ও জিকির

হাদীসের বাণী (এলেম)

হাদীসের বাণী (জিকির)

কুরআনের বাণী ঃ

হাদীসের বাণী ঃ

সহী নিয়ত

কুরআনের বাণী ঃ

হাদীসের বাণী ঃ

দাওয়াত ও তাবলীগ

কুরআনের বাণী ঃ

হাদীসের বাণী ঃ

বেহেশতের সুখ-শান্তি

কুরআনের বাণী ঃ

দোজখের দু:খ কষ্ট

কুরআনের বাণী ঃ

দোয়া

মু'মিনের ছয়টি কাজ বা গুণ কি এবং কেন?

মানুষের সুখ-শান্তি, কামিয়াবী আছে পুরা দ্বীনের উপর চলার ভিতরে। পুরা দ্বীনের উপর চলা আমাদের তখনই সম্ভব হবে, যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবী (রাঃ)দেরকে নিয়ে, দ্বীনের যে মেহনত করেছেন, ঐ মেহনত আমরা করবো। এই মেহনত করলে, আমরা ঐ মৌলিক গুণ গুলি অর্জন করতে পারবো, যাতে করে পুরা দ্বীনের উপর চলা আমাদের জন্য সহজ হবে। ঐ গুণ গুলি হল, কলেমা, নামাজ, এলেম ও জিকির, একরামুল মুস্‌লিমীন, সহী নিয়ত এবং দাওয়াত ও তাবলীগ।

একটু চিন্তা করলে বুঝা যাবে, এই গুণ গুলি অর্জন করা আমাদের কেন দরকার। সর্বপ্রথম কলেমা, অর্থাৎ লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, যা আমাদের ২৪ ঘণ্টা দরকার। দ্বিতীয়তঃ নামাজ যা প্রতিদিন ৫ (পাঁচ) বার দরকার। তৃতীয়তঃ এলেম ও জিকির। এই এলেম, দ্বীনের উপর চলার জন্য, আমাদের প্রতিদিন দরকার। আর জিকির হল, আল্লাহ তা'আলার ধ্যান, যা আমাদের সবসময় দরকার। উপরের তিনটি গুণ আল্লাহ তা'আলার হক্ব আদায় করার জন্য দরকার।

আবার বান্দার হক্ব আদায় করতে হলেও, তিনটি গুণ অর্জন করতে হবে। প্রথমতঃ একরামুল মুসলিমীন অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলমানকে সম্মান করা, উপকার করা, যা প্রত্যেক মুসলমানের প্রতিদিন দরকার। দ্বিতীয়তঃ সহী নিয়ত অর্থাৎ যে কোন কাজ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তে করা। এই গুণ ছাড়াতে কোন আমলই, আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আর তাই, এই গুণটি ২৪ ঘন্টা দরকার। সর্বশেষ গুণ হল, দাওয়াত ও তবলীগ। অর্থাৎ নিঃস্বার্থ ভাবে, আল্লাহভোলা বান্দাকে, আল্লাহর দিকে ডাকা। এই গুণটিও প্রত্যেক মুসলমানের প্রতিদিন দরকার।

দেখা যাচ্ছে, এই ছয়টি মৌলিক গুণ নারী-পুরুষ, ধনী-গরীব, যুবক-বৃদ্ধ সকলেরই দরকার, সারা বছর দরকার, সারাজীবন দরকার, মু'মিন হবার জন্য দরকার। আর তাই, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে, এই গুণ গুলি অর্জন করতে কুরআন ও হাদীসে বারাবার তাগিদ দিয়েছেন।

এই কিতাবটিতে, কুরআন ও হাদীসের আলোকে মু'মিনের এই ছয়টি মৌলিক কাজ বা গুণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে। মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে জানবার ও আমল করবার তৌফিক দান করুন। আমীন।

এখন আমরা প্রতিটি গুণ সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে জানবো।

কলেমা

(১) কলেমা কি?

কলেমা হল, লা-ইলাহা-ইল্লাললাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। কালেমার শাব্দিক অর্থ হলঃ আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।

(২) কলেমার হাক্বীকত কি?

কলেমার হাক্বীকত হল, যাহা কিছু হয় আল্লাহ পাকের হুকুমেই হয়। আল্লাহ পাকের হুকুম ছাড়া, কিছুই হতে পারে না। গাছে ফল হয়, আল্লাহপাকের হুকুমেই হয়, নদীতে মাছ হয়, আল্লাহ পাকের হুকুমেই হয়, গাভীতে দুধ হয়, আল্লাহপাকের হুকুমেই হয়, মায়ের পেটে বাচ্চা হয়, আল্লাহ পাকের হুকুমেই হয়।

অনেক স্বামী-স্ত্রী আছে ১০ বৎসর আগে বিবাহ হয়েছে, সন্তান হয়না। এ থেকে বুঝা গেল নারী-পুরুষে মেলামেশা করলেই বাচ্চা হবে এর কোন নিশ্চয়তা নেই। বাচ্চা আল্লাহপাকের হুকুমে হয়। গাছ হলেই ফল হবে, এর কোন নিশ্চয়তা নেই। ফল আল্লাহর হুকুমে হয়। আল্লাহ তা'আলা আসমান ও জমীনের সমস্ত জগতের পালনে ওয়ালা। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। শুধু আমাদেরকেই না, পশুপক্ষী, গাছগাছড়া, লতাপাতা সকলকেই আল্লাহ তা'আলা পালেন।

পাখী কোথায় খানা পাবে, পাখী জানেনা, কে জানে? "আল্লাহ"। পাখী কার উপর ভরসা করে? পাখী আল্লাহর উপর ভরসা করে। আগুন পানি মাটি বাতাস কে বানিয়েছেন? "আল্লাহ"। তিনিই শীতকাল দেন, আবার তিনিই গরমকাল দেন। তিনিই বৃষ্টি দেন, আবার তিনিই খরা দেন। তিনিই দিন বানান, আবার তিনিই রাত বানান। তিনিই কাউকে ধনী বানান, আবার তিনিই কাউকে গরীব বানান। তিনিই জন্ম দান করেন আবার তিনিই মৃত্যু দান করেন। কৃষক জমীনে বীজ ছিটিয়ে দেয়, কিন্তু বীজ থেকে অঙ্কুরোদগম করেন কে? "আল্লাহ"।

হায়াত-মউত, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, লাভ-লোকসান, ইজ্জত-বেইজ্জত, সুস্থতা-অসুস্থতা, কামিয়াবী-নাকামিয়াবী সমস্ত কিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। আল্লাহ যদি আমার উপকার করতে চান, আর সমস্ত দুনিয়ার মানুষ আমার ক্ষতি করতে চায়, তবে সমস্ত দুনিয়ার মানুষ একত্র হয়েও আমার, বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবেনা। এটাই হল কলেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"।

এই জন্য আমাদের কোন বাহাদূরী নাই। আমরা ঘরের মধ্যে বলি, আমি তোমাদেরকে পালি, আমি রুজি করি, তোমরা বসে বসে খাও, এটা শিরক। আমাদের সবাইকে পালে কে? "আল্লাহ"।

আমরা তবলীগে বের হই, আমাদের রবকে ঠিক করার জন্য। আমাদের দিলের ভিতর ফিট হয়ে আছে, আমাকে আমার জমীন পালে, আমাকে আমার চাকরী পালে, আমাকে আমার দোকান পালে, আমার ছেলে দুবাই থাকে, আমাকে আমার ছেলে পালে "ভুল"

গলদ একীন। তাই কবরের মধ্যে, এই প্রশ্নটাই প্রথমে করা হবে "মান রাব্বুকা" তোমার রব কে? অর্থাৎ তোমাকে কে পালে? যার দিলের ভিতর শিরক মুক্ত ঈমান আছে, সেই বলতে পারবে আমার রব "আল্লাহ"। মানুষ যখন বুঝবে, সমস্ত ক্ষমতার মালিক একমাত্র "আল্লাহ" । যে আল্লাহ তাকে হায়াত দিতে পারেন, আবার মউত দিতে পারেন, ডাক্তারের ঔষধ দ্বারা সুস্থ করতে পারেন, আবার অসুস্থ করতে পারেন, বিবি বালবাচ্চা দ্বারা ইজ্জত দিতে পারেন, আবার বেইজ্জতও করতে পারেন, টাকা দিয়ে শান্তি দিতে পারেন, আবার এই টাকাকেই অশান্তির কারণ বানাতে পারেন, সেই আল্লাহর হুকুম কি পরিমাণ মানা দরকার, একবার আমরা দিল দিয়ে চিন্তা করি।

এটাই হল কলেমার হাক্বীকত। সমস্ত নবীরা একমাত্র মানুষের দিলের উপর মেহনত করেছেন, যাতে মানুষের দিলের ভিতর কলেমার হাক্বীকত পয়দা হয়ে যায়। আমাদের মেহনতের ময়দান ও মানুষের দিল। কারণ যার দিলে কলেমার হাক্বীকত পয়দা হয়ে যাবে, তার দ্বারা আল্লাহ পাকের কোন ফরজ হুকুম ছেড়ে দেয়া সম্ভব নয়।

(৩) কলেমার লাভ কি?

এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, যে এখলাসের সাথে কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়বে, সে বেহেস্তে প্রবেশ করবে। একজন জিজ্ঞাসা করল "এখলাস" কি জিনিস? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উত্তর করলেন, যা অন্যায় কাজ হতে ফিরিয়ে রাখে।

অন্য এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি একীন ও এখলাসের সাথে কলেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করবে, জাহান্নামের আগুন তার উপর হারাম হয়ে যাবে।

আরেক হাদীসে আছে, যদি সাত আসমান ও সাত জমীনকে এক পাল্লায় এবং কলেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে অপর পাল্লায় রাখা হয়, তবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাাহ ওয়ালা পাল্লা ওজনে ভারী হবে।

(৪) কলেমা হাসিল করার তরীকা কি?

নিজে কলেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" বেশি বেশি পড়ব। কলেমার লাভ জানিয়ে অপর ভাইকে দাওয়াত দেব।

নামাজ

(১) নামাজ কি?

আল্লাহ পাকের আনুগত্য বা গোলামী প্রকাশের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হল "নামাজ"। আমার যে ঈমান আছে তার প্রমাণ হল আমি নামাজ পড়ি।

(২) নামাজের হাকীকত কি?

নামাজের হাক্বীকত হল, আমার ২৪ ঘন্টার জিন্দেগী, নামাজের সিফতে কাটানোর এক যোগ্যতা পয়দা করা। অর্থাৎ নামাজের ভিতরে যেমন আমরা আমাদের হাত-পা, চোখ-কান, দিল-দেমাগ আল্লাহর হুকুম ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর তরীকা মত ব্যবহার করি তেমনি ভাবে, নামাজের বাইরের জিন্দেগীতেও আমাদের হাত-পা, চোখ-কান ও দিল-দেমাগ, আল্লাহর হুকুম ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর তরীকা মোতাবেক ব্যবহার করতে হবে। এই জন্য আমরা নামাজ পড়ি, যাতে আমাদের ২৪ ঘন্টার জিন্দেগী, নামাজের সিফতে কাটে।

কুরআন শরীফে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন "নিশ্চয়ই নামাজ মানুষকে অন্যায় কাজ হতে ফিরায়" কিন্তু যদি কারো নামাজ তাকে অন্যায় কাজ হতে বিরত না রাখে, তবে বুঝতে হবে নামাজের হাক্বীকত তার দিলে বসে নাই।

আর নামাজ পড়ে, আল্লাহর কাছে চেয়ে, আমি আমার দুনিয়া-ও আখেরাতের সমস্ত চাহিদাকে পুরণ করবো, এইটাও আমার নামাজের আরেক উদ্দেশ্য।

নামাজ আমাকে, আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচিয়ে, জান্নাতে পৌঁছে দেবে। এটাও আমার নামাজের আরেক উদ্দেশ্য। এইজন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবী (রাঃ) আজমাইনগণ যেভাবে নামাজ পড়েছেন, সেই ভাবে নামাজ পড়ার চেষ্টা করতে হবে।

হাদীসে আছে, নামাজ এমনভাবে পড়তে হবে, যেন আমি আল্লাহ তা'আলাকে দেখছি। নামাজে মনের এ অবস্থা সৃষ্টি করতে না পারলে কমপক্ষে এমন অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে যে 'আল্লাহ তা'আলা দেখছেন আমি নামাজ পড়ছি, নামাজ তো আল্লাহ তা'আলার সাথে বান্দার কথোপকথন।

আরেক হাদীসে আছে, নামাজের মধ্যে মনের এমন অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে যে, আমি নামাজ পড়ছি, আল্লাহ তা'আলা আমার সামনে, আমার পিছনে মালাকাল-মউত, আমার ডানে জান্নাত, বামে জাহান্নাম, আমি পুলসিরাতের উপর দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছি এবং এটাই আমার জীবনের শেষ নামাজ। আমরা দিলে দিলে চিন্তা করি সারা জীবনে এমন দিলের অবস্থা নিয়ে ২ (দুই) রাকাত নামাজ আমাদের দ্বারা পড়া সম্ভব হয়েছে কিনা। মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের আমল করার তওফিক দান করুন। আমীন।

এই নামাজ পড়ার জন্য একীনের সাথে মাছলা-মাছায়েল জেনে, ফাজায়েল সামনে রেখে, এখলাসের সাথে, একাগ্রচিত্তে নামাজ পড়ার অভ্যাস করতে হবে।

যে বলে, আমি নামাজ না পড়লে কি হবে? আমার ঈমান ঠিক আছে, সে ধোকার মধ্যে আছে। কারণ হাদীসে আছে, যে নামাজ না পড়ে ইসলামে তার কোন অংশ নেই। অন্য হাদীসে আছে ঈমান ও কুফরের মধ্যে একমাত্র পার্থক্যকারী হল, "নামাজ"।

(৩) নামাজের লাভ কি?

নামাজ হল জান্নাতের চাবী। নামাজ হল মু'মিন বান্দাদের জন্য মেরাজ। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, নামাজ হল আমার চক্ষুর শীতলতা। নামাজ ত্যাগ মানুষকে কুফরের সাথে মিলিয়ে দেয়। এখলাসের সাথে নামাজ পড়লে, শীতকালের গাছের পাতার মত গুনাহ সমূহ ঝরে পড়ে।

যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যথাযথ ওয়াক্তে আদায় করার এহতেমাম করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে আপন জিম্মাদারীতে বেহেস্তে প্রবেশ করাবেন।

(৪) নামাজ হাসিল করার তরীকা কি?

ফরজ নামাজ গুলি, মসজিদে গিয়ে, জামাতের সাথে, তকবীরে উলার সাথে আদায় করবো। ওয়াজিব ও সুন্নত নামাজের পাবন্দী করবো। তাহাজ্জুদ, এশরাক, চাশত ইত্যাদি নফল নামাজ বেশী বেশী পড়বো। নামাজের লাভ জানিয়ে অপর ভাইকে দাওয়াত দেব।

এলেম ও জিকির

(১) এলেম কি?

এলেম হল, আল্লাহ পাকের সমস্ত আদেশ ও নিষেধ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর তরীকা মত আমল করতে জানা।

২. (ক) এলেমের হাক্বীকত কি?

এলেমের হাক্বীকত হল, প্রত্যেক কাজে আল্লাহ পাকের হুকুম জেনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর তরীকা মত আমল করতে হবে। এলেম ও নলেজ এক জিনিস না। যেটা শিখলাম তার উপর আমল করতে হবে। নতুবা এই এলেম শেখা অর্থহীন। সাহাবী (রাঃ) আজমাইনগণ বলতেন, আমরা আল্লাহ ও তার রাসূল (সাঃ)-এর আদেশ শুনলাম ও মানলাম। এমন কিছু লোক আছে, যাদের কুরআন শরীফের এলেম আছে, কিন্তু আমল করেনা, তাদের এলেমের উদ্দেশ্য পূরণ হয় নাই।

ধরা যাক, কোন এক লোক, ইউনির্ভাসিটি থেকে বড় বড় ডিগ্রি হাসিল করেছে, কিন্তু কুরআন ও হাদীসের কোন এলেম বা আমল তার ভিতরে নাই, আল্লাহ ও তার রাসূলের দৃষ্টিতে সে "প্রকৃত জ্ঞানী" নয়। যে কুরআন ও হাদীসের এলেম হাসিল করেছে এবং সে মোতাবেক জীবন যাপন করে, তাকেই প্রকৃত জ্ঞানী বা আলেম বলা যাবে।

৩. (ক) এলেমের লাভ কি?

যে ব্যক্তি এলেম শেখার জন্য যে কোন রাস্তা অবলম্বন করে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য বেহেস্তের রাস্তাকে সহজ করে দেন।

তালবে এলেমের (এলেমের ছাত্র) চলার পথে ফেরেস্তারা নূরের পাখা বিছিয়ে দেয়।

যে ব্যক্তি এলেম শেখার জন্য ঘর থেকে বের হয়, তার জন্য সমস্ত মাখলুক, এমনকি গর্তের পিপিলিকা ও সমুদ্রের মাছ পর্যন্ত মাগফেরাতের দোয়া করে। এক হাদীসে আছে, আলেমের ঘুম জাহেলের সারা রাত এবাদত হতে উত্তম। আরেক হাদীসে আছে, আলেমের (জ্ঞানীর) কলমের কালি, শহীদের রক্তের চেয়ে অধিক পবিত্র।

৪. (ক) এলেম হাসিল করার তরীকা কি?

দ্বীনের উপর আমল করার জন্য, আমাদের দিলের ভিতর পিপাসা পয়দা করতে হবে। এজন্য আমরা ফাজায়েলের তালিমের হাল্কায় বসবো। ঘরের ভিতরেও ফাজায়েলের তালিম করবো, যাতে আমাদের ঘর ওয়ালাদের ভিতর আমলের আগ্রহ পয়দা হয়। মাছলা মাছায়েলের এলেম, আমরা ওলামায়ে কেরামদের কাছে গিয়ে গিয়ে শিখবো।

জিকির

১. (খ) জিকির কি?

জিকির হল, সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার ধ্যান, দিলে ভিতর পয়দা করা।

২. (খ) জিকিরের হাক্বীকত কি?

জিকিরের হাক্বীকত হল, সর্বাবস্থায় আল্লাহকে, হাজির নাজির জানা। আল্লাহ হলেন "সামিউন বাসির" অর্থাৎ, সর্বাবস্থায় আল্লাহ আমাকে দেখেন, আমি কি বলি তা শোনেন, আমি কি গোপন করি, তা জানেন এমনকি আমি মনে মনে কি কল্পনা করি, তাও আল্লাহ তা'আলা জানেন। সকল আমলের রুহ্ হল, আল্লাহ তা'আলার ধ্যান। যার দিলে জিকিরের হাক্বীকত পয়দা হয়েছে, তার দ্বারা কোন গুনাহ হতে পারে না।

৩. (খ) জিকিরের লাভ কি?

জিকিরের লাভ হল, একমাত্র আল্লাহর জিকির দ্বারা দিল, শান্তি লাভ করে। যে জামাত আল্লাহর জিকির করে, ফেরেস্তারা সে জামাতকে ঘিরে ফেলে। তাদের উপর সকীনা অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ আ'আলা ফেরেস্তাদের মজলিসে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করেন, তাদের গুনাহ গুলি নেকী দ্বারা পরিবর্তন করেন।

১০০ বার সোবহানাল্লাহ পড়লে, হযরত ইসমাইল (আঃ)-এ আওলাদের মধ্য থেকে ১০০ জন গোলাম আজাদ করার সমান সওয়াব পাওয়া যায়। ১০০ বার আল-হাম্‌দুলিল্লাহ পড়লে, আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের জন্য ১০০টি ঘোড়া, লাগাম সহ সজ্জিত করে দান করার সমান সওয়াব পাওয়া যায়। ১০০ বার আল্লাহু আকবর পড়লে ১০০টি উট কোরবানী করার সওয়াব পাওয়া যায়, যা কবুল হয়েছে। ১০০ বার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়লে, এর সওয়াব আসমান ও জমীনের মধ্যবর্তী স্থানকে পূর্ণ করে দেয়।

৪. (খ) জিকির হাসিল করার তরীকা কি?

সকাল-বিকাল ৩ (তিন) তস্‌বীহ আদায় করতে হবে। অর্থাৎ সকালে ও বিকালে ১০০ বার করে কলেমায়ে-সাওম (সুবহানাল্লাহ, আলহামুদুলিল্লাহ ওয়া লাইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবরকে কলেমায়ে সাওম বলে) পড়তে হবে, ১০০ বার (যে কোন) দরুদ শরীফ পড়তে হবে, ১০০ বার (যে কোন) এস্তেগফার পড়তে হবে। প্রতিদিন কিছু কুরআন শরীফ পড়তে হবে, অর্থ বুঝে পড়তে পারলে অতি উত্তম। মাস্‌নুন্ দোয়াগুলি সময়মত আদায় করতে হবে।

একরামুল মুসলিমীন কি?

(১) একরামুল মুসলীমিন হল মুসলমানকে মহব্বত করা, মুসলমানকে ইজ্জত- সম্মান করা, উপকার করা।

(২) একরামুল মুসলেমীনের হাক্বীকত কি?

একরামুল মুসলেমীনের হাক্বীকত হল, সমস্ত মাখলুকের হককে আদায় করার নিয়তে, সর্বপ্রথম মুসলমানের একরাম করা। একরামের উদ্দেশ্য হল মহব্বত করা, সাহায্য করা, উপকার করা, সম্মান করা। একরাম করার জন্য সবার আগে দরকার, নিজেকে অন্যের চেয়ে ছোট মনে করা। যখন আমি নিজেকে, অন্যের চেয়ে ছোট মনে করতে পারব, তখন আমার দ্বারা অন্যকে একরাম করা, সহজ হবে। যে নিজেকে ছোট মনে করবে, অন্যকে সম্মান করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে বড় করে দিবেন, সম্মানিত করে দিবেন। হাদীসে কুদসীতে, আল্লাহ তায়ালা বান্দাদেরকে বলেন " তুমি জমীনের উপর রহম কর, আমি আসমান ওয়ালা, তোমার উপর রহম করবো।" আরেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন " যে বড়দেরকে সম্মান করে না, ছোটদেরকে স্নেহ করে না এবং আলেমদেরকে তাজীম করে না, সে আমার উম্মত নয়।"

একরামের ভিতর তিনটি স্তর আছে, প্রথমত হলঃ সাধারণ স্তরের একরাম যেমন, এক ব্যক্তির প্রচুর ধনসম্পদ আছে, তার থেকে কিছু ধনসম্পদ দান করে সে, গরীব দুঃখী মানুষকে একরাম করল।

দ্বিতীয়ত হলঃ মধ্যম স্তরের একরাম, যেমন এক ব্যক্তি তার উদ্বৃত্ত ধনসম্পদ দান করে গরীব দুঃখী মানুষকে একরাম করলো, যাতে উভয়ের প্রয়োজন পুরা হয়ে যায়।

তৃতীয়ত হলঃ উচ্চস্তরের একরাম অর্থাৎ নিজের ভীষণ প্রয়োজন বা জরুরতকে দাবিয়ে (অপূর্ণ) রেখে, অন্যের প্রয়োজনকে মিটিয়ে দেয়া। যেমনঃ নিজে ভীষণ ক্ষুধার্ত থেকে অন্য ভাইকে খানা খাওয়ানো।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এক সাহাবী, তার স্ত্রী ও মাসুম বাচ্চাদেরকে নিয়ে ক্ষুধার্ত থেকে, মেহমানের একরাম করেছিলেন, যার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা, খুশী হয়ে কুরআনে পাকে আয়াত নাজিল করেছেন। ইয়ারমুকের যুদ্ধে, এক সাহাবী (রাঃ) অন্য সাহাবীর আগে পানি পান না করে, মৃত্যু বরণ করে, একরামের এক চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। সর্ব প্রথম আমাদের ব্যবহারকে সুন্দর করতে হবে। অন্যের দোষ ধরা যাবে না। নিজের মধ্যে যে দোষ আছে, তার সংশোধন করতে হবে। অন্যের দোষকে গোপন করতে হবে। নিকৃষ্টতম সুদ হল কোন মুসলমানের ইজ্জত নষ্ট করা। প্রকৃত ঈমান ওয়ালা সেই ব্যক্তি, যে অপর মুসলমান ভাই এর জন্য তাই পছন্দ করে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।

একরাম হল আমলের সিন্দুক। কারণ একরাম না থাকার কারণে, মানুষের অনেক আমল বরবাদ হয়ে যায়। কেয়ামতের ময়দানে এই রকম লোকও উপস্থিত হবে, যে কিনা দুনিয়াতে অনেক দান-সদকা করেছে, অনেক নামাজ-রোজা করেছে, অনেক নেকী কামাই করেছে, কিন্তু দুনিয়াতে হয়ত কোনদিন কাউকে থাপ্পর মেরেছে, কাউকে গালি দিয়েছে বা কারো হক্ক নষ্ট করেছে, কাল কেয়ামতের ময়দানে, তাকে তার নেক আমলের নেকী দান করে হিসাব চুকাতে হবে। দুনিয়াতে সে যাকে বেইজ্জত করেছে, যাকে গালি দিয়াছে, যাকে মেরেছে, যার উপর অত্যাচার করেছে, কাল কেয়ামতের ময়দানে এই অত্যাচারিত ব্যক্তিরা, তার নিকট হতে নেকী নিয়ে যাবে এবং সে খালি হাতে থেকে যাবে।

এইজন্য আমরা একে অপরকে সম্মান করবো, ইজ্জত করবো, কাউকেও যেন ছোট মনে না করি, নিকৃষ্ট মনে না করি। আমি যাকে দ্বীনের দাওয়াত দিব, তার সম্মান যেন আমার দিলের ভিতর থাকে।

৩। একরামুল মুসলেমীনের লাভ কি?

একরামুল মুসলিমীনের লাভ হল, একরামের দ্বারা মানুষে মানুষে ঝগড়া বিবাদ দূর হয়, মানুষে মানুষে মিল-মহব্বত পয়দা হয়।

বণী ইসরাইলের কওমের মধ্যে এক দুশ্চরিত্রা মেয়ে লোককে, শুধু এজন্য মাফ করে দেয়া হয়েছে, যে সে একটি তৃষ্ণার্ত কুকুরকে, পানি পান করিয়ে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। চিন্তা করার বিষয়, নিকৃষ্ট কুকুরকে একরাম করে যদি মাফ পাওয়া যায়, তবে সৃষ্টির সেরা মানুষকে একরাম করলে, আল্লাহ তায়ালা তাকে কি পুরস্কার দিবেন? যে ব্যক্তি কোন ক্ষুধার্ত মুসলমানকে খানা খাওয়াবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতের ফল খাওয়াবেন। যে ব্যক্তি কোন তৃষ্ণার্ত মুসলমানকে পানি পান করাবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতে, এমন সরাব পান করাবেন যাতে মোহর লাগানো থাকবে। যে ব্যক্তি কোন বস্ত্রহীন মুসলমানকে বস্ত্র দান করবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতের সবুজ বস্ত্র পরিধান করাবেন।

তিন একরামের দ্বারা, মানুষে মানুষে মিল মহাব্বত পয়দা হয়। সালাম, কালাম বা মিষ্টি ব্যবহার ও তোয়াম - অর্থাৎ খানা খাওয়ানো । পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করা বিরাট বড় একরাম। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তায়ালা বলেন "আমার মহব্বত ঐ সব বান্দাদের জন্য ওয়াজিব হয়ে গিয়েছে, যারা আমার জন্য একে অপরকে মহব্বত করে।"

আরেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন 'ঐ ব্যক্তি আমার উম্মত নয় যে পেট ভরে খায় অথচ তার প্রতিবেশী অনাহারে থাকে'। আরেক হাদীসে আছে যে ব্যক্তি, কোন মুসলমানের একরাম করার জন্য পায়ে হেটে যায়, তার এই কাজ দশ বৎসর এতেক্বাফ

অপেক্ষা উত্তম। আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়তে একদিনের এতেক্বাফ করলে দোযখ তিন খন্দক দূরে সরে যায়। এক খন্দকের দূরত্ব আসমান ও জমীনের দূরত্ব অপেক্ষা বেশী।

৪। একরাম হাসিল করার তরীকা কি?

কলেমার খাতিরে, প্রত্যেক মুসলমানকে মহব্বত করতে হবে। নিজেকে অন্য মুসলমানের চেয়ে, ছোট মনে করা চাই। একরাম কোন বয়ান করার বিষয় নয়। অন্য মুসলমানকে, একরাম করতে করতেই একরামের সিফত আমাদেরকে অর্জন করতে হবে। আর আমি যদি একরাম করতে নাও পারি, আমি কমপক্ষে ইনসাফ কায়েম করবো। কারো সাথে উত্তম ব্যবহার করতে না পারি, কিন্তু দূর্ব্যবহার যেন না করি। আমি মাপে কম দিব না, মালে ভেজাল দিব না, কারো হক্ককে নষ্ট করবো না। আমি যদি কারো মাথায় হাত বুলাতে না পারি, কিন্তু কারো মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত যেন না করি, কাউকে ভালবাসতে না পারি, কাউকে যেন ঘৃণা না করি। মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আমল করার তওফিক দান করুন।

সহী নিয়ত

(১) সহী নিয়ত কি?

সহী নিয়ত হল, যে কোন কাজ একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকে রাজী করার নিয়তে করা।

(২) সহী নিয়তের হাক্বীকত কি?

সহী নিয়তের হাক্বীকত হল, আমলের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা, শুধু ঐ আমলকেই কবুল করেন, যা একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য করা হয়েছিল। বুখারী শরীফের প্রথম হাদীসটি হল, "নিশ্চয়ই কর্মের প্রতিফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।" অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার সাথে প্রত্যেকের হিসাব নিকাশ তার নিয়তের অনুপাতে হবে।

হাদীসে আছে, কেয়ামতের দিন, সর্বপ্রথম লোক দেখানো শহীদকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। কারণ, তার শহীদ হওয়া আল্লাহ তা'য়ালাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে ছিল না, লোক দেখানোর জন্য ছিল।

আরেক হাদীসে আছে, যে লোক দেখানোর জন্য নামাজ পড়েছে, সে শিরক্ করেছে, যে লোক দেখানোর জন্য রোজা রেখেছে, সে শিরক্ করেছে, যে লোক দেখানেরা জন্য সদকা করেছে, সেও শিরক করেছে অর্থাৎ যাদেরকে দেখানোর জন্য ঐ সমস্ত আমল করেছে, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার শরীক বানিয়ে নিয়েছে।

ধরা যাক, এক ব্যক্তির নাম "কুদ্দুস ব্যাপারী" সে তার ব্যাপারী নাম ঘোচানোর জন্য হজ্জ করলো, হজ্জ করে আসার পর সবাই তাকে ডাকে "কুদ্দুস হাজী" এই কুদ্দুস হাজীর হজ্জ কেয়ামতের দিন তার কোন উপকারে আসবে না। অথচ কুদ্দুস ব্যাপারী যদি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য হজ্জ করতো, ঐ হজ্জ তার জন্য, আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ হত। কিন্তু তারপরও লোকে হয়তো তাকে "হাজী সাব" বলেই ডাকতো, তবে তাতে দোষনীয় কিছু নাই।

আবার ধরা যাক, আরেক লোকের নাম "ফজর আলী"। সে তার গ্রামে একটি হাসপাতাল বানিয়েছে। তার উদ্দেশ্য হল আল্লাহকে খুশী করা এবং ইলেকশানে জিতে এমপি হওয়া। দেখা যাচ্ছে, ফজর আলী হাসপাতাল বানিয়ে আল্লাহকেও খুশী করতে চায়, আবার ইলেকসনে জিতে এমপি হতে চায়। এমতাবস্থায় ফজর আলীর ভেজাল মেশানো এখলাছ আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু পক্ষান্তরে, যদি ফজর আলীর দিলের নিয়ত এমন হত, আমি হাসপাতাল বানিয়েছি, স্রেফ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য, তারপর ইলেকশনে হারি জিতি তাতে আমার কিছুই এসে যায় না।' তবে বুঝতে হবে, ফজর আলীর এখলাছ ভেজাল মুক্ত। এক্ষেত্রে ফজর আলী, ইলেশনে জিতে এমপি হলেও, সে এখলাস ওয়ালা বলেই গণ্য হবে। এখলাস বড় সূক্ষ জিনিস। এখলাসের খবর এক আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

আমাদের আমল লোক দেখানো জন্য হতে পারবে না, অহংকার প্রকাশের জন্য হতে পারবে না, নির্বাচনে জিতার জন্য হতে পারবে না, নিজের প্রচারের জন্য হতে পারবে না, শুধু আল্লাহর জন্যই হতে হবে। অন্যথায় লোকের বাহাবা পাওয়া যাবে, নির্বাচনে জিতে মন্ত্রী মিনিষ্টার হওয়া যাবে কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কাছে কোন বদলা পাওয়া যাবে না, কারণ আল্লাহর কাছ থেকে বদলা পাওয়ার আশায়, ঐ সমস্ত আমল করা হয় নাই। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে হেফাজত করুন। আমীন।

(৩) সহী নিয়তের লাভ কি?

এখলাসের সাথে অল্প আমলও আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য যদি সামান্য খুরমা খেজুরও দান করা হয় তবে, আল্লাহ তা'আলা অহুদ পাহাড় পরিমাণ, সওয়াব দান করেন। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, ঈমান হল এখলাস।

আরেক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি অন্যের উপর গর্ব করার জন্য দুনিয়া হাসিল করে, তা হালাল উপায়ে হলেও আল্লাহ তা'য়ালা তার উপর নারাজ থাকবেন। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি এই নিয়তে হালাল উপায়ে দুনিয়া হাসিল করে যে, অন্যের নিকট সাওয়াল করতে না হয় এবং প্রতিবেশীদেরকে সাহায্য করতে পারে সে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'য়ালার সাথে এমন অবস্থায় মিলিত হবে যে, তার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত চমকিতে থাকবে।

আরেক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন তোমরা “জুব্বুল হাযান” থেকে পানাহ চাও। এক সাহাবা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন “জুব্বুল হাযান” কি জিনিস? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন “জুব্বুল হাযান” হল জাহান্নামের একটি মাঠ। স্বয়ং জাহান্নাম দৈনিক ১০০ বার উহা হতে পানাহ চায়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন উহাতে ঐ সমস্ত কুরআন পাঠকারী প্রবেশ করবে, যারা লোক দেখানোর জন্য এবাদত করে।

(৪) সহী নিয়ত হাসিল করার তরীকা কি?

যে কোন আমলের শুরুতে, মাঝে ও শেষে তাহকিক (যাচাই) করে দেখা চাই, আমলটি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হচ্ছে কিনা পুরাপুরি আল্লাহর জন্য না হয়ে থাকলে এস্তেগফার করতে হবে। পাশাপাাশি সহী নিয়ত বা এখলাস হাসিল করার জন্য, আল্লাহর কাছে দোয়া ও করতে হবে। [দোয়াটি সহী নিয়ত অধ্যায়ের ২৪ নং হাদীসে বর্ণিত আছে]

দাওয়াত ও তাবলীগ

(১) দাওয়াত ও তাবলীগ কি?

দাওয়াত ও তবলীগ হল, আল্লাহর দেয়া জান-মাল ও সময় নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে নিজের এস্‌লাহ (সংশোধন) করা।

(২) দাওয়াত ও তাবলীগের হাক্বীকত কি?

হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) বলেছেন, দাওয়াত ও তবলীগের হাক্কীকত বা উদ্দেশ্য হল “ঈমানের আন্দোলন”। আমরা একটি পরিবেশের মধ্যে আছি। আমরা ঘরে আছি, আমরা আমাদের প্রিয় জনদের মধ্যে আছি। এই পরিবেশ, এই ঘর, এই প্রিয়জন, আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার হুকুম হতে দূরে সরিয়ে রেখেছে এবং আমাদের আমলের মধ্যে দূর্বলতা পয়দা করেছে। এজন্য বলা হয়, আমরা যেন, আমাদের পছন্দনীয় জিনিসগুলো হতে কিছু সময়ের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই। এবং আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে, আমলের অভ্যাস করি। যখন আমরা এই ভাবে ঘর হতে বের হয়ে, দাওয়াতের মেহনত করব তখন আমাদের মধ্যে ঈমানের হাক্বীকত পয়দা হবে।

দাওয়াত ও তবলীগের মেহনতের দ্বারা মানুষের ঈমান মজবুত হয়ে যায়। এই মজবুত ঈমান মানুষকে নামাজে দাঁড় করাবে, রোজার দিনে তাকে রোজা রাখাবে, হজ্জ ফরজ হয়ে থাকলে তাকে হজ্জ করাবে, যাকাত ফরজ হয়ে থাকলে, তাকে যাকাত দেওয়াবে। ঈমান যদি মজবুত হয়ে যায়, এই ঈমান তাকে মদ খাওয়া, ঘুস খাওয়া, মাপে কম দেয়া, মালে ভেজাল দেয়া থেকে ফিরাবে। টুটা ফাটা ঈমান দিয়ে, এই কাজ হবে না। এজন্য চাই,

মজবুত ঈমান। আল্লাহর রাস্তায় দাওয়াত ও তবলীগের জন্য বের হয়ে, ঘরে-ঘরে, দ্বারে-দ্বারে, বারে-বারে গিয়ে ঈমানের দাওয়াত দিতে-দিতে ঈমানকে মজবুত বানাতে হবে। ঈমানকে মজবুত বানাতে হলে মেহনতের কোন বিকল্প নাই।

আমাদের দাওয়াত ও তবলীগে বের হবার আরেকটি উদ্দেশ্য হল মুহাম্মদ (সাঃ)-এর তরীকা, সমস্ত দুনিয়াতে জিন্দা করা অর্থাৎ সমস্ত দুনিয়ার মানুষ, যেন আল্লাহ তা'আলার হুকুম ও মুহাম্মদ (সাঃ)-এর তরীকা মত চলনে ওয়ালা হয়ে যায়। পাশাপাশি আমাদের নিজেদের এসলাহ্ বা সংশোধন হয়ে যায়। আজকে আমি নফসের গোলামী করছি, মনমত জীবন যাপন করছি, আল্লাহ তা'য়ালার হুকুম আর মুহাম্মদ (সাঃ) এর তরীকা মত আমি চলিনা, আমি যেন এ অবস্থা থেকে তওবা করি, রব চাহি জিন্দেগী যাপন আরম্ভ করি।

কুরআনে পাকে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমি মু'মিনের জান ও মাল জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করেছি। আর তাই আমাদেরকে দ্বীনের দাওয়াতের মেহনত করে করে, জান ও মালের সহী ব্যবহার শিখতে হবে। এই দ্বীনের দাওয়াত দিতে দিতে যখন আমাদের ঈমান আমল ও আখলাক ঠিক হয়ে যাবে, আমাদেরকে দেখে দেখে তখন দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করবে, ইনশাল্লাহ।

(৩) দাওয়াত ও তাবলীগের লাভ ঃ

আল্লাহর রাস্তায় এক সকাল অথবা এক বিকাল, দুনিয়া ও দুনিয়ার ভিতর, যা কিছু আছে তা থেকে উত্তম। আল্লাহর রাস্তায় কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকা, আপন ঘরে থেকে ৭০ বৎসর নামাজ পড়া হতে উত্তম।

আল্লাহর রাস্তায় এক টাকা খরচ করলে ৭ (সাত) লক্ষ টাকা, ছদকা করবার সওয়াব পাওয়া যায়। আল্লাহর রাস্তায় কোন আমল করলে ৪৯ (ঊনপঞ্চাশ) কোটি গুণ সওয়াব পাওয়া যায়।

যে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে মেহনত করে, আল্লাহ তা'য়ালা তার জন্য হেদায়েতের যাবতীয় রাস্তা খুলে দেন।

(৪) হাসিল করার তরিকাঃ

নিজের জান, মাল নিয়ে নিজে হেদায়ত পাওয়ার নিয়তে আল্লাহর রাস্তায় লম্বা সময়ের জন্য বের হতে হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় ৩ (তিন) চিল্লা বা ৪ (চার) মাসের জন্য বের হবে, ইন্শাল্লাহ, আল্লাহ তা'আলা তার দিলের ভিতর ঈমানের রুহ্ পয়দা করে দিবেন। যে ঈমান তাকে আমলের উপর চলতে সাহায্য করবে। এজন্য আমরা নিয়ত করি, ইনশাল্লাহ, জীবনে প্রথম সুযোগে ৩ (তিন) চিল্লা [৪ (চার) মাস] দিয়ে, এই দ্বীনের মেহনতের কাজকে শিখবো এবং বাকী জীবন ভর করবো। আল্লাহ তা'আলা আমাদের আমলের তৌফিক দান করুন। আমীন!

পাদটীকা ঃ (১) মু'মিনের ছয়টি কাজ বা গুণ কি এবং কেন? এর অংশ বিশেষ হযরতজী (রহঃ) এর [হযরত মাওলানা এনামুল হাসান] ০৭.১.১৯৯৫ তারিখে বিশ্ব ইজতেমা ময়দানে বাদ মাগরীব করা বয়ান থেকে সংকলণ করা হয়েছে।

(২) কিতাবটির এই অংশ পর্যন্ত চলতি ভাষায় লেখা। অবশিষ্ট অংশ সাধু ভাষায় লেখা হয়েছে।

কলেমা

কুরআনের বাণী ঃ কলেমা-তাওহীদ

১. পবিত্র কুরআন কোন কবির রচনা নহে, কোন গণকের কথাও নহে

فَلَآ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ ۝٣٨ وَمَا لَا تُبْصِرُوْنَ ۝٣٩ إِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ۝٤٠ وَّمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ ۝٤١ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ۝٤٢ تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٤٣

অর্থ ঃ আমি (আল্লাহ) কসম করিতেছি উহার, যাহা তোমরা দেখিতে পাও। এবং যাহা তোমরা দেখিতে পাওনা। নিশ্চয়ই এই কুরআন এক সম্মানিত রাসূলের বাহিত বার্তা। ইহা কোন কবির রচনা নহে, তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর। ইহা কোন গণকের কথা নহে, তোমরা অল্পই অনুধাবন কর। ইহা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হইতে অবতীর্ণ। (সূরা ঃ হাক্কাহ, আয়াত ঃ ৩৮-৪৩)

২. নিশ্চয়ই আল্লাহ চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী চিরজাগ্রত সর্বাপেক্ষা মহান

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ۭ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ۭ مَنْ ذَا الَّذِیْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۭ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِيْمُ ۝٢٥٥

অর্থ ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, চিরজাগ্রত, তন্দ্রা অথবা নিদ্রা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আসমান ও জমীনে যাহা কিছু আছে সবই তাঁহার। তাঁহার অনুমতি ছাড়া কে তাঁহার নিকট সুপারিশ করিতে পারে? তাহাদের (মানুষদের) আগে ও পিছে যাহা কিছু আছে তাহার সবই তিনি জানেন। তাঁহার ইচ্ছা না হইলে কেহ তাহার জ্ঞানের কিছুই ধারণ করিতে (আয়ত্বে আনিতে) পারে না। আসমান ও জমীনে তাঁহার (সাম্রাজ্যের) আসন পরিব্যপ্ত হইয়া আছে। এই সবের হেফাযত করিতে তিনি (মোটেও) ক্লান্ত হন না। বস্তুতঃ তিনিই উন্নত, সর্বাপেক্ষা মহান। [আয়াতুল কুরসী] (সূরা ঃ আল-বাক্বারা, আয়াত ঃ ২৫৫)

৩. আল্লাহ তা’আলার গুণাবলী লিখিয়া শেষ করা যাইবে না

وَلَوْ اَنَّ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٧﴾

অর্থ ঃ আল্লাহ তা’আলার গুণাবলী এত অধিক যে, সমগ্র জগতে যত বৃক্ষ রহিয়াছে, যদি উহা দ্বারা কলম তৈয়ার করা হয়, আর এই যে সমুদ্র রহিয়াছে ইহা ব্যতীত আরও এইরূপ সাতটি সমুদ্রের পানিকে ঐ সমস্ত কলমের জন্য কালিরূপে ব্যবহার করা হয় এবং (অতঃপর এই কলম ও কালিসমূহ দ্বারা আল্লাহ তা’আলার গুণাবলী লিখিতে আরম্ভ করা হয়) তবে সমস্ত কলম ও কালি নিঃশেষ হইয়া যাইবে কিন্তু আল্লাহ তা’আলার গুণাবলীর বর্ণনা শেষ হইবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা’আলা প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। (সূরা ঃ লোকমান, আয়াত ২৭)

৪. নিশ্চয়ই আল্লাহ তা’আলা জমীনের উপর বিচরণকারী প্রতিটি জীবের রিজিকের জিম্মাদার

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۗ كُلٌّ فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٦﴾

অর্থ ঃ আর ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী কোন প্রাণী এমন নাই যে, যাহার রিজিক আল্লাহর জিম্মাদারীতে না রহিয়াছে, তিনি জানেন কোথায় তাহারা থাকে এবং কোথায় (তাহারা) সমাপিত হয়, সকল কিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে (লিপিবদ্ধ) রহিয়াছে। (সূরা ঃ হূদ, আয়াত ঃ ৬)

৫. সৎ কাজকারী ঈমানদারদেরকে আল্লাহ তায়ালা জমীনে খেলাফত দান করিবেন

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۞

অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকাজ করিয়াছে আল্লাহ তাহাদেরকে অবশ্যই জমীনের খেলাফত দান করিবেন। যেমন তিনি তাহাদের পূর্বেকার লোকদেরকে খেলাফত দান করিয়াছিলেন। (সূরা ঃ আন-নূর, আয়াত ঃ ৫৫)

৬. পূর্ণ ঈমানদারগণ নিশ্চয়ই বিজয়ী হইবে

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٩﴾

অর্থ ঃ তোমরা সাহস হারাইওনা এবং দুঃখ করিওনা, বিজয়ী তোমরাই হইবে যদি তোমরা (পূর্ণ) ঈমানদার হইয়া থাক। (সূরা ঃ আলে ইমরান, আয়াত ঃ ১৩৯)

৭. আল্লাহর উপর ভরসা করিলে আল্লাহই যথেষ্ট

وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ؕ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ؕ

অর্থ ঃ এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিজিক দিবেন আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করিবে, তবে আল্লাহ্ই তাহার জন্য যথেষ্ট। (সূরা ঃ আত-ত্বালাক, আয়াত ঃ ৩)

৮. আল্লাহর ও তাহার রাসূল (সাঃ)-এর পূর্ণ আনুগত্য করিলে এমন জান্নাত সমূহ পাওয়া যাইবে যাহার তলদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٣﴾

অর্থ ঃ এইসব আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য করিবে, আল্লাহ তাহাকে এইরূপ জান্নাত সমূহে দাখিল করিবেন যাহার তলদেশে নহর সমূহ বহিতে থাকিবে, তাহারা অনন্তকাল উহাতে অবস্থান করিবে। আর ইহা বিরাট সফলতা। (সূরা ঃ আন্-নিসা, আয়াত ঃ ১৩)

৯. আল্লাহ তা'আলা ঈমানের পরীক্ষা নিবেন

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ﴿٢﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٣﴾

অর্থ ঃ মানুষ কি মনে করে যে, আমরা ঈমান আনিয়াছি এই কথা বলিলেই উহাদিগকে পরীক্ষা না করিয়া অব্যাহতি দেওয়া হইবে। আমিতো ইহাদের পূর্ববর্তীদিগকেও পরীক্ষা করিয়াছিলাম। আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করিয়া দিবেন কাহারা সত্যবাদী এবং তিনি অবশ্যই প্রকাশ করিয়া দিবেন কাহারা মিথ্যাবাদী। (সূরা ঃ আল-আনকাবূত, আয়াত ঃ ২-৩)

১০. আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া যাইবে না

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿۵۳﴾

অর্থ ঃ বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যাহারা নিজেদের উপর জুলুম করিয়াছ তোমরা আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ হইও না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (সূরা ঃ আল-যুমার, আয়াত ঃ ৫৩)

১১. নিশ্চয়ই আল্লাহ ভয়ভীতি ও জান-মালের ক্ষতি দ্বারা পরীক্ষা করিবেন

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ؕ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۱۵۵﴾

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করিবো কিছুটা ভয় ভীতি (ভীতিপ্রদ পরিস্থিতি) ক্ষুধা এবং মাল, জান ও ফল-ফসলের ক্ষতির দ্বারা। আর ধৈর্য অবলম্বনকারীদেরকে সুসংবাদ দাও। (সূরা ঃ আল-বাক্বারা, আয়াত ঃ ১৫৫)

১২. পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করিতে হইবে

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً ۪ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿۲۰۸﴾

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের অনুসরণ করিও না। নিশ্চয় সে (শয়তান) তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন। (সূরা ঃ আল-বাক্বারা, আয়াত ঃ ২০৮)

১৩. সেই ব্যক্তি অধিক সম্মানিত যে সর্বাধিক আল্লাহ ভীরু

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿۱۳﴾

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অধিক সম্মানিত, যিনি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং সব বিষয়ে অবহিত। (সূরা ঃ আল-হুজুরাত, আয়াত ঃ ১৩)

১৪. আল্লাহ তা'আলা প্রার্থনা কবুলকারী

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌؕ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِۙ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ﴿١٨٦﴾

অর্থ ঃ আমার বান্দাগণ যখন, আমার সম্বন্ধে আপনাকে [রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে] প্রশ্ন করে, বস্তুত আমি রহিয়াছি অতি নিকটে। যাহারা প্রার্থনা করে, তাহাদের প্রার্থনা কবুল করিয়া লই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার আদেশ মানিয়া চলা এবং আমার প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান আনা, তাহাদের একান্ত কর্তব্য। যাহাতে তাহারা সৎপথে আসিতে পারে। (সূরা ঃ আল-বাক্বারা, আয়াত ঃ ১৮৬)

১৫. আল্লাহ তা'আলা আমাদের গ্রীবাস্থিত ধমনী (ঘাড়ের রগ) থেকেও অধিক নিকটবর্তী

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ ۚۖ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ﴿١٦﴾

অর্থ ঃ আমি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছি এবং তার মন নিভৃতে যে কুচিন্তা করে সে সম্বন্ধেও আমি অবগত আছি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী (ঘাড়ের রগ) থেকেও অধিক নিকটবর্তী। (সূরা ঃ ক্বাফ, আয়াত ঃ ১৬)

১৬. ডানে বামে দুইজন ফেরেশতা সবকিছু লিপিবদ্ধ করিতেছেন

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ ﴿١٧﴾ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ﴿١٨﴾ وَجَآءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۚ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ﴿١٩﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ ۚ ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ ﴿٢٠﴾ وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَّشَهِيْدٌ ﴿٢١﴾ لَقَدْ كُنْتَ فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ﴿٢٢﴾ وَقَالَ قَرِيْنُهُ هٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيْدٌ ﴿٢٣﴾

অর্থ ঃ স্মরণ রাখিও, দুই জন ফেরেশতা ডানে ও বামে বসিয়া তাহার আমল লিপিবদ্ধ করে। মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তাহাই গ্রহণ করিবার জন্য তাহার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রহিয়াছে। মৃত্যু যন্ত্রণা নিশ্চই আসিবে, ইহা হইতে তোমরা অব্যাহতি চাহিয়া আসিয়াছ। আর সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হইবে। ইহাই শাস্তির দিন। সেই দিন প্রত্যেক ব্যক্তি উপস্থিত হইবে। তাহার সঙ্গে থাকিবে চালক ও সাক্ষী। তুমি এই দিন সম্বন্ধে উদাসীন ছিলে, এখন আমি তোমার সম্মুখ হইতে পর্দা উন্মোচন করিয়াছি। অদ্য তোমার দৃষ্টি প্রখর। তাহার সঙ্গী ফেরেস্তা বলিবে, 'এইতো আমার নিকট আমলনামা প্রস্তুত'। (সূরা ঃ ক্বাফ, আয়াত ঃ ১৭-২৩)

১৭. জান্নাতে মন যাহা চাহিবে তাহাই পাওয়া যাইবে

نَحْنُ أَوْلِيَآؤُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْٓ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ ﴿٣١﴾

অর্থ ঃ আমরাই (আমিই) তোমাদের বন্ধু, দুনিয়ার জীবনে ও আখেরাতে। জান্নাতে তোমাদের জন্য, তোমাদের মন যাহা চাহিবে তাহাই দেওয়া হইবে এবং তোমরা সেখানে যাহা দাবী করিবে তাহাই পাইবে। (সূরা ঃ হা-মীম সেজদাহ্, আয়াত ঃ ৩১)

১৮. আল্লাহকে ভয় করিবার মত ভয় করিতে হইবে

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٠٢﴾

অর্থ ঃ হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে (এইরূপ) ভয় কর, যেইরূপ ভয় করা উচিত এবং মুসলমান না হইয়া কোন অবস্থায় মরিও না। (সূরা ঃ আলে ইমরান, আয়াত ঃ ১০২)

১৯. নেককার পুরুষ এবং নারীকে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে হায়াতান তৈয়্যেবাহ দান করিবেন।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٧﴾

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি নেক কাজ করিবে, সে পুরুষই হউক অথবা নারীই হউক যদি সে ঈমানদার হয়, তবে আমি (আল্লাহ তা'আলা) তাহাকে (দুনিয়াতেই) হায়াতান তৈয়্যেবাহ (এক সুখময়, শান্তিময় জীবন) দান করিব এবং তাহার ভাল কাজের বিনিময়ে তাহাদেরকে পুরস্কার প্রদান করিব। (সূরা ঃ আন-নহল, আয়াত ঃ ৯৭)

২০. আল্লাহ তা'আলা শুধু বলেন "হও" তখনই তাহা হইয়া যায়

اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٨٢﴾

অর্থ ঃ তিনি (আল্লাহ) যখন কোন কিছু করিতে ইচ্ছা করেন, তখন তাহাকে কেবল বলিয়া দেন "হও" তখনই তাহা হইয়া যায়। (সূরা ঃ ইয়াসিন, আয়াত ঃ ৮২)

কুরআনের বাণী ঃ কলেমা-রিসালাত

২১. রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ﴿٢١﴾

অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকির করে তাহাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ। (সূরা ঃ আল-আহযাব, আয়াত ঃ ২১)

২২. রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সমস্ত দুনিয়ার জন্য রহমত হিসাবে প্রেরিত

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٧﴾

অর্থ ঃ আমিতো তোমাকে [রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে] বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমত রূপেই প্রেরণ করিয়াছি। (সূরা ঃ আল-আম্বিয়া, আয়াত ঃ ১০৭)

২৩. আল্লাহকে ভালবাসিতে চাহিলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে অনুসরণ করিতে হইবে

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣١﴾

অর্থ ঃ আপনি বলিয়া দিন, যদি তোমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে ভালবাসা রাখ, তবে তোমরা আমার [রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর] অনুসরণ কর, (তবে) আল্লাহ্ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন এবং তোমাদের যাবতীয় গুনাহ্ মাফ করিয়া দিবেন; আর আল্লাহ খুব ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (সূরা ঃ আলে ইমরান, আয়াত ঃ ৩১)

২৪. মু'মিনরা আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিধান শুনিয়া বলে, আমরা শুনিলাম ও মানিয়া লইলাম

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾

অর্থ ঃ মুসলমানদের কথা তো ইহাই, যখন তাহাদের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দিবার জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয়, তখন তাহারা বলিয়া দেয়, 'আমরা শুনিলাম এবং (আদেশ) মানিয়া লইলাম' এবং এইরূপ লোকেরাই সফলকাম হইবে। (সূরাঃ আন-নূর, আয়াত ঃ ৫১)

২৫. রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আনুগত্য করিলে সুপথ পাওয়া যাইবে

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ ۖ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۚ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٥٤﴾

অর্থ ঃ আপনি বলুন, আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরাও, তবে জানিয়া রাখ যে, রাসূলের কর্তব্য তো তাহাই, যাহার ভার তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে, আর তোমাদের কর্তব্য তাহাই, যাহার ভার তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে। আর যদি তোমরা তাঁহার [রাসুল (সাঃ)-এর] আনুগত্য কর, তবে সুপথ প্রাপ্ত হইবে। আর রাসূলের দায়িত্ব কেবল সুস্পষ্টভাবে পৌঁছাইয়া দেওয়া। (সূরা ঃ আন-নূর, আয়াত ঃ ৫৪)

২৬. আল্লাহ তা'য়ালাই মানুষ সৃষ্টিকারী

نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ ۝٥٧ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ۝٥٨ ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ۝٥٩

অর্থ ঃ আচ্ছা, বলতো দেখি তোমরা (নারীর গর্ভে) যেই বীর্যবিন্দু পৌঁছাইয়া থাক, উহাকে তোমরাই মানুষ বানাও নাকি আমি মানুষ বানাই? (সূরা ঃ ওয়াকেয়া, আয়াত ঃ ৫৮-৫৯)

২৭. আল্লাহ তা'য়ালাই বীজ অঙ্কুরণকারী

اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ۝٦٣ ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ ۝٦٤

অর্থ ঃ আচ্ছা, বলতো দেখি, জমিনে যে বীজ তোমরা বপন করিয়া থাক, উহাকে তোমরাই অঙ্কুরিত কর নাকি আমি অঙ্কুরিত করি? (সূরা ওয়াকেয়া, আয়াত ঃ ৬৩-৬৪)

২৮. আল্লাহ তা'য়ালাই মেঘ হইতে পানি বর্ষণকারী

اَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِىْ تَشْرَبُوْنَ ۝٦٨ ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ۝٦٩ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ۝٧٠

অর্থ ঃ আচ্ছা বলতো দেখি, যেই পানি তোমরা পান করিয়া থাক, উহা কি তোমরা মেঘ হইতে বর্ষণকর নাকি আমি উহা বর্ষণ করি? যদি আমি ইচ্ছা করি তবে ঐ পানিকে লবণাক্ত করিয়া দিতে পারি, তবে কেন তোমরা শুকরিয়া আদায় কর না। (সূরা ঃ ওয়াকেয়া , আয়াত ঃ ৬৮-৭০)

২৯. আল্লাহ তা'য়ালা নমুনা ছাড়া আসমান ও জমীনকে সৃষ্টি করিয়াছেন

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ ۭ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ۝١٠١

অর্থ ঃ আল্লাহ তা'আলা আসমান ও জমীনসমূহকে পূর্ব নমুনা ব্যতীত সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার কোন সন্তান কিভাবে থাকিতে পারে যখন তাহার কোন স্ত্রী নাই এবং আল্লাহ তা'আলাই প্রত্যেক জিনিসকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আর তিনিই প্রত্যেক জিনিসকে জানেন। (সূরা ঃ আল আনআম, আয়াত ঃ ১০১)

৩০. আল্লাহ তা'আলা যাহাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন, যাহাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ز وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ط بِيَدِكَ الْخَيْرُ ط اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٦﴾

অর্থ ঃ বলুন, হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ! আপনি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান করেন এবং যাহার নিকট হইতে ইচ্ছা ক্ষমতা কাড়িয়া নেন। যাহাকে ইচ্ছা আপনি সম্মানিত করেন, আর যাহাকে ইচ্ছা আপনি অপমানিত করেন। যাবতীয় কল্যাণ আপনারই হাতে। নিশ্চয়ই আপনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ঃ ২৬)

৩১. আল্লাহ তা'য়ালা যাহাকে ইচ্ছা অফুরন্ত রিযিক দান করেন

تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ ز وَتُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ ز وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾

অর্থ ঃ আপনি (আল্লাহ) রাত্রিকে দিবসে পরিণত এবং দিবসকে রাত্রিকে পরিণত করেন। আপনিই মৃত হইতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটান, আবার জীবন্ত হইতে মৃতের আবির্ভাব ঘটান। আপনি যাহাকে ইচ্ছা অফুরন্ত রিযিক দান করেন। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ঃ ২৭)

৩২. আল্লাহর আদেশ চোখের পলকেই কার্যকর হয়

وَمَآ اَمْرُنَآ اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴿٥٠﴾

অর্থ ঃ আমার (আল্লাহর) আদেশতো এক কথায় চোখের পলকেই কার্যকর হয়। (সূরা ঃ আল-কামার, আয়াত ঃ ৫০)

হাদীসের বাণী ঃ কলেমা-তাওহীদ

১. একীন ও এখলাছের সাথে কলেমা পাঠকারীর জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম হইয়া যাইবে।

عَنْ عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنِّىْ لَاَعْلَمُ كَلِمَةً لَايَقُوْلُهَا عَبْدٌ حَقًّا مِّنْ قَلْبِهٖ اِلَّاحُرِّمَ عَلَى النَّارِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَا اُحَدِّثُكَ مَاهِىَ؟ هِىَ كَلِمَةُ الْاِخْلَاصِ الَّتِىْ اَعَزَّ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى بِهَا مُحَمَّدًا ﷺ وَاَصْحَابَهٗ وَهِىَ كَلِمَةُ التَّقْوٰى الَّتِىْ اَعْرَضَ عَلَيْهَا نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ عَمَّهٗ اَبَا طَالِبٍ عِنْدَ الْمَوْتِ شَهَادَةَ اَنْ لَّااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ – رواه احمد واخرجه الحاكم بهذا اللفظ

অর্থ ঃ হযরত ওসমান (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট শুনিয়াছি, তিনি [রাসূলুল্লাহ (সাঃ)] বলেন আমি এমন একটি কালেমা জানি, যে ব্যক্তি একীন ও এখ্‌লাছের সহিত সেই কালেমা পড়িবে, জাহান্নামের আগুন তাহার উপর হারাম হইয়া যাইবে। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি কি বলিব সেই কালেমা কি? উহা সেই কালেমা যাহা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং তাঁহার অনুসারী দিগকে সম্মানিত করিয়াছেন এবং উহা সেই তাকওয়ার কালেমা যাহা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আপন চাচা আবু তালেরেব এন্তেকালের সময় তাহার নিকট পেশ করিয়াছিলেন। তাহা হইল "লা ইলাহা ইল্লল্লাহ।ঃ

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের উপর আবু তালেবের যেহেতু যথেষ্ট দান রহিয়াছে তাই মৃত্যু কালে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাহার নিকট গমন করিয়া এরশাদ করিলেন, চাচাজান! একবার কালেমা শরীফ পড়িয়া লউন যাহাতে আমি হাশরের দিন আল্লাহর দরবারে আপনার জন্য সুপারিশ করিতে পারি। তিনি বলিলেরন, লোকজন অপবাদ দিবে যে, আবু তালেব মৃত্যুর ভয়ে ভাইয়ের ছেলের দ্বীন কবুল করিয়াছে, এই ধারণা না হইলে, আমি আজ এই কালেমা পড়িয়া তোমার চোখকে ঠান্ডা করিয়া দিতাম। ইহাতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মনক্ষুন্ন হইয়া ফিরিয়া গেলেন। আবু তালেবের কলেমা ছাড়াই মৃত্যু হইয়া গেল। এই ঘটনা উপলক্ষেই এই আয়াত অবর্তীণ হইল

اِنَّكَ لَاتَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ . (القصص)

(সূরা ঃ আল-কাসাস, আয়াত ঃ ৫৬)

অর্থ ঃ হে নবী! আপনি যাহাকে ইচ্ছা হেদায়েত করিতে পারেন না বরং হেদায়েত আল্লাহর হাতে, তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে হেদায়েত করিবেন।

সুতরাং যাহারা মনে করে যে, আমি অমুক আত্মীয় বা বুজুর্গের দোয়ায় পার হইয়া যাইব, তাহারা ভীষণ ভ্রান্তিতে রহিয়াছে। সব কাজের মালিক যখন একমাত্র আল্লাহ, তখন তাঁহারই সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইবে।

২. ঈমান কি?

عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا الْاِيْمَانُ؟ قَالَ: إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ. رواه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبى ١/١٣، ١٤

অর্থ ঃ হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট জানিতে চাহিল, ঈমান কি ? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিলেন, যদি তোমার নেক আমল তোমাকে আনন্দিত করে ও তোমার খারাপ কাজ তোমাকে দুঃখিত করে তবে তুমি মু'মিন। (মুসতাদরাকে হাকেম)

৩. তিনটি বস্তু থাকিলে ঈমানের স্বাদ পাওয়া যাইবে

عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ثَلٰثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ: أَنْ يَكُوْنَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَايُحِبُّهُ إِلَّا لِلّٰهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُوْدَ فِى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِى النَّارِ. رواه البخارى، باب حلاوة الإيمان، رقم: ١٦

অর্থ ঃ হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, ঈমানের স্বাদ সেই ব্যক্তি পাইবে যাহার মধ্যে তিনটি জিনিস পাওয়া যাইবে। এক- তাহার অন্তরে আল্লাহ তা'আলা ও তাহার রাসূলের ভালবাসা সবচেয়ে বেশী হয়। দুই- যে কোন ব্যক্তির সাথেই তাহার ভালবাসা হয় উহা শুধু আল্লাহর জন্যই হয়। তিন- ঈমানের পরে কুফরের দিকে ফিরিয়া যাওয়া তাহার নিকট এরূপ ঘৃনিত ও যন্ত্রণাদায়ক হয় যেরূপ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে হয়। (বুখারী)

৪. হারিস (রাঃ) বলিলেন আমি ঈমানের অবস্থায় আছি

عَنْ صَالِحِ بْنِ مِسْمَارٍ وَجَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلْحَارِثِ بْنِ مَالِكٍ: مَا أَنْتَ يَا حَارِثَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ مُؤْمِنٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ: مُؤْمِنٌ حَقًّا؟ قَالَ: مُؤْمِنٌ حَقًّا قَالَ: فَإِنَّ لِكُلِّ حَقٍّ حَقِيْقَةً، فَمَا حَقِيْقَةُ ذٰلِكَ؟ قَالَ: عَزَفْتُ نَفْسِىْ مِنَ الدُّنْيَا، وَأَسْهَرْتُ لَيْلِىْ، وَأَظْمَأْتُ نَهَارِىْ، وَكَأَنِّىْ أَنْظُرُ إِلٰى عَرْشِ رَبِّىْ حِيْنَ يُجَاءُ بِهِ، وَكَأَنِّىْ أَنْظُرُ إِلٰى أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُوْنَ فِيْهَا، وَكَأَنِّىْ أَسْمَعُ عُوَاءَ أَهْلِ النَّارِ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: مُؤْمِنٌ نُوِّرَ قَلْبُهُ. رواه عبد الرزاق فى مصنفه، باب الإيمان والإسلام ١١/١٢٩

অর্থ ঃ হযরত সালেহ ইবনে মিসমার ও হযরত জাফর ইবনে বুরকান (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত মালেক ইবনে হারিস (রাযিঃ) কে প্রশ্ন করিলেন, হে হারিস! তুমি কি অবস্থায় আছ ? তিনি আরজ করিলেন (আল্লাহ তা’আলার মেহেরবানীতে) আমি ঈমানী অবস্থায় আছি। তিনি প্রশ্ন করিলেন, তুমি কি সত্যিকার মু’মিন ? তিনি আরজ করিলেন, আমি সত্যিকার মু’মিন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, (চিন্তা করিয়া বলো) প্রত্যেক জিনিসের একটি বাস্তবতা আছে, তোমার ঈমানের বাস্তবতা কি ? অর্থাৎ তুমি কিসের ভিত্তিতে দাবী করিতেছ যে, ‘আমি সত্যিকার মু’মিন’। তিনি আরজ করিলেন, (আমার কথার বাস্তবতা এই যে,) আমি আমার অন্তরকে পার্থিবজগত হইতে সরাইয়া লইয়াছি, রাতে জাগিয়া থাকি, দিনের বেলায় তৃষ্ণার্ত থাকি (অর্থাৎ রোযা রাখি) আর যখন আমার রবের আরশকে আনা হইবে সেই দৃশ্য যেন আমি দেখিতেছি। জান্নাতীদের পরস্পর দেখা সাক্ষাতের দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভাসিতে থাকে। আর দোযখীদের চিৎকার যেন (আমি নিজ কানে) শুনিতেছি। অর্থাৎ সর্বদা জান্নাত ও জাহান্নামের কল্পনা আমার অন্তরে থাকে। তিনি (তাহার এই কথাবার্তা শুনিয়া) বলিলেন, হারিস এমন একজন মু’মিন যাহার অন্তর ঈমানের আলোতে আলোকিত হইয়া গিয়াছে। (মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক)।

৫. কোন কলেমার জন্য আকাশের দরজা খুলিয়া যায়?

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَا قَالَ عَبْدٌ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ قَطُّ مُخْلِصًا إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتّٰى تُفْضِىَ إِلَى الْعَرْشِ مَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ. رواه الترمذى وقال : هذا حديث حسن غريب، باب دعاء أم سلمة رضى اللّٰه عنها، رقم : ٣٥٩٠

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, (যখন) কোন বান্দা খালেছ দিলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলে, তখন এই কলেমার জন্য নিশ্চিতরূপে আকাশের দরজা সমূহ খুলিয়া দেওয়া হয়। এমনকি এই কলেমা সোজা আল্লাহর আরশ পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়। অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ কবুল হইয়া যায়। তবে শর্ত হইল, এই কলেমা পাঠকারীকে কবীরা গুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। (তিরমিযী)

৬. অত্যন্ত গুনাহগার বৃদ্ধ ব্যক্তির তওবার সুযোগ আছে কি?

عَنْ مَكْحُوْلٍ رَحِمَهُ اللهُ يُحَدِّثُ قَالَ: جَاءَ شَيْخٌ كَبِيْرٌ هَرِمٌ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلٰى عَيْنَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ رَجُلٌ غَدَرَ وَفَجَرَ وَلَمْ يَدَعْ حَاجَةً وَلَا دَاجَةً إِلَّا اقْتَطَفَهَا بِيَمِيْنِهٖ، لَوْ قُسِمَتْ خَطِيْئَتُهٗ بَيْنَ أَهْلِ الْأَرْضِ لَأَوْبَقَتْهُمْ، فَهَلْ لَهٗ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَأَسْلَمْتَ؟ فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَإِنَّ اللهَ غَافِرٌ لَكَ مَا كُنْتَ كَذٰلِكَ وَمُبَدِّلُ سَيِّئَاتِكَ حَسَنَاتٍ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَغَدَرَاتِيْ وَفَجَرَاتِيْ؟ فَقَالَ: وَغَدَرَاتِكَ وَفَجَرَاتِكَ فَوَلَّى الرَّجُلُ يُكَبِّرُ وَيُهَلِّلُ. التفسير لابن كثير ٣/٣٤٠

অর্থ ঃ হযরত মাকহুল (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একজন অত্যন্ত বৃদ্ধ ব্যক্তি যাহার উভয় ভ্রূ চোখের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। লোকটি আসিয়া বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! এমন এক ব্যক্তি যে অনেক ওয়াদা ভঙ্গ ও গুনাহের কাজ করিয়াছে, এবং বৈধ, অবৈধ সব রকমের ইচ্ছা পুরা করিয়াছে, তাহার গুনাহ এত বেশী যে, যদি সমস্ত দুনিয়াবাসীর মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয় তবে সকলকে ধ্বংস করিয়া দিবে। এরূপ ব্যক্তির জন্য তওবার সুযোগ আছে কি ? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিলেন, তুমি কি মুসলমান হইয়াছ ? সে আরজ করিল, জ্বি হাঁ। আমি কালেমায়ে শাহাদাৎ –

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.

এর সাক্ষ্য দান করি।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিলেন, যতক্ষণ তুমি এই কালেমার উপর মজবুত থাকিবে আল্লাহ তা'আলা তোমার সবরকম ওয়াদা ভঙ্গ করা ও সকল গুনাহকে মাফ করিতে থাকিবেন এবং তোমার গুনাহসমূহকে সোয়াব দ্বারা পরিবর্তন করিতে থাকিবেন। সেই বৃদ্ধ ব্যক্তি আরজ করিল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার সমস্ত ওয়াদা ভঙ্গ ও গুনাহ কি মাফ? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আরজ করিলেন, হাঁ তোমার সমস্ত ওয়াদা ভঙ্গ ও গুনাহ মাফ। ইহা শুনিয়া সেই বৃদ্ধ ব্যক্তি আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলিতে বলিতে (আনন্দের সহিত) চলিয়া গেল। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

৭. কোন্ ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ লাভ করিয়াছে?

عَنْ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاقَ طَعْمَ الْاِيْمَانِ مَنْ رَّضِىَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلًا. (بخارى ومسلم)

অর্থ ঃ হযরত আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলে কারীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মদ (সাঃ)-কে আল্লাহর রাসূল হিসেবে কবুল করিয়াছে, সেই ব্যক্তি ঈমানের প্রকৃত স্বাদ লাভ করিয়াছে। (বুখারী, মুসলিম)

৮. অন্তরে অণু পরিমাণ লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ থাকিলেও জাহান্নাম হইতে বাহির করা হইবে

عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ (فِىْ حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ) أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَكَانَ فِىْ قَلْبِهٖ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيْرَةً ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَكَانَ فِىْ قَلْبِهٖ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَكَانَ فِىْ قَلْبِهٖ مَا يَزِنُ مِنَ الْخَيْرِ ذَرَّةً. (وهو جزء من الحديث) رواه البخارى،

باب قول اللّٰه تعالى: لما خلقت بيدى. اقم ٧٤١

অর্থ ঃ হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে দোযখ হইতে বাহির করা হইবে, যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিয়াছে এবং তাহার অন্তরে যবের দানার ওজন পরিমাণও ঈমান থাকিবে। অতঃপর এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে জাহান্নাম হইতে বাহির করা হইবে যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিয়াছে এবং যাহার অন্তরে গমের দানার পরিমাণও ঈমান থাকিবে।

অতঃপর এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে দোযখ হইতে বাহির করা হইবে যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিয়াছে এবং যাহার অন্তরে অণু পরিমাণও ঈমান নিহিত থাকিবে। (বুখারী)

৯. কোন্ কলেমা একদিন না একদিন নাজাত দান করিবে

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ قَالَ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ نَفَعَتْهُ يَوْمًا مِنْ دَهْرِهِ يُصِيْبُهُ قَبْلَ ذٰلِكَ مَا أَصَابَهُ. رواه البزار والطبرانى ورواته رواة الصحيح، الترغيب ٢/٤١٤

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিয়াছে, একদিন না একদিন এই কলেমা অবশ্যই তাহাকে নাজাত দান করিবে। যদিও পূর্বে তাহাকে কিছুটা আযাব ভোগ করিতে হয়। (বায্যার, তাবারানী তারগীব)

১০. সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান ওয়ালাকেও জান্নাতে দাখিল করা হইবে

عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ شُفِّعْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَبِّ أَدْخِلِ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ خَرْدَلَةٌ فَيَدْخُلُوْنَ، ثُمَّ أَقُوْلُ أَدْخِلِ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ أَدْنٰى شَيْئٍ. رواه البخارى، باب كلام الرب تعالى يوم القيامة .. رقم: ٧٥٠٩

অর্থ ঃ হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যখন কেয়ামতের দিন হইবে তখন আমাকে সুপারিশ করার অনুমতি দেওয়া হইবে। আমি আরজ করিব, হে আমার রব! এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে জান্নাতে দাখিল করিয়া দিন যাহার দিলে সরিষার দানা পরিমাণও (ঈমান) রহিয়াছে। (আল্লাহ তা'আলা আমার এ সুপারিশ কবুল করিবেন।) আর ঐ সমস্ত লোক জান্নাতে দাখিল হইয়া যাইবে। আবার আমি আরজ করিব, এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে জান্নাতে দাখিল করিয়া দিন যাহার দিলে অণু পরিমাণও (ঈমান) রহিয়াছে। (বুখারী)

১১. কোন কলেমার জন্য জান্নাতের ওয়াদা?

عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنِىْ اَبِىْ شَدَّادٌ وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا حَاضِرٌ يُصَدِّقُهُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: هَلْ فِيْكُمْ غَرِيْبٌ يَعْنِىْ أَهْلَ الْكِتَابِ؟ قُلْنَا: لَا يَا رَسُوْلَ اللهِ فَأَمَرَ بِغَلْقِ الْبَابِ وَقَالَ: اِرْفَعُوْا أَيْدِيَكُمْ وَقُوْلُوْا: لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، فَرَفَعْنَا أَيْدِيَنَا سَاعَةً ثُمَّ وَضَعَ ﷺ يَدَهُ ثُمَّ قَالَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ بَعَثْتَنِىْ بِهٰذِهِ الْكَلِمَةِ وَأَمَرْتَنِىْ بِهَا وَوَعَدْتَنِىْ عَلَيْهَا الْجَنَّةَ وَإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أَبْشِرُوْا فَإِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكُمْ. رواه أحمد والطبرانى والبزار ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ١/١٦٣

অর্থ ঃ হযরত ইয়ালা ইবনে সাদ্দাদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আমার পিতা হযরত সাদ্দাদ (রাযিঃ) এই ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন এবং হযরত উবাদা (রাযিঃ) যিনি সেই সময় উপস্থিত ছিলেন উক্ত ঘটনার সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন যে, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর খেদমতে হাজির ছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রশ্ন করিলেন, কোন অমুসলিম ব্যক্তি এই মজলিসে আছে কি? আমরা বলিলাম, কেহ নাই। তিনি এরশাদ করিলেন, দরজা বন্ধ করিয়া দাও। অতঃপর এরশাদ করিলেন, তোমরা হাত উঠাও এবং বল লা ইলাহা-ইল্লাল্লাহ। আমরা কিছুক্ষণ হাত উঠাইয়া রাখিলাম (এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়িলাম)। অতঃপর তিনি নিজ হাত নামাইলেন এবং বলিলেন, 'আলহামদুলিল্লাহ, হে আল্লাহ, আপনি আমাকে এই কালেমা দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন এবং আমাকে এই কালেমার দাওয়াত দিবার হুকুম করিয়াছেন এবং এই কালেমার উপর বেহেস্তের ওয়াদা করিয়াছেন। আর আপনি ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে বলিলেন, আনন্দিত হও, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে মাফ করিয়া দিয়াছেন। (মুসনাদে আহমাদ, তাবরানী, বাযযার, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

১২. কে আল্লাহর দূর্গে প্রবেশ করিল?

عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: إِنِّىْ أَنَا اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنَا مَنْ أَقَرَّ لِىْ بِالتَّوْحِيْدِ دَخَلَ حِصْنِىْ وَمَنْ دَخَلَ حِصْنِىْ أَمِنَ مِنْ عَذَابِىْ. رواه الشيرازى وهو حديث صحيح، الجامع الصغير ٢/٢٤٣

অর্থ ঃ হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হাদীসে কুদসীতে আপন রবের এই এরশাদ বর্ণনা করেন, আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া কোন উপাস্য নাই, যে ব্যক্তি আমার একত্ববাদকে স্বীকার করিল, সে আমার দূর্গে প্রবেশ করিল (আর) যে আমার দূর্গে প্রবেশ করিল, সে আমার শাস্তি হইতে নিরাপদ হইয়া গেল। (সিরাজী, জামে' সগীর)

১৩. ঈমান কিভাবে তরুতাজা করিব?

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: جَدِّدُوْا إِيْمَانَكُمْ، قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ نُجَدِّدُ إِيْمَانَنَا؟ قَالَ: أَكْثِرُوْا مِنْ قَوْلِ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ. رواه أحمد والطبرانى إسناد أحمد حسن، الترغيب ٢/٤١٥

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আপন ঈমানকে তরুতাজা করিতে থাক। কেহ আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপন ঈমানকে কিভাবে তরুতাজা করিব? তিনি বলিলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে বারবার বলিতে থাক। (মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, তারগীব)

১৪. সর্বোত্তম জিকির কি?

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء أن دعوة المسلم مستجابة، رقم: ٣٣٨٣

অর্থ ঃ হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আমি নবী করীম (সাঃ) কে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, সমস্ত জিকিরের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম জিকির হইল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং সমস্ত দোয়ার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম দোয়া হইল 'আলহামদুলিল্লাহ'। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সবচেয়ে উত্তম জিকির এই জন্য যে, পুরা দ্বীন (ইসলাম) ইহার উপরই প্রতিষ্ঠিত। ইহা ছাড়া না ঈমান ঠিক হয় আর না কেহ মুসলমান হইতে পারে।

'আলহামদুলিল্লাহ'কে সবচেয়ে উত্তম দোয়া এইজন্য বলা হইয়াছে যে, দাতার প্রশংসা করার উদ্দেশ্যই হইল চাওয়া, আর দোয়া হইল আল্লাহ তা'আলার নিকট চাওয়ার নাম। (মোযাহেরে হক)

১৫. নূহ (আঃ)-এর তাহার ছেলের প্রতি ২ (দুই) টি উপদেশ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِوَصِيَّةِ نُوْحٍ ابْنَهُ؟ قَالُوْا: بَلٰى، قَالَ: أَوْصٰى نُوْحٌ ابْنَهُ فَقَالَ لِابْنِهِ: يَا بُنَيَّ إِنِّيْ أُوْصِيْكَ بِاثْنَتَيْنِ. وَأَنْهَاكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ وَأَنْهَاكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ أُوْصِيْكَ بِقَوْلِ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ فَإِنَّهَا لَوْ وُضِعَتْ فِيْ كِفَّةِ الْمِيْزَانِ وَوُضِعَتِ السَّمٰوَاتُ وَالْأَرْضُ فِيْ كِفَّةٍ لَرَجَحَتْ بِهِنَّ، وَلَوْ كَانَتْ حَلْقَةً لَقَصَمَتْهُنَّ حَتّٰى تَخْلُصَ إِلَى اللهِ، وَبِقَوْلِ: سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ، فَإِنَّهَا عِبَادَةُ الْخَلْقِ، وَبِهَا تُقْطَعُ أَرْزَاقُهُمْ، وَأَنْهَاكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ، الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ، فَإِنَّهُمَا يَحْجِبَانِ عَنِ اللهِ.

(الحديث) رواه البزار وفيه: محمد بن إسحاق وهو مدلس وهو ثقة وبقية رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ١٠/٩٢

অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, হযরত নূহ (আঃ) নিজের ছেলেকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন আমি কি তোমাদেরকে তাহা বলিব না? সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, অবশ্যই বলুন। তিনি বলিলেন, (হযরত) নূহ (আঃ) নিজের ছেলেকে উপদেশ দিলেন, হে আমার ছেলে! তোমাকে দুইটি কাজ করার উপদেশ দিতেছি, আর দুইটি কাজ হইতে নিষেধ করিতেছি। এক তো আমি তোমাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার আদেশ করিতেছি। কেননা, যদি এই কলেমা এক পাল্লায় রাখিয়া দেওয়া হয়, আর অপর পাল্লায় সমস্ত আসমান জমীনকে রাখিয়া দেওয়া হয় তবে কলেমার পাল্লা ভারী হইবে। আর যদি সমস্ত আসমান জমীন একটি বৃত্তে পরিণত হইয়া যায়, তবুও এই কলেমা সেই বৃত্তকে ভেদ করিয়া আল্লাহ তা'আলার নিকট পৌঁছিয়াই যাইবে। দ্বিতীয় জিনিস যাহার আদেশ করিতেছি, তাহা এই যে, سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ পড়া, কেননা ইহা সমস্ত সৃষ্টির এবাদত এবং ইহারই বরকতে সমস্ত সৃষ্টিকে রিজিক দেওয়া হয়। আর আমি তোমাকে দুইটি কাজ যথাঃ শিরক ও অহংকার হইতে নিষেধ করিতেছি। কেননা এই দুইটি গুনাহ বান্দাকে আল্লাহ তা'আলা হইতে দূরে সরাইয়া দেয়। (বাযযার, মাজমায়ুয যাওয়ায়েদ)

১৬. কোন ব্যক্তি অন্তরে প্রশান্তি লাভ করিবে?

عَنْ أَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ شَهِدَ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ فَذَلَّ بِهَا لِسَانُهُ وَاطْمَأَنَّ بِهَا قَلْبُهُ لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ. رواه البيهقى فى شعب الإيمان ١/٣١

অর্থ ঃ হযরত আবু কাতাদাহ (রাযিঃ) তাহার পিতা হইতে নবী কারীম (সাঃ)-এর এরশাদ নকল করেন, যে ব্যক্তি এই কথার সাক্ষ্য দিয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোন ইলাহ নাই এবং আমি মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ তা'আলার রাসূল এবং (বারবার বলার দরুন) তাহার জবান এই কালেমায় অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। আর এই কালেমা (পড়ার) দ্বারা তাহার দিলে প্রশান্তি লাভ হয়। এমন ব্যক্তিকে জাহান্নামের অগ্নি ভক্ষণ করিবে না। (বায়হাকী)

১৭. আল্লাহ তা'আলার উপর হক মোতাবেক ভরসা করিলে কি হইবে ?

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا. رواه الترمذى وقال : هذا حديث حسن صحيح، باب فى التوكل على اللّٰه، رقم : ٢٣٤٤

অর্থ ঃ হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা যদি আল্লাহ তা'আলার উপর এমনভাবে ভরসা করিতে আরম্ভ কর যেমন ভরসার হক রহিয়াছে তবে তোমাদিগকে এমনভাবে রিজিক দান করা হইবে যেমন পাখীদেরকে রিজিক দান করা হয়। উহারা সকালে খালি পেটে বাহির হইয়া যায় এবং বিকালে পেট ভরিয়া ফিরিয়া আসে। (তিরমিযী)

১৮. কোন ব্যক্তিকে দোযখের চিরস্থায়ী আজাব হইতে মুক্তি দেয়া হইবে?

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ - وَمُعَاذٌ رَدِيْفُهُ عَلَى الرَّحْلِ - قَالَ: يَامُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: يَامُعَاذُ؟ قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ ثَلَاثًا قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ، صِدْقًا مِّنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَفَلَا أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوْا؟ قَالَ: إِذًا يَتَّكِلُوْا، وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا. رواه البخارى، باب من خص بالعلم قوما ..... رقم: ١٢٨

অর্থ ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সহিত হযরত মুয়াজ (রাযি) একই উটের পিঠে সওয়ার ছিলেন। নবী করীম (সাঃ) বলিলেন, হে মুয়াজ ইবনে জাবাল! তিনি আরজ করিলেন, لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ (হে আল্লাহর রাসূল, আমি হাজির)। নবী করীম (সাঃ) পুনরায় বলিলেন, হে মুয়াজ! তিনি আরজ করিলেন, لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ (হে আল্লাহর রাসূল, আমি হাজির)। তিনবার এমন হইল। অতঃপর নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি খাঁটি মনে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোন ইলাহ নাই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ তা'আলার রাসূল। আল্লাহ তা'আলা এইরূপ ব্যক্তির জন্য জাহান্নাম হারাম করিয়া দিয়াছেন। হযরত মুয়াজ (রাযিঃ) (এই সুসংবাদ শুনিয়া) আরজ করিলেন, আমি কি লোকদেরকে ইহার খবর দিব না যাহাতে তাহারা খুশী হইয়া যায়? নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিলেন, তখন তাহারা উহার উপর ভরসা করিয়া বসিয়া থাকিবে (আমল করা ছাড়িয়া দিবে)। হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, হযরত মুয়াজ (রাযিঃ) এই ভয়ে যে (হাদীস গোপন করার) গুনাহ না হইয়া যায় জীবনের শেষ মুহূর্তে লোকদের মধ্যে এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ যে সকল হাদীসে শুধু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এর সাক্ষ্যের উপর দোযখের আগুন হারাম হওয়া উল্লেখিত আছে, হাদীস ব্যাখ্যাকারগণ ঐরূপ হাদীস সমূহের দুইটি অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। এক এই যে, দোযখের চিরস্থায়ী শাস্তি হইতে মুক্তি পাইবে। অর্থাৎ কাফির, মুশরিকদের মত চিরস্থায়ীভাবে তাহাদেরকে দোযখে রাখা হইবে না। যদিও খারাপ আমলের শাস্তির জন্য কিছু সময় দোযখে রাখা হইবে। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর সাক্ষ্যের ভিতর পুরা ইসলামী জীবন রহিয়াছে। যে ব্যক্তি এখলাসের সাথে এবং বুঝিয়া শুনিয়া এই সাক্ষ্য দিয়াছে, তাহার জিন্দেগী পরিপূর্ণরূপে দ্বীন ইসলাম অনুযায়ী হইবে। (মাজাহেরে হক)

১৯. আল্লাহ তা'আলার সাথে কাহাকেও শরীককারী ব্যক্তি দোযখে প্রবেশ করিবে

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ لَقِىَ اللّٰهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ. رواه مسلم، باب الدليل على من مات .... رقم: ٢٧

অর্থ ঃ হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আমি নবী করীম (সাঃ)-কে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সহিত এমন অবস্থায় মিলিত হইবে যে, তাঁহার সাথে কাহাকেও শরীক করে নাই, সে বেহেস্তে প্রবেশ করিবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে এমন অবস্থায় মিলিত হইবে যে, সে তাঁহার সাথে কাহাকেও শরীক করিয়াছে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। (মুসলিম)

২০. ঈমানদার ব্যক্তি কোন কোন বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করিবে?

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ جِبْرِيْلَ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ حَدِّثْنِىْ مَا الْإِيْمَانُ؟ قَالَ: اَلْإِيْمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّيْنَ وَتُؤْمِنَ بِالْمَوْتِ وَبِالْحَيَاةِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَتُؤْمِنَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْحِسَابِ وَالْمِيْزَانِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ كُلِّهِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ - قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذٰلِكَ فَقَدْ اٰمَنْتُ؟ قَالَ: إِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ فَقَدْ اٰمَنْتَ.

(وهو قطعة من حديث طويل) رواه أحمد ٣١٩/١

অর্থ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, হযরত জিবরাঈল (আঃ) নবী করীম (সাঃ) এর নিকট আরজ করিলেন, আমাকে বলুন, ঈমান কাহাকে বলে? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিলেন, ঈমান এই যে, তুমি আল্লাহ তা'আলার প্রতি, কেয়ামতের দিনের প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, আল্লাহ তা'আলার কিতাবসমূহের প্রতি, এবং নবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে, মৃত্যু ও মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে, জান্নাত জাহান্নাম, হিসাব এবং আমলের পরিমাপের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে এবং তাকদীরের ভাল ও মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে। হযরত জিবরাঈল (আঃ) আরজ করিলেন, আমি যদি এই সকল বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি তবে (কি) আমি ঈমানদার হইয়া যাইব? নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিলেন, যখন তুমি এই সকল বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলে তখন তুমি ঈমানদার হইয়া গেলে। (মুসনাদে আহমাদ)

২১. আল্লাহ তা'আলা বলেন আমার নিকট হেদায়েত চাও

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْمَا رَوَى عَنِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى
اَنَّهُ قَالَ: يَا عِبَادِيْ إِنِّيْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلٰى نَفْسِيْ، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا،
فَلَا تَظَالَمُوْا يَا عِبَادِيْ كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُوْنِيْ أَهْدِكُمْ،
يَا عِبَادِيْ كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُوْنِيْ أُطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِيْ
كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُوْنِيْ أَكْسُكُمْ، يَا عِبَادِيْ إِنَّكُمْ تُخْطِئُوْنَ
بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا، فَاسْتَغْفِرُوْنِيْ أَغْفِرْ لَكُمْ، يَا
عِبَادِيْ إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوْا ضَرِّيْ فَتَضُرُّوْنِيْ، وَلَنْ تَبْلُغُوْا نَفْعِيْ فَتَنْفَعُوْنِيْ، يَا
عِبَادِيْ لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوْا عَلٰى أَتْقٰى قَلْبِ
رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذٰلِكَ فِيْ مُلْكِيْ شَيْئًا، يَا عِبَادِيْ لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ
وَاٰخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوْا عَلٰى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا
نَقَصَ ذٰلِكَ مِنْ مُلْكِيْ شَيْئًا، يَا عِبَادِيْ لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ
وَجِنَّكُمْ، قَامُوْا فِيْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُوْنِيْ، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ،
مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِمَّا عِنْدِيْ إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، يَا
عِبَادِيْ إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيْهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّيْكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا
فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذٰلِكَ فَلَا يَلُوْمَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

رواه مسلم، باب تحريم الظلم، رقم: ٦٥٧٢

অর্থ ঃ হযরত আবু যার (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এক হাদীসে কুদসীতে আপন রবের এই এরশাদ নকল করেন যে, হে আমার বান্দাগণ! আমি নিজের উপর অত্যাচারকে হারাম করিয়াছি এবং তোমাদের মধ্যেও উহা হারাম করিয়াছি। সুতরাং তোমরা একে অন্যের উপর অত্যাচার করিও না। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা সকলে পথভ্রষ্ট, ঐ ব্যক্তি ছাড়া যাহাকে আমি পথের সন্ধান দান করি, সুতরাং আমার নিকট

হেদায়েত চাও আমি তোমাদিগকে হেদায়েত দান করিব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা সকলেই ক্ষুধার্ত, ঐ ব্যক্তি ছাড়া যাহাকে আমি খানা খাওয়াই, সুতরাং তোমরা আমার নিকট আহার চাও, আমি তোমাদিগকে আহার করাইব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা সকলেই বস্ত্রহীন ঐ ব্যক্তি ছাড়া যাহাকে আমি বস্ত্র পরিধান করাই, সুতরাং তোমরা আমার নিকট চাও আমি তোমাদিগকে বস্ত্র পরিধান করাইব।

হে আমার বান্দাগণ! তোমরা রাত্র-দিন গুনাহ কর, আর আমি গুনাহসমূহকে ক্ষমা করি। সুতরাং আমার নিকট ক্ষমা চাও আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিব।

হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমার অনিষ্ট করিতে চাহিলে কখনও অনিষ্ট করিতে পারিবে না। আর তোমরা আমার সাহায্য করিতে চাহিলে কখনও সাহায্য করিতে পারিবে না।

হে আমার বান্দাগণ ! যদি তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মানুষ ও জিন, সকলে ঐ ব্যক্তির মত হইয়া যায়, যাহার দিলে তোমাদের সকলের চেয়ে বেশী আল্লাহ তা'আলার ভয় রহিয়াছে তবে ইহা আমার রাজত্ব একটুও বর্ধিত করিতে পারিবে না।

হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মানুষ ও জীন সকলে ঐ ব্যক্তির মত হইয়া যায় যে, তোমাদের মধ্যে সকলের চেয়ে বেশী গুনাহগার তবে ইহা আমার রাজত্বে কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।

হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মানুষ ও জিন সকলে খোলা এক মাঠে একত্রিত হইয়া আমার কাছে চায়, আর আমি প্রত্যেককে তাহার চাহিদা মোতাবেক দান করি তবে ইহাতে আমার ভান্ডারসমূহে এই পরিমাণ কম হইবে যে পরিমাণ সমুদ্রে সুঁই ডুবাইয়া উঠাইলে সমুদ্রের পানি কম হইয়া যায়। (এই সামান্য কম হওয়া কোন ধরিবার মধ্যে পড়েনা, এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার ভাণ্ডারসমূহেও সকলকে দেওয়ার কারণে কোনরূপ কম হয় নাই।)

হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের আমলগুলি আমি তোমাদের জন্য সংরক্ষণ করিতেছি। অতঃপর তোমাদিগকে উহার পরিপূর্ণ প্রতিদান দান করিব। সুতরাং যে ব্যক্তি (আল্লাহর তৌফিকে) নেক আমল করে, তাহার উচিত সে যেন আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করে, আর যাহার দ্বারা কোন গুনাহ হইয়া যায়, সে যেন স্বীয় নফসকেই তিরস্কার করে (কেননা নফসের প্রলোভনেই তাহার দ্বারা গুনাহ হইয়াছে)। (মুসলিম)

২২. আল্লাহ তা'আলা ৯৯টি রহমত কেয়ামতের দিনের জন্য রাখিয়াছেন

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ لِلّٰهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ، أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوَامِّ، فَبِهَا يَتَعَاطَفُوْنَ، وَبِهَا يَتَرَاحَمُوْنَ، وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلٰى وَلَدِهَا، وَأَخَّرَ اللّٰهُ تِسْعًا وَتِسْعِيْنَ رَحْمَةً، يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

رواه مسلم، باب فى سعة رحمة اللّٰه تعالى .... رقم: ٦٩٧٤ وفى رواية لمسلم: فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَكْمَلَهَا بِهٰذِهِ الرَّحْمَةِ - رقم: ٦٩٧٧

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট একশত রহমত রহিয়াছে, তিনি উহা হইতে একটি রহমত জিন, মানুষ, জীবজন্তু ও পোকামাকড়ের মধ্যে অবতীর্ণ করিয়াছেন। সেই একটি অংশের কারণে তাহারা একে অন্যের প্রতি মায়ামমতা করে, উহারই কারণে হিংস্র পশু আপন সন্তানকে ভালবাসে। আর আল্লাহ তা'আলা নিরানব্বইটি রহমতকে কেয়ামতের দিনের জন্য রাখিয়াছেন যে, উহা দ্বারা আপন বান্দাদের প্রতি রহমত করিবেন। এক বর্ণনাতে আছে, যখন কেয়ামতের দিন হইবে তখন নিজের সেই নিরানব্বইটি রহমতকে এই দুনিয়াবী রহমতের সহিত মিলাইয়া পরিপূর্ণতা দান করিবেন। (অতঃপর একশ'টি রহমত দ্বারা আপন বান্দাদের উপর অনুগ্রহ করিবেন)। (মুসলিম)

২৩. আল্লাহ তা'আলা বান্দাদেরকে মায়ের চাইতে অধিক ভালবাসেন

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قُدِمَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِسَبْيٍ، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ، تَبْتَغِىْ، إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِى السَّبْيِ، أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ، فَقَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَتَرَوْنَ هٰذِهِ الْمَرْأَةَ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِى النَّارِ؟ قُلْنَا: لَا وَاللّٰهِ وَهِىَ تَقْدِرُ عَلٰى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اَللّٰهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هٰذِهِ بِوَلَدِهَا. رواه مسلم، باب فى سعة رحمة اللّٰه تعالى ....، رقم: ٦٩٧٨

অর্থ ঃ হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) বলেন যে, (একদা) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট কয়েকজন বন্দীকে আনা হইল। তাহাদের মধ্যে একটি মেয়েলোককে দেখিলেন যে, তাহার সন্তানকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। যখনি সে তাহার সন্তানকে পাইল অমনি তাহাকে উঠাইয়া আপন পেটের সহিত জড়াইয়া লইল এবং দুগ্ধপান করাইল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমাদের কি ধারণা এই মেয়েলোকটি কি তাহার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করিতে পারে? আমরা আরজ করিলাম আল্লাহর কসম! পারে না। অতঃপর তিনি এরশাদ করিলেন, এই মেয়েলোক আপন সন্তানকে যে পরিমাণ ভালবাসে আল্লাহ তা'আলা আপন বান্দাদেরকে তাহার চাইতে অধিক ভালবাসেন। (মুসলিম)

২৪. সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও হুঁশিয়ার ব্যক্তি কে?

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَاشِرَ عَشْرَةٍ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا نَبِىَّ اللّٰهِ مَنْ أَكْيَسُ النَّاسِ، وَأَحْزَمُ النَّاسِ؟ قَالَ: أَكْثَرُهُمْ ذِكْرًا لِلْمَوْتِ، وَأَكْثَرُهُمْ اسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُوْلِ الْمَوْتِ، أُولٰئِكَ هُمُ الْأَكْيَاسُ، ذَهَبُوْا بِشَرَفِ الدُّنْيَا وَكَرَامَةِ الْاٰخِرَةِ. قلت: رواه ابن ماجة باختصار، رواه الطبرانى فى الصغير وإسناده حسن، مجمع الزوائد ٥٥٦/١٠

অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলেন, আমি দশজনের এক জামাতের সহিত নবী করীম (সাঃ) এর খেদমতে হাজির হইলাম। আনসারদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি আরজ করিল, হে আল্লাহর নবী! মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বুদ্ধিমান ও হুঁশিয়ার ব্যক্তি কে? নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী মৃত্যুকে স্মরণ করে এবং মৃত্যু আসিবার পূর্বে সবচেয়ে বেশী মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ইহারাই ঐ সমস্ত লোক যাহারা দুনিয়ার মর্যাদা ও আখেরাতের ইজ্জত অর্জন করিয়াছে। (তাবরানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

২৫. কবর দেখিয়া হযরত ওসমান (রাঃ)-এর ক্রন্দন

عَنْ هَانِئٍ مَوْلٰى عُثْمَانَ رَحِمَهُ اللّٰهُ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ عُثْمَانُ إِذَا وَقَفَ عَلٰى قَبْرٍ بَكٰى حَتّٰى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ، فَقِيْلَ لَهُ تُذْكَرُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلَا تَبْكِيْ وَتَبْكِيْ مِنْ هٰذَا؟ فَقَالَ : إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ قَالَ : وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ.

رواه الترمذى وقال : هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء فى فظاعة القبر .... رقم : ٢٣٠٨

অর্থ ঃ হযরত ওসমান (রাযিঃ) যখন কোন কবরের পাশে দাঁড়াইতেন তখন খুব ক্রন্দন করিতেন, এমনকি চোখের পানিতে দাড়ি ভিজিয়া যাইত। তাহার নিকট আরজ করা হইল, (কি ব্যাপার) আপনি বেহেস্ত ও দোযখের আলোচনায় কাঁদেন না, আর কবর দেখিয়া এত কাঁদেন? তিনি বলিলেন, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, কবর আখেরাতের মঞ্জিল সমূহের মধ্য হইতে প্রথম মঞ্জিল, যদি বান্দা ইহা হইতে মুক্তি পাইয়া যায় তবে পরবর্তী মঞ্জিলসমূহ উহা হইতে সহজ হইবে, আর যদি এই মঞ্জিল হইতে মুক্তি না পায়, তবে পরবর্তী মঞ্জিলসমূহ উহা হইতে বেশী কঠিন হইবে। নবী করীম (সাঃ) ইহাও এরশাদ করিয়াছেন, আমি কবরের দৃশ্য হইতে ভয়াবহ কোন দৃশ্য দেখি নাই। (তিরমিযী)

২৬. কবর বলে আমি একাকিত্বের ঘর, আমি পোকা মাকড়ের ঘর

عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُصَلَّاهُ فَرَاٰى نَاسًا كَأَنَّهُمْ يَكْتَشِرُوْنَ قَالَ : أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ أَكْثَرْتُمْ ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ لَشَغَلَكُمْ عَمَّا أَرَى الْمَوْتُ فَأَكْثِرُوْا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلَّا تَكَلَّمَ فَيَقُوْلُ : أَنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ، وَأَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَأَنَا بَيْتُ التُّرَابِ وَأَنَا بَيْتُ الدُّوْدِ، فَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ : مَرْحَبًا وَأَهْلًا، أَمَا إِنْ كُنْتَ لَاَحَبَّ مَنْ يَمْشِىْ عَلٰى ظَهْرِىْ إِلَىَّ فَإِذْ وُلِّيْتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَىَّ فَسَتَرَى صَنِيْعِىْ بِكَ، قَالَ : فَيَتَّسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ أَوِ الْكَافِرُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ لَا مَرْحَبًا وَلَا أَهْلًا أَمَا إِنْ كُنْتَ لَاَبْغَضَ مَنْ يَمْشِىْ عَلٰى ظَهْرِىْ إِلَىَّ فَإِذْ وُلِّيْتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَىَّ فَسَتَرَى صَنِيْعِىْ بِكَ، قَالَ : فَيَلْتَئِمُ عَلَيْهِ حَتّٰى يَلْتَقِىَ عَلَيْهِ وَتَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِأَصَابِعِهِ فَأَدْخَلَ بَعْضَهَا فِىْ جَوْفِ بَعْضٍ قَالَ : وَيُقَيِّضُ اللّٰهُ لَهُ سَبْعِيْنَ تِنِّيْنًا لَوْ أَنَّ وَاحِدًا مِنْهَا نَفَخَ فِى الْاَرْضِ مَا أَنْبَتَتْ شَيْئًا مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، فَيَنْهَشْنَهُ وَيَخْدِشْنَهُ حَتّٰى يُفْضٰى بِهِ إِلَى الْحِسَابِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ.

رواه الترمذى وقال : هذا حديث حسن غريب، باب حديث أكثروا ذكر هاذم اللذات، رقم : ٢٤٦٠

অর্থ ঃ হযরত আবু সাঈদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একবার নবী করীম (সাঃ) নামাজের জন্য মসজিদে আসিলেন। দেখিলেন যে, হাসির দরুন কিছু লোকের দাঁত

দেখা যাইতেছে। নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিলেন, যদি তোমরা মৃত্যুকে বেশী বেশী ইয়াদ করিতে তবে তোমাদের এই অবস্থা হইত না যাহা আমি দেখিতেছি। সুতরাং স্বাদ বিনষ্টকারী মৃত্যুকে বেশী বেশী ইয়াদ কর। কেননা কবরের উপর এমন কোন দিন যায় না যেদিন সে এই আওয়াজ দেয় না যে, আমি অপরিচিতের ঘর, আমি একাকিত্বের ঘর, আমি মাটির ঘর, আমি পোকামাকড়ের ঘর। যখন মু'মিন বান্দাকে কবর দেয়া হয়, তখন কবর তাহাকে বলে তোমার আগমন শুভ হউক। খুব ভাল করিয়াছ যে, তুমি আসিয়া গিয়াছ। যত লোক আমার উপর চলাফেরা করিত, তাহাদের সকলের মধ্যে তুমি আমার নিকট বেশী প্রিয় ছিলে। আজ যখন তোমাকে আমার নিকট অর্পণ করা হইয়াছে এবং আমার নিকট আসিয়াছ তখন আমার উত্তম ব্যবহারও দেখিতে পাইবে। অতঃপর যতদূর পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির দৃষ্টি পৌঁছিতে পারে কবর ততদূর পর্যন্ত চওড়া হইয়া যায়। এবং তাহার জন্য একটি দরজা বেহেস্তের দিকে খুলিয়া দেওয়া হয়।

আর যখন কোন বদকার অথবা কাফেরকে কবরে রাখা হয় তখন কবর বলে, তোমার আগমন অকল্যাণকর হউক, তুমি আসিয়াছ খুব খারাপ করিয়াছ, যত লোক আমার উপর চলাফেরা করিত, তাহাদের সকলের মধ্যে তোমার প্রতিই আমার বেশী বিদ্বেষ ছিল। আজ যখন তুমি আমার নিকট অর্পিত হইয়াছ, তখন আমার দুর্ব্যবহারও দেখিতে পাইবে। অতঃপর কবর তাহাকে এমনভাবে চাপ দেয় যে, একদিকের পাঁজর অন্যদিকের পাঁজরে ঢুকিয়া যায়। নবী করীম (সাঃ) এক হাতের আঙ্গুলসমূহ অন্য হাতের আঙ্গুলসমূহের মধ্যে ঢুকাইয়া বলিলেন যে, এইভাবে একদিকের পাঁজর অন্যদিকে ঢুকিয়া যায়। আর আল্লাহ তা'আলা তাহার উপর এমন সত্তরটি অজগর সাপ নিযুক্ত করিয়া দেন যাহাদের মধ্য হইতে একটিও যদি জমীনের উপর শ্বাস ফেলে তবে উহার (বিষের) প্রভাবে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত মাটিতে ঘাস উৎপন্ন হওয়া বন্ধ হইয়া যাইবে। উহারা তাহাকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত দংশন করিতে থাকিবে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, কবর হইল বেহেস্তের একটি বাগিচা অথবা দোযখের একটি গর্ত। (তিরমিযী)

২৭. আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য যথেষ্ট

عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرْنَ وَاسْتَمَعَ الْاُذُنَ مَتٰى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ فَيَنْفُخُ فَكَأَنَّ ذٰلِكَ ثَقُلَ عَلٰى أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُمْ قُوْلُوْا: حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن، باب ماجاء فى شان الصور، رقم: ٢٤٣١

অর্থ ঃ হযরত আবু সাঈদ (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আমি কিভাবে আনন্দিত ও চিন্তা-মুক্ত থাকিতে পারি, অথচ শিঙ্গায় ফুঁক দানকারী ফেরেশতা শিঙ্গা মুখে লাগাইয়া ফেলিয়াছেন এবং তিনি কান তাক করিয়া রাখিয়াছেন যে, কখন তাহাকে শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার আদেশ করা হইবে আর তিনি উহাতে ফুঁক দিবেন। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) দের নিকট ইহা কঠিন মনে হইল, নবী করীম (সাঃ) তাহাদেরকে এরশাদ করিলেন ঃ তোমরা বল -

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا -

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম ব্যবস্থাপক। আল্লাহ তা'আলারই উপর আমরা আস্থা রাখিলাম। (তিরমিযী)

২৮. জান্নাতের নেয়ামত সমূহ কোন চক্ষু দেখে নাই

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ اللهُ : أَعْدَدْتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ، فَاقْرَءُوْا إِنْ شِئْتُمْ (فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِىَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ). رواه البخارى، باب ماجاء فى صفة الجنة ...... رقم : ٣٢٤٤

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) হাদীসে কুদসীতে বলেন, আল্লাহ তা'আলার এরশাদ করিয়াছেন যে, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন নেয়ামতসমূহ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, যাহা কোন চোখ দেখে নাই এবং কোন কান শুনে নাই, আর কোন মানুষের দিলে কখনও উহার চিন্তা আসে নাই। তোমরা ইচ্ছা করিলে কুরআনের এই আয়াত পড়িয়া লও -

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِىَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ.

(সূরা ঃ সেজদাহ, আয়াত ঃ ১৭)

অর্থাৎ কোন মানুষই ঐ নেয়ামতগুলির কথা জানেনা, যাহা ঐ সকল বান্দাদের জন্য লুকায়িত রাখা হইয়াছে, যাহাতে তাহাদের চক্ষু শীতলকারী বস্তুসমূহ রহিয়াছে। (বুখারী)

২৯. জান্নাতে খানা কিভাবে হজম হইবে?

عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُوْنَ فِيْهَا وَيَشْرَبُوْنَ، وَلَا يَتْفِلُوْنَ وَلَا يَبُوْلُوْنَ، وَلَا يَتَغَوَّطُوْنَ وَلَا يَمْتَخِطُوْنَ قَالُوْا : فَمَا بَالُ الطَّعَامِ؟ قَالَ : جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ، يُلْهَمُوْنَ التَّسْبِيْحَ وَالتَّحْمِيْدَ، كَمَا يُلْهَمُوْنَ النَّفَسَ.

رواه مسلم، باب فى صفات الجنة وأهلها، رقم : ٧١٥٢

অর্থ ঃ হযরত জাবের (রাযিঃ) বলেন, আমি নবী করীম (সাঃ) কে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, জান্নাতীরা জান্নাতের মধ্যে খাইবে এবং পান করিবে, (কিন্তু) না থুথু আসিবে, না পেশাব পায়খানাও হইবে, আর না নাক সাফ করিবার প্রয়োজন হইবে। সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, যাহা খাইয়াছে উহার কি হইবে ? অর্থাৎ কিরূপে হজম হইবে। তিনি এরশাদ করিলেন, ঢেকুর আসিবে এবং মিশকের ন্যায় ঘাম বাহির হইবে। অর্থাৎ খাদ্য গ্রহণের কারণে যাহা বাহির হইবে উহা ঢেকুর ও ঘামের মাধ্যমে বাহির হইয়া যাইবে। আর জান্নাতীদের মুখে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও পবিত্রতা এমনভাবে প্রকাশ হইবে যেমন তাহাদের শ্বাস প্রশ্বাস প্রকাশ হইবে। (মুসলিম)

৩০. জান্নাতে কখনও মৃত্যু আসিবে না

عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ ِ الْخُدْرِيِّ وَأَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : يُنَادِىْ مُنَادٍ : إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوْا فَلَا تَسْقَمُوْا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلَا تَمُوْتُوْا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوْا فَلَا تَهْرَمُوْا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوْا فَلَا تَبْأَسُوْا أَبَدًا فَذٰلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَنُوْدُوْا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ). رواه مسلم، باب فى دوام نعيم أهل الجنة ...

رقم : ٧١٥٧

অর্থ ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) ও হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, একজন ঘোষণাকারী জান্নাতীদেরকে ডাকিয়া বলিবেন, তোমাদের জন্য সুস্থতা রহিয়াছে, কখনও অসুস্থ হইবে না। তোমাদের জন্য জীবন রহিয়াছে কখন ও মৃত্যু আসিবে না। তোমাদের জন্য যৌবন রহিয়াছে কখনও বার্ধক্য আসিবে না। তোমাদের জন্য সুখ রহিয়াছে কখনও দুঃখ আসিবে না। উক্ত হাদীস নিম্নোক্ত আয়াতের তফসীর স্বরূপ, যাহাতে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করিয়াছেন - وَنُوْدُوْا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.
(সূরা ঃ আরাফ, আয়াত ঃ ৪৩)

অর্থাৎ এবং তাহাদেরকে ডাকিয়া বলা হইবে, এই জান্নাত তোমাদিগকে তোমাদের আমলের বিনিময়ে দেওয়া হইয়াছে। (মুসলিম)

৩১. জান্নাতের সবচেয়ে বড় নেয়ামত আল্লাহ তা'আলাকে দর্শন করা

عَنْ صُهَيْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى: تُرِيْدُوْنَ شَيْئًا أَزِيْدُكُمْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوْهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، فَمَا أُعْطُوْا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلٰى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ.

رواه مسلم، باب إثبات رؤية المؤمنين فى الاخرة...... رقم: ٤٤٩

অর্থ ঃ হযরত সুহাইব (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, জান্নাতী লোকেরা যখন জান্নাতে পৌঁছিয়া যাইবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাহাদেরকে বলিবেন, তোমরা কি চাও যে, আমি তোমাদেরকে একটি অতিরিক্ত জিনিস দান করি ? অর্থাৎ তোমাদেরকে এই পর্যন্ত যাহা কিছু দান করা হইয়াছে, উহা হইতে অতিরিক্ত একটি বিশেষ বস্তু দান করিব কি ? তাহারা বলিবে, আপনি কি আমাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করিয়া দেন নাই, আর আপনি কি আমাদেরকে দোযখ হইতে বাঁচাইয়া বেহেস্ত দাখেল করিয়া দেন নাই? (এখন উহা ব্যতীত আর কি হইতে পারে, যাহার ইচ্ছা আমরা করিব? বান্দাদের এই জওয়াবের পর) আল্লাহ তা'আলা পর্দা সরাইয়া দিবেন, (যাহার পর তাহারা, আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ করিবে) তখন তাহাদের অবস্থা এই হইবে যে, এই পর্যন্ত তাহারা যাহা কিছু পাইয়াছিল, ঐসব কিছু হইতে, তাহাদের রবের দর্শন লাভ করিবার নেয়ামত, তাহাদের নিকট অধিক পছন্দনীয় হইবে। (মুসলিম)

হাদীসের বাণী ঃ কলেমা-রিসালাত

৩২. রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আনুগত্যকারী জান্নাতে প্রবেশ করিবে

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَطَاعَنِىْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ اَبٰى. (بخارى)

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, যেই ব্যক্তি আমার আনুগত্য করিল সে জান্নাতে প্রবেশ করিল, আর যেই ব্যক্তি আমার বিরোধিতা করিল সে আমাকে অস্বীকার করিল। (বুখারী)

৩৩. কে শহীদ হইবার সওয়াব পাইবে?

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِىْ عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِىْ فَلَهٗ أَجْرُ شَهِيْدٍ. رواه الطبرانى باسناد لا بأس به، لترغيب ٨٠/١

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেন যে, আমার উম্মতের ফেৎনা ফাসাদের জামানায় যে ব্যক্তি আমার সুন্নতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে সে শহীদ হইবার সওয়াব পাইবে। (তাবরানী, তারগীব)

৩৪. কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে জান্নাতে থাকিবে?

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَابُنَىَّ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِىَ لَيْسَ فِىْ قَلْبِكَ غِشٌّ لِاَحَدٍ فَافْعَلْ، ثُمَّ قَالَ لِىْ: يَابُنَىَّ وَذٰلِكَ مِنْ سُنَّتِىْ وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِىْ فَقَدْ أَحَبَّنِىْ وَمَنْ أَحَبَّنِىْ كَانَ مَعِىْ فِى الْجَنَّةِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب،

باب ماجاء فى الأخذ بالسنة ... رقم: ٢٦٧٨

অর্থ ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে এরশাদ করিয়াছেন, হে আমার পুত্র! যদি তুমি সকাল সন্ধ্যা (সবসময়) নিজের দিলের অবস্থা এইরূপ করিতে পার যে, তোমার দিল কাহারো ব্যাপারে সামান্য পরিমাণও কালিমাযুক্ত না হয়, তবে অবশ্যই এইরূপ করিও। অতঃপর তিনি এরশাদ করিলেন, হে আমার পুত্র ইহা আমার সুন্নত, এবং যে ব্যক্তি আমার সুন্নতকে জিন্দা করিল সে আমাকে মহব্বত করিল, আর যে আমাকে মহব্বত করিল সে আমার সঙ্গে জান্নাতে থাকিবে। (তিরমিযী)

৩৫. রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ভাই কাহারা ?

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَدِدْتُ أَنِّىْ لَقِيْتُ إِخْوَانِىْ، قَالَ فَقَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ أَوَلَيْسَ نَحْنُ إِخْوَانُكَ؟ قَالَ: أَنْتُمْ أَصْحَابِىْ وَلٰكِنْ إِخْوَانِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِىْ وَلَمْ يَرَوْنِىْ - رواه أحمد ١٥٥/٣

অর্থ ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আমার ইচ্ছা হয়, যদি আমার ভাইদের সহিত আমার দেখা হইত! সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি এরশাদ করিলেন, তোমরা তো আমার সাহাবী। আমার ভাই হইল তাহারা, যাহারা আমাকে না দেখিয়া আমার উপর ঈমান আনিবে। (মুসনাদে আহমাদ)

৩৬. যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুন্নত হইতে মুখ ফিরাইয়াছে সে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দলভুক্ত নহে

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلٰى بُيُوْتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا أُخْبِرُوْا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوْهَا فَقَالُوْا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَأَنَا أُصَلِّى اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ اٰخَرُ: أَنَا أَصُوْمُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ، وَقَالَ اٰخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ إِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللهِ إِنِّىْ لَأَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لٰكِنِّىْ أَصُوْمُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّىْ وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ. رواه البخارى، باب الترغيب فى النكاح، رقم: ٥٠٦٣

অর্থ ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর এবাদত সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্য তাঁহার বিবিগণের নিকট আসিলেন। যখন তাহাদেরকে নবী করীম (সাঃ) এর এবাদতের অবস্থা জানানো হইল, তখন তাহারা নবী করীম (সাঃ) এর এবাদতকে কম মনে করিলেন এবং বলিলেন, নবী করীম (সাঃ) এর সহিত কি আমাদের তুলনা হইতে পারে? আল্লাহ তা'আলা তাহার সামনের পিছনের সকল গুনাহ (যদি হইয়াও থাকে) মাফ করিয়া দিয়াছেন। তাহাদের মধ্য হইতে একজন বলিলেন, আমি সর্বদা সারারাত নামাজ পড়িব। দ্বিতীয়জন বলিলেন, আমি সব সময় রোযা রাখিব এবং কখনও বাদ দিব না। তৃতীয়জন বলিলেন, আমি স্ত্রীলোকদের নিকট হইতে দূরে থাকিব, কখনও বিবাহ করিব না। (তাহাদের পরস্পরের মধ্যে এরূপ কথাবার্তা হইতেছিল।) এমন সময় নবী করীম (সাঃ) তাশরীফ আনিলেন এবং বলিলেন, তোমরা কি এই সব কথা বলিয়াছ ? মনোযোগ সহকারে শুন, আল্লাহ তা'আলার কসম! আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলাকে সবচেয়ে বেশী ভয় করি এবং তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পরহেজগারী অবলম্বন করি। কিন্তু আমি রোযা রাখি, আবার রাখিও না, নামাজ পড়ি এবং ঘুমাই এবং বিবাহও করি (ইহাই আমার সুন্নত সুতরাং) যে আমার সুন্নত হইতে মুখ ফিরাইয়াছে সে আমার দলভুক্ত নহে। (বুখারী)

৩৭. এক সাহাবী আরজ করিলেন জান্নাতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে না দেখিয়া কিভাবে থাকিব?

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَّفْسِيْ، وَإِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِيْ وَمَا لِيْ، وَإِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَلَدِيْ، وَإِنِّيْ لَأَكُوْنُ فِي الْبَيْتِ فَأَذْكُرُكَ فَمَا أَصْبِرُ حَتّٰى اٰتِيَ فَأَنْظُرَ إِلَيْكَ، وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِيْ وَمَوْتَكَ، عَرَفْتُ أَنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ رُفِعْتَ مَعَ النَّبِيِّيْنَ، وَإِنِّيْ إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ خَشِيْتُ أَنْ لَا أَرَاكَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا حَتّٰى نَزَلَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ: (وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَالرَّسُوْلَ فَأُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصّٰلِحِيْنَ). رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن عمران العابدى وهو ثقة، مجمع الزوائد ٧/٦٣

অর্থ ঃ হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, একজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর খেদমতে হাজির হইলেন এবং বলিলেন, ইয়া রাসূল্লাল্লাহ ! আপনি আমার নিকট আমার প্রাণের চেয়েও বেশী প্রিয়, আমার স্ত্রী ও মালের চেয়েও বেশী প্রিয়। আমার সন্তানের চেয়েও বেশী প্রিয়। আমি আমার ঘরে থাকা অবস্থায় যখন আপনার কথা মনে পড়িয়া যায় তখন আমি সবর করিতে পারি না যতক্ষণ পর্যন্ত হাজির হইয়া আপনাকে দেখিয়া না লই। আমি জানি যে, এই পৃথিবী হইতে আমাকে এবং আপনাকে যাইতে হইবে, অতঃপর আপনি বেহেস্তে নবীগণের মর্যাদায় পৌঁছিয়া যাইবেন, আর যদি আমি বেহেস্তে পৌঁছিয়াও যাই তবুও (যেহেতু আমার মর্যাদা আপনার চেয়ে অনেক নীচে হইবে সেহেতু) আমার ভয় হয় যে আমি সেখানে (বেহেস্তে) আপনাকে দেখিতে পারিব না। তখন আমি কিভাবে ধৈর্য ধারণ করিব ? নবী করীম (সাঃ) তাহার কথা শুনিয়া কোন জবাব দিলেন না। অবশেষে এই আয়াত নাযিল হইল।

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَأُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصّٰلِحِيْنَ-

অর্থাৎ আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং রাসূলের কথা মানিয়া লইবে, তখন এরূপ ব্যক্তিও তাহাদের সহিত থাকিবে যাহাদিগকে আল্লাহ তা'আলা পুরস্কৃত করিয়াছেন। (সূরা ঃ আন্-নিসা, আয়াত ঃ ৬৯)

অর্থাৎ নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেক লোকগণ। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

৩৮. কেয়ামতের দিন কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সহিত থাকিবে?

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: مَتَى السَّاعَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟ قَالَ: مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيْرِ صَلٰوةٍ وَلَا صَوْمٍ وَلَا صَدَقَةٍ، وَلٰكِنِّيْ أُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ، قَالَ: أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ.

رواه البخاری، باب علامة الحب فی الله ... رقم: ٦١٧١

অর্থ ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বলেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ) কিয়ামত কবে হইবে ? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিলেন, কেয়ামতের জন্য তুমি কি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছ ? লোকটি আরজ করিল, আমি কেয়ামতের জন্য অধিক নফল নামাজ, নফল রোজা এবং অধিক সদকা খয়রাত প্রস্তুত করি নাই। তবে একটি বিষয় এই যে, আমি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার রাসূলকে মহব্বত করি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিলেন, তবে কেয়ামতের দিন তুমি তাহারই সঙ্গে থাকিবে যাহাকে তুমি দুনিয়াতে মহব্বত করিয়াছ। (বুখারী)

৩৯. আদম (আঃ) বলিবেন আমি সুপারিশ করিবার উপযুক্ত নহি

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِيْ بَعْضٍ، فَيَأْتُوْنَ آدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ: اشْفَعْ لَنَا إِلٰى رَبِّكَ، فَيَقُوْلُ: لَسْتُ لَهَا، وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيْمَ فَإِنَّهُ خَلِيْلُ الرَّحْمٰنِ، فَيَأْتُوْنَ إِبْرَاهِيْمَ فَيَقُوْلُ: لَسْتُ لَهَا، وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوْسٰى فَإِنَّهُ كَلِيْمُ اللّٰهِ، فَيَأْتُوْنَ مُوْسٰى فَيَقُوْلُ: لَسْتُ لَهَا، وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيْسٰى فَإِنَّهُ رُوْحُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهُ، فَيَأْتُوْنَ عِيْسٰى فَيَقُوْلُ: لَسْتُ لَهَا، وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ ﷺ فَيَأْتُوْنِيْ فَأَقُوْلُ: أَنَا لَهَا، فَأَسْتَأْذِنُ عَلٰى رَبِّيْ فَيُؤْذَنُ لِيْ وَيُلْهِمُنِيْ مَحَامِدَ أَحْمَدُهُ بِهَا لَا تَحْضُرُنِي الْآنَ، فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، وَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ! اِرْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُوْلُ: يَا رَبِّ أُمَّتِيْ أُمَّتِيْ فَيُقَالُ: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيْرَةٍ مِنْ إِيْمَانٍ، فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ثُمَّ أَعُوْدُ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ﷺ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُوْلُ: يَا رَبِّ أُمَّتِيْ ذَرَّةٍ أَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ، ثُمَّ أَعُوْدُ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ﷺ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُوْلُ: يَا رَبِّ أُمَّتِيْ أُمَّتِيْ فَيَقُوْلُ: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ أَدْنٰى أَدْنٰى أَدْنٰى مِثْقَالِ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأَخْرِجْهُ مِنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ، فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ، ثُمَّ أَعُوْدُ الرَّابِعَةَ فَأَحْمَدُهُ

بِتِلْكَ، ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ! اِرْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُوْلُ: يَا رَبِّ ائْذَنْ لِيْ فِيْمَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، فَيَقُوْلُ: وَعِزَّتِيْ وَجَلَالِيْ وَكِبْرِيَائِيْ وَعَظَمَتِيْ لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ.

رواه البخارى باب كلام الرب تعالى .... رقم: ٧٥١٠

(وَفِيْ حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى: شَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّوْنَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُوْنَ، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ، فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوْا خَيْرًا قَطُّ، قَدْ عَادُوْا حُمَمًا فَيُلْقِيْهِمْ فِيْ نَهْرٍ فِيْ أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ نَهْرُ الْحَيَاةِ، فَيَخْرُجُوْنَ كَمَا تَخْرُجُ الْحِبَّةُ فِيْ حَمِيْلِ السَّيْلِ قَالَ: فَيَخْرُجُوْنَ كَاللُّؤْلُؤِ فِيْ رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِمُ، يَعْرِفُهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، هٰؤُلَاءِ عُتَقَاءُ اللّٰهِ الَّذِيْنَ أَدْخَلَهُمُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوْهُ وَلَا خَيْرٍ قَدَّمُوْهُ، ثُمَّ يَقُوْلُ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَمَا رَأَيْتُمُوْهُ فَهُوَ لَكُمْ، فَيَقُوْلُوْنَ: رَبَّنَا أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِيْنَ، فَيَقُوْلُ: لَكُمْ عِنْدِيْ أَفْضَلُ مِنْ هٰذَا فَيَقُوْلُوْنَ: يَا رَبَّنَا! أَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ هٰذَا، فَيَقُوْلُ رِضَائِيْ فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا

– رواه مسلم باب معرفة طريق الرؤية، رقم: ٤٥٤

অর্থ ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যখন কেয়ামতের দিন হইবে তখন অস্থিরতার কারণে লোকেরা একে অন্যের নিকট দৌঁড়াইতে থাকিবে। সুতরাং হযরত আদম (আঃ)-এর নিকট যাইবে, আর তাহার নিকট আরজ করিবে, আপনি আপনার রবের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। তিনি বলিবেন, আমি ইহার উপযুক্ত নহি। তবে তোমরা ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিকট যাও। তিনি আল্লাহ তা'আলার খলীল। লোকেরা তাঁহার নিকট যাইবে। তিনি

বলিবেন, আমি ইহার উপযুক্ত নহি। তবে তোমরা মূসা (আঃ)-এর নিকট যাও, তিনি কালীমুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সাথে কথা বলিতেন। লোকেরা তাহার নিকট যাইবে। তিনিও বলিবেন, আমি ইহার উপযুক্ত নহি। তোমরা ঈসা (আঃ)-এর নিকট যাও। তিনি রুহুল্লাহ এবং কালেমাতুল্লাহ। লোকেরা তাহার নিকট যাইবে। তিনিও বলিবেন, আমি ইহার উপযুক্ত নহি, তবে তোমরা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নিকট যাও। সুতরাং তাহারা আমার নিকট আসিবে। আমি বলিব, আমি সুপারিশের অধিকার রাখি। অতঃপর আমি আমার রবের নিকট অনুমতি চাহিব। আমাকে অনুমতি দেওয়া হইবে। আল্লাহ তা'আলা আমার অন্তরে তাহার প্রশংসাসূচক এমন বাক্যসমূহ ঢালিবেন যাহা এখন আমি করিতে পারি না। আমি ঐ সকল বাক্যসহকারে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করিব এবং সিজদায় পড়িয়া যাইব। এরশাদ হইবে, হে মুহাম্মদ (সাঃ), মাথা উঠাও। বল, তোমার কথা মানিয়া লওয়া হইবে। প্রার্থনা কর, দান করা হইবে। সুপারিশ কর, কবুল করা হইবে। আমি আরজ করিব, ইয়া রব! আমার উম্মত! আমার উম্মত! অর্থাৎ আমার উম্মতকে ক্ষমা করিয়া দিন। আমাকে বলা হইবে, যাও, যাহার অন্তরে যবের দানা পরিমাণও ঈমান থাকিবে তাহাকেও দোযখ হইতে বাহির কর। আমি যাইব এবং হুকুম পালন করিব। ফিরিয়া আসিয়া আবার ঐ সকল বাক্যসহকারে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করিব এবং সেজদায় পড়িয়া যাইব। এরশাদ হইবে, হে মুহাম্মদ (সাঃ)! মাথা উঠাও, বল তোমার কথা মানা হইবে, চাও পাইবে, সুপারিশ কর, কবুল করা হইবে। আমি আরজ করিব, ইয়া রব! আমার উম্মত! আমার উম্মত! (আমাকে) বলা হইবে যাও, যাহার অন্তরে একটি সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান থাকিবে তাহাকেও দোযখ হইতে বাহির কর। আমি যাইব এবং হুকুম পালন করিব। ফিরিয়া আসিয়া আবার ঐ সকল বাক্যসহকারে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করিব এবং সিজদায় পড়িয়া যাইব। এরশাদ হইবে, হে মুহাম্মাদ (সাঃ)! মাথা উঠাও, বল, তোমার কথা মানা হইবে, চাও পাইবে, সুপারিশ কর কবুল করা হইবে। আমি আরজ করিব! ইয়া রব! আমার উম্মত! আমার উম্মত! (আমাকে) বলা হইবে, যাও, যাহার অন্তরে একটি সরিষা দানার চেয়েও অতি কম ঈমান থাকিবে তাহাকেও দোযখ হইতে বাহির কর। আমি যাইব এবং হুকুম পালন করিব। চতুর্থবার পুনরায় ফিরিয়া আসিব এবং আবার ঐ সকল বাক্যসহকারে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করিব এবং সিজদায় পড়িয়া যাইব। এরশাদ হইবে, হে মুহাম্মাদ (সাঃ) মাথা উঠাও, বল, তোমার কথা মানা হইবে। আমি আরজ করিব, হে আমার রব! আমাকে ঐ সমস্ত ব্যক্তিদেরও বাহির করিয়া আনিবার অনুমতি দিন যাহারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু পড়িয়াছে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করিবেন, আমার ইজ্জতের কসম! আমার উচ্চ মর্যাদার কসম! আমার বড়ত্বের কসম! আমার সম্মানের কসম! যাহারা এই কালেমা পড়িয়া নিয়াছে,

তাহাদেরকে তো আমি অবশ্যই দোযখ হইতে (নিজেই) বাহির করিয়া লইব। (বুখারী)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন, হাদীসে এইরূপ আছে যে, চতুর্থবার রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জওয়াবে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করিবেন যে, ফেরেশতারাও সুপারিশ করিয়া শেষ করিয়াছে, নবীগণও সুপারিশ করিয়া শেষ করিয়াছেন, মু'মিনগণও সুপারিশ করিয়া শেষ করিয়াছে, এখন আরহামুর রাহেমীন ছাড়া আর কেহ অবশিষ্ট নাই। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা মুঠ ভরিয়া এমন সমস্ত লোকদেরকে দোযখ হইতে বাহির করিবেন যাহারা পূর্বে কখনও কোন নেকীর কাজ করে নাই, তাহারা জাহান্নামে (জ্বলিয়া) কয়লা হইয়া গিয়াছে। জান্নাতের দরজাসমূহের সামনে একটি নহর রহিয়াছে যাহাকে নহরে হায়াত বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা উহার মধ্যে ঐ সকল লোকদেরকে ফেলিয়া দিবেন। তাহারা উহার মধ্য হইতে (সঙ্গে সঙ্গে তরতাজা হইয়া) বাহির হইয়া আসিবে। যেমন শস্য বীজ ঢলের পানির খড়কুটার মধ্যে (পানি এবং সারের কারণে দ্রুত) অংকুরিত হয়। আর এই সকল লোক মুক্তার ন্যায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও উজ্জ্বল হইয়া যাইবে। তাহাদের ঘাড়ে সোনালী মোহর লাগানো থাকিবে। যাহাতে জান্নাতী লোকেরা তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে যে, ইহারা (জাহান্নামের আগুন হইতে) আল্লাহ তা'আলার আযাদকৃত, যাহাদিগকে আল্লাহ তা'আলা কোন নেক আমল ব্যতিত জান্নাতে দাখেল করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা (তাহাদিগকে) বলিবেন, জান্নাতে দাখেল হইয়া যাও। তোমরা (জান্নাতে) যাহা কিছু দেখিয়াছ উহা সব তোমাদের জন্য। তাহারা বলিবে, হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে ঐ সকল বস্তু দান করিয়াছেন যাহা দুনিয়াতে কাহাকেও দান করেন নাই। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করিবেন, আমার নিকট তোমাদের জন্য ইহা হইতে উত্তম নেয়ামত রহিয়াছে। তাহারা আরজ করিবে, হে আমাদের রব! ইহা ইতে উত্তম নেয়ামত কি হইবে? আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করিবেন, আমার রেজামন্দি। ইহার পর আমি তোমাদের প্রতি আর কখনও নারাজ হইব না। (মুসলিম)

৪০. সহজ হিসাব বলিতে কি বুঝায়?

لاعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ فِىْ بَعْضِ صَ تِهِ: اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَّسِيْرًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: يَا نَبِىَّ اللّٰهِ مَا الْحِسَابُ الْيَسِيْرُ؟ قَالَ: أَنْ يُنْظَرَ فِىْ كِتَابِهِ فَيُتَجَاوَزَ عَنْهُ إِنَّهُ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَئِذٍ يَاعَائِشَةُ هَلَكَ. (الحديث) رواه أحمد ٦/٤٨

অর্থ ঃ হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আমি কোন কোন নামাজে নবী করীম (সাঃ) কে এই দোয়া করিতে শুনিয়াছি

اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَّسِيْرًا.

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার হিসাব সহজ করিয়া দিন। আমি আরজ করিলাম, হে আল্লাহর নবী! সহজ হিসাব বলিতে কি বুঝায় ? নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিলেন, বান্দার আমলনামা দেখা হইবে অতঃপর মাফ করিয়া দেওয়া হইবে। কেননা হে আয়শা! ঐ দিন যাহাকে হিসাবের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হইবে সে তো ধ্বংস হইয়া যাইবে। (মুসনাদে আহমাদ)

৪১. রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সকলকে সুপারিশ করিবার অধিকার গ্রহণ করিলেন

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْاَشْجَعِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَتَانِىْ اٰتٍ مِنْ عِنْدِ رَبِّىْ فَخَيَّرَنِىْ بَيْنَ أَنْ يُدْخِلَ نِصْفَ أُمَّتِى الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ وَهِىَ لِمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا.

رواه الترمذى، باب منه حديث تخيير النبى ﷺ ... رقم: ٢٤٤١

অর্থ ঃ হযরত আউফ ইবনে মালেক আশজায়ী (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট হইতে একজন ফেরেশতা আমার নিকট আসিয়াছেন এবং তিনি আমাকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে দুইটি বিষয়ের মধ্য হইতে একটিকে গ্রহণ করিবার অধিকার দিলেন। হয় তো আল্লাহ তা'আলা আমার অর্ধেক উম্মতকে জান্নাতে দাখিল করিবেন, অথবা আমাকে সকলের জন্য সুপারিশ করার অধিকার দান করিবেন। তখন আমি সুপারিশের অধিকারকে গ্রহণ করিলাম। (যাহাতে সমস্ত মুসলমান উহা দ্বারা উপকৃত হইতে পারে। কেহ বঞ্চিত না হয়।) সুতরাং আমার সুপারিশ ঐ সকল ব্যক্তির জন্য হইবে যাহারা আল্লাহ তা'আলার সহিত কাহাকেও শরীক না করিয়া মৃত্যুবরণ করিবে। (তিরমিযী)

৪২. এখলাসের সাথে কলেমা পাঠকারী বেহেস্তে প্রবেশ করবে

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قِيْلَ وَمَا اِخْلَاصُهَا قَالَ اَنْ تَحْجِزَهُ عَنْ مَّحَارِمِ اللّٰهِ . رواه الطبرانى

অর্থ ঃ নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এখলাছের সহিত কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়িবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। কেহ জিজ্ঞসা করিল, এখলাস কি জিনিস? নবী করীম (সাঃ) উত্তর করিলেন, যাহা অন্যায় কাজ হইতে মানুষকে বিরত রাখে।

কালেমা পড়িয়া যদি কেহ হারাম কাজ হইতে বিরত থাকে তবে সে সোজা বেহেশতে প্রবেশ করিবে। অন্যায় কাজ হইতে বিরত না থাকিলে কালেমার বদৌলতে শাস্তি ভোগ করিবার পর সে বেহেস্তে প্রবেশ করিবে। আল্লাহ না করুক, বদ আমলের দরুণ যদি ঈমান হারা হইয়া যায় তবে উহা আলাদা কথা।

৪৩. ইসলামের বুনিয়াদ ৫ (পাঁচ)টি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بُنِىَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَالَ المندرى فى الترغيب راه البخارى ومسلم وغيرهما عن غير واحد من الصحابة)

অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রাঃ) রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর এরশাদ নকল করেন যে, ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। সর্বপ্রথম লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-এর সাক্ষ্য দেওয়া অর্থাৎ এই কথা স্বীকার করা যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁহার বান্দা ও রাসূল, তারপর নামাজ কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, হজ্জ করা ও রমজান মাসে রোজা রাখা। (বুখারী, মুসলিম)

নামাজ

কুরআনের বাণী ঃ

১. নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট সময়ে নামাজ পড়া ফরজ

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ﴿١٠٣﴾

অর্থ ঃ যখন তোমরা এই নামাজ সম্পন্ন কর তখন তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করিতে থাক দাঁড়াইয়া, বসিয়া ও শায়িত অবস্থায়। যখন তোমরা নিশ্চিন্ত হও, তখন নামাজ পড়িতে থাক যথা নিয়মে। নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট সময়ে নামাজ পড়া ফরজ। (সূরা ঃ আন-নিসা, আয়াত ঃ ১০৩)

২. দিনে ও রাত্রে মোট ৫ (পাঁচ) ওয়াক্ত নামাজ পড়া ফরজ

وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ﴿١١٤﴾

অর্থ ঃ তুমি নামাজ কায়েম কর দিনের দুই প্রান্তভাগে ও রাত্রির প্রথম অংশে। সৎকর্ম অবশ্যই অসৎ কর্মকে মিটাইয়া দেয়। যাহারা উপদেশ গ্রহণ করে ইহা তাহাদের জন্য উপদেশ। (সূরা ঃ হূদ, আয়াত ঃ ১১৪)

ব্যাখ্যা ঃ দিনের প্রথম প্রান্তভাগে ফজরের নামাজ, দ্বিতীয় প্রান্তভাগে যোহর ও আসরের নামাজ এবং রাত্রির প্রথম অংশে মাগরিব ও এশার নামাজ। এইভাবে মোট পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া ফরজ। (তাফসীরে ইবন্ কাছীর)

৩. ঈমানদার বান্দাগণ নামাজ কায়েম করে

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই ঈমানদারগণতো এইরূপ হয় যখন তাহাদের সম্মুখে আল্লাহ তা'আলার নাম উচ্চারণ করা হয় তখন তাহাদের অন্তর সমূহ ভীত হইয়া যায়। আর যখন আল্লাহ তা'আলার আয়াত সমূহ তাহাদিগকে পড়িয়া শুনানো হয়, তখন সেই আয়াত সমূহ তাহাদের ঈমানকে আরো বেশী দৃঢ় করিয়া দেয়। আর তাহারা নিজেদের পরওয়ার দিগারের উপরই ভরসা করে, নামাজ কায়েম করে এবং যাহা কিছু আমি তাহাদিগকে দিয়াছি উহা হইতে (আল্লাহর ওয়াস্তে) খরচ করে। ইহারাই সত্যিকার ঈমানদার, তাহাদের জন্য উচ্চ মর্যাদা সমূহ রহিয়াছে তাহাদের রবের নিকট। আর তাহাদের জন্য ক্ষমা রহিয়াছে এবং তাহাদের জন্য সম্মানজনক রিজিক রহিয়াছে।

(সূরা ঃ আল-আনফল, আয়াত ঃ ২-৪)

৪. ধৈর্য্য ও নামাজ দ্বারা আল্লাহর সাহায্য চাহিতে হইবে

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝

অর্থ ঃ হে মু'মিনগণ! তোমরা ধৈর্য্য ও নামাজ দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের সঙ্গে থাকেন। (সূরা ঃ আল-বাক্বারা, আয়াত ঃ ১৫৩)

৫. রুকূকারীদের সাথে (অর্থাৎ জামাতে) নামাজ পড়িতে হইবে

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ۝

অর্থ ঃ আর তোমরা কায়েম কর নামাজ এবং দাও যাকাত, আর রুকূ কর রুকূকারীদের সাথে। (সূরা ঃ আল-বাক্বারা, আয়াত ঃ ৪৩)

৬. তাহাজ্জুদ নামাজ পড়িতে হইবে

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۫ وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿١٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِىَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٧﴾

অর্থ ঃ রাতে তাহাদের পার্শ্ব বিছানা হইতে পৃথক থাকে। এইভাবে যে, তাহারা আপন রবকে (আযাবের) ভয়ে এবং (সওয়াবের) আশায় ডাকিতে থাকে (অর্থাৎ তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে)। আর আমার দেওয়া সম্পদ হইতে খরচ করে। অতএব কেহ জানে না যে, এই সমস্ত লোকদের জন্য নয়ন জুড়ানো কি কি সামগ্রী গায়েবের ভান্ডারে মওজুদ রহিয়াছে। ইহা তাহাদের নেক আমলের প্রতিদান। (সূরা ঃ সাজদাহ, আয়াত ঃ ১৬-১৭)

৭. নিশ্চয়ই নামাজ নির্লজ্জ ও অশোভন কাজ হইতে বিরত রাখে

اُتْلُ مَآ اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ﴿٤٥﴾

অর্থ ঃ হে মুহাম্মদ (সাঃ) যেই গ্রন্থ আপনার প্রতি ওহী করা হইয়াছে, আপনি তাহা পাঠ করিতে থাকুন এবং নামাজের পাবন্দী করুন, নিশ্চয় নামাজ নির্লজ্জ ও অশোভনীয় কাজ হইতে বিরত রাখে আর আল্লাহর স্মরণই শ্রেষ্ঠতর বস্তু এবং আল্লাহ তোমাদের সকল কার্যই অবগত আছেন। (সূরা ঃ আল-আনকাবূত, আয়াত ঃ ৪৫)

৮. আমাদের বন্ধু আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সাঃ) এবং মু'মিনগণ যাহারা নামাজ পড়ে

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ ﴿٥٥﴾ وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٥٦﴾

অর্থ ঃ তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সাঃ) এবং মু'মিনগণ যাহারা নামাজের পাবন্দী করে এবং যাকাত আদায় করে, এই অবস্থায় যে, তাহাদের মধ্যে বিনয় থাকে। আর যে ব্যক্তি বন্ধুত্ব রাখিবে আল্লাহর সহিত এবং তাঁহার রাসূলের সহিত এবং ঈমানদারগণের সহিত, তবে (তাহারা আল্লাহর দলভুক্ত হইল এবং) নিশ্চয় আল্লাহর দলই বিজয়ী। (সূরা ঃ আল-মায়েদা, আয়াত ঃ ৫৫-৫৬)

৯. নামাজ কায়েম করিতে হইবে আল্লাহকে ভয় করিতে হইবে

وَاَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّقُوْهُ ؕ وَهُوَ الَّذِىْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٧٢﴾

অর্থ ঃ আর ইহাও যে, নামাজের পাবন্দী কর এবং আল্লাহকে ভয় কর। আর তিনিই (আল্লাহ) যাঁহার কাছে তোমাদের সকলকে একত্রিত করা হইবে। (সূরা ঃ আল-আনআম, আয়াত ঃ ৭২)

১০. তাহারাই সফল যাহারা বিনয় ও খুশুর (ধ্যান খেয়ালের) সাথে নামাজ পড়ে

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١﴾ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ﴿٢﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ﴿٣﴾

অর্থ ঃ অবশ্যই সফল হইয়াছে মু'মিনগণ যাহারা বিনয় ও খুশুর (ধ্যান খেয়ালের) সাথে নামাজ পড়ে। যাহারা অনর্থক কথা বার্তা হইতে বিরত থাকে। (সূরা ঃ আল-মুমিনূন, আয়াত ঃ ১-৩)

১১. নিশ্চয়ই নামাজ একটি কঠিন কাজ কিন্তু খুশু-ওয়ালাদের জন্য নহে

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ﴿٤٥﴾ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿٤٦﴾

অর্থ ঃ আর সাহায্য লও, ধৈর্য ও নামাজ দ্বারা এবং নিশ্চয়ই নামাজ (একটি) কঠিন কাজ কিন্তু খুশুওয়ালাদের জন্য নহে। খুশুওয়ালা তাহারাই যাহারা ধারণা করে যে, নিশ্চয়ই তাহাদের প্রতিপালকের সহিত তাহাদের দেখা হইবে আর ইহাও ধারণা করে যে, তাহারা আপন প্রভুর নিকট ফিরিয়া যাইবে। (সূরা ঃ আল-বাকারা, আয়াত ঃ ৪৫-৪৬)

১২. যাহারা লোককে দেখাইবার জন্য নামাজ পড়ে তাহাদের জন্য বড় সর্বনাশ

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ﴿٤﴾ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ﴿٥﴾ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ﴿٦﴾

অর্থ ঃ অতএব বড় সর্বনাশ ঐ সকল নামাজীদের জন্য যাহারা নিজেদের নামাজকে ভুলিয়া থাকে। আর যাহারা লোককে দেখাইবার জন্য (নামাজ) পড়ে। (সূরা ঃ আল-মাউন, আয়াত ঃ ৪-৬)

১৩. নামাজ শেষ হইলে আল্লাহর অনুগ্রহ (রিজিক) সন্ধান করিতে পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িতে হইবে

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٠﴾

অর্থ ঃ নামাজ শেষ হইলে, তোমরা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িবে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (রিজিক) সন্ধান করিবে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করিবে, যাহাতে তোমরা সফলকাম হও। (সূরা ঃ জুমআ, আয়াত ঃ ১০)

১৪. হে আল্লাহ আমাকে বিশেষ ভাবে নামাজ কায়েমকারী বানাইয়া দিন

رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴿٤٠﴾

অর্থ ঃ হে আমার রব! আমাকে এবং আমার বংশধরদেরকে (বিশেষভাবে) নামাজ কায়েমকারী বানাইয়া দিন। হে আমার রব আমাদের দোয়া কবুল করুন। (সূরা ঃ ইব্রাহীম, আয়াত ঃ ৪০)

হাদীসের বাণী ঃ

১. নামাজ ত্যাগ মানুষকে কুফর ও শিরকের সাথে মিলাইয়া দেয়

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ. رواه مسلم، باب بيان إطلاق اسم الكفر ..... رقم: ٢٤٧

অর্থ ঃ হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি নবী করীম (সাঃ) কে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, নামাজ ত্যাগ করা মুসলমানকে কুফর ও শিরক পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়। (মুসলিম)

২. নিজ সন্তানকে ৭ (সাত) বৎসর বয়স হইলে নামাজের হুকুম করিতে হইবে

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُرُوْا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ، وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِيْنَ، وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ. رواه أبو داؤد، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، رقم: ٤٩٥

অর্থ ঃ হযরত আমর ইবনে শোয়াইব তাহার পিতা হইতে এবং তিনি তাহার পিতা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, নিজ সন্তানদিগকে সাত বৎসর বয়সে নামাজের আদেশ কর। দশ বৎসর বয়সে নামাজ না পড়িলে তাহাদেরকে প্রহার কর এবং এই বয়সে (ভাইবোনের) বিছানা আলাদা করিয়া দাও। (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ প্রহার করিতে ইহার খেয়াল রাখিবে যেন, শারীরিক কোন ক্ষতি না হয়।

৩. কোন আমল করিলে সমুদ্রের ফেনা বরাবর গুনাহ্ পর্যন্ত মাফ হইয়া যায়

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَبَّحَ اللّٰهَ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَّثَلَاثِيْنَ، وَحَمِدَ اللّٰهَ ثَلَاثًا وَّثَلَاثِيْنَ وَكَبَّرَ اللّٰهَ ثَلَاثًا وَّثَلَاثِيْنَ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَّتِسْعُوْنَ، وَقَالَ: تَمَامُ الْمِائَةِ: لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ. رواه مسلم، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، رقم: ١٣٥٢

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাজের পর সুবহানাল্লাহ তেত্রিশ বার, আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশ বার ও আল্লাহু আকবার তেত্রিশ বার পড়ে। ইহাতে সর্বমোট ৯৯ বার হইল। আর একবার

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

পড়িয়া একশতবার পূর্ণ করে তাহার গুনাহসমূহ সমুদ্রের ফেনা সমতুল্য হইলেও তাহা মাফ হইয়া যায়। (মুসলিম)

৪. নামাজ কেয়ামতের দিন নূর হইবে, দলিল হইবে, নাজাতের কারণ হইবে

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا، فَقَالَ : مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا وَبُرْهَانًا، وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُوْرٌ وَلَا بُرْهَانٌ، وَلَا نَجَاةٌ، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ. رواه أحمد والطبرانى فى الكبير والأوسط، ورجال أحمد ثقات، مجمع الزوائد ٢/٢١

অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাজের আলোচনা প্রসঙ্গে এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি নামাজের এহতেমাম করিবে এই নামাজ কেয়ামতের দিন তাহার জন্য আলো হইবে, তাহার (প্রকৃত ঈমানদার হওয়ার) প্রমাণ হইবে এবং কেয়ামতের দিন শাস্তি হইতে বাঁচিবার উপায় হইবে। যে ব্যক্তি নামাজের এহতেমাম করে না তাহার জন্য কেয়ামতের দিন কোন আলো হইবে না, তাহার (ঈমানদার হওয়ার) কোন প্রমাণ থাকিবে না, আর না শাস্তি হইতে বাঁচিবার কোন উপায় থাকিবে। সে কেয়ামতের দিন ফেরাউন, হামান ও উবাই ইবনে খালাফের সাথে থাকিবে। (মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

৫. যাহারা অধিক পরিমাণে মসজিদে যাইতে অভ্যস্ত তাহাদেরকে ঈমানদার হিসাবে সাক্ষী দেওয়া যাইবে

عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوْا لَهُ بِالْإِيْمَانِ، قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ). رواه الترمذى وقال : هذا حديث حسن غريب، باب ومن سورة التوبة.

অর্থ ঃ হযরত আবু সাঈদ (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যখন তোমরা কাহাকেও অধিক পরিমাণে মসজিদে আসিতে অভ্যস্ত দেখ তখন তাহার ঈমানদার হওয়ার সাক্ষ্য দাও। আল্লাহ তাআলার এরশাদ -

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ .

(সূরা ঃ আত-তওবা, আয়াত ঃ ১৮)

অর্থাৎ মসজিদ সমূহকে ঐ সমস্ত লোকেরাই আবাদ করে, যাহারা আল্লাহ তা'আলা ও কেয়ামতের দিনের উপর ঈমান রাখে। (তিরমিযী)

৬. নামাজ জান্নাতের চাবি

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ : مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرُ. رواه أحمد ٣/٣٤٠

অর্থ ঃ হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, জান্নাতের চাবি হইল নামাজ, আর নামাজের চাবি হইল অযূ। (মুসনাদে আহমাদ)

৭. আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নামাজ পড়িলে গাছের পাতার মত গুনাহ সমূহ ঝরিয়া পড়ে

عَنْ سَلْمَانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ صَلَّى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، تَحَاتَّتْ خَطَايَاهُ كَمَا يَتَحَاتُّ هٰذَا الْوَرَقُ، وَقَالَ : (وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ط إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ط ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ). {هود : ١١٤} (وهو جزء من الحديث) رواه أحمد ٥/٤٣٧

অর্থ ঃ হযরত সালমান (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, মুসলমান যখন উত্তমরূপে অযূ করিয়া পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, তখন তাহার গুনাহসমূহ এমনভাবে ঝরিয়া পড়ে যেমন এই গাছের পাতাগুলি ঝরিয়া পড়িতেছে। অতঃপর তিনি কুরআন পাকের এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন−

وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ط إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ط ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ.

(সূরা ঃ হুদ, আয়াত ঃ ১১৪)

অর্থ ঃ (হে মুহাম্মদ) আর আপনি দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের কিছু অংশে নামাজের পাবন্দী করুন, নিঃসন্দেহে ভালো কার্যাবলী খারাপ কাজসমূহকে দূর করিয়া দেয়, ইহা হইতেছে (পরিপূর্ণ) উপদেশ, উপদেশ মান্যকারীদের জন্য। (মুসনাদে আহমাদ)

৮. যথাযথভাবে ফরজ নামাজ পড়িলে ঐ দিনের চলিবার পথের সমস্ত গুনাহ মাফ হইয়া যায়

عَنْ اَبِىْ مُسْلِمِ نِ التَّغْلَبِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلٰى اَبِىْ اُمَامَةَ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ: يَا اَبَا اُمَامَةَ اِنَّ رَجُلًا حَدَّثَنِىْ مِنْكَ اِنَّكَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ تَوَضَّأَ فَاَسْبَغَ الْوُضُوْءَ غَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهٗ وَمَسَحَ عَلٰى رَأْسِهِ وَاُذُنَيْهِ ثُمَّ قَامَ اِلٰى صَلٰوةٍ مَّفْرُوْضَةٍ غَفَرَ اللهُ لَهٗ فِىْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ مَا مَشَتْ اِلَيْهِ رِجْلَاهُ وَقَبَضَتْ اِلَيْهِ يَدَاهُ وَسَمِعَتْ اِلَيْهِ اُذُنَاهُ وَنَظَرَتْ اِلَيْهِ عَيْنَاهُ وَحَدَّثَ بِهٖ نَفْسُهٗ مِنْ سُوْءٍ فَقَالَ: وَاللهِ لَقَدْ سَمِعْتُهٗ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مِرَارًا. رواه احمد والغالب على سنده الحسن وتقدم له شواهد فى الوضوء كذا فى الترغيب

قلت وروى معنى الحديث عن ابى امامة بطرق فى مجمع الزوائد

অর্থ ঃ আবু মুসলিম বলেন, আমি হযরত আবু উমামা (রাযিঃ)-এর নিকট গেলাম। আবু উমামা (রাযিঃ) মস্‌জিদে ছিলেন, আমি আরজ করিলাম হে আবু উমামা! এক ব্যক্তি আপনার পক্ষ হইতে আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করে যে, আপনি নাকি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হইতে শুনিয়াছেন, যে ব্যক্তি সঠিকভাবে অজু করিবে ও ফরজ নামাজ আদায় করিবে আল্লাহ তা'আলা তাহার চলার পথে সেই দিন যেসব গুনাহ্ হইয়াছে ও তাহার দুই হাত যেসব গুনাহ করিয়াছে, কান দুইটি যাহা শুনিয়াছে, চোখ দুইটি যাহার প্রতি অন্যায়ভাবে দেখিয়াছে এবং দিলে যেসব পাপের কল্পনা করিয়াছে সেই সকল পাপ মাফ করিয়া দিবেন। তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম আমি বহুবার রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হইতে ইহা শুনিয়াছি। (মুসনাদে আহমাদ, তারগীব)

৯. নামাজী ব্যক্তিকে জান্নাতে পৌছানো আল্লাহ তা'আলার দায়িত্ব

عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى: اِنِّى افْتَرَضْتُ عَلٰى اُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَعَهِدْتُّ عِنْدِىْ عَهْدًا اَنَّهُ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ اَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ فِىْ عَهْدِىْ وَمَنْ لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلَا عَهْدَ لَهُ عِنْدِىْ كَذَا.

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, তোমার উম্মতের উপর আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করিয়াছি এবং আমি এই ওয়াদা করিয়াছি যে, যে ব্যক্তি এই নামাজ সমূহ গুরুত্ব সহকারে সময়মত আদায় করিবে তাহাকে নিজ দায়িত্বে জান্নাতে প্রবেশ করাইব। আর যে ব্যক্তি এই নামাজের প্রতি যত্নশীল হইল না তাহার ব্যাপারে আমার কোন দায়িত্ব নাই। (দুররে মান্‌ছুর)

১০. নামাজ পড়িলে ৫টি পুরস্কার, না পড়িলে ১৫টি শাস্তি

قَالَ بَعْضُهُمْ وَرَدَ فِى الْحَدِيْثِ اَنَّ مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلٰوةِ اَكْرَمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى بِخَمْسِ خِصَالٍ يَرْفَعُ عَنْهُ ضِيْقَ الْعَيْشِ وَعَذَابَ الْقَبْرِ وَيُعْطِيْهِ اللّٰهُ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِه وَيَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَّمَنْ تَهَاوَنَ عَنِ الصَّلٰوةِ عَاقَبَهُ اللّٰهُ بِخَمْسِ عَشَرَةَ عُقُوْبَةً خَمْسٌ فِى الدُّنْيَا وَثَلٰثٌ عِنْدَ الْمَوْتِ وَثَلٰثٌ فِىْ قَبْرِه وَثَلٰثٌ عِنْدَ خُرُوْجِه مِنَ الْقَبْرِ فَاَمَّا اللّٰوَاتِىْ فِى الدُّنْيَا فَالْاُوْلٰى تُنْزَعُ الْبَرَكَةُ مِنْ عُمْرِه وَالثَّانِيَةُ تُمْحٰى سِيْمَاءُ الصَّالِحِيْنَ مِنْ وَّجْهِه

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি এহ্‌তেমামের সহিত ও গুরুত্ব সহকারে নামাজ আদায় করিবে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে পাঁচটি পুরস্কার প্রদান করিবেন। প্রথমতঃ রুজী রোজগারের দূশ্চিন্তা হইতে তাহাকে মুক্ত করিবেন। দ্বিতীয়ত ঃ তাহার উপর হইতে কবরের শাস্তি হটাইয়া দিবেন। তৃতীয়তঃ হাশরের দিন তাহার আমল নামা তাহার ডান হাতে দান করিবেন। চতুর্থতঃ সে ব্যক্তি পুলছেরাতের উপর দিয়া বিদ্যুতের ন্যায় পার হইয়া যাইবে। পঞ্চমতঃ বিনা হিসাবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নামাজে অলসতা প্রদর্শন করে, আল্লাহর তা'আলা তাহাকে পনের প্রকার আজাব প্রদান করিবেন। পাঁচ প্রকার দুনিয়াতে, তিন প্রকার মৃত্যুর সময়, তিন প্রকার কবরের ভিতর, তিন প্রকার কবর হইতে পুনরায় উত্থানের পর। পৃথিবীতে যে পাঁচ প্রকার আযাব দেওয়া হইবে তাহা এইরূপ ঃ ১। তাহার জীবনের বরকত কাড়িয়া নেওয়া হয়। ২। তাহার চেহারা হইতে নেককারদের জ্যোতিঃ মুছিয়া ফেলা হয়। ৩। যে আমলই সে করুক না কেন আল্লাহ তা'আলা উহার কোন বদলা দেবেন না। ৪। তাহার কোন দোয়া আকাশে উঠে না অর্থাৎ কবুল হয় না। ৫। নেক বান্দাদের দোয়া হইতেও সে উপকৃত হয় না। মৃত্যুর সময়ে তিন প্রকার শাস্তি এইরূপ, ১। সে বেইজ্জতের সহিত মরিবে। ২। সে ক্ষুধার্ত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করিবে। ৩। তৃষ্ণার্ত অবস্থায় সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যদি সাগরের পানিও তাহাকে পান করানো হয় তবুও তাহার পিপাসা মিটে না। কবরের তিন প্রকার শাস্তি এইরূপ ঃ ১। তাহার জন্য কবর এত সংকীর্ণ হয় যে, বুকের হাড়গুলি একের মধ্যে অপরটি ঢুকিয়া যাইবে। ২। তাহার কবরে আগুন জ্বালানো হয়। ৩। তাহার কবরে এমন একটি সাপ পাঠানো হয় যাহার চোখ দুটি আগুনের মত এবং নখগুলি লোহার। এতবড় লম্বা যে একদিনের রাস্তা অপেক্ষা বড়। তাহার গলার আওয়াজ বজ্রের মত। সাপটি বলিতে থাকিবে যে, আমার রব আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে, ফজরের নামাজ ত্যাগ করার দরুন সুর্যোদয় পর্যন্ত এবং জোহরের নামাজ ত্যাগ করার দরুণ আছর পর্যন্ত, আসরের নামাজ ত্যাগ করার দরুণ সূর্যাস্ত পর্যন্ত মাগরিবের নামাজ ত্যাগ করার দরুণ এশা পর্যন্ত ও এশার নামাজ ত্যাগ করার দরুণ ভোর পর্যন্ত, তোমাকে দংশন করিতে থাকিব। এই সাপ যখন তাহাকে এক একবার দংশন করিবে তখন সে সত্তর হাত মাটির নীচে ঢুকিয়া যাইবে। ক্বেয়ামত পর্যন্ত এই ভাবে তাহার শাস্তি চলিতে থাকিবে। পুনরায় উত্থানের পর যে তিনটি শাস্তি হইবে তাহা এইঃ ১। কঠোর হিসাব ২। আল্লাহর নারাজি ৩। দোযখে প্রবেশ। এখানে সর্বমোট চৌদ্দটা শাস্তির উল্লেখ রহিয়াছে, সম্ভবতঃ পনের নম্বর ভূল বশতঃ রহিয়া গিয়াছে। অন্য বর্ণনায় আছে যে, তাহার চেহারায় তিনটি লাইন লেখা থাকিবে, যথা হে আল্লাহর হক নষ্টকারী। হে আল্লাহর অভিশপ্ত। পৃথিবীতে তুমি যেভাবে আল্লাহর হক নষ্ট করিয়াছ সেভাবে আজ তুমি আল্লাহর রহমত হইতে বঞ্চিত।

ব্যাখ্যাঃ এই হাদীছটি সাধারণ হাদীসের কিতাব সমূহে না পাওয়া গেলেও বিভিন্ন বর্ণনায় এইগুলির অধিকাংশের সমর্থন পাওয়া যায়। কোন কোন বর্ণনাতে ইহাও আছে যে বেনামাজী ইসলাম হইতে দূর হইয়া যায়। এমতাবস্থায় শাস্তি যতই হইবে, উহাকে কমই বলিতে হইবে। তবে শিরক সম্বন্ধে কুরআন শরীফে যে আয়াত বলা হইয়াছে তাহাতে বুঝা যায়, উহাই একমাত্র ক্ষমার যোগ্য নয়।

১১. এক ওয়াক্ত নামাজ ক্বাযা করিবার শাস্তি

رُوِىَ اَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ قَالَ مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ حَتّٰى مَضٰى وَقْتُهَا ثُمَّ قَضٰى عُذِّبَ فِى النَّارِ حُقْبًا وَالْحُقْبُ ثَمَانُوْنَ سَنَةً وَالسَّنَةُ ثَلٰثُمِائَةٍ وَّسِتُّوْنَ يَوْمًا كُلُّ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ اَلْفَ سَنَةٍ، (كذا فى مجالس الابرار قلت لم اجده فيما عندى من كتب الحديث الا ان مجالس الابرار مدحه شيخ مشائخنا الشاه).

অর্থ ঃ নবী করীম (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি নামাজ এমনিভাবে ছাড়িয়া দেয় যে, উহার সময় পার হইয়া যায়, অতঃপর ক্বাজা পড়িয়া লয়, দোযখের আগুনে তাহাকে এক হোক্ববা পরিমাণ দগ্ধ হইতে হইবে। আশি বৎসরে এক হোক্ববা। প্রতি বৎসর তিনশত ষাটদিনে ও প্রতিদিন দুনিয়ার এক হাজার বৎসরের সমান হইবে। (সুতরাং এক হোক্ববার পরিমাণ দুই কোটি আটাশি লক্ষ বৎসর হইবে।) (মাজালেসুল আবরার)

১২. যাহার এক ওয়াক্ত নামাজ ছুটিয়া গেল সে সর্বহারা

عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ فَاتَتْهُ صَلٰوةٌ فَكَاَنَّمَا وُتِرَ اَهْلُهٗ وَمَالُهٗ. رواه ابن حبّان فى صحيحه كذا فى الترغيب زاد السيوطى.

অর্থ ঃ নওফল বিন্ মোয়াবিয়া (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি এক ওয়াক্ত নামাজও ছাড়িয়া দিল তাহার যেন পরিবার পরিজন ও ধন-সম্পদ সকল কিছুই ছিনাইয়া লওয়া হইল। (ইবনে হিব্বান)

১৩. জামাতে নামাজ পড়া একাকী নামাজ পড়ার চাইতে ২৫ (পঁচিশ) গুণ ফজীলত রাখে

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةُ الرَّجُلِ فِىْ جَمَاعَةٍ تَضْعَفُ عَلٰى صَلٰوتِهٖ فِىْ بَيْتِهٖ وَفِىْ سُوْقِهٖ خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ ضِعْفًا وَذٰلِكَ اَنَّهٗ اِذَا تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الْمَسْجِدِ لَايُخْرِجُهٗ اِلَّا الصَّلٰوةُ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً اِلَّا رُفِعَتْ لَهٗ بِهَا دَرَجَةٌ وَّحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ فَاِذَا صَلّٰى لَمْ تَزَلِ الْمَلٰٓئِكَةُ تُصَلِّىْ عَلَيْهِ مَادَامَ فِىْ مُصَلَّاهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ وَلَايَزَالُ فِىْ صَلٰوةٍ مَّا انْتَظَرَ الصَّلٰوةَ.

رواه البخارى واللفظ له ومسلم وابو داود والترمذى وابن ماجه كذا فى الترغيب.

অর্থ ঃ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, কোন ব্যক্তির নামাজ যাহা জামাতে পড়া হইয়াছে, উহা ঘরে কিংবা বাজারে একা পড়া নামাজের চাইতে পঁচিশ গুণ ফজীলত রাখে। ইহার কারণ এই যে, মানুষ যখন ভালভাবে অজু করিয়া, শুধু নামাজের উদ্দেশ্যেই মসজিদের দিকে যায় তখন তাহার প্রতি কদমেই একটি করিয়া নেকী বৃদ্ধি পায় এবং একটি করিয়া গুনাহ মাফ হইয়া যায়। নামাজের পর যদি সে সেই স্থানে বসিয়া থাকে তবে যতক্ষণ অজুর সাথে বসিয়া থাকিবে, ততক্ষণ ফেরেশ্‌তারা তাহার মাগফেরাতও রহমতের জন্য দোয়া করিতে থাকেন আর যতক্ষণ মানুষ নামাজের অপেক্ষায় থাকিবে ততক্ষণ সে নামাজের নেকীই লাভ করিতে থাকিবে। (বুখারী ও মুসলিম)

১৪. জামাতে নামাজ পড়া- নবীজির সুন্নত

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ
على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فان الله تعالى شرع لنبيكم ﷺ
سنن الهدى وانهن من سنن الهدى ولو انكم صليتم فى بيوتكم كما
يصلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم
لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد الى مسجد من
هذه المساجد الا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة
ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق
ولقد كان الرجل يؤتى بها يهادى بين الرجلين حتى يقام فى الصف
وفى رواية لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلوة الا منافق قد علم نفاقه
او مريض ان كان الرجل ليمشى بين الرجلين حتى يأتى الصلوة وقال
ان رسول الله ﷺ علمنا سنن الهدى وان من سنن الهدى الصلوة فى
المسجد الذى يؤذن فيه. رواه مسلم وابو داود والنسائى.

অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ বিন্ মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি এই আশা রাখে যে, কাল কিয়ামতের দিনে সে আল্লাহর দরবারে মুসলমান হিসাবে হাজির হইবে, সে যেন এই সমস্ত নামাজকে ঐরূপ স্থানে আদায় করে যেখানে আজান দেয়া হয় (অর্থাৎ মসজিদে) কেননা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের রাসূলের কয়েকটি সুন্নত জারী করিয়াছেন যাহা পুরাপুরি হেদায়েত। জামাতে নামাজ পড়া উহাদের অন্যমত। তোমরা যদি অমুক ব্যক্তির মত ঘরে নামাজ পড়িতে আরম্ভ কর তবে রাসূলের সুন্নত ভঙ্গকারী বলিয়া গণ্য হইবে এবং ইহাও জানিয়া রাখিবে যে, যদি রাসূলের সুন্নত ছাড়িয়া দাও তবে তোমরা নিশ্চিত বরবাদ হইয়া যাইবে। যদি কেহ ভালরূপে অজু করিয়া মসজিদের দিকে যায় তবে তাহার প্রত্যেক কদমেই এক একটা নেকী লেখা হইয়া যাইবে এবং এক একটি গুনাহ তাহার মাফ হইয়া যাইবে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জামানায় তো আমরা দেখিতাম একমাত্র প্রকাশ্য মুনাফেক্ব ব্যক্তি ব্যতিত সাধারণ মুনাফেক্ব ব্যক্তিগণেরও জামাত ত্যাগ করিবার সাহস হইতো না। কিংবা কেহ কোন কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলে উপস্থিত হইত না, যেই ব্যক্তি দুইজনের কাঁধে ভর করিয়া পা হেঁচড়াইয়া চলিতে পারিত তাহাকেও জামাতের কাতারে দাঁড়া করিয়া দেওয়া হইত। (মুসলিম)

১৫. জামাতে নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে গিয়া জামাত শেষ হইয়া গিয়াছে দেখিবার ফজীলত

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ وُضُوْءَهٗ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلُّوْا اَعْطَاهُ اللّٰهُ مِثْلَ اَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا وَحَضَرَهَا لَايَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا. رواه ابو داود والنسائى والحاكم.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অজু করিয়া নামাজ পড়িবার উদ্দেশ্যে মসজিদে যায় এবং সেখানে গিয়া দেখে যে জামাত শেষ, সে জামাতে নামাজ পড়িবার (পূর্ণ) সওয়াব পাইবে এবং ইহার কারণে জামাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সওয়াব বিন্দুমাত্রও কম করা হইবে না। (আবু দাউদ, নাসাঈ, হাকিম)

১৬. জামাতে শরীক না হইলে নামাজ কবুল হয়না

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنِ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ، قَالُوْا وَمَا الْعُذْرُ؟ قَالَ خَوْفٌ اَوْمَرَضٌ، لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلٰوةُ الَّتِىْ صَلّٰى.

অর্থ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি আজান শুনিয়া কোনরূপ ওজর ছাড়াই জামাত ত্যাগ করে (বরং একাকী নামাজ পড়িয়া লয়) তাহার নামাজ কবুল হয় না। সাহাবারা আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ওজর বলিতে কি বুঝায়? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উত্তর করিলেন, অসুস্থতা অথবা ভয় ভীতি। -(আবু দাউদ)

১৭. কোন ব্যক্তির কাজ জুলুম, কুফর ও নেফাক

عَنْ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اَلْجَفَاءُ لَاكُلَّ الْجَفَاءِ وَالْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ مَنْ سَمِعَ مُنَادِىَ اللّٰهِ يُنَادِىْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَ يُجِيْبُهٗ. رواه احمد والطبرانى.

অর্থ ঃ হযরত মু'আজ ইবনে আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, ঐ ব্যক্তির কাজ পরিষ্কার জুলুম, কুফর এবং নেফাক ছাড়া আর কিছুই নহে, যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিনের আজান শুনিয়াও জামাতে উপস্থিত হইল না। (আহমাদ)

১৮. কাহাদের ঘরবাড়ী রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জ্বালাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন?

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ اٰمُرَ فِتْيَتِى فَيَجْمَعُ حِزَمًا مِنْ حَطَبٍ ثُمَّ اٰتِى قَوْمًا يُصَلُّوْنَ فِى بُيُوْتِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ فَأُحَرِّقَهَا عَلَيْهِمْ. رواه أبو داؤد، باب التشديد فى ترك الجماعة. رقم: ٥٤٩

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আমার ইচ্ছা হয় যে, কিছু যুবককে বলি যে, তাহারা অনেকগুলি জ্বালানী কাঠ জোগাড় করিয়া আনে। অতঃপর আমি ঐ সকল লোকদের নিকট যাই যাহারা বিনা ওজরে ঘরে নামাজ পড়িয়া লয় এবং তাহাদের ঘরগুলিকে আগুনে পোড়াইয়া দেই। (আবু দাউদ)

১৯. ৪০ (চল্লিশ) দিন যাবৎ তকবিরে উলার সাথে নামাজ পড়িবার ফজীলত কি?

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلَّى لِلّٰهِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِىْ جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ اَلتَّكْبِيْرَةَ الْاُوْلٰى كُتِبَ لَهٗ بَرَائَتَانِ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ. رواه الترمذى.

অর্থ ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ৪০ (চল্লিশ) দিন যাবত প্রথম তাকবীরের সাথে জামাতে নামাজ পড়িবে তাহার জন্য দুইটি পুরস্কার লেখা হয়। একটি দোযখ হইতে নাজাত পাওয়ার ও অপরটি মুনাফেক্বী হইতে মুক্ত থাকার। (তিরমিজী)

২০. কোন নামাজীর জন্য নেকীর দশ ভাগের এক ভাগ লিখিত হয়?

عَنْ عَمَّارِ ابْنِ يَاسِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهٗ اِلَّا عُشْرُ صَلٰوتِهٖ تُسُعُهَا ثُمُنُهَا سُبُعُهَا سُدُسُهَا خُمُسُهَا رُبُعُهَا ثُلُثُهَا نِصْفُهَا. رواه ابو داؤد وقال المنذرى.

অর্থ ঃ হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) বলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন, মানুষ নামাজ পড়িয়া শেষ করে অথচ তাহার জন্য নেকীর দশ ভাগের এক ভাগ লিখিত হয়। এইভাবে কেহ নয় ভাগের এক, কেহ আট ভাগের এক, কেহ সাত ভাগের এক, কেহ ছয় ভাগের এক, কেহ পাঁচ ভাগের এক, কেহ চার ভাগের এক, কেহ তিন ভাগের এক, কেহ দুই ভাগের এক ভাগ নেকী পায়। (আবু দাউদ)

২১. কে নামাজের মধ্যে চুরি করে

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْوَءُ النَّاسِ سَرَقَةً نِ الَّذِىْ يَسْرِقُ صَلٰوتَهٗ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلٰوتَهٗ؟ قَالَ لَايُتِمُّ رُكُوْعَهَا وَلَا سُجُوْدَهَا. رواه الدارمى.

অর্থ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে কাতাদা (রাঃ), তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, চোর হিসাবে সব চাইতে নিকৃষ্ট ঐ ব্যক্তি, যে নামাজের মধ্যে চুরি করে। সাহাবারা প্রশ্ন করিলেন [ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ)] নামাজের মধ্যে কিভাবে চুরি করে?] রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উত্তর করিলেন, নামাজে রুকু সেজ্‌দা সঠিকভাবে আদায় করে না। (দারেমী)

২২. নফল নামাজ দ্বারা অন্য নামাজের ঘাটতি পূরণ করা হইবে

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنْ عَمَلِهٖ صَلٰوتَهٗ فَاِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ اَفْلَحَ وَاَنْجَحَ وَاِنْ فَسَدَتْ خَابَ وَخَسِرَ وَاِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَتِهٖ قَالَ الرَّبُّ انْظُرُوْا هَلْ لِعَبْدِىْ مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ يَكُوْنُ سَائِرُ عَمَلِهٖ عَلٰى ذٰلِكَ. رواه الترمذى وحسنه النسائى وابن ماجة والحاكم وصححه كذا فى الدر وفى المنتخب.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, ক্বেয়ামতের দিন বান্দার আমল সমূহের মধ্যে প্রথম ফরজ নামাজের হিসাব হইবে। যদি তাহার নামাজ ঠিক হয় তবে সে সফলকাম হইবে ও তাহার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। আর যদি তাহার নামাজ ঠিক না হয় তবে সে ব্যর্থ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। যদি ফরজ নামাজে কিছুটা ত্রুটি বাহির হয় তখন আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, এই বান্দার কিছু নফল আছে কি না দেখ, যাহার দ্বারা ফরজের ঘাট্‌তি পূরণ করা যায়। তাহার পর বান্দার বাদবাকী আমলেরও এই নীতিতে হিসাব হইবে। -(তিরমিজী)

২৩. কে আল্লাহ তা'আলার মেহমান

عَنْ سَلْمَانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ فِىْ بَيْتِهِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ، فَهُوَ زَائِرُ اللهِ، وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُوْرِ أَنْ يُكْرِمَ الزَّائِرَ. رواه الطبرانى فى الكبير وأحد إسنادية رجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد ١٣٩/٢

অর্থ ঃ হযরত সালমান (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজ ঘর হইতে উত্তমরূপে অযূ করিয়া মসজিদে যায় সে, আল্লাহ তা'আলার মেহমান। (আল্লাহ তা'আলা তাহার মেজবান) আর মেজবানের জিম্মাদারী হইল মেহমানকে সম্মান করা। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

২৪. অন্ধকারে মসজিদে যাতায়াতকারীদের জন্য সুসংবাদ

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِىْ الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه أبو داؤد، باب ماجاء فى المشى إلى الصلوة فى الظلم رقم: ٥٦١

অর্থ ঃ হযরত বুরাইদাহ (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, যাহারা অন্ধকারে বেশী বেশী পরিমাণে মসজিদে আসা-যাওয়া করে তাহাদিগকে কেয়ামতের দিন পূর্ণ নূরের সুসংবাদ দান করুন। (আবু দাউদ)

২৫. নামাজের অপেক্ষায় বসিয়া থাকা নামাজেরই সমতুল্য

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَحَدُكُمْ فِىْ صَلَاةٍ مَادَامَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ، وَالْمَلَائِكَةُ تَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ اِغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ صَلَاتِهِ أَوْ يُحْدِثْ.

رواه البخارى باب إذا قال: أحدكم أمين .... رقم: ٣٢٢٩

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ততক্ষণ নামাজের নেকী পাইতে থাকে, যতক্ষণ সে নামাজের প্রতীক্ষায় থাকে। ফেরেশতাগণ তাহার জন্য দোয়া করিতে থাকেন, ইয়া আল্লাহ! এই ব্যক্তিকে ক্ষমা করিয়া দিন, তাহার উপর রহমত করুন। নামাজ শেষ করিবার পরও যতক্ষণ সে নামাজের স্থানে অযূর সাথে বসিয়া থাকে ততক্ষণ ফেরেশতারা তাহার জন্য এই দোয়াই করিতে থাকেন। (বুখারী)

২৬. ৮ (আট) ব্যক্তির জামাতের নামাজ ১০০ (এক শত) ব্যক্তির একাকী পড়া নামাজ অপেক্ষা উত্তম

عَنْ قُبَاثِ بْنِ أَشْيَمَ اللَّيْثِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: صَلَاةُ الرَّجُلَيْنِ يَؤُمُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ أَزْكٰى عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ صَلَاةِ أَرْبَعَةٍ تَتْرٰى، وَصَلَاةُ أَرْبَعَةٍ يَؤُمُّ أَحَدُهُمْ أَزْكٰى عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ صَلَاةِ ثَمَانِيَةٍ تَتْرٰى، وَصَلَاةُ ثَمَانِيَةٍ يَؤُمُّ أَحَدُهُمْ أَزْكٰى عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ مِائَةٍ تَتْرٰى. رواه البزار والطبرانى فى الكبير ورجال الطبرانى موثقون، مجمع الزوائد ٢/١٦٣

অর্থ ঃ হযরত কুবাছ ইবনে আশইয়াম লাইসী (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, দুই ব্যক্তির জামাতের নামাজ, যাহার মধ্যে একজন ইমাম হয় অপরজন মুক্তাদী, আল্লাহ তা'আলার নিকট চারজনের আলাদা আলাদা নামাজ অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয়। এমনিভাবে চারজনের জামাতের নামাজ, আটজনের আলাদা আলাদা নামাজ অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয় এবং আটজনের জামাতের নামাজ, যাহার মধ্যে একজন ঈমাম হইবে, আল্লাহ তা'আলার নিকট একশত ব্যক্তির আলাদা আলাদা নামাজ অপেক্ষা বেশী পছন্দনীয়। (বাযযার, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

২৭. এশা ও ফজরের নামাজ জামাতে পড়িলে সারা রাত এবাদত করিবার সওয়াব পাওয়া যায়

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ. رواه مسلم، باب فضل صلاة العشاء والصبح فى جماعة، رقم: ١٤٩١

অর্থ ঃ হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাযিঃ) বলেন, আমি নবী করীম (সাঃ) কে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি এশার নামাজ জামাতের সহিত পড়ে, সে যেন অর্ধরাত্রি এবাদত করিল, আর যে ব্যক্তি ফজরের নামাজও জামাতের সহিত পড়িয়া লয় সে যেন সারারাত এবাদত করিল। (মুসলিম)

২৮. যে ফজরের নামাজ জামাতে পড়ে সে আল্লাহ তা'আলার জিম্মায় থাকে

عَنْ أَبِى بَكْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِىْ جَمَاعَةٍ فَهُوَ فِىْ ذِمَّةِ اللّٰهِ فَمَنْ أَخْفَرَ ذِمَّةَ اللّٰهِ كَبَّهُ اللّٰهُ فِى النَّارِ لِوَجْهِهٖ. (رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٢/٢٩

অর্থ ঃ হযরত আবু বাকরাহ (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতের সহিত আদায় করে সে আল্লাহ তা'আলার জিম্মায় থাকে। (আর) যে কেহ আল্লাহ তা'আলার জিম্মাভুক্ত ব্যক্তিকে কষ্ট দিবে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে উপুড় করিয়া দোযখে নিক্ষেপ করিবেন। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

২৯. ফজরের ২ (দুই) রাকাত সুন্নাত নামাজের ফজীলত

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِىْ شَأْنِ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ : لَهُمَا أَحَبُّ إِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيْعًا. رواه مسلم، باب استحباب ركعتى سنة الفجر ... رقم: ١٦٨٩

অর্থ ঃ হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত (নামাজ) সম্পর্কে এরশাদ করিয়াছেন যে, এই দুই রাকাত (নামাজ) আমার নিকট সমস্ত পৃথিবী হইতে অধিক প্রিয়। (মুসলিম)

৩০. রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন তাহাজ্জুদ নামাজ অবশ্যই পড়িও

عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْمُزَنِىِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَابُدَّ مِنْ صَلٰوةٍ بِلَيْلٍ وَلَوْ حَلْبَ شَاةٍ، وَمَا كَانَ بَعْدَ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ فَهُوَ مِنَ اللَّيْلِ. رواه الطبرانى فى الكبير وفيه: محمد بن اسحاق وهو مدلس وبقية رجاله ثقات، مجمع الزوائد ٢/٥٢١ وهو ثقة، مجمع الزوائد ١٠/٩٢

অর্থ ঃ হযরত ইয়াস ইবনে মুয়াবিয়া মুযানী (রহঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, তাহাজ্জুদ (নামাজ) অবশ্যই পড়িও, যদিও উহা বকরীর দুধ দোহন পরিমাণ এত কম সময়ের জন্যই হউক না কেন। আর এশার পর যে নামাজই পড়া হইবে তাহা তাহাজ্জুদ (নামাজ) বলিয়া গণ্য করা হইবে। (তাবরানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

৩১. জান্নাতের বালাখানা কাহাদের জন্য

عَنْ أَبِىْ مَالِكِ الْاَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ فِى الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرٰى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا، أَعَدَّهَا اللّٰهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَفْشَى السَّلَامَ، وَصَلّٰى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده قوى ٢٦٢/٢

অর্থ ঃ হযরত আবু মালেক আশয়ারী (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, জান্নাতে এরূপ বালাখানা রহিয়াছে, যাহার ভিতরের বস্তু বাহির হইতে এবং বাহিরের বস্তু ভিতর হইতে দেখা যায়। এই সকল বালাখানা আল্লাহ তা'আলা, ঐ সকল লোকের জন্য তৈয়ার করিয়াছেন যাহারা লোকদেরকে খানা খাওয়ায়, অধিক পরিমাণে সালাম প্রচার করে এবং রাতে এমন সময় নামাজ পড়ে যখন লোকেরা নিদ্রামগ্ন থাকে। (ইবনে হিব্বান)

৩২. নামাজ অন্যায় কাজ হইতে বিরত রাখে

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، فَقَالَ: مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلٰوتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ فَلَاصَلٰوةَ لَهُ. اخرجه ابن ابى حاتم وابن مردويه كذا فى الدر المنثور

অর্থ ঃ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ঃ إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى (الاية)

(সূরা ঃ আল-আনকাবুত, আয়াত ঃ ৪৫)

অর্থাৎ ঃ নামাজ যাবতীয় নির্লজ্জ ও অন্যায় কাজ হইতে ফিরায় এই আয়াতের অর্থ কি? নবী করীম (সাঃ) উত্তর করিলেন, যাহাকে নামাজ নির্লজ্জ ও অন্যায় কাজ হইতে ফিরাইয়া রাখে না তাহার নামাজ নামাজই নহে!

ব্যাখ্যা ঃ নিশ্চয়ই নামাজ এমনি একটি সম্পদ, যদি ঠিকভাবে উহা আদায় করা হয় তবে তাহা খারাপ কাজ হইতে ফিরাইয়া রাখিবেই। যদি কোথাও উহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, তবে বুঝিতে হইবে নামাজ পরিপূর্ণ হয় নাই।

৩৩. রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নামাজ কিরূপ ছিল?

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ بِالنَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً وَهُوَ يُصَلِّىْ فِى الْمَسْجِدِ فِى الْمَدِيْنَةِ قَالَ: فَقُمْتُ أُصَلِّىْ وَرَاءَهُ يُخَيَّلُ إِلَىَّ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ، فَاسْتَفْتَحَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ، فَقُلْتُ إِذَا جَاءَ مِائَةَ اٰيَةٍ رَكَعَ، فَجَاءَهَا فَلَمْ يَرْكَعْ، فَقُلْتُ إِذَا جَاءَ مِائَتَىْ اٰيَةٍ رَكَعَ، فَجَاءَهَا فَلَمْ يَرْكَعْ، فَقُلْتُ إِذَا خَتَمَهَا رَكَعَ، فَخَتَمَ فَلَمْ يَرْكَعْ، فَلَمَّا خَتَمَ قَالَ: اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، وِتْرًا ثُمَّ افْتَتَحَ اٰلَ عِمْرَانَ، فَقُلْتُ إِنْ خَتَمَهَا رَكَعَ، فَخَتَمَهَا وَلَمْ يَرْكَعْ، وَقَالَ: اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ افْتَتَحَ سُوْرَةَ الْمَائِدَةِ، فَقُلْتُ: إِذَا خَتَمَ رَكَعَ فَخَتَمَهَا فَرَكَعَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ، وَيُرَجِّعُ شَفَتَيْهِ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ يَقُوْلُ غَيْرَ ذٰلِكَ، ثُمَّ سَجَدَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى، وَيُرَجِّعُ شَفَتَيْهِ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ يَقُوْلُ غَيْرَ ذٰلِكَ فَلَا أَفْهَمُ غَيْرَهُ ثُمَّ افْتَتَحَ سُوْرَةَ الْاَنْعَامِ فَتَرَكْتُهُ وَذَهَبْتُ. رواه عبد الرزاق فى مصنفه ٢/١٤٧

অর্থ ঃ হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট গেলাম। তিনি মদীনা মুনাওয়ারার মসজিদে নামাজ পড়িতেছিলেন। আমিও তাঁহার পিছনে নামাজ পড়িতে দাঁড়াইয়া গেলাম। আমার ধারণা ছিল যে, তিনি জানেন না যে, আমি তাঁহার পিছনে নামাজ পড়িতেছি। তিনি সূরা বাকারা শুরু করিলেন, আমি মনে মনে ভাবিলাম, হয়ত একশত আয়াতের পর রুকু করিবেন। কিন্তু তিনি যখন একশত আয়াত পড়িয়া রুকু করিলেন না তখন ভাবিলাম, দুইশত আয়াত পড়িয়া রুকু করিবেন। কিন্তু তিনি যখন দুইশত আয়াত পড়িয়া রুকু করিলেন না তখন আমি ভাবিলাম, হয়ত সূরা শেষ করিয়া রুকু করিবেন। যখন তিনি সূরা শেষ করিলেন তখন তিনবার اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ পড়িলেন। অতঃপর সুরা আলে ইমরান শুরু করিলেন। আমি ধারণা করিলাম যে, এই সূরা শেষ করিয়া তো রুকু করিবেনই। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এই সূরা শেষ করিলেন, কিন্তু রুকু করিলেন না, বরং

তিন বার اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ পড়িলেন। অতঃপর সূরা মায়েদাহ আরম্ভ করিয়া দিলেন। আমি চিন্তা করিলাম, সূরা মায়েদাহ শেষ করিয়া রুকু করিবেন। সুতারাং তিনি সূরা মায়েদাহ শেষ করিয়া রুকু করিলেন। আমি তাঁহাকে রুকুতে سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ পড়িতে শুনিলাম এবং তিনি নিজের ঠোঁট মোবারক নাড়াইতেছিলেন। (যাহাতে) আমি বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি উহার সহিত আরও কিছু পড়িতেছেন। অতঃপর তিনি সেজদা করিলেন। আমি তাঁহাকে সেজদাতে سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى পড়িতে শুনিলাম এবং তিনি তাঁহার ঠোঁট মোবারক নাড়াইতেছিলেন। যাহাতে আমি বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি উহার সাথে আরও কিছু পড়িতেছেন যাহা আমি বুঝিতে পারিতেছিলাম না। অতঃপর দ্বিতীয় রাকাতে সূরা আনআম শুরু করিলে আমি তাহাকে নামাজরত অবস্থায় ছাড়িয়া চলিয়া আসিলাম। [কারণ, আমি নবী করীম (সাঃ) এর সহিত আর নামাজ পড়িতে সাহস করিতে পারিলাম না।] (মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক)

৩৪. রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শোকর গুজার বান্দা হওয়া

عَنْ عَطَاءٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : أَخْبِرِيْنِي بِأَعْجَبِ مَا رَأَيْتِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ : وَأَيُّ شَأْنِهِ لَمْ يَكُنْ عَجَبًا؟ إِنَّهُ أَتَانِي لَيْلَةً فَدَخَلَ مَعِي لِحَافِي ثُمَّ قَالَ : ذَرِيْنِي أَتَعَبَّدُ لِرَبِّي، فَقَامَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَبَكٰى حَتّٰى سَالَتْ دُمُوْعُهُ عَلٰى صَدْرِهٖ، ثُمَّ رَكَعَ فَبَكٰى ثُمَّ سَجَدَ فَبَكٰى، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَبَكٰى، فَلَمْ يَزَلْ كَذٰلِكَ حَتّٰى جَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، وَمَا يُبْكِيْكَ وَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ : أَفَلَا أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا، وَلِمَ لَا أَفْعَلُ وَقَدْ أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيَّ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ : (إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ) الْاٰيَاتِ. أخرجه ابن حبان في صحيحه، إقامة الحجة ص ١١٣

অর্থ ঃ হযরত আতা (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে আমি হযরত আয়শা (রাযিঃ) এর নিকট আরজ করিলাম, নবী করীম (সাঃ) এর কোন আশ্চর্য বিষয়, যাহা আপনি দেখিয়াছেন, আমাকে শুনাইয়া দিন। হযরত আয়শা (রাযিঃ) বলিলেন, নবী করীম (সাঃ) এর কোন জিনিস আশ্চর্যজনক নয়। এক রাতে তিনি আমার কাছে ছিলেন, এবং আমার সাথে আমার লেপের ভিতর শায়িত ছিলেন। তাহার পর বলিলেন, ছাড় আমি আমার রবের প্রার্থনা করিবো। এই বলিয়া তিনি শয্যা হইতে উঠিলেন, অযু করিলেন, এরপর নামাজের জন্য দাড়াইয়া গেলেন এবং ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এমনকি চোখের পানি সীনা মোবারকের উপর বহিতে লাগিলো। অতপর রুকূ করিলেন উহাতেও এই ভাবে কাঁদিলেন। অতঃপর সেজদা করিলেন উহাতেও এইভাবে কাঁদিলেন। অতঃপর সেজদা হইতে উঠিলেন এবং এইভাবে কাঁদিলেন। অবশেষে হযরত বেলাল (রাযিঃ) আসিয়া ফজরের নামাজের জন্য ডাক দিলেন। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ) আল্লাহ তা'আলা যখন আপনার সামনের ও পিছনের সকল গুনাহ (যদি হইয়াও থাকে) মাফ করিয়া দিয়াছেন তখন আপনি এত কেন কাঁদিতেছেন? তিনি এরশাদ করিলেন, তবে কি আমি শোকরগুজার বান্দা হইব না? আর আমি এরূপ কেন করিব না, যখন আজ আমার উপর اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ۝١٩٠

(সূরা ঃ আলে-ইমরান, আয়াত ঃ ১৯০)

হইতে সূরা আলে ইমরানের শেষ পর্যন্ত আয়াতসমূহ নাযিল হইয়াছে। (ইবনে হিব্বান, একামাতুল হুজ্জাত)

৩৫. ২ (দুই) রাকাত এশরাক নামাজের সওয়াব, পরিপূর্ণ হজ্জ এবং ওমরার সওয়াবের সমতূল্য

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِىْ جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللّٰهَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ. رواه الترمذى وقال

: هذا حديث حسن غريب، باب ماذكر مما يستحب من الجلوس ... رقم: ٥٨٦

অর্থ ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতের সহিত আদায় করে। অতঃপর সূর্য উঠা পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার জিকির করে, অতঃপর দুই রাকাত নফল নামাজ পড়ে তবে সে হজ্জ এবং ওমরার সওয়াব লাভ করে। এরপর হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) তিন বার এরশাদ করিয়াছেন পরিপূর্ণ হজ্জ এবং ওমরার সওয়াব, পরিপূর্ণ হজ্জ এবং ওমরার সওয়াব, পরিপূর্ণ হজ্জ এবং ওমরার সওয়াব লাভ করে। (তিরমিযী)

৩৬. ৬ (ছয়) রাকাত আওয়াবীন নামাজ পড়িলে ১২ (বার) বৎসর এবাদত করিবার সওয়াব পাওয়া যায়

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ صَلّٰى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيْمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوْءٍ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ سَنَةً. رواه الترمذى وقال: حديث أبى هريرة حديث غريب، باب ماجاء فى فضل التطوع .....

رقم: ٤٣٥

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাজের পর ছয় রাকাত (আওয়াবীন নামাজ) এইভাবে পড়ে যে, উহার মধ্যে কোন অপ্রয়োজনীয় কথা না বলে, তবে তাহার ১২ (বার) বৎসর এবাদতের সমতুল্য নেকী হয়। (তিরমিযী)

৩৭. বেলাল (রাঃ)-এর তাহিয়্যাতুল অযূর নামাজ

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ: يَا بِلَالُ، حَدِّثْنِىْ بِأَرْجٰى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِى الْإِسْلَامِ، فَإِنِّىْ سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَىَّ فِى الْجَنَّةِ، قَالَ بِلَالٌ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجٰى عِنْدِىْ أَنِّىْ لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُوْرًا فِىْ سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذٰلِكَ الطُّهُوْرِ مَا كُتِبَ لِىْ أَنْ أُصَلِّىَ. رواه

البخارى، باب فضل الطهور بالليل والنهار...... رقم: ١١٤٩

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, একদিন নবী করীম (সাঃ) ফজরের নামাজের পর হযরত বেলাল (রাযিঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বেলাল, ইসলাম গ্রহণের পর নিজের এমন কোন আমলের কথা বল, যাহাতে তোমার সবচেয়ে বেশী সওয়াবের আশা হয়, কারণ আমি রাত্রে স্বপ্নে জান্নাতে আমার সামনে, তোমার জুতার (পা ঘসিয়া চলার) শব্দ শুনিয়াছি। হযরত বেলাল (রাযিঃ) আরজ করিলেন, আমার নিজের আমলের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আশা, যে আমলের উপর রহিয়াছে তাহা এই যে, দিনে রাতে যখনই আমি অযূ করিয়াছি তখন সেই অযূ দ্বারা যতখানি আল্লাহ তা'আলা আমাকে তৌফিক দিয়াছেন (তাহিয়্যাতুল অযূর) নামাজ পড়িয়াছি। (বুখারী)

৩৮. কোন ব্যক্তির কোন চাহিদা দেখা দিলে সে কি করিবে

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ أَوْفَى الْاَسْلَمِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهٗ حَاجَةٌ إِلَى اللّٰهِ اَوْ إِلٰى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهٖ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لْيَقُلْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ أَسْئَلُكَ أَلَّا تَدَعَ لِىْ ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهٗ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهٗ وَلَا حَاجَةً هِىَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا لِىْ ثُمَّ يَسْأَلُ اللّٰهَ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ مَاشَاءَ فَإِنَّهٗ يُقَدَّرُ. رواه ابن ماجة، باب ماجاء فى صلوة الحاجة، رقم: ١٣٨٤ قال البوصيرى: قلت: رواه الترمذى من طريق فائد به دون قوله: ثُمَّ يَسْأَلُ اللّٰهَ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا إِلٰى اٰخِرِهٖ ورواه الحاكم فى المستدرك باختصار وزاد بعد قوله: وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْعِصْمَةَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وله شاهد من حديث انس. رواه الاصبهانى ورواه أبو يعلى الموصلى فى مسنده من طريق فائد به ... مصباح الزجاجة ٢٤٦/١

অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা আসলামী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সাঃ) আমাদের নিকট আসিলেন এবং এরশাদ করিলেন, যে কোন ব্যক্তির, যে কোন চাহিদা দেখা দেয়, উহার সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলার সহিত হউক বা মাখলুকের মধ্যে কাহারো সহিত হউক, তাহার উচিত যে, সে যেন অযূ করিয়া দুই রাকাত নামাজ পড়ে। অতঃপর এই দোয়া করে -

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، أَسْئَلُكَ أَلَّا تَدَعَ لِىْ ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهٗ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهٗ وَلَا حَاجَةً هِىَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا لِىْ.

অর্থাৎ ঃ আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোন মা'বুদ নাই। তিনি বড় ধৈযশীল অত্যন্ত দয়াবান। আল্লাহ তা'আলা সকল দোষ-ত্রুটি হইতে পবিত্র, আরশে আযীমের মালিক।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি সমস্ত দুনিয়ার পালনকর্তা। আয় আল্লাহ, আমি আপনার নিকট ঐ সকল বস্তু চাহিতেছি, যাহা আপনার রহমতকে ওয়াজিব করে এবং যাহা দ্বারা আপনার মাগফিরাত নিশ্চিত হইয়া যায়। আমি আপনার কাছে সকল নেক কাজ হইতে অংশ ও সকল গুনাহ হইতে নিরাপদ থাকার দোয়া করিতেছি। আমি আপনার নিকট ইহাও চাই যে, আমার এমন কোন গুনাহ বাকি না রাখেন, যাহা আপনি মাফ করিয়া না দেন, আর না এমন কোন চিন্তা যাহা আপনি দূর করিয়া না দেন, আর না এমন কোন চাহিদা মিটাইতে বাকি রাখেন যাহাতে আপনার রেজামন্দি রহিয়াছে।

৩৯. আল্লাহ তা'আলা বান্দার প্রতি ততক্ষণ মনযোগ নিবদ্ধ রাখেন, যতক্ষণ বান্দা নামাজে মনযোগ নিবদ্ধ রাখে

عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَايَزَالُ اللّٰهُ مُقْبِلاً عَلَى الْعَبْدِ فِىْ صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ انْصَرَفَ عَنْهُ. رواه النسائى، باب التشديد فى الإلتفات فى الصلاة،

অর্থ ঃ হযরত আবু যার (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ রাখেন, যতক্ষণ বান্দা নামাজের মধ্যে অন্য কোন দিকে মনোযোগ না দেয়। যখন বান্দা নামাজ হইতে মনোযোগ সরাইয়া লয়, তখন আল্লাহ তা'আলাও মনোযোগ সরাইয়া ফেলেন। (নাসাঈ)

৪০. জীবনে ১ (এক) বার হইলেও সালাতুত তাসবীহ নামাজ পড়া চাই

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ! أَلَا أُعْطِيْكَ؟ أَلَا أَمْنَحُكَ؟ أَلَا أَحْبُوْكَ؟ أَلَا أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذٰلِكَ غَفَرَ اللهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ قَدِيْمَهُ وَحَدِيْثَهُ خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ، صَغِيْرَهُ وَكَبِيْرَهُ سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ – عَشْرَ خِصَالٍ – أَنْ تُصَلِّىَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُوْرَةً، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِىْ أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشَرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُوْلُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوْعِ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَهْوِىْ سَاجِدًا فَتَقُوْلُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُوْدِ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا فَذٰلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُوْنَ، فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ تَفْعَلُ ذٰلِكَ فِىْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِىْ كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِىْ كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِىْ كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِىْ كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِىْ عُمُرِكَ مَرَّةً. رواه أبو داؤد باب صلوة التسبيح رقم: ١٢٩٧

অর্থ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, যে নবী কারীম (সাঃ), হযরত আব্বাস (রাযিঃ) কে বলিলেন, আব্বাস, হে আমার চাচা আমি কি আপনাকে একটি বখশীশ দিব না ? একটি হাদিয়া পেশ করিব না? আমি কি আপনাকে এমন আমল বলিয়া দিব না, যখন আপনি উহা করিবেন আপনি দশটি উপকার লাভ করিবেন ? অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আপনার সামনের-পিছনের, নতুন-পুরাতন, জানিয়া অথবা না-জানিয়া, ছোট-বড় এবং গোপনে-প্রকাশ্যে করা সকল গুনাহই মাফ করিয়া দিবেন। সেই আমল এই যে, আপনি চার রাকাত (সালাতুত তাসবীহ নামাজ) পড়িবেন। যখন আপনি প্রথম রাকাতের ক্বেরাত শেষ করিবেন তখন রুকুর পূর্বে দাঁড়ানো অবস্থায়

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ

পনের বার পড়িবেন। তারপর রুকু করিবেন এবং রুকুতেও এই কলেমাগুলি দশবার পড়িবেন। তারপর রুকু হইতে উঠিয়া দাঁড়ানো অবস্থায় এই কলেমাগুলিই দশবার পড়িবেন। তারপর সেজদায় যাইবেন এবং উহাতেও এই কলেমাগুলি দশবার পড়িবেন। এরপর সেজদা হইতে উঠিয়া বসা অবস্থায় এই কলেমাগুলিই দশবার পড়িবেন। দ্বিতীয় সেজদায় ও এই কলেমা গুলি দশবার পড়িবেন। অতঃপর দ্বিতীয় সেজদার পর ও দাঁড়াইবার পূর্বে বসিয়া বসিয়া এই কলেমাগুলিই দশবার পড়িবেন। চার রাকাত এই পদ্ধতিতে পড়িবেন। এই নিয়মে প্রত্যেক রাকাতে এই কলেমাগুলি পঁচাত্তর বার পড়িবেন (হে আমার চাচা) যদি আপনার দ্বারা সম্ভব হয় তবে দৈনিক একবার এই নামাজ পড়িবেন। আর যদি আপনি ইহাও করিতে না পারেন তবে প্রতি জুমার দিন একবার পড়িবেন, আর যদি ইহাও করিতে না পারেন তবে মাসে একবার পড়িবেন। ইহাও না পারিলে তবে বছরে একবার পড়িবেন। আর যদি ইহাও সম্ভব না হয় তবে সারা জীবনে একবার অবশ্যই পড়িয়া লইবেন। (আবু দাউদ)

৪১. কোন ব্যক্তির বেহেস্তে প্রবেশের পথে শুধু মৃত্যুই বাধা

عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ قَرَأَ اٰيَةَ الْكُرْسِىِّ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ، لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوْتَ. رواه النسائى فى عمل اليوم والليلة، رقم: ١٠٠، وفى رواية: وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ رواه الطبرانى فى الكبير والاوسط بأسانيد وأحدها جيد، مجمع الزوائد ١٠/١٢٨

অর্থ ঃ হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর আয়াতুল কুরসী (সূরা ঃ আল-বাক্বারা, আয়াত ঃ ২৫৫) পড়িবে তাহার বেহেস্তে প্রবেশ করিতে শুধু মৃত্যুই বাধা হইয়া রহিয়াছে। এক বর্ণনায় আয়াতুল কুরসীর সাথে সূরা এখলাস পড়ার কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ, আমালুল ইয়াউমে ওয়াল লাইলাহ।)

এলেম ও জিকির

কুরআনের বাণী (এলেম) ঃ

১. আল্লাহ তা'আলা মানুষকে কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়াছেন

اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۝ الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

অর্থ ঃ আপনি কুরআন পাঠ করুন, আর আপনার রব্ব্ অত্যন্ত দানশীল। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়াছেন। মানুষকে ঐ সমস্ত বিষয় শিক্ষা দিয়াছেন যাহা সে জানিত না। (সূরা ঃ আলাক্ব, আয়াত ঃ ৩-৫)

২. নামাজে কুরআনকে খুব স্পষ্ট করিয়া পড়িতে হইবে

يٰۤاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۝ قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ نِّصْفَهٗۤ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ۝ اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ۝ اِنَّا سَنُلْقِىْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ۝

অর্থ ঃ হে চাদরাবৃত (রাসূল)! রাত্রে তাহাজ্জুদের নামাজে দাঁড়াইয়া থাকুন। অবশ্য কিছুক্ষণ আরাম করিয়া লউন, অর্থাৎ অর্ধরাত্র অথবা অর্ধরাত্র হইতে কিছু কম, অথবা অর্ধরাত্র হইতে কিছু বেশী আরাম করিয়া লউন। আর (নামাজে) কুরআনকে খুব স্পষ্ট করিয়া পাঠ করুন। আমি অচিরেই আপনার প্রতি এক গুরুভার বাণী প্রেরণ করিতেছি। (সূরা ঃ আল-মোযাম্মেল, আয়াত ঃ ১-৫)

৩. আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টান্ত কেবল জ্ঞানী লোকেরা বুঝে

وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَعْقِلُهَاۤ اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ ۝ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۭ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝

অর্থ ঃ আর আমি ঐ দৃষ্টান্তগুলি মানুষের (উপদেশ গ্রহণের) উদ্দেশ্যে বর্ণনা করিয়া থাকি, বস্তুতঃ ঐ সমস্ত দৃষ্টান্ত কেবল জ্ঞানী লোকেরাই বুঝে। আল্লাহ আসমানসমূহ ও জমীনকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। ঈমানদারদের জন্য ইহাতে বড় প্রমাণ রহিয়াছে। (সূরা ঃ আল-আনকাবূত, আয়াত ঃ ৪৩-৪৪)

৪. আল্লাহ তা'আলা জানেন যাহা আমরা বলি এবং যাহা অন্তরে গোপন রাখি

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝٣٢ قَالَ يٰٓاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۚ فَلَمَّآ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۙ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۙ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ۝٣٣

অর্থ ঃ ফেরেশতারা বলিল, আপনি অতি পবিত্র, আমাদেরই জ্ঞান নাই, কেবল ততটুকুই (জ্ঞান) আছে যাহা আপনি আমাদিগকে শিখাইয়াছেন। নিশ্চয়ই আপনি মহাজ্ঞানী, বড় হেকমতময়। আল্লাহ বলিলেন, হে আদম! বলিয়া তাও তাহাদিগকে ঐ সমস্ত জিনিসের নাম, আদম তাহাদিগকে সমস্ত জিনিসের নাম বলিয়া দিলেন। তখন আল্লাহ বলিলেন, আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই যে, নিশ্চয় আমি অবগত আছি, সমস্ত অদৃশ্য, বিষয় আসমান ও জমীনের এবং আমি জানি যাহা তোমরা ব্যক্ত কর এবং যাহা অন্তরে গোপন রাখ তাহাও। (সূরা ঃ আল-বাক্বারা, আয়াত ঃ ৩২-৩৩)

৫. আল্লাহ তা'আলাকে তাহারাই ভয় পায় যাহারা জ্ঞানী

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآبِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ ؕ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ ۝٢٨

অর্থ ঃ এইভাবে রংবেরং-এর মানুষ জন্তু ও প্রাণী সমূহ রহিয়াছে। আল্লাহকে তাঁহার সেই বান্দারাই ভয় করে যাহারা জ্ঞানী। বাস্তবিকই আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত, বড়ই ক্ষমাশীল। (সূরা ঃ আল-ফাতির, আয়াত ঃ ২৮)

৬. যাহারা জ্ঞানী এবং যাহারা অজ্ঞ তাহারা কি সমান হইতে পারে?

اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَآئِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهٖ ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝٩

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সেজদায় ও দন্ডায়মান অবস্থায় এবাদত করিতে থাকে, আখেরাতকে ভয় করে তাহার রবের রহমতের প্রত্যাশা করে (সেকি তাহার সমান যে তাহা করে না) আপনি বলুন যে, যাহারা জ্ঞানী ও যাহারা অজ্ঞ তাহারা কি সমান হইতে পারে? সেই লোকেরাই নসীহত গ্রহণ করে যাহারা বুদ্ধিমান। (সূরা ঃ আল-যুমার, আয়াত ঃ ৯)

৭. অন্ধ ও চক্ষুষ্মান লোক কি কখনো এক হইতে পারে?

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ اَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ ۚ﴿١٦﴾

অর্থ ঃ বলুন হে নবী! অন্ধ ও চক্ষুষ্মান লোক কি কখনো এক হইতে পারে? আলো ও অন্ধকার কি কখনো এক ও অভিন্ন হইতে পারে? (সূরা ঃ আর-রা'দ, আয়াত ঃ ১৬)

৮. জ্ঞানী লোকদেরকে আল্লাহ তা'আলা উচ্চমর্যাদা দান করিবেন

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١١﴾

অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমানদার এবং যাহাদেরকে জ্ঞানদান করা হইয়াছে, আল্লাহ তাহাদেরকে সুউচ্চ মর্যাদা দান করিবেন। আর যাহা কিছু তোমরা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে পূর্ণ অবহিত। (সূরা ঃ আল-মুজদালা, আয়াত ঃ ১১)

কুরআনের বাণী (জিকির)

৯. আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করিলে আল্লাহ তা'আলা ও আমাদেরকে স্মরণ করিবেন।

فَاذْكُرُوْنِىْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِىْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ ﴿١٥٢﴾

অর্থ ঃ অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করিব, আমার শোকর আদায় কর এবং আমার না-শোক্‌রী করিও না। (সূরা ঃ আল-বাক্বারা, আয়াত ঃ ১৫২)

১০. প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ ওয়া লাইলাহা ইল্লালল্লাহু, আল্লাহু আকবর পড়িতে হইবে

دَعْوٰىهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ۚ وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠﴾

অর্থ ঃ তথায় তাহাদের বাক্য হইবে সুবহানাল্লাহ এবং পরস্পরের সালাম হইবে আস্‌সালামু আলাইকুম, আর তাহাদের শেষ বাক্য হইবে আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আ-লামীন। (সূরা ঃ ইউনুস, আয়াত ঃ ১০)

১১. যাহারা আল্লাহর সান্নিধ্যে আছে তাহারা দিবা রাত্রি তাহার তাসবীহ পাঠ করিতে ক্লান্তি বোধ করেন না

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ ۚ ﴿۱۹﴾ يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ ﴿۲۰﴾

অর্থ ঃ আর যাহা কিছু আসমান সমূহে ও জমীনে রহিয়াছে সবই তাঁহার। আর যাহারা আল্লাহর সান্নিধ্যে আছে তাহারা তাঁহার ইবাদতে লজ্জাও বোধ করে না এবং ক্লান্তও হয় না। (বরং) দিন ও রাত (আল্লাহর) তসবীহ্ পাঠ করে (কদাচিৎ) বিরত হয় না। (সূরা ঃ আল-আম্বিয়া, আয়াত ঃ ১৯-২০)

১২. মূসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলাকে দেখিবার প্রত্যাশা হইতে তওবা করিলেন।

وَلَمَّا جَآءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ ۙ قَالَ رَبِّ اَرِنِيْٓ اَنْظُرْ اِلَيْكَ ؕ قَالَ لَنْ تَرٰىنِيْ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرٰىنِيْ ۚ فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا ۚ فَلَمَّآ اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۴۳﴾

অর্থ ঃ মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হইল এবং তাহার প্রতিপালক তাহার সহিত কথা বলিলেন তখন সে বলিল 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দেখা দাও, আমি তোমাকে দেখিব'। তিনি বলিলেন, 'তুমি আমাকে কখনই দেখিতে পাইবে না। তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য কর, উহা স্বস্থানে স্থির থাকিলে, তবে তুমি আমাকে দেখিবে।' যখন তাহার প্রতিপালক পাহাড়ে (আপন) জ্যোতি প্রকাশ করিলেন, তখন উহা পাহাড়কে চূর্ণ বিচূর্ণ করিল এবং মূসা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল। যখন সে জ্ঞান ফিরিয়া পাইল তখন বলিল, 'হে আল্লাহ! আপনি পবিত্র আমি যে আপনাকে নিজের চোখে দেখিবার প্রত্যাশা করিয়াছিলাম উহা হইতে আমি তওবা করিলাম এবং মু'মিনদের মধ্যে আমিই প্রথম। (সূরা ঃ আল-আ'রাফ, আয়াত ঃ ১৪৩)

১৩. রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর শানে দুরূদ শরীফ পড়িতে হইবে

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾

অর্থ ঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ও তাঁহার ফিরিশতাগণ নবীর প্রতি দুরূদ প্রেরণ করেন। হে মু'মিনগণ! তোমরাও নবীর প্রতি দুরূদ পাঠাইতে থাক এবং অধিক পরিমাণে সালাম পাঠাইতে থাক। (সূরা ঃ আল আহযাব, আয়াত ঃ ৫৬)

১৪. প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় নিজের গুনাহের জন্য এস্তেগফার করিতে হইবে

وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٦﴾

অর্থ ঃ আর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (সূরা ঃ আন নিসা, আয়াত ঃ ১০৬)

১৫. পরামর্শ করিয়া সকল কাজ করিতে হইবে

فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٣٦﴾ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿٣٧﴾ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

অর্থ ঃ অতএব তোমাদেরকে যাহা দেওয়া হইয়াছে, তাহা পার্থিব জীবনের ভোগ মাত্র। আর আল্লাহর কাছে যাহা রহিয়াছে, তাহা উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী, তাহাদের জন্য যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও তাহাদের পালনকর্তার উপর ভরসা করে। যাহারা কবীরা গুণাহ ও অশ্লীল কার্য হইতে বাচিয়া থাকে এবং ক্রোধান্বিত হইয়াও ক্ষমা করে। যাহরা তাহাদের পালনকর্তার আদেশ মান্য করে, নামাজ কায়েম করে, নিজেরা পরামর্শ করিয়া কাজ করে এবং আমি তাহাদেরকে যে রিজিক দিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করে। (সূরা ঃ শূরা, আয়াত ঃ ৩৬-৩৮)

১৬. আল্লাহ মানুষকে শিক্ষা দিয়াছেন যাহা সে জানিত না

اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۙ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۙ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۙ

অর্থ ঃ পাঠ করুন, আপনার রব অতি দানশীল। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়াছেন। শিক্ষা দিয়াছেন মানুষকে যাহা সে জানিত না। (সূরা ঃ আলাক্ব, আয়াত ঃ ৩-৫)

হাদীসের বাণী (এলেম)

১. দ্বীনি এলেম শিক্ষা করা প্রত্যেক মু'মিনের উপর ফরজ

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ – (ابن ماجه)

অর্থ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন এলেম শিক্ষা করা প্রত্যেক মু'মিনের উপর ফরজ তথা অবশ্য কর্তব্য। (ইবনে মাজাহ)

২. সর্ব উত্তম ব্যক্তি কে ?

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء فى تعليم القران رقم: ٢٩٠٧

অর্থ ঃ হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যে কুরআন শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়। (তিরমিযী)

৩. কুরআন পড়নে ওয়ালার পিতামাতার সম্মান কি ?

عَنْ مُعَاذِ الْجُهَنِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيْهِ، أُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ضَوْءُهٗ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِىْ بُيُوْتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيْكُمْ، فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِىْ عَمِلَ بِهٰذَا. رواه أبو داؤد، باب فى ثواب قراءة القران رقم: ١٤٥٣

অর্থ ঃ হযরত মুয়ায জুহানী (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়িবে এবং উহার উপর আমল করিবে, তাহার পিতামাতাকে কেয়ামতের দিন এমন এক মুকুট পরানো হইবে যাহার আলো সূর্যের আলো হইতেও বেশী হইবে যদি সেই সূর্য তোমাদের ঘরের ভিতর উদিত হয়! তবে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা, যে নিজে কুরআন শরীফের উপর আমল করিয়াছে? (অর্থাৎ যখন পিতামাতার জন্য এই পুরস্কার, তখন স্বয়ং আমলকারীর পুরস্কার তো ইহা হইতে আরো অনেক অধিক হইবে।) (আবু দাউদ)

৪. কোন আমল হাজার রাকাত নফল নামাজ পড়া হইতে উত্তম

عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يَا أَبَا ذَرٍّ لَنْ تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ اٰيَةً مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّىَ مِائَةَ رَكْعَةٍ، وَلَنْ تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ، عُمِلَ بِهِ أَوْ يُعْمَلْ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُصَلِّىَ اَلْفَ رَكْعَةٍ. رواه ابن ماجه، باب فضل من تعلم القران وعلمه رقم: ٢١٩

অর্থ ঃ হযরত আবু যার (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে এরশাদ করিয়াছেন, হে আবু যার, তুমি যদি সকাল বেলা যাইয়া কুরআন শরীফের একটি আয়াত শিখিয়া লও তবে তাহা একশত রাকাত নফল (নামাজ) হইতে উত্তম। আর যদি এলেমের একটি অধ্যায় শিখিয়া লও, চাই তাহা সেই সময় আমল করা হউক বা না হউক, তবে হাজার রাকাত নফল (নামাজ) পড়া হইতে উত্তম। (ইবনে মাজাহ)

৫. আল্লাহ তা'আলা কখন দ্বীনের বুঝ দান করেন?

عَنْ عَبْدِ اللهِ يَعْنِى ابْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَقَّهَهُ فِى الدِّيْنِ، وَأَلْهَمَهُ رُشْدَهُ. رواه البزار والطبرانى فى الكبير ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ١/٣٢٧

অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যখন আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দার সহিত মঙ্গলের ইচ্ছা করেন তখন তাহাকে দ্বীনের বুঝ দান করেন এবং সঠিক কথা তাহার দিলে ঢালেন। (বাযযার, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

৬. কাহাদের চলার পথে ফেরেশতারা নূরের পাখা বিছাইয়া দেয়

عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : إِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَطْلُبُ فِيْهِ عِلْمًا سَلَكَ اللهُ بِهِ طَرِيْقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْحِيْتَانُ فِى جَوْفِ الْمَاءِ، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلٰى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا، إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَّافِرٍ. رواه أبو داؤد، باب فى فضل العلم، رقم: ٣٦٤١

অর্থ ঃ হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আমি নবী করীম (সাঃ) কে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি এলেমে দ্বীন অর্জন করার উদ্দেশ্যে কোন রাস্তায় চলে, আল্লাহ তা'আলা এই কারণে তাহাকে বেহেস্তের রাস্তাসমূহ হইতে একটি রাস্তায় চালাইয়া দেন। অর্থাৎ এলেম হাসিল করা, তাহার জন্য বেহেস্তে প্রবেশের কারণ হইয়া যায়। ফেরেশতাগণ তালেবে এলেমের সন্তুষ্টির জন্য নূরের পাখা বিছাইয়া দেন। তালবে এলেমের জন্য আসমান জমীনের সমস্ত সৃষ্টি এবং মাছ যাহা পানিতে রহিয়াছে সকলেই মাগফিরাতের প্রার্থনা করে। নিঃসন্দেহে আবেদের উপর আলেমের ফজীলত এরূপ যেমন পূর্ণিমার চন্দ্রের ফজীলত সমস্ত তারকারাজির উপর। নিঃসন্দেহে ওলামায়ে কেরাম আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের বংশধর। আর আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম দিনার ও দিরহাম (মালদৌলত) এর বংশধর বানান না। তাহারা তো এলেমের বংশধর বানান। অতএব যে ব্যক্তি এলেমে দ্বীন অর্জন করিল সে (সেই সম্পত্তি হইতে) পরিপূর্ণ অংশ লাভ করিল। (আবু দাউদ)

৭. কাহাদের জন্য গর্তের পিপিলিকা ও সমুদ্রের মাছ দোয়া করে

عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَجُلَانِ: أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالْاٰخَرُ عَالِمٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِىْ عَلٰى أَدْنَاكُمْ، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِيْنَ حَتّٰى النَّمْلَةَ فِىْ جُحْرِهَا وَحَتّٰى الْحُوْتَ لَيُصَلُّوْنَ عَلٰى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح، باب ما جاء فى فضل الفقه على العبادة، رقم: ٢٦٨٥

অর্থ ঃ হযরত আবু উমামাহ বাহেলী (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) এর সম্মুখে দুই ব্যক্তির আলোচনা করা হইল। তন্মধ্যে একজন আবেদ ও অপরজন আলেম ছিল। নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিলেন, আলেমের ফজীলত আবেদের উপর এমন যেমন আমার ফজীলত তোমাদের মধ্য হইতে একজন সাধারণ ব্যক্তির উপর। ইহার পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিলেন, যাহারা লোকদের ভাল কথা শিক্ষা দেয় তাহাদের উপর আল্লাহ তা'আলা, তাঁহার ফেরেশতাগণ, আসমান জমীনের সমস্ত সৃষ্টি, এমন কি গর্তের পিপীলিকা এবং পানির মাছ (আপন আপন পদ্ধতিতে) রহমতের দোয়া করে। (তিরমিযী)

৮. কোন চার প্রকার ব্যতিত পঞ্চম প্রকার ধ্বংস হইয়া যাইবে

عَنْ أَبِىْ بَكْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ: اغْدُ عَالِمًا، أَوْ مُتَعَلِّمًا، أَوْ مُسْتَمِعًا اَوْ مُحِبًّا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ فَتَهْلِكَ وَالْخَامِسَةُ اَنْ تُبْغِضَ الْعِلْمَ وَأَهْلَهُ. رواه الطبرانى فى الثلاثة والبزار ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ١/٣٢٨

অর্থ ঃ হযরত আবু বাকরাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আমি নবী করীম (সাঃ) কে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, তুমি হয় আলেম হও, অথবা তালেবে এলেম হও, অথবা মনোযোগ সহকারে এলেম শ্রবণকারী হও অথবা এলেম ও আলেমদেরকে ভালবাসাকারী হও। (এই চার ব্যতীত) পঞ্চম প্রকার হইও না, নতুবা বিনষ্ট হইয়া যাইবে। পঞ্চম প্রকার এই যে, তুমি এলেম ও আলেমদের সাথে দুশমনী পোষণ কর। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

৯. আল্লাহ তা'আলা কোন ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ كُلَّ جَعْظَرِىٍّ جَوَّاظٍ سَخَّابٍ بِالْأَسْوَاقِ، جِيْفَةٍ بِاللَّيْلِ، حِمَارٍ بِالنَّهَارِ، عَالِمٍ بِأَمْرِ الدُّنْيَا، جَاهِلٍ بِأَمْرِ الْآخِرَةِ. رواه ابن حبان، قال المحقق، إسناده صحيح على شرط مسلم ١/٢٧٤

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন যে কঠিন মেজাজের হয়, খুব বেশী খায়, বাজারে গিয়া চিৎকার করে, রাত্রে মরার মত পড়িয়া (ঘুমাইতে) থাকে, দিনের বেলায় গাধার মত (দুনিয়াবী কাজে ব্যস্ত) খাটে, দুনিয়ার বিষয়ে জ্ঞানী হয় আর আখেরাতের বিষয়ে অজ্ঞ থাকে। (ইবনে হিব্বান)

১০. রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কি দোয়া করিতেন ?

হযরত জায়েদ ইবনে আরকাম (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এই দোয়া করিতেন -

اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا.

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি এমন এলেম হইতে যাহা (কোন) কাজে আসে না, এমন অন্তর হইতে যাহা ভয় করে না, এমন নফস হইতে যাহা সন্তুষ্ট হয় না এবং এমন দোয়া হইতে যাহা কবুল হয় না। (মুসলিম)

১১. মিথ্যা হাদীস বলিবার শাস্তি কি ?

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: اتَّقُوا الْحَدِيْثَ عَنِّىْ إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ قَالَ فِى الْقُرْاٰنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. رواه الترمذى وقال:

هذا حديث حسن، باب ماجاء فى الذى يفسر القران برأيه رقم: ٢٩٥١

অর্থ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আমার সহিত সম্পৃক্ত করিয়া হাদীস বর্ণনা করিতে, সাবধানতা অবলম্বন করিও। শুধু ঐ হাদীসই বর্ণনা করিও যাহার হাদীস হওয়া তোমাদের জানা থাকে। যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া আমার সহিত মিথ্যা (ভুল) হাদীস সম্পৃক্ত করিয়াছে সে যেন জাহান্নামের ভিতর আপন ঠিকানা বানাইয়া লয়। যে ব্যক্তি নিজের রায়ের দ্বারা, কুরআনে কারীমের তফসীরের ব্যাপারে কিছু বলিয়াছে, সে যেন জাহান্নামের ভিতর আপন ঠিকানা বানাইয়া লয়। (তিরমিযী)

১২. ৪০ (চল্লিশ)টি হাদীস সংরক্ষণকারীকে আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন ফকিহ আলেম আখ্যায়িত করিয়া উঠাইবেন

رَجَاءُ الْحَشْرِ فِىْ سِلْكِ مَنْ قَالَ فِيْهِمُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَفِظَ عَلٰى اُمَّتِىْ اَرْبَعِيْنَ حَدِيْثًا فِىْ اَمْرِ دِيْنِهَا بَعَثَهُ اللّٰهُ فَقِيْهًا وَكُنْتُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ شَافِعًا وَّشَهِيْدًا -

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার উম্মতের উপকারের জন্য ধর্ম সংক্রান্ত ৪০ (চল্লিশ) টি হাদীস সংরক্ষণ করিবে, আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন তাহাকে ফকীহ আলেম আখ্যায়িত করিয়া উঠাইবেন এবং আমি তাহার জন্য সুপারিশ করিব ও সাক্ষ্য দান করিব।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লামা আলকামী (রহঃ) বলেন, সংরক্ষণ করিবার অর্থ কোন বস্তুকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করা, চাই উহাকে মুখস্ত করিয়া হেফাজত করা হউক বা লিখিয়া হেফাজত করা হউক। সুতরাং যে ব্যক্তি কিতাব আকারে লিখিয়া উহা অন্যের নিকট পৌঁছায়, সেও উক্ত দলভুক্ত হইবে।

[কেয়ামতের দিন ঐ লোকদের দলভুক্ত হইবার আশায়, আমি এই বই লেখার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছি। বিনীত-সংকলক]

১৩. ঠেকিয়া ঠেকিয়া কুরআন পড়িলে দ্বিগুণ সওয়াব পাওয়া যায়।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اَلْمَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهٗ اَجْرَانِ. رواه البخارى ومسلم وابو داؤد والترمذى والنسائى وابن ماجة

অর্থ ঃ আম্মাজান হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, এল্‌মে কুরআনে দক্ষ ব্যক্তি ঐসব ফেরেশতাদের দলভুক্ত, যাহারা মহা পুণ্যবান ও (আল্লাহ্‌র হুকুমে) লেখার কাজে নিয়োজিত। আর যে ব্যক্তি কষ্ট করিয়া ঠেকিয়া ঠেকিয়া কুরআন পড়ে, সে দ্বিগুণ সওয়াব পাইবে। (মুসলিম)

১৪. কুরআনের একটি হরফের বিনিময়ে ১০ (দশ) টি নেকী পাওয়া যায়

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَهٗ بِهٖ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا لَا اَقُوْلُ الٓمّٓ حَرْفٌ اَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيْمٌ حَرْفٌ. رواه الترمذى وقال هذا حديث حسن صحيح غريب اسنادًا والدارمى

অর্থ ঃ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পাঠ করিল, উহার বিনিময়ে সে একটি নেকী লাভ করিল এবং উক্ত একটি নেকী দশটি নেকীর সমান হইবে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন, আমি বলিতেছি না যে, الٓمّٓ একটি হরফ বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ। (তিরমিযী)

অর্থাৎ উদ্দেশ্য এই যে, অন্যান্য আমলের বেলায় যেমন পুরা আমলকে একটি বলিয়া গণ্য করা হয়, কুরআনে পাকের বেলায় সেইরূপ নহে বরং এখানে আমলের অংশ বিশেষকেও পূর্ণ আমল বলিয়া গণ্য করা হয় এই জন্য প্রতিটি হরফের পরিবর্তে একটি করিয়া নেকী হইবে আর প্রতিটি নেকীর বিনিময়ে দশটি করিয়া ছওয়াব পাওয়া যাইবে। আল্লাহ পাক বলেনঃ

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا.

(সূরা ঃ আল-আনআম, আয়াত ঃ ১৬০)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি একটি নেকীর কাজ করিবে সে উহার দশগুণ সওয়াব পাইবে।

১৫. আল্লাহ তা'আলা কাহার সুপারিশে ১০(দশ) জন জাহান্নামীকে মাফ করিবেন

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَاسْتَظْهَرَهُ فَاَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ اَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهُ فِيْ عَشَرَةٍ مِّنْ اَهْلِ بَيْتِهٖ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ. رواه احمد والترمذى وقال هذا حديث غريب وحفص بن سليمان الراوى ليس هو بالقوى يضعف فى الحديث ورواه ابن ماجة والدارمى

অর্থ ঃ হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি কুরআন শরীক পড়িয়াছে ও উহাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়াছে, উহার হালাল কে হালাল ও হারাম কে হারাম জানিয়াছে, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন এবং তাহার পরিবারের এমন দশজন লোকের মুক্তির জন্য তাহার সুপারিশ কবুল করিবেন যাহাদের জন্য দোযখ অবধারিত ছিল। (তিরমিজী)

১৬. দিলের মরিচা পরিষ্কার করিবার উপায় কি ?

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اِنَّ هٰذِهِ الْقُلُوْبَ تَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ الْحَدِيْدُ اِذَا اَصَابَهُ الْمَاءُ، قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا جِلَاؤُهَا؟ قَالَ كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلَاوَةُ الْقُرْاٰنِ. رواه البيهقى فى شعب الايمان

অর্থ ঃ হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, লোহায় পানি লাগিলে যেভাবে মরিচা পড়ে সেইভাবে মানুষের দিলের (ক্বলব) মধ্যেও মরিচা পড়িয়া যায়। কেহ জিজ্ঞাসা করিল যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! উহা সাফ করিবার উপায় কি? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উত্তর করিলেন, মৃত্যুকে বারবার স্মরণ করা ও কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করা। (বায়হাকী)

১৭. কুরআন শরীফ মনোযোগ দিয়া শুনিলে দ্বিগুণ সওয়াব লেখা হয়

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنِ اسْتَمَعَ اِلٰى اٰيَةٍ مِّنْ كِتَابِ اللهِ كُتِبَتْ لَهٗ حَسَنَةٌ مُضَاعَفَةٌ وَمَنْ تَلَاهَا كَانَتْ لَهٗ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ – (رواه احمد عن عبادة بن ميسرة واختلف فى توثيقه عن الحسن عن ابي هريرة والجمهور على ان الحسن لم يسمع عن ابي هريرة)

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, কুরআন শরীফের একটি আয়াত মনোযোগ দিয়া শুনিলে দ্বিগুণ সওয়াব লেখা হইবে। আর যে ব্যক্তি স্বয়ং তেলাওয়াত করিবে উহা কেয়ামতের দিন তাহার জন্য আলো হইবে।

১৮. কে হইবে সবচেয়ে বড় সুপারিশকারী?

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سُلَيْمٍ مُرْسَلًا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَا مِنْ شَفِيْعٍ اَعْظَمَ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْقُرْاٰنِ لَا نَبِىٌّ وَلَا مَلَكٌ وَلَا غَيْرُهٗ. (قال العراقى رواه عبد الملك بن حبيب كذا فى شرح الاحياء)

অর্থ ঃ হযরত সাঈদ বিন্ সুলাইম (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে কুরআনের চাইতে বড় সুপারিশকারী আর কেহ হইবে না, কোন নবীও নয় এবং কোন ফেরেশ্তাও নয়। (শরহে ইহ্ইয়া)

১৯. কে গাফেলদের মধ্যে গণ্য হইবে না

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ عَشَرَ اٰيَاتٍ فِىْ لَيْلَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ. (رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم)

অর্থ ঃ হজরত আবু হুরায়ারা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন রাতে দশটি (কুরআনের) আয়াত পাঠ করিল, সে উক্ত রাত্রে গাফেলদের মধ্যে গণ্য হইবে না। - (হাকেম)

দশটি আয়াত পড়িতে মাত্র কয়েক মিনিট সময় খরচ হয়, উহা পড়িলেই সারাটি রাত গাফেল না হইয়া জিকিরকারীদের মধ্যে গণ্য হওয়া যায়। এর চেয়ে বড় লাভ আর কি হইতে পারে ?

হাদীসের বাণী (জিকির)

২০. আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের সাথে সেই রূপ ব্যবহার করেন যেইরূপ বান্দা আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা রাখে

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيّ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِىْ، فَإِنْ ذَكَرَنِىْ فِيْ نَفْسِهٖ ذَكَرْتُهُ فِىْ نَفْسِىْ، وَإِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ مَلَاٍ ذَكَرْتُهُ فِىْ مَلَاٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِىْ يَمْشِىْ أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً. رواه البخارى، باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه ٦/٢٦٩٤ طبع دار ابن كثير بيروت

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি বান্দার সহিত ঐরূপ ব্যবহার করি যেরূপ সে আমার সম্বন্ধে ধারণা পোষণ করে। যখন সে আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তাহার সাথে থাকি। যদি সে আমাকে আপন মনে স্মরণ করে তবে আমিও তাহাকে আপন মনে স্মরণ করি। আর যদি সে মজলিসে আমার আলোচনা করে তবে আমি সেই মজলিস হইতে উত্তম অর্থাৎ ফেরেশতাদের মজলিসে তাহার আলোচনা করি। যদি বান্দা আমার প্রতি এক বিঘত আগাইয়া যায় তবে আমি একহাত তাহার প্রতি আগাইয়া যাই। যদি সে আমার প্রতি এক হাত আগাইয়া যায় তবে আমি তাহার প্রতি দুই হাত আগাইয়া যাই। যদি সে আমার দিকে হাঁটিয়া আসে তবে আমি তাহার দিকে দৌড়াইয়া যাই। (বুখারী)

২১. জিহ্বাকে আল্লাহর জিকিরে ভিজা রাখিতে হইবে

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَأَخْبِرْنِىْ بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهٖ، قَالَ : لَايَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ. رواه الترمذى وقال :" هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء فى فضل الذكر رقم : ٣٣٧٥

অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুস্‌র (রাযিঃ) বলেন যে, এক সাহাবী আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! শরীয়তের আদেশ তো অনেক রহিয়াছে, আমাকে এমন কোন আমল বলিয়া দিন যাহা আমি নিজের অজিফা বানাইয়া লইব। তিনি এরশাদ করিলেন, তোমার জিহবা যেন সর্বদা, আল্লাহ তা'আলার জিকিরে ভিজা থাকে। (তিরমিযী)

২২. আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় আমল কোনটি?

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : اٰخِرُ كَلِمَةٍ فَارَقْتُ عَلَيْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَخْبِرْنِىْ بِأَحَبِّ الْاَعْمَالِ إِلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ؟ قَالَ : أَنْ تَمُوْتَ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى. رواه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة، رقم: ٢ وقال المحقق: اخرجه البزار كما فى كشف الاستار ولفظه : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَخْبِرْنِىْ بِأَفْضَلِ الْاَعْمَالِ وَأَقْرَبِهَا إِلَى اللّٰهِ. الحديث وحسن الهيثمى إسناده فى مجمع الزوائد ١٠/٧٤

অর্থ ঃ হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাযিঃ) বলেন, বিদায়কালে নবী কারীম (সাঃ)-এর সাথে আমার শেষ কথাবার্তা যাহা হইয়া ছিল তাহা এই ছিল যে, আমি প্রশ্ন করিলাম, সমস্ত আমলের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল কোনটি ? এক বর্ণনায় আছে, হযরত মুয়াজ (রাযিঃ) নবী করীম (সাঃ) কে বলিলেন, আমাকে সর্বাপেক্ষা উত্তম আমল এবং সর্বাপেক্ষা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য দানকারী আমল বলিয়া দিন। [রাসূলুল্লাহ (সাঃ)] এরশাদ করিলেন, এমন অবস্থায় তোমার মৃত্যু আসে যে, তোমার জিহবা আল্লাহ তা'আলার জিকিরে ভিজা থাকে। (ইবনে সুন্নী, আমলুল ইয়াওমে ওল্লাইলাহ, বায্যার, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

২৩. বেহেস্তীদের আফসোস কি লইয়া ?

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ يَتَحَسَّرُ أَهْلُ الْجَنَّةِ عَلٰى شَيْءٍ إِلَّا عَلٰى سَاعَةٍ مَرَّتْ بِهِمْ لَمْ يَذْكُرُوا اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ فِيْهَا

رواه الطبرانى فى الكبير والبيهقى فى شعب الايمان وهو حديث حسن، الجامع الصغير ٢/٣٦٨.

অর্থ ঃ হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, বেহেস্তীদের বেহেস্তে যাওয়ার পর দুনিয়ার কোন জিনিসের জন্য আফসোস হইবে না। শুধু ঐ সময়ের জন্য আফসোস হইবে, যাহা দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলার জিকির ছাড়া অতিবাহিত হইয়াছে। (তাবারনী, বাইহাকী, জামে সগীর)

২৪. যেই দিলে জিকির নাই সেই দিল মুর্দা

عَنْ أَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ ﷺ: مَثَلُ الَّذِىْ يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِىْ لَايَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَىِّ وَالْمَيِّتِ. رواه البخارى، باب فضل ذكر الله عزوجل، رقم: ٦٤٠٧، وفى رواية لمسلم: مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِىْ يُذْكَرُ اللهُ فِيْهِ وَالْبَيْتِ الَّذِىْ لَايُذْكَرُ اللهُ فِيْهِ مَثَلُ الْحَىِّ وَالْمَيِّتِ. باب استحباب صلاة النافلة فى بيته ... رقم: ١٨٢٣

অর্থ ঃ হযরত আবু মূসা (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার জিকির করে আর যে ব্যক্তি জিকির করে না, তাহাদের উভয়ের উদাহরণ জিন্দা ও মূর্দার ন্যায়। জিকিরকারী জিন্দা ও যে জিকির করে না সে মূর্দা। এক বর্ণানাতে ইহাও আছে যে, সেই ঘরের উদাহরণ, যাহাতে আল্লাহ তা'আলার জিকির করা হয় জিন্দা ব্যক্তির ন্যায়, অর্থাৎ উহা আবাদ। আর যে ঘরে আল্লাহ তা'আলার জিকির হয় না উহা মূর্দা ব্যক্তির ন্যায়। অর্থাৎ অনাবাদ। (বুখারী, মুসলিম)

২৫. জিকিরকারীদের লইয়া ফেরেশতাদের সাথে আল্লাহ তা'আলার কি কথা হয়?

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً يَطُوْفُوْنَ فِى الطُّرُقِ يَلْتَمِسُوْنَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوْا قَوْمًا يَذْكُرُوْنَ اللهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوْا إِلٰى حَاجَتِكُمْ، فَيَحُفُّوْنَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ عَزَّوَجَلَّ، وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ: مَا يَقُوْلُ عِبَادِىْ؟ تَقُوْلُ: يُسَبِّحُوْنَكَ وَيُكَبِّرُوْنَكَ، وَيَحْمَدُوْنَكَ وَيُمَجِّدُوْنَكَ فَيَقُوْلُ: هَلْ رَأَوْنِىْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: لَا وَاللهِ مَا رَأَوْكَ فَيَقُوْلُ: كَيْفَ لَوْ رَأَوْنِىْ؟ يَقُوْلُوْنَ: لَوْ رَأَوْكَ كَانُوْا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيْدًا، وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيْحًا، يَقُوْلُ: فَمَا يَسْأَلُوْنِىْ؟ قَالَ: يَسْأَلُوْنَكَ الْجَنَّةَ، يَقُوْلُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ يَقُوْلُوْنَ: لَا، وَاللهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا، فَيَقُوْلُ: فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا؟ يَقُوْلُوْنَ: لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوْا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا وَأَعْظَمَ فِيْهَا رَغْبَةً، قَالَ: فَمِمَّ يَتَعَوَّذُوْنَ؟ يَقُوْلُوْنَ:

مِنَ النَّارِ، يَقُوْلُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ يَقُوْلُوْنَ: لَا، وَاللهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا، يَقُوْلُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ يَقُوْلُوْنَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوْا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً فَيَقُوْلُ: فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ يَقُوْلُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ: فِيْهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ قَالَ: هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى جَلِيْسُهُمْ. رواه البخاری باب فضل ذکر الله عزوجل، رقم: ٦٤٠٨

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, ফেরেশতাদের একটি জামাত রহিয়াছে যাহারা আল্লাহ তা'আলার জিকিরকারীদের সন্ধানে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায়। যখন তাহারা এরূপ কোন জামাত পান যাহারা আল্লাহ তা'আলার জিকিরে মগ্ন আছে তখন তাহারা একে অপরকে ডাকিয়া বলে, আস, এখানে তোমাদের আকাঙ্খিত বস্তু রহিয়াছে। অতঃপর সেই সমস্ত ফেরেশতাগণ একত্র হইয়া দুনিয়ার আকাশ পর্যন্ত সেই লোকদেরকে আপন পাখা দ্বারা ঘিরিয়া ফেলেন। আল্লাহ তা'আলা সেই ফেরেশতাগণকে প্রশ্ন করেন, (অথচ আল্লাহ তা'আলা সেই ফেরেশতাগণ হইতে অধিক জানেন) আমার বান্দাগণ কি বলিতেছে? ফেরেশতাগণ উত্তরে বলেন, তাহারা আপনার পবিত্রতা, বড়ত্ব, প্রশংসা ও মহত্বের আলোচনা করিতেছে। আল্লাহ তা'আলা আবার ফেরেশতাগণকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহারা কি আমাকে দেখিয়াছে? ফেরেশতাগণ বলেন, আল্লাহর কসম, তাহারা আপনাকে দেখে নাই। এরশাদ হয় যে, যদি তাহারা আমাকে দেখিত তবে কি অবস্থা হইত? ফেরেশতাগণ আরজ করেন, যদি তাহারা আপনাকে দেখিতে পাইত তবে আরো বেশী এবাদতে মগ্ন হইত এবং ইহা অপেক্ষা আরো বেশী আপনার পবিত্রতা ও প্রশংসা করিত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে এরশাদ হয় যে, তাহারা আমার কাছে কি প্রার্থনা করিতেছে? ফেরেশতাগণ আরজ করেন, তাহারা আপনার নিকট বেহেস্ত চাহিতেছে। এরশাদ হয়, তাহারা কি বেহেস্ত দেখিয়াছে? ফেরেশতাগণ আরজ করেন, আল্লাহর কসম, তাহারা বেহেস্ত দেখে নাই। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে এরশাদ হয়, যদি তাহারা বেহেস্ত দেখিত তবে তাহাদের কি অবস্থা হইত ? ফেরেশতাগণ আরজ করেন, যদি তাহারা বেহেস্ত দেখিত তবে তাহারা ইহা হইতে অধিক বেহেস্তের আগ্রহ ও আকাঙ্খা করিত এবং উহার চেষ্টায় লাগিয়া যাইত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে এরশাদ হয়, কোন্ জিনিস হইতে আশ্রয় চাহিতেছে? ফেরেশতাগণ আরজ করেন, তাহারা দোযখ হইতে আশ্রয় চাহিতেছে? আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে এরশাদ হয়, তাহারা কি দোযখ দেখিয়াছে? ফেরেশতাগণ আরজ করেন, আল্লাহর কসম! হে পরওয়ারদিগার, তাহারা দোযখ দেখে নাই। এরশাদ হয়, যদি দেখিত তবে কি অবস্থা হইত ? ফেরেশতাগণ আরজ করেন, যদি দেখিত তবে আরো বেশী উহাকে ভয় করিত এবং উহা হইতে পালাইতে চেষ্টা

করিত। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে এরশাদ হয়, আচ্ছা, তোমরা সাক্ষী থাক, আমি সেই মজলিসের সকলকে ক্ষমা করিয়া দিলাম। এক ফেরেশতা এক ব্যক্তি সম্পর্কে আরজ করেন যে, উক্ত ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার জিকিরকারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল না, বরং নিজের কোন প্রয়োজনে আসিয়াছিল (এবং তাহাদের সহিত বসিয়া গিয়াছিল)। এরশাদ হয়, ইহারা এমন মজলিসওয়ালা যে, তাহাদের সহিত যে বসে সেও আল্লাহ তা'আলার রহমত হইতে নিরাশ হয় না। (বুখারী)

২৬. কাহাদের উপর সকীনা নাযিল হয় ?

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ وَأَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا شَهِدَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: لَايَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ. رواه مسلم، باب فضل الإجتماع على تلاوة القران ... رقم: ٦٨٥٥

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) ও হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) তাহারা উভয়ে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে জামাত আল্লাহ তা'আলার জিকিরে মগ্ন হয় ফেরেশতাগণ উক্ত জামাতকে ঘিরিয়া লন, রহমত তাহাদিগকে ঢাকিয়া লয়। তাহাদের উপর সকীনা অবতীর্ণ হয় এবং আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের মজলিসে তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করেন। (মুসলিম)

২৭. কাহাদের গুনাহ গুলি নেকী দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দেওয়া হয় ?

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوْا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ لَايُرِيْدُوْنَ بِذٰلِكَ إِلَّا وَجْهَهُ إِلَّا نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ قُوْمُوْا مَغْفُوْرًا لَكُمْ، فَقَدْ بُدِّلَتْ سَيِّاٰتِكُمْ حَسَنَاتٍ. رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبرانى فى الأوسط، وفيه: ميمون المرئى، وثقه جماعة، وفيه ضعف، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح مجمع الزوائد ١٠/٧٥

অর্থ ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে সকল লোক আল্লাহ তা'আলার জিকিরের জন্য একত্র হয় এবং আল্লাহ তা'আলার রেজামন্দী লাভ করাই তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়। এমতাবস্থায় (উক্ত মজলিস শেষ হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলার হুকুমে) আকাশ হইতে একজন ফেরেশতা ঘোষণা করেন যে, ক্ষমা পাইয়া উঠিয়া যাও। তোমাদের গুনাহগুলিকে নেকী দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। (মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, আবু ইয়ালা, বায্যার, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

২৮. কাহারা মতির মিম্বরে বসিয়া থাকিবে ?

عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَيَبْعَثَنَّ اللّٰهُ أَقْوَامًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِىْ وُجُوْهِهِمُ النُّوْرُ عَلٰى مَنَابِرِ اللُّؤْلُؤِ، يَغْبِطُهُمُ النَّاسُ، لَيْسُوْا بِأَنْبِيَاءَ وَلَاشُهَدَاءَ، قَالَ: فَجَثَا أَعْرَابِىٌّ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! حَلِّهِمْ لَنَا نَعْرِفْهُمْ قَالَ: هُمُ الْمُتَحَابُّوْنَ فِى اللّٰهِ، مِنْ قَبَائِلَ شَتّٰى وَبِلَادٍ شَتّٰى يَجْتَمِعُوْنَ عَلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ يَذْكُرُوْنَهُ. رواه الطبرانى وإسناده حسن، مجمع الزوائد ١٠/٧٧

অর্থ ঃ হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বলেন যে, নবী কারীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা কোন কোন লোকের হাশর এরূপভাবে করিবেন যে, তাহাদের মুখমন্ডলে নূর চমকাইতে থাকিবে। তাহারা মতির মিম্বরে বসিয়া থাকিবেন। লোকেরা তাহাদেরকে ঈর্ষা করিবে। তাহারা নবী ও শহীদ হইবেন না। একজন গ্রাম্য সাহাবী হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ) তাহাদের অবস্থা বলিয়া দিন যাহাতে আমরা তাহাদিগকে চিনিতে পারি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিলেন, তাহারা এমন লোক হইবে, যাহারা আল্লাহ তা'আলার ভালবাসায় বিভিন্ন বংশ হইতে, বিভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া, এক স্থানে একত্র হইয়াছে এবং আল্লাহ তা'আলার জিকিরে মগ্ন হইয়াছে। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

২৯. কোন ব্যক্তির নিকট বসা উত্তম ?

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَىُّ جُلَسَائِنَا خَيْرًا؟ قَالَ: مَنْ ذَكَّرَكُمُ اللّٰهَ رُؤْيَتُهُ وَزَادَ فِىْ عَمَلِكُمْ مَنْطِقُهُ، وَذَكَّرَكُمْ بِالْاٰخِرَةِ عَمَلُهُ. رواه أبو يعلى وفيه مبارك بن حسان، وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ١٠/٣٨٩

অর্থ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট আরজ করা হইল যে, আমাদের জন্য কোন ব্যক্তির নিকট বসা উত্তম হইবে ? তিনি এরশাদ করিলেন, যাহাকে দেখিলে তোমাদের আল্লাহ তা'আলার কথা মনে হয়, যাহার কথায় তোমাদের আমলের উন্নতি হয়, এবং যাহার আমলের দ্বারা তোমাদের পরকালের কথা স্মরণ হইয়া যায়। (আবু ইয়ালা, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

৩০. কাহারা ঝান্ডার পিছনে চলিতে থাকিবে এবং বেহেস্তে প্রবেশ করিবে

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يُنَادِىْ مُنَادٍ يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ اَيْنَ اُولُوا الْاَلْبَابِ قَالُوْا: اَيَّ اُوْلِى الْاَلْبَابِ تُرِيْدُ؟ قَالَ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، عُقِدَ لَهُمْ لِوَاءٌ فَاتَّبَعَ الْقَوْمُ لِوَاءَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ اُدْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ، اخرجه الاصبهانى فى الترغيب كذافى الدر.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়ারা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন, কেয়ামতের দিন একজন এলানকারী এলান করিয়া দিবে যে, বুদ্ধিমান লোকেরা কোথায় ? মানুষ জিজ্ঞাসা করিবে, বুদ্ধিমান লোক কাহারা ? উত্তর দেওয়া হইবে ঐ সমস্ত লোক বুদ্ধিমান যাহারা দাঁড়াইয়া, বসিয়া ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহ্‌র জিকির করিত (অর্থাৎ সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করিত) এবং যাহারা আছমান ও জমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করিত এবং বলিত, হে আল্লাহ! তুমি এইসব অনর্থক সৃষ্টি কর নাই। আমরা তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি! সুতরাং তুমি আমাদিগকে দোযখের শাস্তি হইতে রক্ষা কর। নবী করীম (সাঃ) বলেন, ইহার পর তাহাদের জন্য একটি ঝান্ডা প্রস্তুত করা হইবে যাহার পিছনে ইহারা চলিতে থাকিবে এবং তাহাদিগকে বলা হইবে যে, চির কালের জন্য তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। (তারগীব)

৩১. ৭ (সাত) ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা আপন রহমতের ছায়ায় স্থান দিবেন

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِىْ ظِلِّهِ يَوْمَ لَاظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِىْ عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِى الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِى اللهِ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّىْ أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتّٰى لَاتَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. رواه البخارى، باب الصدقة باليمين، رقم: ١٤٢٣

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, সাত ব্যক্তি যাহাদিগকে আল্লাহ তা'আলা এমন দিনে আপন রহমতের ছায়ায় স্থান দিবেন যেদিন, তাঁহার ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকিবে না। [সেই সাত ব্যক্তি হইল]

১. ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ। ২. সেই যুবক যে যৌবন কালে আল্লাহ তা'আলার এবাদত করে। ৩. সেই ব্যক্তি যাহার দিল সর্বদা মসজিদের সাথে লাগিয়া থাকে। ৪. এমন দুই ব্যক্তি যাহারা আল্লাহ তা'আলার জন্য পরস্পর ভালবাসা রাখে, ইহার ভিত্তিতেই তাহারা একত্র হয় এবং আলাদা হয়। ৫. সেই ব্যক্তি যাহাকে কোন সুন্দরী নারী নিজের দিকে আকৃষ্ট করে আর সে বলিয়া দেয় যে, আমি আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করি। ৬. সেই ব্যক্তি যে এমন গোপনে সদকা করে যে, তাহার বাম হাতও জানে না যে, ডান হাত কি সদকা করিল। ৭. সেই ব্যক্তি যে গোপনে আল্লাহ তা'আলার জিকির করে আর তাহার চক্ষু হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইতে থাকে। (বুখারী)

৩২. কোন দুইটি কলেমা পাল্লায় অত্যন্ত ভারী ?

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمٰنِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ. رواه البخارى، باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة رقم : ٧٥٦٣

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী কারীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, দুইটি কলেমা এমন আছে যাহা আল্লাহ তা'আলার নিকট অত্যন্ত পছন্দনীয়, জিহ্বায় অতি হালকা এবং মিজানের পাল্লায় অত্যন্ত ভারী। সেই কলেমা দুইটি এই -

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ (বুখারী)

৩৩. ১০০ (এক শত) বার সুবহানাল্লাহ বলিবার ফজীলত কি?

عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : مَرَّ بِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ كَبِرْتُ وَضَعُفْتُ، أَوْ كَمَا قَالَتْ : فَمُرْنِى بِعَمَلٍ أَعْمَلُ وَأَنَا جَالِسَةٌ؟ قَالَ : سَبِّحِى اللّٰهَ مِائَةَ تَسْبِيْحَةٍ، فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِائَةَ رَقَبَةٍ تُعْتِقِيْنَهَا مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيْلَ، وَاحْمَدِى اللّٰهَ مِائَةَ تَحْمِيْدَةٍ، فَإِنَّهَا تَعْدِلُ مِائَةَ فَرَسٍ مُسْرَجَةٍ مُلْجَمَةٍ تَحْمِلِيْنَ عَلَيْهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَكَبِّرِى اللّٰهَ مِائَةَ تَكْبِيْرَةٍ، فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِائَةَ بَدَنَةٍ مُقَلَّدَةٍ مُتَقَبَّلَةٍ، وَهَلِّلِ اللّٰهَ مِائَةً، قَالَ ابْنُ خَلَفٍ : أَحْسِبُهُ قَالَ : تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَلَا يُرْفَعُ يَوْمَئِذٍ لِأَحَدٍ عَمَلٌ إِلَّا أَنْ يَأْتِىَ بِمِثْلِ مَا أَتَيْتِ :

قلت رواه ابن ماجه باختصار ورواه أحمد والطبرانى فى الكبير ولم يقل أحسبه ورواه فى الأوسط إلا أنه قال فيه : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَبُرَتْ سِنِّى، وَرَقَّ عَظْمِىْ فَدُلَّنِىْ عَلٰى عَمَلٍ يُدْخِلْنِى الْجَنَّةَ، فَقَالَ : بَخٍ بَخٍ، لَقَدْ سَأَلْتِ، وَقَالَ خَيْرٌ لَكِ مِنْ مِائَةِ بَدَنَةٍ مُقَلَّدَةٍ مُجَلَّلَةٍ تُهْدِيْنَهَا إِلٰى بَيْتِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَقَوْلِىْ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، مِائَةَ مَرَّةٍ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكِ مِمَّا أَطْبَقَتْ

عَلَيْهِ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ، وَلَا يُرْفَعُ يَوْمَئِذٍ لَاحَدٍ عَمَلٌ أَفْضَلُ مِمَّا رُفِعَ لَكِ إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قُلْتِ أَوْزَادَ. وأسانيدهم حسنة، مجمع الزوائد ١٠/١٠٨ ورواه الحاكم وقال: قُوْلِىْ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ لَاتَتْرُكُ ذَنْبًا، وَلَا يُشْبِهُهَا عَمَلٌ. وقال هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبى ١/٥١٤

অর্থ ঃ হযরত উম্মে হানী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একদিন নবী করীম (সাঃ) আমার কাছে আসিলেন। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ), আমি বৃদ্ধা হইয়া গিয়াছি, দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি, এমন কোন আমল বলিয়া দিন যেন বসিয়া বসিয়া করিতে পারি। তিনি এরশাদ করিলেন, سُبْحَانَ اللهِ একশতবার করিয়া পড়িতে থাক। উহার সওয়াব এমন যেন তুমি ইসমাঈল (আঃ)-এর উত্তরাধিকারীদের হইতে একশত গোলাম আযাদ করিলে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ একশতবার করিয়া পড়িতে থাক। ইহার সওয়াব জিন ও লাগামসহ একশত ঘোড়া আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় আরোহণের জন্য সদকা দেওয়ার সমান। اَللهُ اَكْبَرُ একশত বার করিয়া পড়িতে থাক। ইহার সওয়াব গর্দানে কুরবানীর মালা পরানো এমন একশত উট জবাই করার সমান যাহার কোরবানী আল্লাহ তা'আলার নিকট কবুল হইয়াছে। لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ একশতবার করিয়া পড়িতে থাক। ইহার সওয়াব তো আসমান জমীনের মধ্যবর্তী স্থানকে পূর্ণ করিয়া দেয়। আর সেদিন তোমার আমল অপেক্ষা আর কাহারো কোন আমল আল্লাহ তা'আলার কাছে অধিক কবুল হওয়ার যোগ্য হইবে না। অবশ্য যে ব্যক্তি তোমার মত আমল করিয়াছে তাহার আমল অধিক যোগ্য হইতে পারে।

এক বর্ণনায় আছে যে, হযরত উম্মে হানী (রাযিঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি বৃদ্ধা হইয়া গিয়াছি এবং আমার হাড়গুলি দুর্বল হইয়া গিয়াছে, এমন কোন আমল বলিয়া দিন যাহা আমাকে বেহেস্তে দাখিল করিয়া দেয়। নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিলেন, বাহ্ বাহ্! তুমি বড় ভাল প্রশ্ন করিয়াছ এবং বলিলেন, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ একশত বার করিয়া পড়িতে থাক। ইহা তোমার জন্য এরূপ একশত উট হইতে উত্তম যাহাদের গর্দানে কুরবানীর মালা পরানো হইয়াছে, ঝুল পরানো হইয়াছে এবং উহা মক্কায় জবাই করা হয়। একশতবার করিয়া পড়িতে থাক। ইহা তোমার জন্য ঐ সমস্ত জিনিস হইতে উত্তম যাহাকে আসমান ও জমীন ঢাকিয়া রাখিয়াছে। আর সেদিন তোমার আমল অপেক্ষা আর কাহারো কোন আমল আল্লাহ তা'আলা কাছে অধিক কবুল হওয়ার যোগ্য হইবে না।

অবশ্য সেই ব্যক্তির আমল অধিক কবুল হইবার যোগ্য হইতে পারে, যে এই কলেমাগুলি তোমার মত বা ইহা হইতে অধিক পরিমাণে পড়িয়াছে। (তাবরানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

এক বর্ণনায় আছে যে, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ পড়িতে থাক। ইহা কোন গুনাহকে ছাড়ে না, আর ইহার মত কোন আমল নাই। (মুসতাদরাকে হাকেম)

৩৪. আল্লাহ্ তা'আলা বড় মাফ করণেওয়ালা

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى : يَا ابْنَ اٰدَمَ! إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِىْ وَرَجَوْتَنِىْ غَفَرْتُ لَكَ عَلٰى مَا كَانَ فِيْكَ وَلَا أُبَالِىْ. يَا ابْنَ اٰدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَآءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِىْ غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِىْ (الحديث) رواه الترمذى وقال : هذا حديث حسن غريب باب الحديث القدسى : يا ابن ادم إنك مادعوتنى ... رقم : ٣٥٤

অর্থ ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আমি নবী কারীম (সাঃ) কে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, হে আদমের সন্তান! নিশ্চয় তুমি যতক্ষণ আমার নিকট প্রার্থনা করিতে থাকিবে এবং (মাগফেরাতের) আশা রাখিবে আমি তোমাকে ক্ষমা করিতে থাকিব। চাই তোমার গুনাহ যত বেশীই হউক না কেন, আমি উহার পরওয়া করিব না। অর্থাৎ তুমি যত বড় গুনাহগারই হও না কেন, তোমাকে ক্ষমা করা আমার নিকট কোন বড় ব্যাপার নহে। হে আদমের সন্তান! তোমার গুনাহ যদি আকাশের উচ্চতা পর্যন্তও পৌঁছাইয়া যায়, আর তুমি আমার নিকট ক্ষমা চাও তবে আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিব এবং আমি উহার কোন পরওয়া করিব না। (তিরমিযী)

৩৫. গুনাহ্র পর প্রকৃত তওবা করিলে আল্লাহ তা'আলা তাহা কবুল করেন

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ عَبْدًا أَصَابَ ذَنْبًا فَقَالَ: رَبِّ أَذْنَبْتُ ذَنْبًا فَاغْفِرْ لِىْ، فَقَالَ رَبُّهُ أَعَلِمَ عَبْدِىْ اَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِىْ ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ اَصَابَ ذَنْبًا فَقَالَ: رَبِّ أَذْنَبْتُ اٰخَرَ فَاغْفِرْهُ، فَقَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِىْ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِىْ، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ: رَبِّ أَذْنَبْتُ اٰخَرَ فَاغْفِرْهُ، فَقَالَ أَعَلِمَ عَبْدِىْ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِىْ ثَلَاثًا فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ. رواه البخارى، باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله رقم: ٧٥٠٧

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সাঃ)-কে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, কোন বান্দা যখন গুনাহ করিয়া বসে, অতঃপর (লজ্জিত হইয়া) বলে, হে আমার রব, আমি তো গুনাহ করিয়া বসিয়াছি, এখন আপনি আমাকে ক্ষমা করিয়া দিন। আল্লাহ তা'আলা (ফেরেশতারদের সম্মুখে) বলেন, আমার বান্দা কি জানে যে, তাহার কোন রব আছেন, যিনি তাহার গুনাহ সমূহকে ক্ষমা করেন এবং উহার উপর তাহাকে পাকড়াও করিতে পারেন ? শুনিয়া রাখ, আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করিয়া দিলাম। অতঃপর সেই বান্দা যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলা চাহেন গুনাহ হইতে বিরত থাকে। তারপর আবার কোন গুনাহ করিয়া বসে। তখন সে (লজ্জিত হইয়া) বলে, হে আমার রব, আমি তো আরো একটি গুনাহ করিয়া বসিয়াছি। আপনি ইহাও ক্ষমা করিয়া দিন। আল্লাহ তা'আলা (ফেরেশতাদেরকে) বলেন, আমার বান্দা কি জানে যে, তাহার কোন রব আছেন, যিনি গুনাহ মাফ করেন এবং উহার উপর তাহাকে পাকড়াও করিতে পারেন ? শুনিয়া রাখ, আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করিয়া দিলাম। অতঃপর সেই বান্দা যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলা চাহেন, গুনাহ হইতে বিরত থাকে। তারপর আবার কোন গুনাহ করিয়া বসে। তখন (লজ্জিত হইয়া) বলে, হে আমার রব, আমি তো আরো একটি গুনাহ করিয়া বসিয়াছি। আপনি ইহাও ক্ষমা করিয়া দিন। আল্লাহ তা'আলা (ফেরেশতাদেরকে) বলেন, আমার বান্দা কি জানে যে, তাহার কোন রব আছেন, যিনি গুনাহ ক্ষমা করেন এবং উহার উপর তাহাকে পাকড়াও করিতে পারেন ? শুনিয়া রাখ, আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করিয়া দিলাম, বান্দা যাহা ইচ্ছা করুক। অর্থাৎ যদি সে প্রত্যেক গুনাহের পর তওবা করিতে থাকে তো আমি তাহার তওবা কবুল করিতে থাকিব। (বুখারী)

৩৬. ইব্রাহীম (আঃ)-এর পরামর্শ কি?

عَنْ أَبِىْ أَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِهِ مَرَّ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: يَا جِبْرِيْلُ مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ قَالَ لَهُ إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مُرْ أُمَّتَكَ فَلْيُكْثِرُوْا مِنْ غِرَاسِ الْجَنَّةِ فَإِنَّ تُرْبَتَهَا طَيِّبَةٌ، وَأَرْضَهَا وَاسِعَةٌ قَالَ: وَمَا غِرَاسُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ. رواه أحمد ورجال أحمد رجال الصحيح غير عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو ثقة لم يتكلم فيه أحد ووثقه ابن حبان، مجمع الزوائد ١١٩/١٠

অর্থ ঃ হযরত আবু আইউব আনসারী (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) মেরাজের রাতে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর নিকট দিয়া অতিক্রম কালে তিনি প্রশ্ন করিলেন, হে জিবরাঈল, তোমার সহিত ইনি কে ? জিবরাঈল (আঃ) আরজ করিলেন, (উনি) মুহাম্মাদ (সাঃ)। ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন, আপনি আপনার উম্মতকে বলিবেন যে, তাহারা যেন অধিক পরিমাণে বেহেস্তে চারা লাগায়। কারণ বেহেস্তের মাটি অতি উত্তম এবং উহার জমীন প্রশস্ত। প্রশ্ন করিলেন, বেহেস্তের চারা কি ? এরশাদ করিলেন, لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ (লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হি) মুসনাদে আহমাদ, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

৩৭. কোন দোয়া পড়িলে সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ গুনাহ পর্যন্ত মাফ হইয়া যায়

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا عَلَى الْاَرْضِ أَحَدٌ يَقُوْلُ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ إِلَّا كُفِّرَتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء فى فضل التسبيح والتكبير والتحميد، رقم: ٣٤٦٠ وزاد الحاكم: سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَقَالَ الذهبى: حاتم ثقة، وزيادته مقبولة ٥٠٣/١

অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) বলেন যে, নবী কারীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, জমীনের উপর যে ব্যক্তিই

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

পড়ে তাহার গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। যদিও তাহার গুনাহ সমুদ্রের ফেনা সমতুল্য হয়। (তিরমিযী)

৩৮. আল্লাহ তা'আলা মু'মিন বান্দার তওবায় কিরূপ খুশী হন

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَللّٰهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهٖ حِيْنَ يَتُوْبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلٰى رَاحِلَتِهٖ بِأَرْضِ فَلَاةٍ، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ، وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَأَيِسَ مِنْهَا، فَأَتٰى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِىْ ظِلِّهَا، قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهٖ، فَبَيْنَا هُوَ كَذٰلِكَ إِذْ هُوَ بِهَا، قَائِمَةً عِنْدَهٗ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ : اَللّٰهُمَّ أَنْتَ عَبْدِىْ وَأَنَا رَبُّكَ، أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ. رواه مسلم باب فى الحض على التوبة والفرح بها، رقم: "٦٩٦٠

অর্থ ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বলেন যে, নবী কারীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা বান্দার তওবার দ্বারা তোমাদের কাহারো ঐ সময়ের খুশী অপেক্ষা অধিক খুশী হন যখন সে আপন বাহন সহ কোন নির্জন ময়দানে থাকে, আর তাহার বাহন তাহার নিকট হইতে ছুটিয়া চলিয়া যায়। উহার উপর তাহার আহার ও খাদ্য-সামগ্রী রহিয়াছে। অতঃপর সে আপন বাহন পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হইয়া কোন গাছের ছায়ায় আসিয়া শুইয়া পড়ে। যখন সে আপন বাহন ফিরিয়া পাওয়ার ব্যাপারে একেবারেই নিরাশ হইয়া গিয়াছিল, তখন হঠাৎ সে উক্ত বাহনকে তাহার নিকট দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিতে পায় এবং সে তৎক্ষণাৎ উহার লাগাম ধরিয়া ফেলে এবং অতি আনন্দে ভুল করিয়া এরূপ বলিয়া বসে যে, আয় আল্লাহ! আপনি আমার বান্দা এবং আমি আপনার রব। (মুসলিম)

৩৯. কলেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ সাত আসমান এবং সাত জমীন হইতে ভারী

عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهٗ قَالَ: قَالَ مُوْسٰى ﷺ يَا رَبِّ عَلِّمْ شَيْئًا اَذْكُرُكَ بِهٖ وَاَدْعُوْكَ بِهٖ قَالَ: قُلْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قَالَ: يَا رَبِّ كُلُّ عِبَادِكَ يَقُوْلُ هٰذَا قَالَ: قُلْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قَالَ: اِنَّمَا اُرِيْدُ شَيْئًا تَخُصُّنِىْ بِهٖ قَالَ: يَامُوْسٰى لَوْ اَنَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعَ وَالْاَرْضِيْنَ السَّبْعَ فِىْ كَفَّةٍ وَّلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فِىْ كَفَّةٍ مَّالَتْ بِهِمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ. رواه النسائى وابن حبان والحاكم كلهم من طريق دراج عن ابى الهيثم عنه وقال الحاكم صحيح الاسناد كذا فى الترغيب قلت قال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه واقره عليه الذهبى واخرج فى المشكوة

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন, একবার হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহর নিকট আরজ করিলেন, হে আল্লাহ! আমাকে এমন কোন জিনিস শিক্ষা দিয়া দিন, যাহার দ্বারা আমি আপনার জিকির করিব ও আপনাকে ডাকিব। আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, তুমি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিতে থাক। হযরত মুসা (আঃ) বলিলেন, ইহাতো সকল বান্দাই বলিয়া থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, তুমি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়। হযরত মুসা (আঃ) আরজ করিলেন, আমি আমার জন্য বিশেষ কোন জিনিস চাহিতেছি। উত্তর হইল, হে মুসা! যদি সাত আসমান এবং সাত জমীন এক পাল্লায় এবং কলেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ অপর পাল্লায় রাখা হয় তবে কলেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়ালা পাল্লা ওজনে ভারী হইবে। (নাসাঈ)

৪০. কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শাফায়াত দ্বারা সবচেয়ে বেশী উপকৃত হইবে?

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ اَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ اَنْ لَّا يَسْئَلُنِىْ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ اَحَدٌ اَوَّلُ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيْثِ اَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ خَالِصًا مِّنْ قَلْبِهٖ اَوْ نَفْسِهٖ-

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ), রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে প্রশ্ন করিলেন, আপনার শাফায়াতের দ্বারা কেয়ামতের দিন কে সবচেয়ে বেশী উপকৃত হইবে? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, হাদীসের প্রতি তোমার বেশী আগ্রহ দেখিয়া আমার এই ধারণা ছিল যে, তুমিই এই বিষয়ে সকলের আগে আমাকে প্রশ্ন করিবে। কেয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশী সৌভাগ্যবান আমার শাফায়াতের দ্বারা ঐ ব্যক্তি হইবে, যে এখলাছের সহিত লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়িয়াছে।

৪১. বিশ লক্ষ নেকীর দোয়া কি?

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন যে ব্যক্তি এই দোয়া পড়িবে তাহার জন্য বিশ লাখ নেকী লেখা হইবে

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ اَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ - كَتَبَ اللهُ لَهٗ اَلْفَىْ اَلْفِ حَسَنَةٍ. رواه الطبرانى كذا فى الترغيب.

অর্থ ঃ দোয়াটির উচ্চারণ হইল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহ্‌দাহু লা-শারীকা লাহু আহাদান ছামাদান লাম ইয়ালিদ ওলাম ইউলাদ অলাম ইয়াকুল্লাহু কুফুয়ান আহাদ।

আল্লাহ তা'আলার কতবড় মেহেরবাণী সামান্য একটি দোয়া, যাহা পড়িতে কোন পরিশ্রমও হয় না, সময়ও লাগে না অথচ উহা পড়িলে লক্ষ লক্ষ নেকী দান করিতেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন, ইসলাম গ্রহণ করিলে কুফরী অবস্থায়করা যাবতীয় গোনাহ মাফ হইয়া যায় এবং পরবর্তী কালে প্রত্যেক নেকীর ছওয়াব দশ হইতে সাতশত গুণ পর্যন্ত দিয়া থাকেন, এমনকি আল্লাহ তা'আলা যত ইচ্ছা সওয়াব দিতে পারেন। কিন্তু গোনাহের কাজ একটির বদলে একটি লেখা হয়, আর আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করিয়া দিলে তাহাও লেখা হয় না। অন্য এক হাদীসে বলা হইয়াছে কেহ নেক কাজের এরাদা করিলেই তাহার জন্য একটি ছওয়াব লিখিত হয়। অর্থাৎ দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর দরবারে কোন অভাব নাই। এইজন্য আল্লাহ ওয়ালাগণ, দুনিয়ার মাল দৌলতের নেশায় না থাকিয়া, নেকীর পিছনেই লাগিয়া থাকেন! হে আল্লাহ আমাকেও তাহাদের দলভুক্ত করুন।

৪২. কোন দোয়া মজলিসের কাফ্ফারা স্বরূপ

عَنْ اَبِىْ بَرْزَةَ الْاَسْلَمِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ بِاٰخِرِهٖ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّقُوْمَ مِنَ الْمَجْلِسِ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ لَتَقُوْلُ قَوْلًا مَا كُنْتَ تَقُوْلُهٗ فِيْمَا مَضٰى قَالَ كَفَّارَةٌ لِّمَا يَكُوْنَ فِى الْمَجْلِسِ. رواه ابن ابى شيبة وابوداود والنسائى والحاكم وابن مردويه كذافى الدر وفيه ايضا برواية ابن ابى شيبة عن ابى العالية بزيادة علمهن جبرئيل.

অর্থ ঃ শেষ বয়সে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর এই অভ্যাস ছিল যে, যখন তিনি কোন মজলিস হইতে উঠিতেন তখনই এই দোয়া পড়িতেন-

দোয়াটির উচ্চারণ ঃ ছুব হানাকাল্লাহুম্মা অবিহামদিকা আশ্হাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা আছতাগ্ ফিরুকা অআতুবু ইলাইকা।

এক ব্যক্তি আরজ করিল, ইহা রাসূলুল্লাহ! (সাঃ) আজকাল আপনি [রাসূলুল্লাহ (সাঃ)] এমন একটি দোয়া পড়িতেছেন যাহা, ইতিপূর্বে কখনও পড়িতেন না; রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিলেন ইহা হইল মজলিসের কাফ্ফারা স্বরূপ। অন্য বর্ণনাতে আছে, হযরত জিব্রাঈল (আঃ) আমাকে বলিয়াছেন যে ইহা মজলিশের কাফ্ফারা স্বরূপ। (নাসায়ী)

হযরত আয়েশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ)! আপনি 'ছুবহানাকাল্লাহুম্মা রাব্বী অবিহামদিকা' এই দোয়া খুব বেশী কেন পড়িয়া থাকেন? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, ইহা পাঠ করিলে, মজলিসের মধ্যে আজে বাজে কথার কারণে যেই সব ভুল ত্রুটি হইয়াছে, ঐ সব মাফ হইয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা মানুষের পাপ হইতে নাজাতের জন্য সহজ ব্যবস্থা রাখিয়াছেন।

৪৩. সর্বপ্রকার ক্ষতি হইতে বাঁচিবার দোয়া কি?

হযরত আবু দারদা (রাঃ) দামেস্কের মসজিদে বসিয়া ছিলেন, তাহাকে এক ব্যক্তি আসিয়া খবর দিল যে, হে আবু দারদা (রাঃ) আপনার ঘর পুড়িয়া গিয়াছে। (কারণ তাহার এলাকায় আগুন লাগিয়াছিল।) তিনি বললেন مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَفْعَلَ ذٰلِكَ তা করিবার জন্য আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা হয় নাই। এরূপ সংবাদ তাহাকে পর পর তিন বার দেওয়া হয় এবং তিনিও পরপর তিন বার বলিলেন, তা করিবার জন্য আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা হয় নাই। তারপর তাহার নিকট একজন আসিয়া বলিল, হে আবু দারদা (রাঃ) আগুন আপনার গৃহের কাছে আসিয়াই নিভিয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন, আমি তাহা পূর্বেই জানি। তাহাকে বলা হইল, আমরা জানিনা আপনার কোন বাক্য অধিক আশ্চর্য্যজনক। তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হইতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি এই কালিমা রাত্র বা দিনে পাঠ করে কোন কিছু তাহাকে অনিষ্ট করিতে পারে না। আমি উক্ত দোয়া পাঠ করিয়াছি, তাহা হইল।

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ، مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ، اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনি আমার প্রভু, আপনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, আমি আপনার উপর ভরসা করিলাম, আপনি সম্মানিত আরশের মালিক। আল্লাহ তা'আলার শক্তি ও সামর্থ্য ছাড়া, অন্য কাহার কোন শক্তি বা সামর্থ্য নাই। আল্লাহ তা'আলা যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই হয়। আর তিনি যাহা ইচ্ছা করেন না, তা হয় না। জানিয়া রাখ, যে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত জিনিসের উপর শক্তিশালী, ক্ষমতাবান এবং তাহার জ্ঞান সমস্ত জিনিসে ব্যপ্ত। হে আল্লাহ! আমার নফছের মন্দ হইতে আপনার নিকট আশ্রয় চাই এবং প্রত্যেক প্রাণীর মন্দ হইতে যাহার ঝুটি আপনি ধরিয়া রাখিয়াছেন, নিশ্চই আমার প্রভু সরল পথে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন।

একরামুল মুসলিমীন

কুরআনের বাণী ঃ

১. মুসলমান মুসলমান ভাই ভাই

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

অর্থ ঃ মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা ভাইদের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর, আর আল্লাহকে ভয় কর, যাহাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়। (সূরা ঃ আল-হুজুরাত, আয়াত ঃ ১০)

২. দানের বিনিময়ে প্রতিদান অথবা কৃতজ্ঞতা চাওয়া যাইবে না

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ﴿٩﴾ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ﴿١٠﴾

অর্থ ঃ আর তাহারা (কেবল) আল্লাহর মহব্বতে দরিদ্র, এতীম ও বন্দীকে খাদ্য দান করে। এবং (তাহরা বলে) আমরা তোমাদিগকে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই খাদ্য দান করিতেছি, না আমরা তোমাদের নিকট প্রতিদান চাহি আর না কৃতজ্ঞতা। আমরা আমাদের রবের তরফ হইতে এক কঠিন ও ভয়ংকর দিনের আশঙ্কা করিতেছি। (সূরা ঃ আদ্-দাহর, আয়াত ঃ ৮-১০)

৩. পিতা-মাতার সাথে সদয় ব্যবহার করিতে হইবে

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ۝٢٣ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا ۝٢٤ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِىْ نُفُوْسِكُمْ ؕ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا ۝٢٥

অর্থ ঃ তোমার পালনকর্তা আদেশ করিয়াছেন যে, তাহাকে ছাড়া অন্য কাহার এবাদত করিও না এবং পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাহাদের মধ্যে কেহ অথবা উভয়ই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয় তবে তাহাদেরকে "উহ্" শব্দটিও বলিও না (অর্থাৎ বিরক্তি, উপেক্ষা, অবজ্ঞা, ক্রোধ ও ঘৃণা-সূচক কোন কথা, বলিও না) এবং তাহাদেরকে ধমক দিও না, তাহাদেরকে সম্মান সূচক কথা বলিও। তাহাদের সামনে ভালবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করিয়া দাও এবং বল, হে আমার প্রতিপালক! তাহাদের প্রতি দয়া কর, যেই ভাবে শৈশবে তাহারা আমাকে প্রতিপালন করিয়া ছিলেন। তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মনে যাহা আছে, তাহা ভালই জানেন। যদি তোমরা সৎ হও, তবে তিনি তওবাকারীদের জন্য ক্ষমাশীল। (সূরা ঃ বণী ইসরাঈল, আয়াত ঃ ২৩-২৫)

৪. এতিম, মিসকীন, প্রতিবেশী, দাস-দাসী সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করিতে হইবে

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا ۝٣٦

অর্থ ঃ আর তোমরা আল্লাহ্ তা'আলারই এবাদত কর, এবং তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিও না এবং পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার কর এবং আত্মীয়-স্বজনের সহিতও এবং এতীমদের সহিতও এবং দরিদ্রগণের সহিতও এবং নিকটবর্তী প্রতিবেশীদের সহিতও এবং দূরবর্তী প্রতিবেশীদের সহিতও এবং সহচরদের সহিতও এবং পথিকদের সহিতও, এবং উহাদের সহিতও যাহারা তোমাদের মালিকানাধীন আছে। নিশ্চয় আল্লাহ এইরূপ লোকদিগকে ভালবাসেন না, যাহারা নিজেকে বড় মনে করে ও আত্ম-গর্ব করে।। (সূরা ঃ আন্-নিসা, আয়াত ঃ ৩৬)

৫. সকল পূণ্য ইহাই নহে যে করা হইল মুখকে পূর্ব দিকে অথবা পশ্চিম দিকে

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿۱۷۷﴾

অর্থ ঃ সকল পূণ্য ইহাতেই নহে যে, তোমরা স্বীয় মুখকে পূর্বদিকে কর কিংবা পশ্চিম দিকে বরং পুণ্য তো ইহা যে, কোন ব্যক্তি ঈমান রাখে আল্লাহর প্রতি, কিয়ামত দিবসের প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, কিতাব এবং নবীগণের প্রতি, আর মাল প্রদান করে আল্লাহর মহব্বতে আত্মীয়-স্বজনকে এবং এতীমদিগকে এবং মিসকীনদিগকে এবং (রিক্তহস্ত) মুসাফিরদিগকে, আর ভিক্ষুকদিগকে এবং দাসত্ব মোচনে, আর নামাজের পাবন্দী করে এবং যাকাতও আদায় করে, আর যাহারা আপন প্রতিশ্রুতি পূর্ণকারী হয় আর যাহারা ধীরস্থির থাকে অভাব-অভিযোগে, অসুখে-বিসুখে এবং ধর্ম-যুদ্ধে। ইহারাই সত্যিকারের মানুষ; এবং ইহারাই (সত্যিকারের) আল্লাহ ভীরু।

(সূরা ঃ আল-বাক্বারা, আয়াত ঃ ১৭৭)

৬. মাপে কম দাতাদের জন্য সর্বনাশ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ﴿۱﴾ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ﴿۲﴾ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ﴿۳﴾ اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ﴿۴﴾ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿۵﴾

অর্থ ঃ নিরতিশয় সর্বনাশ রহিয়াছে, মাপে কমদাতাদের (জন্য)। যখন তাহারা মানুষের নিকট হইতে মাপিয়া লয়, তখন পুরাপুরিই লয়। আর যখন তাহারা (অন্যকে) মাপিয়া কিংবা ওজন করিয়া দেয় তখন কম দেয়। তাহারা কি চিন্তা করে না তাহরা পুনরুজ্জিবিত হইবে? মহাদিবসে! (সূরা ঃ আল-মুত্বাফফিফীন, আয়াত ঃ ১-৫)

৭. আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিতে হইবে সেই ভয়াবহ দিন সমাগত হইবার পূর্বে

يَآاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ؕ وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٥٤﴾

অর্থ ঃ হে মু'মিনগণ! ব্যয় কর ঐ সমস্ত বস্তু হইতে, যাহা আমি তোমাদিগকে দিয়াছি, সেই দিন সমাগত হইবার পূর্বে, যেদিন না কোন ক্রয়-বিক্রয় হইবে এবং না কোন বন্ধুত্ব হইবে এবং না কোন সুপারিশ চলিবে। আর কাফেররাই অবিচার করে। (সূরা ঃ আল-বাক্বারা, আয়াত ঃ ২৫৪)

৮. নিশ্চয়ই অপচয়কারী শয়তানের ভাই

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ؕ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ﴿٢٧﴾

অর্থ ঃ অপব্যয়কারীরা তো শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার প্রভূর প্রতি বড় নাফরমান। (সূরা ঃ বনী ইসরাঈল, আয়াত ২৭)

৯. গীবত করা মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার সমতুল্য

يَآاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۫ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢﴾

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান হইতে দূরে থাকিও কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করিও না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা (গীবত) করিও না। তোমাদের মধ্যে কি কেহ তাহার মৃত ভ্রাতার গোশত খাইতে চাহিবে? বস্তুত তোমরা তো ইহাকে ঘৃণ্যই মনে কর। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর আল্লাহ তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু। (সূরা ঃ আল হুজরাত, আয়াত ঃ ১২)

১০. মুসলমানের জানমাল আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করিয়াছেন

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ

অর্থ ঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের নিকট হইতে তাহাদের জান ও তাহাদের মালসমূহকে, ইহার বিনিময়ে ক্রয় করিয়া লইয়াছেন যে, তাহারা জান্নাত পাইবে। (সূরা ঃ আত-তওবা, আয়াত ঃ ১১১)

১১. ঐ পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করা যাইতে পারে, যেই পরিমাণ জুলুম করা হইয়াছে

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ ﴿١٢٦﴾ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٧﴾ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ﴿١٢٨﴾

অর্থ ঃ আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে উদ্যত হও, তবে ঐ পরিমাণই প্রতিশোধ গ্রহণ কর, যেই পরিমাণ তোমরা অত্যাচারিত হইয়াছ। তবে তোমরা ধৈর্য্য ধারণ করিলে, ধৈর্য্যশীলদের জন্য উহাই তো উত্তম। আর আপনি ধৈর্য ধরুন এবং আপনার ধৈর্যধারণ হইবে কেবল আল্লাহ তাআলার সাহায্যে আর তাহাদের (বিরোধিতার) উপর দুঃখিত হইবেন না এবং তাহারা যে সমস্ত চক্রান্ত করিতেছে উহার দরুণ সংকীর্ণমনা হইবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা এমন লোকদের সহিত আছেন যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করিয়া চলে এবং যাহারা নেককার হয়। (সূরা ঃ আন-নাহল, আয়াত ঃ ১২৬-১২৮)

১২. উত্তম কাজের জন্য রহিয়াছে উত্তম পুরস্কার

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴿٦٠﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦١﴾

অর্থ ঃ উত্তম কাজের জন্য, উত্তম পুরস্কার ব্যতিত কী হইতে পারে? সুতরাং তোমরা উভয়ে (জ্বীন ও মানুষ) তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে? (সূরা ঃ আর-রাহমান, আয়াত ঃ ৬০-৬১)

১৩. যে ব্যক্তি কোন প্রাণ রক্ষা করিল, তবে সে যেন সকলের প্রাণ রক্ষা করিল

كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَآئِيْلَ اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ط وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ط

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে অন্য প্রাণের বিনিময় ব্যতীত অথবা তাহা কর্তৃক ভূপৃষ্ঠে কোন ফ্যাসাদ বিস্তার ব্যতীত, তবে সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করিয়া ফেলিল। আর যে ব্যক্তি কোন প্রাণ রক্ষা করিল, তবে সে যেন সকলের প্রাণ রক্ষা করিল। (সূরা ঃ মায়িদা, আয়াত ঃ ৩২)

হাদীসের বাণী ঃ

১. মুসলমান হউক, অমুসলমান হউক অথবা জীবজন্তু হউক প্রত্যেক কলিজাধারীর সাথে ভালো ব্যবহার করিতে হইবে

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ غُفِرَ لِامْرَأَةٍ مُوْمِسَةٍ مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلى رَأْسِ رَكِيٍّ يَلْهَثُ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطْشُ، فَنَزَعَتْ خُفَّهَا فَاَوْثَقَتْهُ بِخِمَارِهَا فَنَزَعَتْ لَهُ مِنَ الْمَاءِ، فَغُفِرَ لَهَا بِذٰلِكَ، قِيْلَ اِنَّ لَنَا فِى الْبَهَائِمِ اَجْرًا قَالَ: فِىْ كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ اَجْرٌ . متفق عليه، مشكوة

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, (বণী ইসরাঈল কওমের মধ্যে) এক দুশ্চরিত্রা (পতিতা) মেয়েলোককে শুধু এইজন্য মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, সে রাস্তায় চলিতেছিল, দেখিল, একটি কুয়ার কাছে একটি কুকুর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। প্রচণ্ড তৃষ্ণার কারণে, তাহার জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িয়াছে এবং কুকুরটি মরণাপন্ন অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। মেয়েলোকটি নিজের পায়ের (চামড়ার) মোজা খুলিল এবং উহাকে তাহার উড়না দ্বারা বাঁধিয়া, কুয়ার ভিতর হইতে পানি উঠাইল এবং কুকুরটিকে পান করাইল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, জীবজন্তুর সহিত ভাল ব্যবহারের কারণেও কি আমরা সওয়াব পাইব? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, প্রত্যেক কলিজাধারীর (অর্থাৎ প্রাণী) প্রতি দয়া করার মধ্যে সওয়াব রহিয়াছে। (মুসলমান হউক বা অমুসলমান হউক বা জীবজন্তু হউক। (মিশকাত , বুখারী ও মুসলিম)

২. মুসলমানের হক ৬ (ছয়) টি ঃ

عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتَّةٌ بِالْمَعْرُوْفِ : يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُجِيْبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيَعُوْدُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَتْبَعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِه. رواه ابن ماجة، باب ماجاء فى عيادة المريض رقم : ١٤٣٣

অর্থ ঃ হযরত আলী (রাঃ) বলেন যে, নবী করীম(সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, এক মুসলমানের অপর মুসলমানের উপর ছয়টি হক রহিয়াছে। যখন দেখা হয় তখন তাহাকে সালাম করিবে। যখন দাওয়াত দিবে তখন তাহার দাওয়াত কবুল করিবে। যখন তাহার হাঁচি আসে (এবং আলহামদুলিল্লাহ বলে) তখন উহার জবাবে ইয়ারহাকুমুল্লাহ বলিবে। যখন অসুস্থ হয় তখন তাহাকে দেখিতে যাইবে। যখন সে মৃত্যুবরণ করে তখন তাহার জানাযায় শরীক হইবে এবং তাহার জন্য উহাই পছন্দ করিবে যাহা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। (ইবনে মাজাহ)

৩. আল্লাহ তা'আলার ভালবাসা কাহাদের জন্য ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى: حُقَّتْ مَحَبَّتِيْ عَلَى الْمُتَحَابِّيْنَ فِيَّ، وَحُقَّتْ مَحَبَّتِيْ عَلَى الْمُتَنَاصِحِيْنَ فِيَّ، وَحُقَّتْ مَحَبَّتِيْ عَلَى الْمُتَزَاوِرِيْنَ فِيَّ، وَحُقَّتْ مَحَبَّتِيْ عَلَى الْمُتَبَاذِلِيْنَ فِيَّ، وَهُمْ عَلٰى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالصِّدِّيْقُوْنَ بِمَكَانِهِمْ. رواه ابن حبان قال المحقق: إسناده جيد ٣٣٨/٢، وعند أحمد ٢٣٩/٥، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَحُقَّتْ مَحَبَّتِيْ لِلْمُتَوَاصِلِيْنَ فِيَّ، وعند مالك ص ٧٢٣ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَجَبَتْ مَحَبَّتِيْ لِلْمُتَجَالِسِيْنَ فِيَّ. وعند الطبراني في الثلاثة: عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَقَدْ حُقَّتْ مَحَبَّتِيْ لِلَّذِيْنَ يَتَصَادَقُوْنَ مِنْ أَجْلِيْ - مجمع الزوائد ٤٩٥/١٠

অর্থ ঃ হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রাযিঃ), নবী করীম (সাঃ) হইতে হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলার এই এরশাদ বর্ণনা করেন, 'আমার ভালবাসা ঐসব বান্দাদের জন্য ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে' যাহারা আমার কারণে একে অপরকে ভালবাসে। 'আমার ভালবাসা ঐসব লোকদের জন্য ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে' যাহারা আমার কারণে একে অপরের ভাল চায়। 'আমার ভালবাসা ঐসব লোকদের জন্য ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে' যাহারা আমার কারণে একে অপরের সহিত দেখা করে। 'আমার ভালবাসা ঐসব লোকদের জন্য ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে' যাহারা আমার কারণে একে অপরের জন্য ব্যয় করে। তাহারা নূরের মিম্বরের উপর বসিবে। তাহাদের বিশেষ মর্যাদার কারণে নবীগণ ও সিদ্দীকগণ তাহাদের প্রতি ঈর্ষা করিবেন। (ইবনে হিব্বান)

৪. অসুস্থ মুসলমানকে দেখিতে যাইবার ফজীলত কি?

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُوْدُ مُسْلِمًا غُدْوَةً إِلَّا صَلّٰى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتّٰى يُمْسِيَ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلّٰى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتّٰى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ فِي الْجَنَّةِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث غريب حسن، باب ماجاء فى عيادة المريض، رقم: ٩٦٩

অর্থ ঃ হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, আমি নবী করীম (সাঃ) কে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে মুসলমান কোন অসুস্থ মুসলমানকে সকালে দেখিতে যায়, সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তাহার জন্য দোয়া করিতে থাকে। আর যে সন্ধ্যায় দেখিতে যায়, সকাল পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তাহার জন্য দোয়া করিতে থাকেন এবং বেহেস্তে সে একটি বাগিচা পায়। (তিরমিযী)

৫. আল্লাহর জন্য আল্লাহর বান্দাকে ভালবাসিতে হইবে

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِيْ قَرْيَةٍ أُخْرٰى، فَأَرْصَدَ اللّٰهُ لَهُ عَلٰى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا، فَلَمَّا أَتٰى عَلَيْهِ قَالَ: أَيْنَ تُرِيْدُ؟ قَالَ: أُرِيْدُ أَخًا لِيْ فِيْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ، قَالَ هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ: لَا، غَيْرَ أَنِّيْ أَحْبَبْتُهُ فِي اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ، قَالَ: فَإِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ إِلَيْكَ، بِأَنَّ اللّٰهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيْهِ. رواه مسلم، باب فضل الحب فى الله تعالى رقم: ٦٥٤٩

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, এক ব্যক্তি আপন (মুসলমান) ভাইয়ের সাথে অন্য বস্তিতে দেখা করিবার জন্য রওয়ানা হইল, আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির পথে একজন ফেরেশতা বসাইয়া দিলেন। (যখন সে ঐ ফেরেশতার কাছে পৌঁছিল তখন) ফেরেশতা তাহাকে প্রশ্ন করিল, তুমি কোথায় যাইতেছ? সেই ব্যক্তি বলিল, আমি ঐ বস্তিতে বসবাসকারী আমার এক ভাইয়ের সাথে দেখা করিতে যাইতেছি। ফেরেশতা বলিল, তাহার কাছে তোমার কোন পাওনা আছে কি, যাহা লইবার জন্য তুমি যাইতেছ? সেই ব্যক্তি বলিল না। আমার যাওয়ার কারণ শুধু এই যে, তাহার সঙ্গে আমার, আল্লাহর জন্য ভালবাসা রহিয়াছে। ফেরেশতা বলিল, আমাকে আল্লাহ তা'আলা তোমার নিকট, এই কথা বলিবার জন্য পাঠাইয়াছেন যে, যেরূপ তুমি ঐ ভাইকে শুধু আল্লাহ তা'আলার জন্য ভালবাস, আল্লাহ তা'আলাও তোমাকে ভালবাসেন। (মুসলিম)

৬. মেহমানের একরাম করিতে হইবে

عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَه، قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ: وَمَا كَرَامَةُ الضَّيْفِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا جَلَس بَعدَ ذٰلِكَ فَهُوْ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ. رواه أحمد ٧٦/٣

অর্থ ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও পরকালের দিনের উপর ঈমান রাখে তাহার উচিত, সে যেন আপন মেহমানের একরাম করে। তিনি এই কথা তিনবার ফরমাইলেন। এক ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ), মেহমানের একরাম কি? এরশাদ করিলেন, (মেহমানের একরাম) তিন দিন। তিন দিন পর যদি মেহমান থাকে তবে মেহমানকে খাওয়ান ঘর ওয়ালাদের পক্ষ হইতে এহসান হইবে। অর্থাৎ তিন দিন পর, খানা না খাওয়ান অভদ্রতা নহে। (মুসনাদে আহমাদ)

৭. নিজের গোস্বা (রাগ) দমন করিলে আল্লাহ তা'আলা বেহেস্তে পছন্দমত হূর দান করিবেন

عَنْ مُعَاذٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلٰى أَنْ يُنَفِّذَهٗ دَعَاهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى رُؤُوْسِ الْخَلَائِقِ حَتّٰى يُخَيِّرَهٗ مِنْ أَيِّ الْحُوْرِ الْعِيْنِ شَاءَ. رواه أبو داود باب من كظم غيظا، رقم: ٤٧٧٧

অর্থ ঃ হযরত মুয়ায (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি গোস্বা (রাগ) করিবার পূর্ণ ক্ষমতা রাখা সত্ত্বেও গোস্বা দমন করিয়া লয়, (অর্থাৎ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যাহার উপর গোস্বা তাহাকে কোন রকম সাজা না দেয়া) আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন তাহাকে সমস্ত মখলুকের সামনে ডাকিবেন এবং অধিকার দিবেন যে, বেহেস্তের হূরদের মধ্যে, যে হূরকে ইচ্ছা নিজের জন্য পছন্দ করিয়া লও। (আবু দাউদ)

৮. সবচেয়ে বেশী সম্মানিত কে?

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: قَالَ مُوْسَى بْنُ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا رَبِّ مَنْ أَعَزُّ عِبَادِكَ عِنْدَكَ؟ قَالَ: مَنْ إِذَا قَدَرَ غَفَرَ. رواه البيهقى فى شعب الإيمان ٣١٩/٦

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, হযরত মূসা [ইবনে ইমরান] (আঃ) আল্লাহ তা'আলার দরবারে আরজ করিলেন, হে আমার প্রভু! আপনার বান্দাগণের মধ্যে, আপনার নিকট সবচাইতে বেশী সম্মানিত কে? আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করিলেন, ঐ বান্দা, যে প্রতিশোধ লইতে পারে তবু সে ক্ষমা করিয়া দেয়। (বায়হাকী)

৯. খাদেমকে দৈনিক কতবার ক্ষমা করিব?

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ كَمْ أَعْفُوْ عَنِ الْخَادِمِ؟ فَصَمَتَ عَنْهُ النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ كَمْ أَعْفُوْ عَنِ الْخَادِمِ؟ قَالَ: كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِيْنَ مَرَّةً.

رواه الترمذى –وقال هذا حديث حسن غريب باب ماجاء فى

অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইল এবং আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! আমি (আমার) খাদেমের ভুল-ত্রুটি কতবার মাফ করিব? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) চুপ রহিলেন। ঐ ব্যক্তি পুনরায় উহা আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! আমি (আমার) খাদেমকে কতবার মাফ করিব? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিলেন, দৈনিক সত্তর বার। (তিরমিযী)

১০. রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ব্যবহার কিরূপ ছিল?

عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: خَدَمْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَشْرَ سِنِيْنَ بِالْمَدِيْنَةِ وَأَنَا غُلَامٌ لَيْسَ كُلُّ أَمْرِىْ كَمَا يَشْتَهِىْ صَاحِبِىْ أَنْ يَكُوْنَ عَلَيْهِ، مَا قَالَ لِىْ فِيْهَا أُفٍّ قَطُّ، وَمَا قَالَ لِىْ لِمَ فَعَلْتَ هٰذَا، أَمْ أَلَّا فَعَلْتَ هٰذَا.

رواه أبو داؤد، باب فى الحلم وأخلاق النبى ﷺ رقم: ٤٧٧٤

অর্থ ঃ হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, আমি মদীনায় দশ বৎসর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর খেদমত করিয়াছি। আমি কম বয়সের বালক ছিলাম এইজন্য, আমার সমস্ত কাজ নবী করীম (সাঃ) এর মন মত হইত না। অর্থাৎ বয়স কম হওয়ার কারণে অনেক সময় ভুল ত্রুটি হইয়া যাইত। (কিন্তু দশ বৎসরের এই সময়ের মধ্যে) কখনও তিনি আমাকে 'উফ' পর্যন্ত বলেন নাই এবং কখনও ইহাও বলেন নাই যে, তুমি অমুক কাজ কেন করিলে বা অমুক কাজ কেন করিলে না। (আবু দাউদ)

১১. পূর্ণ ঈমান ঈমানদার কে?

عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، رواه البخارى، باب من الإيمان أن يحب لأخيه رقم: ١٣

অর্থ ঃ হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে কেহ ঐ সময় পর্যন্ত (পূর্ণ) ঈমানদার হইতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আপন মুসলমান ভাইয়ের জন্য উহাই পছন্দ না করিবে যাহা নিজের জন্য পছন্দ কর। (বুখারী)

১২. ভুল কসম করিবার শাস্তি

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: كَانَ رَجُلَانِ فِىْ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ مُتَوَاخِيَيْنِ، فَكَانَ أَحَدُهُمَا يُذْنِبُ وَالْاٰخَرُ مُجْتَهِدٌ فِى الْعِبَادَةِ، فَكَانَ لَايَزَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الْاٰخَرَ عَلَى الذَّنْبِ فَيَقُوْلُ: أَقْصِرْ، فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلٰى ذَنْبٍ فَقَالَ لَهُ أَقْصِرْ، فَقَالَ: خَلِّنِىْ وَرَبِّىْ أَبُعِثْتَ عَلَىَّ رَقِيْبًا؟ فَقَالَ: وَاللّٰهِ لَا يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكَ أَوْ لَايُدْخِلُكَ اللّٰهُ الْجَنَّةَ، فَقُبِضَ أَرْوَاحُهُمَا، فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ فَقَالَ لِهٰذَا الْمُجْتَهِدِ: أَكُنْتَ بِىْ عَالِمًا أَوْكُنْتَ عَلٰى مَا فِىْ يَدِىْ قَادِرًا؟ وَقَالَ لِلْمُذْنِبِ: إِذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِىْ، وَقَالَ لِلْاٰخَرِ: اذْهَبُوْا بِهِ إِلَى النَّارِ. رواه أبو داود، باب فى النهى عن البغى رقم: ٤٩٠١

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সাঃ)-কে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, বণী ইসরাঈলে, দুই বন্ধু ছিল। তাহাদের মধ্যে একজন গুনাহ করিত এবং দ্বিতীয় জন খুব এবাদত করিত। এবাদতকারী যখনই গুনাহগারকে গুনাহ করিতে দেখিত, তখন তাহাকে বলিত, তুমি গুনাহ হইতে বিরত হও। একদিন তাহাকে গুনাহ করিতে দেখিয়া বলিল, তুমি গুনাহ হইতে বিরত হও। উত্তরে সে বলিল, আমাকে আমার প্রভুর উপর ছাড়িয়া দাও (আমি বুঝিব এবং আমার প্রভু বুঝিবে)। তোমাকে কি আমার উপর পাহারাদার বানাইয়া প্রেরণ করা হইয়াছে? এবাদতকারী (রাগান্বিত হইল) বলিল, আল্লাহর কসম! আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ক্ষমা করিবেন না। (অথবা ইহা বলিয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে বেহেস্তে দাখেল করিবেন না।) অতঃপর দুইজনই মারা গেল এবং (রূহজগতে) উভয়েই আল্লাহ তা'আলার সামনে একত্রিত হইয়া গেল। আল্লাহ তা'আলা এবাদতকারী জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি আমার সম্পর্কে জানিতে (যে, আমি ক্ষমা করিব না)? অথবা ক্ষমা করার বিষয়টি, যাহা আমার ক্ষমতায় রহিয়াছে, উহার উপর কি, তোমার ক্ষমতা ছিল (যে, তুমি ক্ষমা করা হইতে আমাকে ফিরাইয়া রাখিবে?) আর গুনাহগার লোকটিকে বলিলেন, আমার রহমতে বেহেস্তে চলিয়া যাও। (কেননা সে রহমতের আশাবাদী ছিল।) আর দ্বিতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ এবাদতকারী সম্পর্কে (ফেরেশতাগণকে) বলিলেন, তাহাকে দোযখে লইয়া যাও। (আবু দাউদ)

১৩. কোন আমল ১০ (দশ) বৎসর এতেকাফ অপেক্ষা উত্তম

عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ مَشٰى فِىْ حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ خَيْرًا لَهُ مِنِ اعْتِكَافِهِ عَشْرَ سِنِيْنَ، وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ جَعَلَ اللّٰهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ ثَلَاثَ خَنَادِقَ، كُلُّ خَنْدَقٍ أَبْعَدُ مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ. رواه الطبرانى فى الأوسط وإسناده جيد، مجمع الزوائد ٣٥١/٨

অর্থ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আপন কোন ভাইয়ের কাজের জন্য পায়ে হাঁটিয়া যায়, তাহার এই কাজ দশ বৎসরের এতেকাফ অপেক্ষা উত্তম। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে খুশী করিবার জন্য একদিন এতেকাফ করে, আল্লাহ তা'আলা তাহার ও দোযখের মধ্যে তিন খন্দক দূরত্ব করিয়া দেন। প্রতি খন্দক দূরত্ব আসমান ও জমীনের দূরত্ব হইতে বেশী। (তাবারনী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

১৪. মুসলমান ভাই-এর সাথে ৩ (তিন) দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন রাখিবার শাস্তি কি?

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ. رواه أبو داود، باب فى هجرة الرجل أخاه، رقم : ٤٩١٤

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, কোন মুসলমানের জন্য বৈধ নয় যে, সে আপন মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া রাখে। যে ব্যক্তি তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া রাখিল এবং ঐ অবস্থায় তাহার মৃত্যু হইল, সে দোযখে যাইবে। (আবু দাউদ)

১৫. গীবত কি?

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: أَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ؟ قَالُوْا: اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ أَعْلَمُ، قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، قِيْلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِىْ أَخِىْ مَا أَقُوْلُ؟ قَالَ إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهٗ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ، فَقَدْ بَهَتَّهٗ. رواه مسلم باب تحريم الغية، رقم: ٦٥٩٣

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা কি জান যে, গীবত কাহাকে বলে? সাহাবীগণ আরজ করিলেন, আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলই বেশী জানেন। তিনি এরশাদ করিলেন, আপন (মুসলমান) ভাইয়ের (অনুপস্থিতিতে তাহার) সম্পর্কে এমন কথা বলা, যাহা তাহার অপছন্দ হয় (ইহাই গীবত)। কেহ আরজ করিল, আমি যদি আমার ভাইয়ের এমন কোন দোষ আলোচনা করি, যাহা সত্যই তাহার মধ্যে আছে, (তবে ইহাও কি গীবত হইবে) তিনি এরশাদ করিলেন, যদি ঐ দোষ, যাহা তুমি বলিতেছ তাহার মধ্যে থাকে তবে তুমি তাহার গীবত করিলে, আর যদি ঐ দোষ (যাহা তুমি বলিতেছে উহা) তাহার মধ্যে না থাকে, তবে তুমি তাহার উপর অপবাদ দিলে। (মুসলিম)

১৬. গীবত করা যিনা হইতে মারাত্মক গুনাহ

عَنْ أَبِىْ سَعْدٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اَلْغِيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ الْغِيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا؟ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَزْنِىْ فَيَتُوْبُ فَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِ، وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِيْبَةِ لَايُغْفَرُ لَهٗ حَتّٰى يَغْفِرَهَا لَهٗ صَاحِبُهٗ. رواه البيهقى فى شعب الإيمان ٥/٣٠٦

অর্থ ঃ হযরত আবু সা'দ ও হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, গীবত করা যিনা হইতে অধিক মারাত্মক। সাহাবীগণ আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ)! গীবত করা যিনা হইতে অধিক মারাত্মক কিভাবে? নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিলেন, মানুষ যদি যিনা করিয়া ফেলে অতঃপর তওবা করিয়া লয়, (তবে) আল্লাহ তা'আলা তাহার তওবা কবুল করিয়া লন। কিন্তু গীবতকারীকে যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ ব্যক্তি ক্ষমা না করে, যাহার সে গীবত করিয়াছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে তাহাকে ক্ষমা করা হয় না। (বায়হাকী)

১৭. একজন বেহেস্তী লোকের পরিচয় আমল

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا جُلُوْسًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : يَطْلُعُ الْاٰنَ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَطَلَعَ رَجُلٌ مِنَ الاَنْصَارِ تَنْطِفُ لِحْيَتُهُ مِنْ وُضُوْءِهِ، وَقَدْ تَعَلَّقَ نَعْلَيْهِ بِيَدِهِ الشِّمَالِ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مِثْلَ ذٰلِكَ، فَطَلَعَ الرَّجُلُ مِثْلَ الْمَرَّةِ الْاُوْلٰى، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مِثْلَ مَقَالَتِهِ أَيْضًا، فَطَلَعَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ مِثْلَ حَالِهِ الْاُوْلٰى، فَلَمَّا قَامَ النَّبِىُّ ﷺ تَبِعَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ : إِنِّىْ لَاحَيْتُ أَبِىْ فَأَقْسَمْتُ أَنْ لَا أَدْخُلَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُؤْوِيَنِىْ إِلَيْكَ حَتّٰى تَمْضِىَ فَعَلْتُ؟ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ أَنَسٌ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ : فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَاتَ مَعَهُ تِلْكَ الثَّلَاثَ اللَّيَالِىَ فَلَمْ يَرَهُ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا تَعَارَّ وَتَقَلَّبَ عَلٰى فِرَاشِهِ ذَكَرَ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ وَكَبَّرَ حَتّٰى يَقُوْمَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : غَيْرَ أَنِّىْ لَمْ أَسْمَعْهُ يَقُوْلُ إِلَّا خَيْرًا، فَلَمَّا مَضَتِ الثَّلَاثُ اللَّيَالِىْ وَكِدْتُّ أَنْ أَحْتَقِرَ عَمَلَهُ، قُلْتُ : يَاعَبْدَ اللّٰهِ لَمْ يَكُنْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ أَبِىْ غَضَبٌ وَلَّا هُجْرٌ وَلٰكِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَنَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الْاٰنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَطَلَعْتَ أَنْتَ الثَّلَاثَ الْمَرَّاتِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أٰوِىَ إِلَيْكَ فَأَنْظُرَ مَا عَمَلُكَ؟ فَأَقْتَدِىْ بِكَ، فَلَمْ أَرَكَ عَمِلْتَ كَثِيْرَ عَمَلٍ، فَمَا الَّذِىْ بَلَغَ بِكَ مَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ؟ قَالَ مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ، قَالَ : فَلَمَّا وَلَّيْتُ دَعَانِىْ فَقَالَ : مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ غَيْرَ أَنِّىْ لَا أَجِدُ فِىْ نَفْسِىْ لَاحَدٍ

مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ غَشًّا وَلَا أَحْسِدُ أَحَدًا عَلٰى خَيْرٍ أَعْطَاهُ اللّٰهُ إِيَّاهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ: هٰذِهِ الَّتِىْ بَلَغَتْ بِكَ وَهِىَ الَّذِىْ لَانُطِيْقُ. رواه أحمد والبزار بنحوه ورجال أحمد رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٨/١٥٠

অর্থ ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমরা নবী করীম (সাঃ) এর সাথে বসিয়াছিলাম। তিনি ফরমাইলেন, এখনই তোমাদের নিকট একজন বেহেশতী লোক আসিবে। এমন সময় একজন আনসারী সাহাবী আসিলেন। যাহার দাঁড়ি হইতে অজুর পানির ফোটা টপকাইয়া পড়িতেছিল এবং তিনি জুতা বাম হাতে লইয়া রাখিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিনও নবী করীম (সাঃ) ঐ কথাই বলিলেন এবং সেই আনসারী সাহাবী ঐ অবস্থাতেই আসিলেন, যে অবস্থাতে প্রথমবার আসিয়াছিলেন। তৃতীয় দিন আবার নবী করীম (সাঃ) ঐ কথাই বলিলেন এবং সেই আনসারী সাহাবী ঐ প্রথম অবস্থাতেই আসিলেন। যখন নবী করীম (সাঃ) (মজলিস হইতে) উঠিলেন তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) সেই আনসারী সাহাবীর পিছনে গেলেন এবং তাহাকে বলিলেন, আমার পিতার সহিত আমার বিবাদ হইয়া গিয়াছে, যে কারণে আমি কসম খাইয়াছি যে, তিন দিন পর্যন্ত তাহার কাছে যাইব না। যদি আপনি ভাল মনে করেন, তবে আমাকে আপনার এখানে তিন দিন অবস্থান করিতে দিন। তিনি বলিলেন, বেশ ভাল। হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, আমি তাহার নিকট তিন রাত অবস্থান করিয়াছি। আমি তাহাকে রাত্রে কোন এবাদত করিতে দেখি নাই। তবে যখন রাত্রে তাহার চোখ খুলিয়া যাইত এবং বিছানার উপর পাশ বদলাইতেন, তখন আল্লাহ তা'আলার জিকির করিতেন ও আল্লাহু আকবার বলিতেন। এইভাবে ফজরের নামাজের জন্য বিছানা হইতে উঠিতেন। আমি তাঁহার নিকট হইতে ভাল ছাড়া অন্য কিছু শুনি নাই। যখন তিন রাত পার হইয়া গেল এবং আমি তাহার আমলকে সামান্য মনে করিতে লাগিলাম [এবং আমি আশ্চর্য বোধ করিতেছিলাম যে, নবী করীম (সাঃ) তাহার জন্য এত বড় সুসংবাদ দিয়াছেন অথচ তাঁহার কোন বিশেষ আমল তো নাই!] তখন আমি তাহাকে বলিলাম, হে আল্লাহর বান্দা! আমার এবং আমার পিতার মধ্যে না কোন বিবাদ হইয়াছে এবং না কোন বিচ্ছেদ হইয়াছে। তবে ঘটনা এই যে, আমি নবী করীম (সাঃ)-কে (আপনার সম্পর্কে) তিনবার এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি-এখনই তোমাদের নিকট একজন বেহেশতী লোক আসিবে। অতঃপর তিনবারই আপনি আসিয়াছেন। তখন আমি ইচ্ছা করিলাম যে, আমি আপনার এখানে থাকিয়া আপনার বিশেষ আমল দেখিব। যাহাতে আপনার পদাঙ্ক

অনুসরণ করিয়া চলিতে পারি। আমি আপনাকে অধিক আমল করিতে দেখি নাই। (এখন আপনি বলুন) আপনার ঐ বিশেষ আমল কোনটি, যাহার কারণে আপনি, এই মর্যাদায় পৌঁছিয়াছেন? যাহা কারণে নবী করীম (সাঃ) আপনার সম্পর্কে এই এরশাদ করিয়াছেন। ঐ আনসারী বলিলেন, আমার কোন বিশেষ আমল তো নাই। এই সব আমলই আছে, যাহা আপনি দেখিয়াছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) বলেন, (আমি ইহা শুনিয়া রওয়ানা দিলাম) যখন আমি ফিরিয়া চলিলাম, তখন তিনি আমাকে ডাকিলেন এবং বলিলেন, আমার আমল তো ঐগুলিই যাহা আপনি দেখিয়াছেন। অবশ্য একটা কথা এই যে, আমার মনের মধ্যে কোন মুসলমান সম্পর্কে কোন কুটিলতা নাই এবং কাহাকেও আল্লাহ তা'আলা কোন বিশেষ নেয়ামত দান করিয়া রাখিলে, উহার উপর আমি তাহাকে হিংসা করি না। হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, ইহাই সেই আমল, যাহার কারণে আপনি ঐ মর্যাদায় পৌঁছিয়াছেন। আর ইহা এমন আমল, যাহা আমরা করিতে অক্ষম। (মুসনাদে আহমাদ, বাযযার, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

১৮. প্রতিবেশীকে ক্ষুধার্ত রাখিয়া (পূর্ণ) মু'মিন হওয়া যাইবে না

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِىْ يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ. رواه الطبرانى وأبو يعلى ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ٨/٣٠٦

অর্থ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, ঐ ব্যক্তি (পূর্ণ) মু'মিন হইতে পারিবে না, যে নিজে পেট ভরিয়া খায় অথচ তাহার প্রতিবেশী অনাহারে থাকে (তাবারানী, আবু ইয়ালা, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

১৯. কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার সাথে কাহারা বসিবে?

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ لِلّٰهِ جُلَسَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ يَمِيْنِ الْعَرْشِ، وَكِلْتَا يَدَىِ اللهِ يَمِيْنٌ، عَلٰى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ وُجُوْهُهُمْ مِنْ نُوْرٍ، لَيْسُوْا بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ وَلَا صِدِّيْقِيْنَ. قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمُ الْمُتَحَابُّوْنَ بِجَلَالِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى

. رواه الطبرانى ورجاله وثقوا، مجمع الزوائد ١٠/٤٩١

অর্থ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার কিছূসংখ্যক বান্দা, আল্লাহ তা'আলার সাথে বসিবে। যাহারা আরশের ডানদিকে হইবে এবং আল্লাহ তা'আলার উভয় হাতই ডান হাত। তাহারা নূরের মি'রের উপর, বসিয়া থাকিবে। তাহাদের মুখমন্ডল নূরের হইবে। তাহারা না নবী হইবেন, না শহীদ, না সিদ্দীক। আরজ করা হইল, ইয়া রাসূল্লাল্লাহর (সাঃ)! তাহাদের পরিচয় কি ? এরশাদ করিলেন, তাহারা ঐসব লোক হইবেন যাহারা আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মহত্বের কারণে একে অপরের সহিত ভালবাসা রাখিত।

২০. আল্লাহ তা'আলার সর্বাপেক্ষা সান্নিধ্যের উপযুক্ত কোন ব্যক্তি?

عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللّٰهِ تَعَالٰى مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلَامِ. رواه أبو داؤد، باب فى فضل من بدأ بالسلام، رقم: ٥١٩٧

অর্থ ঃ হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, মানুষের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ঐ ব্যক্তি যে আগে সালাম করে। (আবু দাউদ)

২১. আগে সালামকারী অহংকার হইতে মুক্ত

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: الْبَادِئُ بِالسَّلَامِ بَرِئٌ مِنَ الْكِبْرِ. رواه البيهقى فى شعب الإيمان ٦/٤٣٣

অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আগে সালাম করে, সে অহংকার হইতে মুক্ত। (বায়হাকী)

২২. মুসাফাহ্ করিবার ফজীলত কি?

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا لَقِىَ الْمُؤْمِنَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَأَخَذَ بِيَدِهِ فَصَافَحَهُ تَنَاثَرَتْ خَطَايَاهُمَا كَمَا يَتَنَاثَرُ وَرَقُ الشَّجَرِ.

رواه الطبرانى فى الأوسط ويعقوب محمد بن طحلاء روى عنه غير واحد ولم يضعفه أحد وبقية رجاله ثقات، مجمع الزوائد ٧٥/٨

অর্থ ঃ হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, মু'মিন যখন মু'মিনের সাথে দেখা করে, তাহাকে সালাম করে এবং তাহার হাত ধরিয়া মুসাফাহা করে, তখন উভয়ের গুনাহ এমনভাবে ঝরিয়া পড়ে যেমন গাছ হইতে পাতা ঝরিয়া পড়ে। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

২৩. প্রতিবেশীর হক কি ?

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا حَقُّ الْجَارِ ؟ قَالَ : إِنْ سَأَلَكَ فَأَعْطِه، وَإِنِ اسْتَغَاثَكَ فَأَغِثْهُ، وَإِنِ اسْتَقْرَضَكَ فَأَقْرِضْهُ، وَإِنْ دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِنْ مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِنْ مَاتَ فَشَيِّعْهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيْبَةٌ فَعَزِّهِ، وَلَا تُؤْذِهِ بِقُتَارِ قِدْرِكَ إِلَّا أَنْ تَغْرِفَ لَهُ مِنْهَا، وَلَاتَرْفَعْ عَلَيْهِ الْبِنَاءَ لِتَسُدَّ عَلَيْهِ الرِّيْحَ إِلَّا بِإِذْنِهِ. رواه الأصبهانى فى كتاب الترغيب ١/٣٨٠، وقال فى الحاشية: عزاه المنذرى فى الترغيب ٣/٣٥٧ للمصنف بعد أن رواه من طرق أخرى، ثم قال المنذرى: لايخفى أن كثرة هذه الطرق تكسبه قوة والله أعلم.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ও কেয়ামতের দিনের উপর ঈমান রাখে তাহার কর্তব্য হইল, সে যেন আপন প্রতিবেশীর সহিত ভালো ব্যবহার করে। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! প্রতিবেশীর হক কি ? তিনি এরশাদ করিলেন, যদি সে তোমার নিকট কিছু চায়, তবে তাহাকে দাও। যদি সে তোমার নিকট সাহায্য চায়, তবে তাহাকে সাহায্য দাও। যদি সে নিজের প্রয়োজনে কর্জ চায়, তবে তাহাকে কর্জ দাও। যদি সে তোমাকে আমন্ত্রণ করে, তবে উহা কবুল কর। যদি সে অসুস্থ হইয়া পড়ে, তবে তাহাকে দেখিতে যাও। যদি তাহার মৃত্যু হইয়া যায়, তবে তাহার জানাযার সাথে যাও। যদি সে কোন বিপদে পড়ে, তাহাকে সান্ত্বনা দাও। নিজের হাড়ির গোশত রান্নার ঘ্রাণ দ্বারা, তাহাকে কষ্ট পৌঁছাইও না (কেননা হইতে পারে যে, অভাবের কারণে সে গোশত রান্না করিতে অসমর্থ) বরং উহা হইতে কিছু তাহার ঘরে হাদিয়া দাও। আপন বাড়ীর দেওয়াল তাহার দেওয়াল হইতে এইরূপ উঁচা করিও না যে, তাহার ঘরে বাতাস বন্ধ হইয়া যায়। অবশ্য তাহার অনুমতিক্রমে হইলে ভিন্ন কথা। (তারগীব)

২৪. গরীব লোকেরা ধৈর্য্য ধারণ করিলে ধনীদের আগে জান্নাত পাইবে

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: تَجْتَمِعُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ: أَيْنَ فُقَرَاءُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ وَمَسَاكِيْنُهَا؟ قَالَ: فَيَقُوْمُوْنَ، فَيُقَالُ لَهُمْ، مَاذَا عَمِلْتُمْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: رَبَّنَا ابْتَلَيْتَنَا فَصَبَرْنَا، وَآتَيْتَ الْأَمْوَالَ وَالسُّلْطَانَ غَيْرَنَا، فَيَقُوْلُ اللهُ: صَدَقْتُمْ قَالَ: فَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ النَّاسِ، وَيَبْقَى شِدَّةُ الْحِسَابِ عَلٰى ذَوِى الْأَمْوَالِ وَالسُّلْطَانِ. (الحديث)

رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده حسن ٤٣٦/١٦

অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন যখন তোমরা একত্র হইবে তখন ঘোষণা দেয়া হইবে যে, এই উম্মতের গরীব লোকেরা কোথায় ? (এই ঘোষণার পর) তাহারা দাঁড়াইয়া যাইবে। অতঃপর তাহাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে, তোমরা কি আমল করিয়াছিলে ? তাহারা বলিবে, হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদিগকে পরীক্ষা করিয়াছেন, আমরা ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছি। আপনি আমাদের ছাড়া অন্য লোকদের মাল ও রাজত্ব দান করিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, তোমরা সত্য বলিতেছ। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, সুতরাং ঐ সমস্ত লোক, সাধারণ লোকদের (ধনীদের) আগে বেহেস্তে দাখেল হইয়া যাইবে আর হিসাব কিতাবের কঠোরতা মালদার ও শাসকদের জন্য থাকিয়া যাইবে। (ইবনে হিব্বান)

২৫. গোস্বা আসিলে কি করিতে হইবে ?

عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَنَا إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ، فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ.

رواه أبو داؤد، باب مايقال عند الغضب، رقم: ٤٧٨٢

অর্থ ঃ হযরত আবু যার (রাযিঃ) বলেন যে, নবী কারীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যখন তোমাদের মধ্য হইতে কাহারও গোস্বা (রাগ) আসে এবং সে দাঁড়ানো অবস্থায় থাকে, তখন তাহার উচিত, সে যেন বসিয়া পড়ে। আর বসিয়া পড়িলে যদি গোস্বা চলিয়া যায় তবে ভাল কথা। নতুবা তাহার উচিত, সে যেন শুইয়া পড়ে। (আবু দাউদ)

২৬. সবচাইতে বেশী হকদার হইলেন "মা"

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِىْ؟ قَالَ : أُمُّكَ. قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ : ثُمَّ أُمُّكَ، قَالَ : ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ : ثُمَّ أُمُّكَ، قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أَبُوْكَ.

رواه البخارى، باب من أحق الناس بحسن الصحبة، رقم : ৫৯৭১

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন যে, এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ) এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন করিল, আমার সদ্ব্যবহারের সবচাইতে বেশী হকদার কে ? তিনি এরশাদ করিলেন, "তোমার মা"। সে জিজ্ঞাসা করিল, অতঃপর কে ? তিনি এরশাদ করিলেন, "তোমার মা"। সে জিজ্ঞাসা করিল, অতঃপর কে ? তিনি এরশাদ করিলেন, "তোমার মা"। সে জিজ্ঞাসা করিল, অতঃপর কে? তিনি এরশাদ করিলেন, অতঃপর "তোমার বাবাঃ। (বুখারী)

২৭. মুনাফেকের ৩ (তিন) টি নিদর্শন থাকে

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلٰثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا ائْتُمِنَ خَانَ. رواه مسلم، باب خصال المنافق، رقم : ২১১

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, মুনাফেকের তিনটি নিদর্শন রহিয়াছে, যখন কথা বলে তখন মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে তখন উহা ভঙ্গ করে, আর যখন তাহার নিকট কোন আমানত রাখা হয় তখন তাহা খিয়ানত করে। (মুসলিম)

২৮. গাছের চারা লাগানো ছদকা

عَنِ الْقَاسِمِ رَحِمَهُ اللّٰهُ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَغْرِسُ غَرْسًا بِدِمَشْقَ، فَقَالَ لَهُ: أَتَفْعَلُ هٰذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: لَاتَعْجَلْ عَلَىَّ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ غَرَسَ غَرْسًا لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ آدَمِىٌّ وَلَا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ. رواه أحمد ٦/٤٤٤

অর্থ ঃ হযরত কাসেম (রহঃ) বলেন যে, দামেশকে হযরত আবু দারদা (রাযিঃ)-এর নিকট দিয়া এক ব্যক্তি যাইতেছিল। তখন হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) কোন গাছের চারা লাগাইতে ছিলেন। ঐ ব্যক্তি হযরত আবু দারদা (রাযিঃ)-কে বলিল, আপনি কি এই (দুনিয়াবী) কাজ করিতেছেন, অথচ আপনি নবী করীম (সাঃ)-এর সাহাবী ? হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বলিলেন, আমাকে তিরস্কার করিবার ব্যাপারে জলদি করিও না, আমি নবী করীম (সাঃ)-কে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি কোন গাছের চারা লাগায়, অতঃপর উহা হইতে কোন মানুষ অথবা আল্লাহ তা'আলার (মাখলুকদের মধ্য হইতে) কোন মখলুক খায়, তবে উহা তাহার (অর্থাৎ চারা রোপণকারীর) জন্য সদকা হয়। (মুসনাদে আহমাদ)

২৯. মুসলমানের ক্রটি বিচ্যুতি মাফ করিবার ফজীলত

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا عَثْرَتَهُ، أَقَالَهُ اللّٰهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده صحيح ١١/٤٠٥

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি, কোন মুসলমানের ভুল ক্রটি মাফ করে, আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন তাহার ভুল ক্রটি মাফ করিবেন। (ইবনে হিব্বান)

৩০. ঘাম শুকানোর পূর্বে শ্রমিককে তাহার পারিশ্রমিক মিটাইয়া দিতে হইবে

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَعْطُوا الْاَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. رواه ابن ماجة، باب أجر الأجراء رقم: ٢٤٤٣

অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) বলেন যে, নবী কারিম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, শ্রমিকের ঘাম শুকাইয়া যাওয়ার পূর্বে, তাহার পারিশ্রমিক দিয়া দাও। (ইবনে মাজাহ)

৩১. জান্নাতী মহিলা কে?

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ، دَخَلَتِ الْجَنَّةَ. رواه الترمذى وقال هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء فى حق الزوج على المرأة رقم: ١١٦١

অর্থ ঃ হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে মহিলার এই অবস্থায় মৃত্যু হয় যে, তাহার স্বামী তাহার উপর খুশী থাকে, তবে সে বেহেস্তে যাইবে। (তিরমিযী)

৩২. নারীদের সহিত ভালো ব্যবহার করিতে হইবে

عَنِ الْاَحْوَصِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : أَلَا وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذٰلِكَ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا، أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلٰى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلٰى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُوْنَ، وَلَا يَأْذَنَّ فِىْ بُيُوْتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُوْنَ، أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوْا إِلَيْهِنَّ فِىْ كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ.

رواه الترمذى وقال : هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء فى حق المرأة على زوجها، رقم : ١١٦٣

অর্থ ঃ হযরত আহওয়াস (রাযিঃ) বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন - খুব মনোযোগ সহকারে শোন, নারীদের সহিত ভালো ব্যবহার কর। এই জন্য যে, তাহারা তোমাদের অধীন, তাহাদের সহিতভালো ব্যবহার ছাড়া অন্য কিছু করিবার, তোমাদের অধিকার নাই। হাঁ, যদি তাহারা কোন প্রকাশ্য বেহায়াপনায় লিপ্ত হয়, তবে তাহাদেরকে তাহাদের বিছানায় একা ছাড়িয়া দাও। অর্থাৎ তাহাদের সহিত ঘুমানো ছাড়িয়া দাও। কিন্তু ঘরেই থাকিও এবং মৃদু প্রহার করিও। অতঃপর যদি তাহারা তোমাদের বাধ্য হইয়া যায়, তবে তাহাদের ব্যাপারে (সীমালংঘন করিবার জন্য) অজুহাত খুঁজিও না। খুব মনোযোগ সহকারে শোন, তোমাদের হক, তোমাদের বিবিদের উপর রহিয়াছে। (এমনিভাবে) তোমাদের বিবিদের ও তোমাদের উপর হক রহিয়াছে। তোমাদের হক তাহাদের উপর এই যে, তাহারা তোমাদের বিছানার উপর, কোন এমন ব্যক্তিকে আসিতে দেয় না, যাহার আসা তোমাদের পছন্দনীয় নয়। আর না তাহারা, তোমাদের ঘরে তোমাদের অনুমতি ছাড়া, অন্য কাহাকেও আসিতে দিবে। খুব মনোযোগ সহকারে শোন, এই নারীদের, তোমাদের উপর হক এই যে, তোমরা তাহাদের সহিত তাহাদের পোশাক ও তাহাদের খানাপিনার ব্যাপারে সৎ ব্যবহার কর। অর্থাৎ নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী তাহাদের জন্য এইসব বস্তুর ব্যবস্থা করিতে থাক। (তিরমিযী)

৩৩. নারীদের ও পুরুষদের উপর সবচাইতে বেশী হক কাহার?

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ قَالَ : زَوْجُهَا، قُلْتُ : فَأَىُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ قَالَ : أُمُّهُ. رواه الحاكم فى المستدرك ۱۵۰/۴

অর্থ ঃ হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! মেয়েদের উপর সবচাইতে বেশী হক কাহার ? তিনি এরশাদ করিলেন, তাহার স্বামীর। আমি প্রশ্ন করিলাম, পুরুষের উপর সবচাইতে বেশী হক কাহার ? তিনি বলিলেন, তাহার মায়ের। (মুসতাদরাকে হাকেম)

৩৪. মা "মুশরেকা" হইলেও মায়ের সহিত ভালো ব্যবহার করিতে হইবে

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : قَدِمَتْ عَلَىَّ أُمِّىْ وَهِىَ مُشْرِكَةٌ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ : إِنَّ أُمِّىْ قَدِمَتْ وَهِىَ رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِلُ أُمِّىْ؟ قَالَ: "نَعَمْ، صِلِىْ أُمَّكِ. رواه

البخارى، باب الهدية للمشركين، رقم: ۲۶۲۰

অর্থ ঃ হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) এর যুগে, আমার মা যিনি মুশরেকা ছিলেন (মক্কা হইতে সফর করিয়া) আমার কাছে (মদীনায়) আসিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার মা আসিয়াছেন এবং তিনি আমার সাথে দেখা করিতে চাহিতেছেন। আমি কি আমার মায়ের সহিত ভালো ব্যবহার করিতে পারিব ? তিনি এরশাদ করিলেন, হাঁ, নিজের মায়ের সাথে ভালো ব্যবহার কর। (বুখারী)

৩৫. নিকৃষ্টতম সুদ কি ?

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ
وَأَرْبَى الرِّبَا اسْتِطَالَتُهُ الرَّجُلِ فِىْ عِرْضِ أَخِيْهِ

(وهو بعض الحديث رواه الطبرانى فى الأوسط وهو حديث صحيح، الجامع الصغير ٢/٢٢

অর্থ ঃ হযরত বারা ইবনে আযেব (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, নিকৃষ্টতম সুদ হইল আপন মুসলমান ভাইয়ের ইজ্জত নষ্ট করা। (অর্থাৎ তাহার ইজ্জতের ক্ষতি করা, যেমন গীবত করা, তুচ্ছ মনে করা, লাঞ্ছিত করা ইত্যাদি ইত্যাদি।) (তাবারানী, জামে সগীর)

ব্যাখ্যা ঃ মুসলমানের ইজ্জত নষ্ট করাকে নিকৃষ্টতম সুদ এইজন্য বলা হইয়াছে যে, যেভাবে সুদের মধ্যে অন্যের মাল অবৈধ পদ্ধতিতে লইয়া, তাহার ক্ষতি করা হইয়া থাকে, এমনিভাবে মুসলমানের ইজ্জত নষ্ট করিবার মধ্যে, তাহার মান-মর্যাদার ক্ষতি করা হইয়া থাকে। আর যেহেতু মুসলমানের ইজ্জত ও মানমর্যাদা তাহার ধন-সম্পদ হইতে বেশী দামী জিনিস, এই জন্য ইজ্জত নষ্ট করাকে, নিকৃষ্টতম সুদ বলা হইয়াছে। (ফয়জুল কাদীর, বযলুল মজহুদ)

৩৬. কোন আমল নামাজ, রোযা ও ছদকা হইতে শ্রেষ্ঠ?

عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلٰوةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوْا: بَلٰى، قَالَ: صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِىَ الْحَالِقَةُ. رواه

الترمذى وقال: هذا حديث صحيح، باب فى فضل صلاح ذات البين رقم: ٢٥٠٩

অর্থ ঃ হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আমি কি তোমাদিগকে নামাজ-রোজা ও দান-সদকা হইতে উত্তম মর্যাদার জিনিস কি তাহা বলিয়া দিব না? সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, অবশ্যই এরশাদ করুন। তিনি এরশাদ করিলেন, পরস্পর একতা প্রতিষ্ঠা করা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, (অর্থাৎ পরস্পর ঝগড়া বিবাদ মিটাইয়া দেওয়া সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ) কেননা পরস্পর মতানৈক্য (দ্বীনকে) মুন্ডাইয়া দেয়। অর্থাৎ, যেমন ক্ষুর দ্বারা, মাথার চুল একেবারে পরিষ্কার হইয়া যায়। তদ্রুপ পরস্পর ঝগড়া বিবাদের দ্বারা, দ্বীন ধ্বংস হইয়া যায়। (তিরমিযী)

৩৭. সন্ধির প্রয়োজনে মিথ্যা বলিলেও মিথ্যা বলিবার গুনাহ হইবে না

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أُمِّهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: لَمْ يَكْذِبْ مَنْ نَمٰى بَيْنَ اثْنَيْنِ لِيُصْلِحَ. رواه أبو داؤد، باب فى إصلاح ذات البين رقم: ٤٩٢

অর্থ ঃ হযরত হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান, আপন মা (রাযিঃ) হইতে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সন্ধি করাইবার জন্য, এক পক্ষ হইতে অপর পক্ষকে মিথ্যা কথা পৌঁছায়, সে মিথ্যা বলে নাই অর্থাৎ তাহার মিথ্যা বলিবার গুনাহ হইবে না। (আবু দাউদ)

৩৮. ক্ষুধার্ত মুসলমানকে খানা খাওয়াইতে হইবে

عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلٰى عُرْىٍ، كَسَاهُ اللهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلٰى جُوْعٍ، أَطْعَمَهُ اللهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقٰى مُسْلِمًا عَلٰى ظَمَإٍ، سَقَاهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ مِنَ الرَّحِيْقِ الْمَخْتُوْمِ. رواه أبوداؤد، باب فى فضل سقى الماء رقم: ١٦٨٢

অর্থ ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে (বস্ত্রহীন অবস্থায়) কাপড় পরাইবে, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে বেহেস্তে সবুজ পোষাক পরাইবেন। যে ব্যক্তি কোন ক্ষুধার্ত মুসলমানকে খানা খাওয়াইবে, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে বেহেস্তে ফলসমূহ খাওয়াইবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে (তৃষ্ণার্ত অবস্থায়) পানি পান করাইবে, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে এমন বিশুদ্ধ শরাব পান করাইবেন যাহার উপর মোহর লাগানো থাকিবে। (আবু দাউদ)

৩৯. আল্লাহ তা'আলা বলিবেন আমি অসুস্থ ছিলাম

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ اٰدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِىْ، قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُوْدُكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ، قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِىْ فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ، لَوَجَدْتَنِىْ عِنْدَهُ؟ يَا ابْنَ اٰدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِىْ، قَالَ يَا رَبِّ وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ، قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِىْ فُلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذٰلِكَ عِنْدِى؟ يَا ابْنَ اٰدَمَ! اِسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِىْ، قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيْكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ، قَالَ: اِسْتَسْقَاكَ عَبْدِىْ فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَسْقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذٰلِكَ عِنْدِىْ. رواه مسلم، باب فضل عيادة المريض، رقم: ٦٥٥٦

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন যে, নবী কারীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন বলিবেন, হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ হইয়াছি; তুমি আমাকে দেখিতে যাও নাই ? বান্দা আরজ করিবে, হে আমার রব! আমি কিভাবে আপনাকে দেখিতে যাইতাম; আপনি রাব্বুল আলামীন (অসুস্থতার দোষ-ত্রুটি হইতে পবিত্র?) আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, তোমার কি জানা ছিল না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল, তুমি তাহাকে দেখিতে যাও নাই। তোমার কি জানা ছিল না যে, তুমি যদি তাহাকে দেখিতে যাইতে, তবে আমাকে তাহার কাছে পাইতে? হে আদম সন্তান! আমি তোমার নিকট খানা চাহিয়াছি; তুমি আমাকে খানা খাওয়াও নাই? বান্দা আরজ করিবে, হে আমার রব! আমি আপনাকে কিভাবে খানা খাওয়াইতাম, আপনি তো রাব্বুল আলামীন ? আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, তোমার কি জানা ছিল না যে, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট খানা চাহিয়াছিল, তুমি তাহাকে খানা খাওয়াও নাই। তোমার কি জানা ছিল না যে, তুমি যদি তাহাকে খানা খাওয়াইতে, তবে উহার আজর ও সওয়াব আমার নিকট হইতে পাইতে ? হে আদম সন্তান! আমি তোমার নিকট পানি চাহিয়া ছিলাম, তুমি আমাকে পানি পান করাও নাই। বান্দা আরজ করিবে, হে আমার রব! আমি আপনাকে কিভাবে পানি পান করাইতাম; আপনি তো রাব্বুল আলামীন? আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট পানি চাহিয়াছিল, তুমি তাহাকে পান করাও নাই। যদি তুমি তাহাকে পানি পান করাইতে, তবে তুমি উহার আজর ও সওয়াব আমার কাছ হইতে পাইতে। (মুসলিম)

৪০. নিজের চরিত্রকে ভালো বানাইলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জান্নাতের সর্বচ্চ স্তরে একটি ঘরের দ্বায়িত্ব গ্রহণ করিবেন

عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنَا زَعِيْمٌ بِبَيْتٍ فِىْ رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَبِبَيْتٍ فِىْ وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، وَبِبَيْتٍ فِىْ أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ. رواه أبوداؤد، باب فى حسن الخلق، رقم: ۴۸۰۰

অর্থ ঃ হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) বলেন যে, নবী কারীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আমি ঐ ব্যক্তির জন্য বেহেস্তের কিনারায়, একটি ঘরের দায়িত্ব লইতেছি, যে ন্যায়ের উপর থাকিয়াও ঝগড়া ছাড়িয়া দেয়, ঐ ব্যক্তির জন্য বেহেস্তের মধ্যখানে একটি ঘরের দায়িত্ব লইতেছি, যে ঠাট্টা বিদ্রুপের মধ্যেও মিথ্যা কথা না বলে আর ঐ ব্যক্তির জন্য বেহেস্তের সর্বোচ্চ স্তরে একটি ঘরের দায়িত্ব লইতেছি, যে নিজের চরিত্রকে ভাল বানাইয়া লয়। (আবু দাউদ)

৪১. ঋণ পরিশোধের সামর্থ থাকা সত্ত্বেও পরিশোধ না করিয়া মৃত্যু বরণ করিলে কঠিন শাস্তি

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَحْشٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوْسًا بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ حَيْثُ يُوْضَعُ الْجَنَائِزُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَيْنَا، فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَصَرَهُ قِبَلَ السَّمَاءِ، فَنَظَرَ ثُمَّ طَأْطَأَ بَصَرَهُ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلٰى جَبْهَتِهِ قَالَ: سُبْحَانَ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَاذَا نَزَلَ مِنَ التَّشْدِيْدِ قَالَ فَسَكَتْنَا يَوْمَنَا وَلَيْلَتَنَا فَلَمْ نَرَ إِلَّا خَيْرًا حَتّٰى أَصْبَحْنَا، قَالَ مُحَمَّدٌ: فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا التَّشْدِيْدُ الَّذِىْ نَزَلَ؟ قَالَ فِى الدَّيْنِ، وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَوْ اَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ عَاشَ ثُمَّ قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ عَاشَ ثُمَّ قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ عَاشَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يُقْضٰى دَيْنُهٗ. رواه أَحْمَدُ، شَرْحُ السُّنَّةِ، مشكوة ص ٢٥٣

অর্থ ঃ হযরত মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ (রাঃ) বলেন, একদা আমরা মসজিদের সামনের খোলা জায়গায় বসা ছিলাম, যেখানে জানাযা রাখা হইত। নবী করীম (সাঃ) আমাদের মধ্যে বসা ছিলেন। তিনি আকাশপানে চোখ উঠাইলেন, অতঃপর দৃষ্টি অবনমিত করিয়া, কপালে হাত রাখিয়া, বলিলেন, সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ!! কি কঠোরতা অবতীর্ণ হইল। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা একদিন কিংবা এক রাত চুপই রহিলাম। এই সময়ের মধ্যে সব ভালই দেখিলাম। নবী করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি কঠোরতা অবতীর্ণ হইয়াছে? তিনি বলিলেন, ঋণ সম্পর্কে কঠোরতা (ওহী মারফত) অবতীর্ণ হইয়াছে। ঐ আল্লাহর কসম, যাহার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ রাস্তায় শহীদ হয় এবং পুনরায় জীবন লাভ করে, এভাবে পুনরায় শহীদ হয় এবং পুনরায় জীবন লাভ করে এবং আবারো যদি শহীদ হয় এবং পুনরায় জীবন লাভ করে কিন্তু তাহার পরও সে বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে না, যদি তাহার ঋণ থাকে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার (পক্ষ) হইতে সেই ঋণ পরিশোধ করা না হয়। (আহ্মাদ, শরহে সুন্নাহ, মিশকাত)

ব্যাখ্যা ঃ যাহারা ঋণ পরিশোধ না করে, তাহাদের এই বর্ণনাটি হইতে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ।

সহী নিয়ত

কুরআনের বাণী ঃ

১. বিশুদ্ধ এবাদত একমাত্র আল্লাহরই যোগ্য

إِنَّآ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ۝ أَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ط

অর্থ ঃ আমি এই কিতাবটি সঠিকভাবে আপনার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি, সুতরাং আপনি খাঁটি বিশ্বাসে আল্লাহর এবাদত করিতে থাকুন। স্মরণ রাখুন বিশুদ্ধ এবাদত একমাত্র আল্লাহরই যোগ্য। (সূরা ঃ আয্ যুমার, আয়াত ঃ ২-৩)

২. এবাদতকে আল্লাহর জন্য খাঁটি রাখিতে হইবে

قُلْ إِنِّيْٓ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ۝

অর্থ ঃ আপনি বলিয়া দিন, আমি আদিষ্ট হইয়াছি যে, এইরূপে আল্লাহর এবাদত করি, যেন তাঁহারই উদ্দেশ্যে এবাদতকে খাঁটি রাখি। (সূরা ঃ আয্-যুমার, আয়াত ঃ ১১)

৩. এখলাসের সাথে একনিষ্ঠ ভাবে আল্লাহর এবাদত করিতে হইবে

وَمَآ أُمِرُوْٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ لا حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ۝

অর্থ ঃ তাহাদেরকে ইহা ছাড়া (আর) কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তাহারা এখলাসের সাথে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর এবাদত করিবে, নামাজ কায়েম করিবে এবং যাকাত আদায় করিবে। ইহাই সঠিক ধর্ম। (সূরা ঃ আল-বাইয়্যেনাহ, আয়াত ঃ ৫)

৪. আল্লাহর এবাদতে কাহাকেও শরীক করা যাইবে না

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾

অর্থ ঃ আপনি (ইহাও) বলিয়া দিন, আমি তো তোমাদেরই মত মানুষ, আমার নিকট কেবল ওহী আসে যে, তোমাদের মা'বুদ হইতেছেন একক, সুতারাং যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভের আকাঙ্ক্ষা রাখে, তবে সে যেন নেক কাজ কারিতে থাকে এবং আল্লাহর এবাদতে অপর কাহাকেও শরীক না করে। (সূরা ঃ আল-কাহফ, আয়াত ঃ ১১০)

৫. কুরবানীর গোশত বা রক্ত নয়, আল্লাহর কাছে পৌছে আমাদের তাক্ওয়া

لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ ۚ

অর্থ ঃ আল্লাহ তা'আলার সমীপে না উহাদের গোশত পৌঁছে, আর না উহাদের রক্ত বরং তাঁহার নিকট তোমাদের তাকওয়া পৌঁছিয়া থাকে। (সূরা ঃ আল হজ্জ, আয়াত ঃ ৩৭)

৬. কেবল আল্লাহর সাহায্যে ধৈর্য ধারণ করিতে হইবে

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٧﴾

অর্থ ঃ আর আপনি ধৈর্য ধারণ করুন এবং আপনার ধৈর্যধারণ হইবে কেবল আল্লাহর তা'আলার সাহায্যে, আর তাহাদের (বিরোধিতার) উপর দুঃখিত হইবেন না এবং তাহারা যে সমস্ত চক্রান্ত করিতেছে উহার দরুণ সংকীর্ণমনা হইবেন না। (সূরা আল নাহল, আয়াত ঃ ১২৭)

৭. যে ব্যক্তি আখেরাতের ফসল চায় আল্লাহ তাহার ফসল বৃদ্ধি করিয়া দিবেন

مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۖ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ ﴿٢٠﴾

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আখেরাতের ফসল চায়, আমি তাহার ফসল বৃদ্ধি করিয়া দিব, আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ফসলের কামনা করে, আমি তাহাকে কিঞ্চিত দুনিয়া দিয়া দিব, কিন্তু আখেরাতে সে কিছুই পাইবেনা। (সূরা শূরা, আয়াত ঃ ২০)

৮. সেই দিনকে ভয় করিতে হইবে যেদিন কেহ কাহারও কোন কাজে আসিবে না

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٤٨﴾

অর্থ ঃ তোমরা সেই দিনকে ভয় কর, যেদিন কেহ কাহারও কোন কাজে আসিবে না। কাহারও সুপারিশ গ্রহণ করা হইবে না। কাহারও নিকট হইতে বিনিময় গৃহীত হইবে না এবং তাহারা কোন প্রকার সাহায্য প্রাপ্ত হইবে না। (সূরা ঃ আল-বাক্বারা, আয়াত ঃ ৪৮)

৯. কেহ অণু পরিমাণ সৎ কাজ বা অসৎ কাজ করিলে সে তাহা দেখিবে

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ﴿٨﴾

অর্থ ঃ কেহ অণু পরিমাণ সৎকাজ করিলে সে তাহা দেখিবে এবং কেহ অণু পরিমাণ অসৎ কাজ করিলে সে তাহাও দেখিবে। (সূরা ঃ আয্-যিলযাল, আয়াত ঃ ৭-৮)

১০. এখলাসের পুরস্কার আল্লাহর নিকটই রহিয়াছে

وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٤٥﴾

অর্থ ঃ আমি তোমাদের নিকট ইহার জন্য কোন প্রতিদান চাহি না, আমার পুরস্কারতো জগত সমূহের প্রতিপালকের নিকটই রহিয়াছে। (সূরা ঃ শু'আরা, আয়াত ঃ ১৪৫)

১১. নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারীকে পছন্দ করেন না অহংকার করা যাইবে না

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ﴿١٨﴾

অর্থ ঃ অহংকারের বশবর্তী হইয়া তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করিও না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে বিচরণ করিওনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন অহংকারীকে পছন্দ করেননা। (সূরা ঃ লোকমান, আয়াত ঃ ১৮)

১২. নীচু স্বরে কথা বলিতে হইবে

وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ۝١٩

অর্থ ঃ আর পদচারণায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করিবে এবং নীচু স্বরে কথা বলিবে। নিঃসন্দেহে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা কর্কশ। (সূরা ঃ লোকমান, আয়াত ঃ ১৯)

হাদীসের বাণী ঃ

১. নিশ্চয়ই কর্মের প্রতিফল নিয়তের উপরই নির্ভরশীল

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَانَوٰى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِه فَهِجْرَتُهٗ إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ إِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوِامْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهٗ إِلٰى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. رواه البخارى، باب النية فى الإيمان، رقم: ٦٦٨٩

অর্থ ঃ হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) বলেন, আমি নবী করীম (সাঃ) কে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, নিশ্চয়ই কর্মের প্রতিফল নিয়তের উপরই নির্ভরশীল।

আর মানুষ উহাই পাইবে যাহার সে নিয়ত করিবে। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার রাসূলের জন্য হিজরত করিল অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার রাসুলের রেজামন্দী ব্যতিত তাহার হিজরতের অন্য কোন কারণ ছিল না তবে তাহার হিজরত আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার রাসূলের জন্যই হইবে। অর্থাৎ এই হিজরতের জন্য সে নেকী পাইবে। আর যে ব্যক্তি কোন দুনিয়াবী স্বার্থ অথবা কোন নারীকে সাদী করিবার জন্য হিযরত করিল (তাহার হিজরত আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার রাসূলের জন্য হইবে না, বরং) অন্য যে উদ্দেশ্য ও নিয়তে সে হিজরত করিয়াছে, (আল্লাহ তা'আলার নিকটেও) তাহার হিজরত ঐ উদ্দেশ্যের জন্যই ধার্য্য হইবে। (বুখারী)

২. আল্লাহ তা'আলা সমস্ত আমলের মধ্যে শুধু এখলাস ওয়ালা আমলকে কবুল করেন

عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِنَّ اللّٰهَ لَايَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِىَ بِهِ وَجْهُهُ، رواه النسائى، باب من غزا يلتمس الأجر والذكر، رقم : ٣١٤٢

অর্থ ঃ হযরত আবু উমামাহ বাহেলী (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত আমলের মধ্য হইতে শুধু সেই আমলকেই কবুল করেন, যাহা এখলাসের সহিত করা হইয়াছে এবং উহাতে শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার রেজামন্দী উদ্দেশ্য হয়। (নাসাঈ)

৩. কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা মানুষের সোপর্দ করিয়া দেন

عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ قَالَ : كَتَبَ مُعَاوِيَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ إِلٰى عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنِ اكْتُبِىْ إِلَىَّ كِتَابًا تُوْصِيْنِىْ فِيْهِ وَلَا تُكْثِرِىْ عَلَىَّ، قَالَ : فَكَتَبَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا إِلٰى مُعَاوِيَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ : سَلَامٌ عَلَيْكَ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللّٰهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللّٰهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللّٰهِ وَكَلَهُ اللّٰهُ إِلَى النَّاسِ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ. رواه الترمذى باب منه عاقبة من التمس رضا الناس ... رقم : ٢٤١٤

অর্থ ঃ মদীনা মুনাওয়ারার এক ব্যক্তি বলেন, হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ) হযরত আয়েশা (রাযিঃ)-এর নিকট চিঠি লিখিলেন যে, আপনি আমাকে কোন নসীহত লিখিয়া পাঠান যাহা ছোট হয়, বেশী বড় যেন না হয়। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) সালামে মাসনূন ও হামদ ও ছানার পর লিখিলেন, আমি নবী করীম (সাঃ) কে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি লোকদেরকে নারাজ করিবার চিন্তা ছাড়িয়া, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির খোঁজে লাগিয়া যায়, আল্লাহ তা'আলা মানুষের নারাজীর ক্ষতি হইতে, তাহাকে বাঁচাইয়া দিবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নারাজীর চিন্তা ছাড়িয়া দিয়া, মানুষকে রাজী করিবার পিছনে লাগিয়া যায়, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে মানুষের হাওলা করিয়া দেন। ওয়াসসালামু আলাইকা। (তিরমিযী)

৪. শুধু তাহাজ্জুদ নামাজ পড়িবার নিয়ত করিয়া ঘুমাইলে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়িবার সওয়াব পাওয়া যায়

عَنْ اَبِىْ الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: مَنْ اَتٰى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِىْ اَنْ يَقُوْمَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتّٰى اَصْبَحَ، كُتِبَ لَهُ مَا نَوٰى، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ. رواه النسائى، باب من اتى فراشه .... رقم: ١٧٨٨

অর্থ ঃ হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি (ঘুমাইবার জন্য) নিজের বিছানায় আসে এবং তাহার নিয়ত এই হয় যে, রাত্রে উঠিয়া তাহাজ্জুদ নামাজ পড়িবে। কিন্তু ঘুম বেশী হওয়ার কারণে সকালেই চোখ খুলে। তাহার জন্য তাহাজ্জুদ নামাজ পড়িবার সওয়াব লিখিয়া দেওয়া হয় এবং তাহার ঘুম তাহার রবের পক্ষ হইতে তাহার জন্য হাদীয়া স্বরূপ হয়। (নাসাঈ)

৫. কাহারা অন্ধকারে বাতি স্বরূপ?

عَنْ ثَوْبَانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: طُوْبٰى لِلْمُخْلِصِيْنَ، اُولٰٓئِكَ مَصَابِيْحُ الدُّجٰى، يَتَجَلّٰى عَنْهُمْ كُلُّ فِتْنَةٍ ظَلْمَاءَ.

رواه البيهقى فى شعب الايمان ٥/٣٤٣

অর্থ ঃ হযরত সওবান (রাযিঃ) বলেন যে, আমি নবী করীম (সাঃ)-কে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, এখলাস ওয়ালাদের জন্য সুসংবাদ, তাহার অন্ধকারে বাতি স্বরূপ। তাহাদের দ্বারা কঠিন হইতে কঠিনতর ফেৎনা দূর হইয়া যায়। (বাইহাকী)

৬. ঈমান হইল এখলাছ

عَنْ اَبِىْ فِرَاسٍ رَحِمَهُ اللهُ رَجُلٍ مِنْ اَسْلَمَ قَالَ: نَادٰى رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا الْاَيْمَانُ قَالَ: اَلْاِخْلَاصُ. (وهو جزء من الحديث) رواه البيهقى فى شعب الايمان ٥/٣٤٢

অর্থ ঃ আসলাম গোত্রীয় হযরত আবু ফেরাস (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি উচ্চস্বরে প্রশ্ন করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঈমান কি? তিনি এরশাদ করিলেন, ঈমান হইল এখলাস। (বাইহাকী)

৭. কোন আমল আল্লাহ তা'আলার গোস্বাকে শীতল করিয়া দেয়

عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ. (وهو طرف من الحديث) رواه الطبرانى فى الكبير وإسناده حسن، مجمع الزوائد

অর্থ ঃ হযরত আবু উমামাহ (রাযিঃ) নবী করীম (সাঃ) এর এরশাদ বর্ণনা করেন যে, গোপনে সদকা করা আল্লাহ তা'আলার গোস্বাকে শীতল করিয়া দেয়। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

৮. গোপন শিরক কি ?

عَنْ طَاؤُوْسٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّىْ أَقِفُ الْمَوَاقِفَ أُرِيْدُ وَجْهَ اللّٰهِ، وَأُحِبُّ أَنْ يُرٰى مَوْطِنِىْ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا حَتّٰى نَزَلَتْ عَلَيْهِ هٰذِهِ الْاٰيَةُ (فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا). تفسير ابن كثير ٣/١١٤

অর্থ ঃ হযরত তাউস (রহঃ) বর্ণনা করেন, একজন সাহাবী (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! আমি কোন সময়, কোন নেক কাজের জন্য উঠি এবং উহাতে আল্লাহ তা'আলাকে রাজী করাই আমার উদ্দেশ্য থাকে, কিন্তু উহার সাথে সাথে দিলে এই বাসনাও হয় যে, লোকেরা আমার আমল দেখুক। তিনি ইহা শুনিয়া চুপ রহিলেন। অবশেষে এই আয়াত নাযিল হইল -

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا.

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আপন রবের সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা রাখে (এবং তাঁহার প্রিয় হইতে চায়), সে যেন নেককাজ করিতে থাকে এবং আপন রবের এবাদতে কাহাকেও শরীক না করে।(সূরা ঃ আল-কাহাফ, আয়াত ঃ ১১০)

ব্যাখ্যা ঃ যদি আমল আল্লাহ তা'আলা জন্যই হয়, কিন্তু যদি উহার সহিত, নফসের কোন উদ্দেশ্যও জড়িত থাকে তবে ইহাও এক প্রকার গোপন শিরক, যাহা মানুষের আমলকে বরবাদ করিয়া দেয়। (তফসীরে ইবনে কাসীর)

৯. হারানো জিনিসের উপর প্রথমেই ধৈর্য ধারণ করিবার ফজীলত

عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : يَقُوْلُ اللهُ سُبْحَانَهُ : ابْنَ اٰدَمَ إِنْ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْاَوْلٰى، لَمْ أَرْضَ لَكَ ثَوَابًا دُوْنَ الْجَنَّةِ. رواه ابن ماجة، باب ماجاء فى الصبر على المصيبة، رقم : ١٥٩٧

অর্থ ঃ হযরত আবু উমামাহ (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) একটি হাদীসে কুদসী বর্ণনা করিয়াছেন যে, হে আদমের সন্তান! যদি তুমি (কোন জিনিস হারানোর উপর) প্রথম বারেই ধৈর্য্য ধারণ কর এবং নেকীর আশা রাখ, তবে আমি তোমার জন্য বেহেস্তের চেয়ে কম কোন বিনিময়ের উপর রাজী হইব না। (ইবনে মাজাহ)

১০. আল্লাহর জন্য স্ত্রীর মুখে লোকমা দেওয়াও সওয়ায়াবের কাজ

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِىْ وَقَّاصٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِىْ بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتّٰى مَا تَجْعَلُ فِىْ فَمِ امْرَأَتِكَ. رواه البخارى، باب ماجاء أن الأعمال بالنية والحسبة، رقم : ٥٦

অর্থ ঃ হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, তুমি যাহা কিছু আল্লাহ তা'আলাকে রাজী করিবার জন্য খরচ কর, তোমাকে অবশ্যই উহার সওয়াব দেওয়া হইবে। এমনকি আপন স্ত্রীর মুখে যে লোকমা দাও (উহার উপরও তোমাকে সওয়াব দেওয়া হইবে)।

১১. মারা যাওয়া ৩ (তিন) সন্তানের ধৈর্য ধারণ কারিণী মা জান্নাতে প্রবেশ করিবে

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لِنِسْوَةٍ مِنَ الْاَنْصَارِ : لَا يَمُوْتُ لِإِحْدَاكُنَّ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبَهُ، إِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ : أَوِ اثْنَانِ؟ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ : أَوِ اثْنَانِ. رواه مسلم، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه، رقم : ٦٦٩٨

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) আনসারী মহিলাদের উদ্দেশ্যে এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের মধ্য হইতে যাহারই ৩ (তিন) জন সন্তান ইন্তিকাল করিবে, আর সে উহার উপর আল্লাহ তা'আলার নিকট সওয়াবের আশা রাখিবে, সে নিঃসন্দেহে বেহেস্তে প্রবেশ করিবে। তাহাদের মধ্য হইতে একজন মহিলা জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! যদি দুইজন সন্তান ইন্তিকাল করে তিনি এরশাদ করিলেন, যদি দুই সন্তান ইন্তিকাল করে তবুও এই সওয়াব হইবে। (মুসলিম)

১২. প্রিয়জনের ইন্তিকালে সবরকারী বান্দাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى لِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ إِذَا ذَهَبَ بِصَفِيِّهِ مِنْ أَهْلِ الْاَرْضِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ وَقَالَ مَا أُمِرَ بِهِ، بِثَوَابٍ دُوْنَ الْجَنَّةِ. رواه النسائى، باب ثواب من صبر واحتسب، رقم : ١٨٤٢

অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা যখন মুমিন বান্দার কোন প্রিয়জনকে লইয়া যান, আর সে উহার উপর ধৈর্য ধারণ করিয়া সওয়াবের আশা রাখে এবং যে কথা বলার হুকুম করা হইয়াছে তাহাই বলে (যেমন اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ বলে) আল্লাহ তা'আলা তাহার জন্য বেহেস্তের চেয়ে কম কোন বিনিময়ের উপর রাজী হইবেন না। (নাসাঈ)

১৩. সামান্যতম লোক দেখানো ও শিরক

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمًا إِلٰى مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَوَجَدَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَاعِدًا عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْكِىْ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيْكَ؟ قَالَ: يُبْكِيْنِىْ شَيْئٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ يَسِيْرَ الرِّيَاءِ شِرْكٌ، وَإِنَّ مَنْ عَادٰى لِلّٰهِ وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَ اللّٰهَ بِالْمُحَارَبَةِ، إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْاَبْرَارَ الْاَتْقِيَاءَ الْاَخْفِيَاءَ، الَّذِيْنَ إِذَا غَابُوْا لَمْ يُفْتَقَدُوْا، وَإِذَا حَضَرُوْا لَمْ يُدْعَوْا وَلَمْ يُعْرَفُوْا، قُلُوْبُهُمْ مَصَابِيْحُ الْهُدٰى، يَخْرُجُوْنَ مِنْ كُلِّ غَبْرَاءَ مُظْلِمَةٍ.

رواه ابن ماجة باب من ترجى له السلامة من الفتن، رقم: ٣٩٨٩

অর্থ ঃ হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) বলেন যে, তিনি একদিন মসজিদে নববীতে যাইয়া দেখিলেন, হযরত মুয়াজ (রাযিঃ) নবী করীম (সাঃ) কবর মুবারকের নিকট বসিয়া কাঁদিতেছেন। হযরত ওমর (রাযিঃ) প্রশ্ন করিলেন, আপনি কেন কাঁদিতেছেন ? তিনি বলিলেন, একটি কথার কারণে আমার কান্না আসিতেছে, যাহা আমি নবী করীম (সাঃ) এর নিকট হইতে শুনিয়াছিলাম। তিনি এরশাদ করিয়াছেন, সামান্যতম লোক দেখানোও শিরক। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার কোন বন্ধুর সহিত শত্রুতা করিল, সে আল্লাহ তা'আলাকে যুদ্ধের আহবান জানাইল। আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা এমন লোকদেরকে মহব্বত করেন, যাহারা নেক হয়, আল্লাহ ভীরু হয় এবং এমনভাবে গোপন হইয়া থাকে যে, অনুপস্থিত হইলে খোঁজ করা হয় না, আর যদি উপস্থিত থাকে, তবে না তাহাদিগকে ডাকা হয়, আর না তাহাদিগকে কেহ চিনিতে পারে। তাহাদের অন্তর হেদায়াতের উজ্জ্বল বাতি। তাহারা ফেৎনার অন্ধকার তুফান হইতে বাহির হইয়া যায়। (ইবনে মাজাহ)

১৪. ধনী হইয়া গর্ব করিবার জন্য হালাল ভাবে দুনিয়া হাসিল কারীর উপরও আল্লাহ অত্যন্ত নারাজ থাকিবেন

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا مُفَاخِرًا مُكَاثِرًا مُرَائِيًا لَقِىَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا، اِسْتِعْفَافًا عَنِ الْمَسْأَلَةِ، وَسَعْيًا عَلٰى عِيَالِهِ، وَتَعَطُّفًا عَلٰى جَارِهِ، لَقِىَ اللّٰهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ. رواه البيهقى فى شعب الإيمان ٧/٢٩٨

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি অন্যদের উপর গর্ব করিবার জন্য, ধনী হওয়ার জন্য, খ্যাতির জন্য দুনিয়া চাহিবে, যদিও তাহা হালাল উপায়ে হউক, সে আল্লাহ তা'আলার সামনে এমন অবস্থায় উপস্থিত হইবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট থাকিবেন, আর যে ব্যক্তি হালাল উপায়ে এই জন্য দুনিয়া হাসিল করে, যেন অন্যের নিকট সাওয়াল করিতে না হয় এবং নিজ পরিবারের জন্য রুজী উপার্জন হয় এবং প্রতিবেশীদেরকে সাহায্য করিতে পারে, সে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার সহিত এমন অবস্থায় দেখা করিবে যে, তাহার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত চমকাইতে থাকিবে। (বায়হাকী)

১৫. আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করিবেন বয়ানেরঃ উদ্দেশ্য কি ছিল ?

عَنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ عَبْدٍ يَخْطُبُ خُطْبَةً إِلَّا اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ سَائِلُهُ عَنْهَا: مَا أَرَادَ بِهَا؟ قَالَ جَعْفَرُ: كَانَ مَالِكُ بْنُ دِيْنَارٍ إِذَا حَدَّثَ هٰذَا الْحَدِيْثَ بَكٰى حَتّٰى يَنْقَطِعَ ثُمَّ يَقُوْلُ: يَحْسَبُوْنَ أَنَّ عَيْنِىْ تَقَرُّ بِكَلَامِىْ عَلَيْكُمْ، فَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ سَائِلِىْ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا أَرَدْتَ بِهِ. رواه البيهقى ٢/٢٨٧

অর্থ ঃ হযরত হাসান (রহঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে বান্দা বয়ান করে, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে অবশ্যই সেই বয়ান সম্পর্কে প্রশ্ন করিবেন যে, এই বয়ানের দ্বারা তাহার উদ্দেশ্য এবং নিয়ত কি ছিল ?

হযরত জাফর (রহঃ) বলিয়াছেন যে, হযরত মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) যখন এই হাদীস বর্ণনা করিতেন, তখন এত ক্রন্দন করিতেন যে, তাহার কণ্ঠ বন্ধ হইয়া যাইত। অতঃপর বলিতেন, লোকেরা মনে করে, তোমাদের সামনে বয়ান করার দ্বারা আমার চক্ষু শীতল হয়। আমি জানি যে, কেয়ামতের দিন অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা আমাকে প্রশ্ন করিবেন যে, এই বয়ান করিবার দ্বারা তোমার কি উদ্দেশ্য ছিল? (বায়হাকী)

১৬. লোকদের খুশী করিবার জন্য, আল্লাহ তা'আলাকে নারাজ করিবার ফলাফল

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ أَسْخَطَ اللّٰهَ فِىْ رِضَى النَّاسِ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِ، وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ مَنْ أَرْضَاهُ فِىْ سَخَطِهٖ، وَمَنْ أَرْضَى اللّٰهَ فِىْ سَخَطِ النَّاسِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، وَأَرْضٰى عَنْهُ مَنْ أَسْخَطَهٗ فِىْ رِضَاهُ حَتّٰى يَزِيْنَهُ وَيَزِيْنَ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ فِىْ عَيْنِهِ.

رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح غير يحيى بن سليمان الجعفى، وقد وثقه الذهبى فى اخر ترجمة يحيى بن سليمان الجعفى، مجمع الزوائد ١٠/٣٨٦

অর্থ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি লোকদেরকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য, আল্লাহ তা'আলাকে অসন্তুষ্ট করে, আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রতি নারাজ হন এবং আল্লাহ তা'আলাকে নারাজ করিয়া যাহাদিগকে খুশী করিয়াছিল তাহাদিগকেও নারাজ করিয়া দেন।

আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে খুশী করার জন্য লোকদেরকে নারাজ করে, আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া যান এবং আল্লাহ তা'আলাকে খুশী করার জন্য যাহাদিগকে নারাজ করিয়াছিল, তাহাদিগকেও খুশী করিয়া দেন।

এমনকি ঐ সমস্ত নারাজ লোকদের দৃষ্টিতে তাহাকে উত্তম করিয়া দেন এবং সেই ব্যক্তির কথা ও আমলকে তাহাদের দৃষ্টিতে শোভনীয় করিয়া দেন। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

১৭. কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম, লোক দেখানো শহীদকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ، رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ، فَأُتِىَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَتَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيْكَ؟ حَتّٰى اسْتُشْهِدْتُ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلٰكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِاَنْ يُقَالَ جَرِىْءٌ، فَقَدْ قِيْلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى أُلْقِىَ فِى النَّارِ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْاٰنَ، فَأُتِىَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيْكَ الْقُرْاٰنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلٰكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيْلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى أُلْقِىَ فِى النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهٖ، فَأُتِىَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيْلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيْهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيْهَا لَكَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلٰكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيْلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ثُمَّ أُلْقِىَ فِى النَّارِ. رواه مسلم، باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار، رقم: ٤٩٢٣

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আমি নবী করীম (সাঃ) কে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাহাদের বিরুদ্ধে রায় দেওয়া হইবে, তাহাদের মধ্যে একজন সেই ব্যক্তিও হইবে, যাহাকে শহীদ করা হইয়াছে। এই ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে আনা হইবে। আল্লাহ তা'আলা আপন নেয়ামতসমূহ স্মরণ করাইবেন, যাহা তাহাকে দেয়া হইয়াছিল। সে উহা স্বীকার করিবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, তুমি এই নেয়ামতসমূহ দ্বারা কি কাজ করিয়াছ ? সে বলিবে, আমি আপনাকে রাজী করিবার জন্য লড়াই করিয়াছি, অবশেষে আমাকে

শহীদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, মিথ্যা বলিতেছে। তুমি এইজন্য জেহাদ করিয়াছিলে, যাহাতে লোকেরা তোমাকে বীর বলে। সুতরাং তাহাতো বলা হইয়াছে। অতঃপর তাহাকে হুকুম শুনাইয়া দেওয়া হইবে এবং উপুড় করিয়া টানিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি হইবে, যে এলমে দ্বীন শিখিয়াছে এবং অপরকে শিখাইয়াছে এবং কুরআন শরীফ পড়িয়াছে তাহাকে আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে আনা হইবে। আল্লাহ তা'আলা তাহাকে দেওয়া আপন নেয়ামতসমূহ স্মরণ করাইবেন এবং সে উহা স্বীকার করিবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, তুমি এই সমস্ত নেয়ামত দ্বারা কি কাজ করিয়াছ ? সে বলিবে, আমি আপনাকে রাজী করিবার জন্য এলেম শিখিয়াছি, অন্যকে শিখাইয়াছি এবং আপনার রেজামন্দীর জন্য কুরআন শরীফ পড়িয়াছি, আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, মিথ্যা বলিতেছ, তুমি এলমে দ্বীন এইজন্য পড়িয়াছিলে, যাহাতে লোকেরা তোমাকে আলেম বলিবে এবং কুরআন এইজন্য পড়িয়াছিলে যাহাতে লোকেরা তোমাকে ক্বারী বলে। সুতরাং তাহাতো বলা হইয়াছে। অতঃপর তাহাকে আদেশ শুনাইয়া দেওয়া হইবে এবং উপুড় করিয়া টানিয়া দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে। তৃতীয় সেই ধনবান ব্যক্তি হইবে, যাহাকে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে প্রচুর দৌলত দান করিয়াছেন এবং সর্বপ্রকার মাল দান করিয়াছেন। তাহাকে আল্লাহ তা'আলার সম্মখে আনা হইবে। আল্লাহ তা'আলা তাহাকে আপন নেয়ামতসমূহ স্মরণ করাইবেন এবং সে উহা স্বীকার করিবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, তুমি এই সমস্ত নেয়ামত দ্বারা কি কাজ করিয়াছ ? সে আরজ করিবে, তোমার পছন্দনীয় সকল রাস্তায়, তোমার দেওয়া মাল তোমাকে রাজী করিবার জন্য খরচ করিয়াছিলাম। আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, মিথ্যা বলিতেছ। তুমি মাল এইজন্য খরচ করিয়াছিলে, যাহাতে লোকেরা তোমাকে দানবীর বলে। সুতরাং তাহাতো বলা হইয়াছে। অতঃপর তাহাকে হুকুম শুনাইয়া দেওয়া হইবে এবং উপুড় করিয়া টানিয়া দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে। (মুসলিম)

১৮. ঘোষণা হইবে, আমলের মধ্যে শরীককারী ব্যক্তি যেন যাহাকে আমলের মধ্যে শরীক করা হইয়াছে, উহার সওয়াব, তাহার নিকট হইতে চাহিয়া লয়

عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِىْ فَضَالَةَ الْاَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِذَا جَمَعَ اللّٰهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَوْمٍ لَارَيْبَ فِيْهِ، نَادٰى مُنَادٍ: مَنْ كَانَ أَشْرَكَ فِىْ عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلّٰهِ أَحَدًا، فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ، فَإِنَّ اللّٰهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ومن سورة الكهف، رقم: ٣١٥٤

অর্থ ঃ হযরত আবু সাঈদ ইবনে আবি ফাযালাহ আনসারী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আমি নবী করীম (সাঃ) কে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তা'আলা যখন কেয়ামতের দিন - যাহার আগমনে কোন সন্দেহ নাই - সমস্ত লোকদেরকে একত্র করিবেন, তখন একজন এলানকারী এলান করিবে, যে ব্যক্তি কোন আমলের মধ্যে যাহা সে আল্লাহ তা'আলার জন্য করিয়াছিল এবং তাহার মধ্যে অন্য কাহাকেও শরীক করিয়াছে, সে যেন উহার সওয়াব, যাহাকে সে আমলের মধ্যে শরীক করিয়াছে, তাহার নিকট চাহিয়া লয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা অংশীদারিত্বের মধ্যে সমস্ত অংশীদার হইতে অধিক বেপরওয়া। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ অন্যান্য অংশীদারগণ যেমন অপরের অংশীদারিত্বকে গ্রহণ করিয়া লয় কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কাহারো এরূপ অংশীদারিত্বকে কখনও বরদাস্ত করেন না।

১৯. আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য ছাড়া এলেম শিখিবার শাস্তি

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا لِغَيْرِ اللّٰهِ أَوْ أَرَادَ بِهِ غَيْرَ اللّٰهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب باب فى من يطلب بعلمه الدنيا، رقم: ٢٦٥٥

অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ছাড়া, অন্য কোন উদ্দেশ্যে (যেমন মান সম্মান ধনদৌলত ইত্যাদি অর্জন করিবার উদ্দেশ্যে) এলেম শিখিয়াছে, সে যেন দোযখে আপন ঠিকানা বানাইয়া লয়। (তিরমিযী)

২০. “জুব্বুল হাযানঃ হইতে নাজাত চাহিতে হইবে

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ جُبِّ الْحَزَنِ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا جُبُّ الْحَزَنِ؟ قَالَ: وَادٍ فِىْ جَهَنَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَنْ يَدْخُلُهُ؟ قَالَ الْقُرَّاءُ الْمُرَاؤُوْنَ بِأَعْمَالِهِمْ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء فى الرباء والسمعة، رقم: ٢٣٨٣

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা ‘জুব্বুল হাযান’ হইতে নাজাত চাহিতে থাক। সাহাবা (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন ‘জুব্বুল হাযান’ কি জিনিস ? নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিলেন, জুবুল হাযান হইল জাহান্নামের একটি মাঠ। স্বয়ং জাহান্নাম, উহা হইতে দৈনিক একশতবার, নাজাত চায়। আরজ করা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! উহাতে কাহারা প্রবেশ করিবে? তিনি এরশাদ করিলেন, ঐ সমস্ত কুরআন পাঠকারী, যাহারা লোক দেখানোর জন্য এবাদত করে। (তিরমিযী)

২১. প্রত্যেক ব্যক্তির হিসাব নিকাশ নিয়তের অনুপাতে হইবে

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: بَشِّرْ هٰذِهِ الْأُمَّةَ بِالسَّنَاءِ وَالرِّفْعَةِ وَالنَّصْرِ وَالتَّمْكِيْنِ فِى الْأَرْضِ، وَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الْاٰخِرَةِ لِلدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ نَصِيْبٌ. رواه أحمد ١٣٤/٥

অর্থ ঃ হযরত উবাই ইবনে কা’ব (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, এই উম্মতকে সম্মান, উন্নতি, সাহায্য এবং জমীনের বুকে বিজয়ের সুসংবাদ শুনাইয়া দাও। (এই সমস্ত পুরস্কার তো এই উম্মত দলগত ভাবে পাইবেই। অতঃপর আল্লাহ তা’আলার সহিত প্রত্যেকের হিসাব-নিকাশ, তাহার নিয়তের অনুপাতে হইবে।)সুতরাং যে ব্যক্তি পরকালের কাজকে দুনিয়ার লাভ অর্জনের জন্য করিয়া থাকিবে, পরকালে তাহার কোন অংশ থাকিবে না। (মুসনাদে আহমাদ)

২২. লোক দেখানো নামাজ-রোযা করা শিরক

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ صَلّٰى يُرَائِىْ فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ صَامَ يُرَائِىْ فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِىْ فَقَدْ أَشْرَكَ. (وهو بعض الحديث) رواه أحمد ١٢٦/٤

অর্থ ঃ হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সাঃ) কে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি লোক দেখাইবার জন্য নামাজ পড়িয়াছে সে শির্ক করিয়াছে, যে লোক দেখাইবার জন্য রোজা রাখিয়াছে, সে শিরক করিয়াছে। যে লোক দেখাইবার জন্য সদকা করিয়াছে, সে শিরক করিয়াছে। (মুসনাদে আহমাদ)

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ যাহাদিগকে দেখাইবার জন্য, এই সমস্ত আমল করিয়াছে, তাহাদিগকে আল্লাহ তা'আলার শরীক বানাইয়া লইয়াছে। সুতরাং এই সমস্ত আমল আল্লাহ তা'আলার জন্য থাকে নাই, বরং ঐ সমস্ত লোকদের জন্য হইয়া গিয়াছে, যাহাদিগকে দেখাইবার জন্য করা হইয়াছে এবং এই সমস্ত আমলকারী পুরস্কারের পরিবর্তে শাস্তির উপযুক্ত হইয়া গিয়াছে। (আহমদ)

২৩. রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উম্মতের ব্যাপারে শিরক ও গোপন খাহেশের ভয় করিতেন

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ بَكَىٰ فَقِيْلَ لَهُ : مَا يُبْكِيْكَ؟ قَالَ : شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُهُ، فَذَكَرْتُهُ، فَأَبْكَانِىْ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : أَتَخَوَّفُ عَلٰى أُمَّتِى الشِّرْكَ وَالشَّهْوَةَ الْخَفِيَّةَ، قَالَ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَتُشْرِكُ أُمَّتُكَ مِنْ بَعْدِكَ؟ قَالَ : نَعَمْ، أَمَا إِنَّهُمْ لَا يَعْبُدُوْنَ شَمْسًا، وَلَا قَمَرًا وَلَا حَجَرًا، وَلَا وَثَنًا، وَلٰكِنْ يُرَاؤُوْنَ بِأَعْمَالِهِمْ، وَالشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةُ أَنْ يُصْبِحَ أَحَدُهُمْ صَائِمًا فَتَعْرِضُ لَهُ شَهْوَةٌ مِنْ شَهَوَاتِهِ فَيَتْرُكُ صَوْمَهُ. رواه أحمد ١٢٤/٤

অর্থ ঃ হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রাযিঃ) সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, একদিন তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। লোকেরা তাহার নিকট কান্নার কারণ জানিতে চাহিলে, তিনি উত্তর দিলেন যে, আমার একটি কথা মনে হইয়াছে, যাহা আমি নবী করীম (সাঃ)-কে এরশাদ করিতে শুনিয়াছিলাম। সেই কথা আমাকে কাঁদাইয়াছে। আমি তাঁহাকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আমার উম্মতের ব্যাপারে শিরক ও গোপন খাহেশের ভয় হইতেছে। হযরত শাদ্দাদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ) , আপনার পরে কি আপনার উম্মত শিরকে লিপ্ত হইয়া যাইবে ? তিনি এরশাদ করিলেন, হাঁ, (কিন্তু) তাহারা না সূর্য-চন্দ্রের এবাদত করিবে, আর না কোন পাথর মূর্তির, বরং আপন আমলের মধ্যে রিয়া (অর্থাৎ লোক দেখানো আমল) করিবে। গোপন খাহেশ এই যে, তোমাদের মধ্যে কেহ সকালে রোজা রাখিয়াছে, পরে তাহার সামনে এমন কোন জিনিস আসিয়াছে, যাহা তাহার প্রিয়, উহার কারণে সে নিজের রোজা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। (মুসনাদে আহমাদ)

২৪. শিরক হইতে বাঁচিবার দোয়া কি?

عَنْ أَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ : يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا هٰذَا الشِّرْكَ، فَإِنَّهُ أَخْفٰى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ، فَقَالَ لَهُ مَنْ شَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَقُوْلَ : وَكَيْفَ نَتَّقِيْهِ وَهُوَ أَخْفٰى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : قُوْلُوْا : اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُ. رواه أحمد ٤٠٣/٤

অর্থ ঃ হযরত আবু মূসা আশআরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একদিন নবী করীম (সাঃ) আমাদিগকে বয়ান করিলেন। উহাতে তিনি এরশাদ করিলেন যে, এই শিরক হইতে বাঁচিতে থাক। কেননা ইহা পিপিলিকার চলার আওয়াজ হইতেও অধিক গোপনীয় হয়। এক ব্যক্তির অন্তরে প্রশ্ন জাগিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ), আমরা উহা হইতে কিভাবে বাঁচিব, যখন উহা পিপিলিকার চলার আওয়াজ হইতেও অধিক গোপনীয় ? তিনি এরশাদ করিলেন, ইহা পড়িতে থাক -

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُ.

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট ঐ শিরক হইতে নাজাত চাহিতেছি, যাহা আমরা জানি এবং আপনার নিকট মাফ চাহিতেছি ঐ শিরক হইতে যাহা আমরা জানি না। (মুসনাদে আহমাদ)

২৫. রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আশংকা উম্মত, পেট ও লজ্জাস্থানের খাহেশে লিপ্ত হইবে

عَنْ أَبِىْ بَرْزَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا أَخْشٰى عَلَيْكُمْ شَهَوَاتِ الْغَيِّ فِىْ بُطُوْنِكُمْ وَفُرُوْجِكُمْ وَمُضِلَّاتِ الْهَوٰى. رواه أحمد والبزار والطبرانى فى الثلاثة ورجاله رجال الصحيح لأن أبا الحكم البنانى الرواى عن أبى برزة بينه الطبرانى، فقال: عن أبى الحكم، هو على بن الحكم، وقد روى له البخارى وأصحاب السنن، مجمع الزوائد ١/٤٤٦

অর্থ ঃ হযরত আবু বারযাহ (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের উপর আমার আশঙ্কা হয় যে, তোমরা এমন পথভ্রষ্টকারী খাহেশে লিপ্ত হইয়া যাও, যাহার সম্পর্ক তোমাদের পেট ও লজ্জাস্থানের সাথে রহিয়াছে। (যেমন হারাম খাওয়া, বেহায়াপনা করা ইত্যাদি) আর এমন খাহেশাতে পড়িয়া যাও, যাহা (তোমাদিগকে সত্য পথ হইতে সরাইয়া) অধঃপতনের দিকে লইয়া যায়। (মুসনাদে আহমাদ, বায্যার, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

২৬. নিজের আমলকে লোকের নিকট প্রচার করিবার শাস্তি

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ سَمَّعَ النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمَّعَ اللهُ بِهِ سَامِعَ خَلْقِهِ، وَصَغَّرَهُ، وَحَقَّرَهُ. رواه الطبرانى فى الكبير وأحد أسانيد الطبرانى فى الكبير رجال الصحيح، مجمع الزوائد ١٠/٣٨١

অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সাঃ)-কে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি নিজের আমলকে মানুষের মধ্যে প্রচার করিবে আল্লাহ তা'আলা তাহার রিয়াযুক্ত আমল আপন মাখলুকের কান পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবেন (যে, এই ব্যক্তি রিয়াকার) এবং তাহাকে মানুষের দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট ও হেয় প্রতিপন্ন করিয়া দিবেন। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

২৭. রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সর্বাপেক্ষা বেশী আশংকা করিতেন জিহ্বার আলেমের জন্য

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنِّىْ أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلٰى هٰذِهِ الْأُمَّةِ مُنَافِقٌ عَلِيْمُ اللِّسَانِ. رواه البيهقى فى شعب الإيمان ٢/٢٨٤

অর্থ ঃ হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, এই উম্মতের উপর আমার সর্বাপেক্ষা বেশী আশংকা হয়, সেই মুনাফেকের, যে জিহ্বার আলেম হয়। (অর্থাৎ এলেমের কথা বলে, কিন্তু ঈমান ও আমল হইতে খালি হয়।) (বাইহাকী)

২৮. সেই আমলই কবুল করা হইবে, যাহা শুধু আল্লাহর জন্য করা হইয়াছিল

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُؤْتٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصُحُفٍ مُخَتَّمَةٍ، فَتُنْصَبُ بَيْنَ يَدَىِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى، فَيَقُوْلُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى: أَلْقُوْا هٰذِهٖ وَاقْبَلُوْا هٰذِهٖ، فَتَقُوْلُ الْمَلَائِكَةُ: وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ، مَا رَأَيْنَا إِلَّا خَيْرًا، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ: إِنَّ هٰذَا كَانَ لِغَيْرِ وَجْهِىْ، وَإِنِّىْ لَا أَقْبَلُ الْيَوْمَ إِلَّا مَا ابْتُغِىَ بِهٖ وَجْهِىْ. وَفِىْ رِوَايَةٍ: فَتَقُوْلُ الْمَلَائِكَةُ: وَعِزَّتِكَ، مَا كَتَبْنَا إِلَّا مَا عَمِلَ، قَالَ: صَدَقْتُمْ، إِنَّ عَمَلَهٗ كَانَ لِغَيْرِ وَجْهِىْ، رواه الطبرانى فى الأوسط بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح، رواه البزار، مجمع الزوائد ١٠/٦٣٥

অর্থ ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন মোহরযুক্ত আমলনামা আনা হইবে এবং তাহা আল্লাহ তা'আলার সামনে পেশ করা হইবে। আল্লাহ তা'আলা কোন কোন লোকের আমলনামা সম্পর্কে বলিবেন, ইহা কবুল করিয়া লও। আর কোন কোন লোকের আমলনামা সম্পর্কে বলিবেন, ইহা ফেলিয়া দাও। ফেরেশতাগণ আরজ করিবেন, আপনার ইজ্জত ও বুযুর্গির কসম, আমরা তো এই সমস্ত আমলনামার মধ্যে ভাল ছাড়া অন্য কিছু দেখি নাই। আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, তাহারা এই সমস্ত আমল আমার জন্য করে নাই, আর আমি আজকের দিনে সেই আমলকেই কবুল করিব, যাহা শুধু আমাকে খুশী করিবার জন্য করা হইয়াছিল।

এক বর্ণনায় আছে, ফেরেশতাগণ বলিবেন, আপনার ইজ্জতের কসম, আমরা তো তাহাই লিখিয়াছি, যাহা সে আমল করিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, হে ফেরেশতাগণ, তোমরা সত্য বলিতেছ, কিন্তু তাহার আমলসমূহ আমার রেজামন্দি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে করা হইয়াছিল। (তাবারানী, বাযযার, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

২৯. লোকেরা প্রশংসা করিলেও নেক আমলকারী রিয়াকারী বলিয়া গণ্য হইবে না

عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ. رواه مسلم، باب إذا أثنى على الصالح.

অর্থ ঃ হযরত আবু যার (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল যে, এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বলুন, যে নেক আমল করে এবং এই কারণে লোকেরা তাহার প্রশংসা করে। (সে কি নেক আমলের সওয়াব পাইবে? লোকদের প্রশংসা করার কারণে, রিয়াকারী বলিয়া গণ্য হইবে কি?) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইলেন, ইহা তো মু'মিনের নগদপ্রাপ্ত সুসংবাদ। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীস শরীফের অর্থ এই যে, এক সুসংবাদ তো আখেরাতে পাইবে, আর এক সুসংবাদ ইহা, যাহা দুনিয়াতেই পাওয়া গেল, যে লোকেরা তাহার প্রশংসা করিল। ইহা তখনই হইবে যদি আমলের নিয়ত, শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন হইয়া থাকে, লোকদের প্রশংসা পাওয়া উদ্দেশ্য না হয়।

৩০. পারস্পরিক স্বার্থের কারণে বাহ্যিক বন্ধুত্ব হইবে

عَنْ مُعَاذٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: يَكُوْنُ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ أَقْوَامٌ إِخْوَانُ الْعَلَانِيَةِ أَعْدَاءُ السَّرِيْرَةِ، فَقِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَكَيْفَ يَكُوْنُ ذٰلِكَ؟ قَالَ: ذٰلِكَ بِرَغْبَةِ بَعْضِهِمْ إِلٰى بَعْضٍ وَرَهْبَةِ بَعْضِهِمْ إِلٰى بَعْضٍ.

رواه أحمد ٥/٢٣٥

অর্থ ঃ হযরত মুয়াজ (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, শেষ যামানায় এমন লোক হইবে, যাহারা বাহ্যিক রূপে বন্ধু হইবে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে শত্রু হইবে। আরজ করা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (সাঃ) এরূপ কেন হইবে ? নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিলেন, পারস্পরিক স্বার্থের কারণে বাহ্যিক বন্ধুত্ব হইবে, আর ভিতরের শত্রুতার কারণে, তাহারাই একে অপরকে ভয় পাইবে। (মুসনাদে আহমাদ)

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ মানুষের বন্ধুত্ব ও শত্রুতা ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে হইবে। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হইবে না।

৩১. আপন পরিবারের উপর খরচ করিলেও সদকার সওয়াব পাওয়া যায়

عَنْ أَبِى مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلٰى أَهْلِه يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهٗ صَدَقَةٌ. رواه البخارى، باب ماجاء أن الأعمال بالنية والحسبة.

অর্থ ঃ হযরত আবু মাসউদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, মানুষ যখন সওয়াবের নিয়তে, আপন পরিবারের উপর খরচ করে, (এই খরচ করার কারণে) সে সদকার সওয়াব পায়। (বুখারী)

৩২. নিকৃষ্টতম ব্যক্তি সে, যে অন্যের দুনিয়াবী ফয়দার জন্য নিজের আখেরাতকে বরবাদ করিল

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مِنْ أَسْوَءِ النَّاسِ مَنْزِلَةً مَنْ أَذْهَبَ اٰخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ. رواه البيهقى فى شعب الإيمان.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, নিকৃষ্টতম ব্যক্তি সে, যে অন্যের দুনিয়াবী ফায়দার জন্য, নিজের আখেরাতকে বরবাদ করে। অর্থাৎ অন্যকে দুনিয়াবী ফায়দা পৌঁছাইবার জন্য, আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টির কাজ করিয়া, নিজের আখেরাতকে ধ্বংস করে। (বায়হাকী)

৩৩. আল্লাহ তা'আলা আমাদের দিল ও আমল দেখেন

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ إِلٰى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلٰكِنْ يَنْظُرُ إِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ :

رواه مسلم، تحريم ظلم المسلم ... رقم : ٦٥٤٣

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের বাহ্যিক আকার-আকৃতি এবং তোমাদের ধনসম্পদ দেখেন না বরং তোমাদের দিল ও তোমাদের আমল দেখেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি, তোমাদের দিল ও আমল দেখিয়া হইবে অর্থাৎ দেখা হইবে দিলের মধ্যে এবং আমলের মধ্যে কি পরিমাণ এখলাস ছিল।

৩৪. কাহাকে আল্লাহ তা'আলা অপমানের পোষাক পড়াইয়া, উহাতে আগুন ধরাইয়া দিবেন

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِىْ الدُّنْيَا، أَلْبَسَهُ اللّٰهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ أَلْهَبَ فِيْهِ نَارًا – رواه ابن ماجه، باب من لبس شهرة من الثياب، رقم: ٣٦٠٧

অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে নাম ও খ্যাতির পোশাক পরিধান করিবে, আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন তাহাকে অপমানের পোশাক পড়াইয়া, উহাতে আগুন ধরাইয়া দিবেন। (ইবনে মাজাহ)

৩৫. কিয়ামতের দিন নিয়ত অনুসারে ব্যবহার করা হইবে

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّمَا يُبْعَثُ النَّاسُ عَلٰى نِيَّاتِهِمْ. رواه ابن ماجة، باب النية، رقم: ٤٢٢٩

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, (কিয়ামতের দিন) লোকদেরকে তাহাদের নিয়ত অনুযায়ী, উঠানো হইবে। অর্থাৎ প্রত্যেকের সঙ্গে তাহার নিয়ত অনুসারে, ব্যবহার করা হইবে। (ইবনে মাজা)

৩৬. নিয়তের কারণে তাহারা না আসিয়াও ঐ সমস্ত আমলের মধ্যে থাকে শরীক

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَقَدْ تَرَكْتُمْ بِالْمَدِيْنَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيْرًا، وَلَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ، وَلَا قَطَعْتُمْ مِنْ وَادٍ إِلَّا وَهُمْ مَعَكُمْ فِيْهِ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ يَكُوْنُوْنَ مَعَنَا وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ؟ قَالَ: حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ. رواه أبو داؤد، باب الرخصة فى القعود من العذر، رقم: ٢٥٠٨

অর্থ ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা মদীনায় এমন কিছু লোক রাখিয়া আসিয়াছ, তোমরা যে পথেই চলিয়াছ, যাহা কিছুই তোমরা খরচ করিয়াছ, যে কোন পাহাড়ী এলাকাই তোমরা অতিক্রম করিয়াছ - তাহারা ঐ সমস্ত আমলের (বিনিময় ও সওয়াবের) মধ্যে তোমাদের সহিত অংশীদার রহিয়াছে। সাহাবীগণ (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! তাহারা কিভাবে আমাদের সহিত অংশীদার রহিল, অথচ তাহারা মদীনায় রহিয়াছে? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিলেন, (তোমাদের সহিত তাহাদের বাহির হইবার নিয়ত ছিল, কিন্তু) ওজর-অপারগতা তাহাদিগকে বাধা দিয়াছে। (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, যদি মানুষ কোন আমল করিবার নিয়ত করিয়া লয়, অতঃপর কোন ওজরের কারণে সে আমল করিতে না পারে, তবুও সে আমলের সওয়াব পায়। (বজলুল মজহুদ)

৩৭. নেক কাজের নিয়ত করিলেই একটি পূর্ণ নেকী পাওয়া যায়

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْمَا يَرْوِىْ عَنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ قَالَ : إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذٰلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهٗ عِنْدَهٗ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هَمَّ بِهَا وَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهٗ عِنْدَهٗ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلٰى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ إِلٰى أَضْعَافٍ كَثِيْرَةٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهٗ عِنْدَهٗ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهٗ سَيِّئَةً وَاحِدَةً

رواه البخارى، باب من هم بحسنة أو بسيئة، رقم: ٦٤٩١

অর্থ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা নেকী ও বদী সম্পর্কে একটি ফয়সালা ফেরেশতাদিগকে, লিখাইয়া দিয়াছেন। অতঃপর ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ বয়ান করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি নেক কাজের নিয়ত করিল, অতঃপর (কোন কারণে) করিতে পারিল না, তাহার জন্য আল্লাহ তা'আলা পূর্ণ একটি নেকী লিখিয়া দেন। আর যদি নিয়ত করিবার পর ঐ নেক কাজটি করিয়া লয় তবে তাহার জন্য দশ নেকী হইতে সাতশত পর্যন্ত (বরং উহা হইতেও বেশী কয়েক গুণ পর্যন্ত) লিখিয়া দেন। যে ব্যক্তি কোন গুনাহের নিয়ত করে, অতঃপর উহা হইতে বিরত হইয়া যায়, আল্লাহ তা'আলা তাহার জন্য, একটি পূর্ণ নেকী লিখিয়া দেন। (কেননা তাহার গুনাহ হইতে বিরত হওয়া, আল্লাহ তা'আলার ভয়ের কারণে হইয়াছে।) আর যদি নিয়ত করিবার পর সেই গুনাহ করিয়া ফেলে, তবে আল্লাহ তা'আলা তাহার জন্য মাত্র একটি গুনাহ(ই) লিখেন। (বুখারী)

৩৮. এখলাছের কারণে ৩ (তিন) টি ছদকাই কবুল হইল

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: لَاتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهٖ فَوَضَعَهَا فِىْ يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ، تُصُدِّقَ عَلٰى سَارِقٍ فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، لَاتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهٖ فَوَضَعَهَا فِىْ يَدِ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ، تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلٰى زَانِيَةٍ، فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلٰى زَانِيَةٍ، لَاتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهٖ فَوَضَعَهَا فِىْ يَدِ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ: تُصُدِّقَ عَلٰى غَنِيٍّ فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلٰى سَارِقٍ وَعَلٰى زَانِيَةٍ وَعَلٰى غَنِيٍّ فَأُتِىَ، فَقِيْلَ لَهٗ: أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلٰى سَارِقٍ، فَلَعَلَّهٗ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهٖ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا الْغَنِىُّ فَلَعَلَّهٗ أَنْ يَعْتَبِرَ فَيُنْفِقَ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ. رواه البخارى، باب إذا تصدق على غنى ... رقم: ١٤٢١

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, (বনী ইসরাঈলের) এক ব্যক্তি (মনে মনে) বলিল, আমি আজ (রাতে গোপনে) সদকা করিব। সুতরাং (রাতে গোপনে সদকার মাল লইয়া বাহির হইল এবং অজ্ঞাতসারে) এক চোরের হাতে দিয়া দিল। সকালে লোকজনের মধ্যে আলাপ হইল (যে, রাত্রে) চোরকে সদকা দেওয়া হইয়াছে। সদকা দানকারী বলিল, হে আল্লাহ! (চোরকে সদকা দেওয়ার মধ্যেও) আপনার জন্যই প্রশংসা। অতঃপর সে দৃঢ়সংকল্প করিল যে, আজ রাত্রে (ও) অবশ্যই আমি সদকা করিব। (কেননা পূর্বের সদকা তো নষ্ট হইয়া গিয়াছে) সুতরাং রাত্রে সদকার মাল লইয়া বাহির হইল এবং (অজ্ঞাতসারে) সদকা একজন দুশ্চরিত্রা মেয়েলোককে দিয়া দিল। সকালে আলাপ হইল যে, আজ রাত্রে দুশ্চরিত্রা মেয়েলোকেকে সদকা দেওয়া হইয়াছে। সে বলিল! সে আল্লাহ! দুশ্চরিত্রা মেয়েলোককে সদকা দেওয়ার মধ্যেও, আপনার জন্য প্রশংসা। অতঃপর (তৃতীয় বার) ইচ্ছা করিল যে, আজ রাত্রে অবশ্যই সদকা করিব। অতএব, রাত্রে সদকার মাল লইয়া বাহির হইল এবং উহা একজন ধনী ব্যক্তির হাতে দিয়া দিল। সকালে আলাপ হইল, রাত্রে একজন ধনী ব্যক্তিকে সদকা দেওয়া হইয়াছে। সদকা দানকারী বলিল, হে আল্লাহ! চোর, দুশ্চরিত্রা মেয়েলোক ও ধনী ব্যক্তিকে সদকা দেওয়ার উপর আপনারই প্রশংসা। স্বপ্নে বলিয়া দেওয়া হইল যে, (তোমার সদকা কবুল হইয়া গিয়াছে।) তোমার

সদকা চোরের উপর এইজন্য করানো হইয়াছে যে, হইতে পারে সে চুরির অভ্যাস হইতে তওবা করিয়া লইবে, দুশ্চরিত্রা মেয়েলোকের উপর এইজন্য করানো হইয়াছে যে, হইতে পারে সে পতিতা বৃত্তি হইতে তওবা করিয়া লইবে, আর ধনীর উপর এইজন্য , যাহাতে সে শিক্ষা লাভ করে, হইতে পারে সেও ঐ সমস্ত মাল হইতে, যাহা আল্লাহ তা'আলা তাহাকে দান করিয়াছেন, উহা হইতে আল্লাহ তা'আলার পথে খরচ করিতে আরম্ভ করিবে। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ এই ব্যক্তির এখলাসের কারণে তিনটি সদকাই আল্লাহ তা'আলা কবুল করিয়া নিয়াছেন।

৩৯. গুহার মুখ হইতে প্রকান্ড পাথর সরিয়া গেল

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: اِنْطَلَقَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتّٰى أَوَوُا الْمَبِيْتَ إِلٰى غَارٍ فَدَخَلُوْهُ، فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهَا الْغَارَ، فَقَالُوْا: إِنَّهُ لَايُنْجِيْكُمْ مِنْ هٰذِهِ الصَّخْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا اللّٰهَ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ: اَللّٰهُمَّ كَانَ لِىْ أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ، وَكُنْتُ لَا أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا وَلَا مَالًا، فَنَأَى بِىْ فِىْ طَلَبِ شَيْئٍ يَوْمًا فَلَمْ أُرِحْ عَلَيْهِمَا حَتّٰى نَامَا، فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوْقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلًا أَوْمَالًا، فَلَبِثْتُ وَالْقَدَحُ عَلٰى يَدَىَّ أَنْتَظِرُ اسْتِيْقَاظَهُمَا حَتّٰى بَرَقَ الْفَجْرُ فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غَبُوْقَهُمَا، اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ مِنْ هٰذِهِ الصَّخْرَةِ، فَانْفَرَجَتْ شَيْئًا لَايَسْتَطِيْعُوْنَ الْخُرُوْجَ، قَالَ النَّبِىُّ ﷺ: وَقَالَ الْاٰخَرُ: اَللّٰهُمَّ كَانَتْ لِىْ بِنْتُ عَمٍّ كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَىَّ فَأَرَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا، فَامْتَنَعَتْ مِنِّى حَتّٰى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِيْنَ، فَجَاءَتْنِىْ فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِيْنَ وَمِائَةَ

دِيْنَارٍ عَلٰى أَنْ تُخَلِّيَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ نَفْسِهَا فَفَعَلْتُ، حَتّٰى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ : لَا أُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهٖ، فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الْوُقُوْعِ عَلَيْهَا فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِىَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ، فَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِىْ أَعْطَيْتُهَا، اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ غَيْرَ أَنَّهُمْ لَايَسْتَطِيْعُوْنَ الْخُرُوْجَ مِنْهَا، قَالَ النَّبِىُّ ﷺ: وَقَالَ الثَّالِثُ : اَللّٰهُمَّ إِنِّى اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ، فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، تَرَكَ الَّذِىْ لَهٗ وَذَهَبَ، فَثَمَّرْتُ أَجْرَهٗ حَتّٰى كَثُرَتْ مِنْهُ الْاَمْوَالُ، فَجَاءَنِىْ بَعْدَ حِيْنٍ فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللّٰهِ أَدِّ إِلَىَّ أَجْرِىْ فَقُلْتُ لَهٗ : كُلُّ مَا تَرٰى مِنْ أَجْرِكَ مِنَ الْاِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيْقِ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللّٰهِ لَاتَسْتَهْزِئُ بِىْ فَقُلْتُ : إِنِّى لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ، فَأَخَذَهٗ كُلَّهٗ فَاسْتَاقَهٗ فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا، اَللّٰهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوْا يَمْشُوْنَ. رواه البخارى باب من استاجر أجيرا فترك أجره ... رقم : ٢٢٧٢

অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সাঃ) কে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, তোমাদের পূর্ববর্তী কোন উম্মতের তিন ব্যক্তি (এক সঙ্গে সফরে) বাহির হইল, (চলিতে চলিতে রাত হইয়া গেল) তখন রাত্রি যাপনের জন্য এক গুহায় প্রবেশ করিল। এই সময় পাহাড় হইতে একটি বিরাট পাথর আসিয়া পড়িল এবং গুহার মুখ বন্ধ করিয়া দিল। (ইহা দেখিয়া) তাহারা বলিল, এই পাথর হইতে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় হইল, সকলেই নিজ নিজ নেক আমলের উসীলায় আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা কর। তাহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বলিল, হে আল্লাহ! (আপনি জানেন) আমার বৃদ্ধ পিতামাতা ছিল। আমি তাহাদিগকে দুগ্ধ পান করাইবার পূর্বে, আমার স্ত্রী সন্তান ও গোলাম বাঁদীকে দুগ্ধপান করাইতাম না। একদিন কোন একটি জিনিসের খোজে আমাকে, অনেক দূরে যাইতে হইল। ফিরিয়া আসিতে আসিতে আমার পিতামাতা ঘুমাইয়া পড়িলেন। (তবুও) আমি তাহাদের জন্য

সন্ধ্যার দুগ্ধ দোহাইয়াছি এবং দুগ্ধ পাত্রে লইয়া তাহাদের খেদমতে হাজির হইয়াছি, তখন দেখিলাম তাহারা (তখনও) ঘুমাইতেছেন। তাহাদিগকে জাগান পছন্দ হইল না এবং তাহাদিগকে দুগ্ধপান করানোর পূর্বে স্ত্রী সন্তান ও গোলাম বাঁদীকে পান করাইতে চাহিলাম না। অতএব দুগ্ধের পেয়ালা হাতে লইয়া তাহাদের শিয়রে দাঁড়াইয়া, তাহাদের জাগ্রত হওয়ার অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। এইভাবে ফজর হইয়া গেল। অতঃপর তাহারা জাগ ্রত হইলেন (আমি তাহাদিগকে দুগ্ধ দিলাম) তখন তাহারা নিজেদের সন্ধ্যার অংশের দুগ্ধ পান করিলেন। হে আল্লাহ! যদি এই কাজ শুধু আপনাকে খুশী করার জন্য করিয়া থাকি, তবে এই পাথরের কারণে আমরা যে বিপদে আটকাইয়া আছি, উহা হইতে আমাদিগকে মুক্তি দান করুন। এই দোয়ার ফলে পাথর কিছুটা সরিয়া গেল কিন্তু বাহিরে আসা সম্ভব হইল না।

নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি দোয়া করিল, আয় আল্লাহ! আমার এক চাচাত বোন ছিল, যে আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ছিল। আমি (একবার) তাহার সহিত আমার মনের খাহেশ মিটাইবার ইচ্ছা করিলাম, কিন্তু সে রাজী হইল না। অবশেষে এমন সময় আসিল যে, দুর্ভিক্ষ তাহাকে (আমার নিকট) আসিতে বাধ্য করিল। আমি তাহাকে এই শর্তে একশত বিশ দীনার দিলাম যে, সে নির্জনে আমার সাথে দেখা করিবে। সে রাজী হইয়া গেল। যখন আমি তাহাকে নিজের আয়ত্বে পাইলাম (এবং নিজের খাহেশ পূর্ণ করিতে উদ্যত হইলাম।) এমন সময় সে বলিল, আমি তোমার জন্য ইহা হালাল মনে করি না যে, তুমি এই মোহরকে অন্যায়ভাবে ভাঙ্গ। (ইহা শুনিয়া) আমি নিজের খাহেশ পূর্ণ করা হইতে ফিরিয়া গেলাম এবং তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া গেলাম। অথচ তাহার প্রতি আমার যথেষ্ট ভালবাসা ছিল এবং আমি সেই স্বর্ণের দীনারও ছাড়িয়া দিলাম, যাহা তাহাকে দিয়াছিলাম। আয় আল্লাহ, যদি আমি এই কাজ আপনার রেজামন্দীর জন্য করিয়া থাকি তবে আমার এই বিপদ দূর করিয়া দিন। সুতরাং সেই পাথর আরো কিছুটা সরিয়া গেল, কিন্তু (ইহার পরও) বাহির হওয়া সম্ভব হইল না।

তৃতীয় ব্যক্তি দোয়া করিল, আয় আল্লাহ, আমি কিছু মজদুর কাজের জন্য রাখিয়াছিলাম। সকলকে আমি মজুরী দিয়াছি, শুধু একজন, নিজের মজুরী না লইয়াই চলিয়া গিয়াছিল। আমি তাহার মজুরীর পয়সা ব্যবসায় লাগাইয়া দিলাম। যাহাতে মাল অনেক বাড়িয়া গেল। কিছুদিন পর সে একদিন আসিয়া বলিল, হে আল্লাহর বান্দা! আমাকে আমার মজুরী দিয়া দাও। আমি বলিলাম, এই উট, গরু, বকরী ও গোলাম, যাহা তুমি দেখিতেছ, সবই তোমার মজুরী। অর্থাৎ তোমার মজুরী ব্যবসায় খাটাইয়া এই মুনাফা অর্জিত হইয়াছে। সে বলিল, হে আল্লাহর বান্দা, ঠাট্টা করিও না। আমি বলিলাম, ঠাট্টা করিতেছি না। (সত্যই বলিতেছি।) অতএব সে সমুদয় মাল লইয়া গেল। কিছুই ছাড়িল না। আয় আল্লাহ, যদি আমি এই কাজ শুধু আপনার রেজামন্দির জন্য করিয়া থাকি তবে এই বিপদ, যাহাতে আমরা আটকা পড়িয়াছি, তাহা দূর করিয়া দিন। সুতরাং সেই পাথর সম্পূর্ণ সরিয়া গেল (এবং গুহার মুখ খুলিয়া গেল)। আর তাহারা সকলে বাহির হইয়া আসিল। (বুখারী)

৪০. আল্লাহর জন্য জানাযায় ও দাফন কার্যে শরীক হওয়ার সওয়াব

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتّٰى يُصَلّٰى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْاَجْرِ بِقِيْرَاطَيْنِ كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلّٰى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيْرَاطٍ. رواه البخارى، باب اتباع الجنائز من الإيمان، رقم: ٤٧

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার ওয়াদার উপর পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া এবং তাহার সওয়াবের ও পুরস্কারের আগ্রহে, কোন মুসলমানের জানাযার সাথে যাইবে এবং ততক্ষণ পর্যন্ত জানাযার সাথে থাকিবে, যতক্ষণ তাহার জানাযার নামাজ পড়া না হয় এবং তাহার দাফনকার্য সমাধা না হয়, সে দুই কীরাত সওয়াব লইয়া ফিরিয়া আসিবে। প্রত্যেক কীরাত ওহুদ পাহাড় সমান হইবে। আর যে ব্যক্তি শুধু জানাযার নামাজ পড়িয়া ফিরিয়া আসিবে, (দাফন হওয়া পর্যন্ত, সঙ্গে থাকিবে না) সে এক কীরাত লইয়া ফিরিয়া আসিবে। (বুখারী)

৪১. সৎ কর্মশীল (এখলাছ ওয়ালা) বান্দাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার জান্নাতের ওয়াদা, যে জান্নাত কোন চোখ দেখে নাই

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: اَعَدَدْتُّ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ .

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, আমি আমার সৎকর্মশীল (এখলাছ ওয়ালা) বান্দাদের জন্য জান্নাতে এমন সব নিয়ামত সমূহ তৈরী করিয়া রাখিয়াছি, যাহা কোন চোখ দেখে নাই, কোন কান শুনে নাই এবং কোন অন্তঃকরণও তা সম্পর্কে ধারণা রাখে না। (বুখারী, মুসলিম)

দাওয়াত ও তাবলীগ

কুরআনের বাণী ঃ

১. আল্লাহর রাস্তায় জান ও মাল খরচ করিলে বিরাট কামিয়াবী

يَاۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝﴿١٠﴾ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝﴿١١﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝﴿١٢﴾ وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا ؕ نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝﴿١٣﴾

অর্থ ঃ হে মু'মিনগণ! তোমাদিগকে কি এমন একটি ব্যবসার সন্ধান দান করিব, যাহা তোমাদেরকে কঠোর আজাব হইতে রক্ষা করিবে? উহা এই যে, তোমরা আল্লাহর উপর ও আল্লাহর রাসূলের উপর ঈমান আনিবে, মেহনত (জিহাদ) করিবে আল্লাহর রাস্তায় মাল ও জান দিয়া। ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝ। (তবে) আল্লাহ তোমাদের গুণাহসমূহ, মাফ করিয়া দিবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাইবেন এমন এক জান্নাতে, যাহার নীচ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত ও এমন বাসস্থানসমূহে যাহা চিরস্থায়ী বাগান সমূহে অবস্থিত। ইহা বিরাট কামিয়াবী। আর তোমাদের প্রিয় আকাংখীত দ্বিতীয় লাভ হইতেছে আল্লাহর পক্ষ হইতে সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। হে রাসূল! মু'মিনদিগকে উল্লেখিত সুসংবাদ দান করুন। (সূরা ঃ আস-সফফ, আয়াত ঃ ১০-১৩)

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম মালেক (রহঃ) এদিকে ইঙ্গিত করিয়াই বলিয়াছেন

لَنْ يُّصْلِحَ اٰخِرَ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اِلَّا مَا اَصْلَحَ اَوَّلَهَا ۞

অর্থাৎ উম্মতে মুহাম্মদী যতোদিন পর্যন্ত, ইসলামের প্রাথমিক যুগের সংস্কার কর্মসূচী (সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ) অনুসরণ না করিবে, ততোদিন পর্যন্ত তাহাদের সংশোধন হইবে না।

২. যাহারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করিবে তাহারাই পূর্ণ সফলকাম

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۭ وَاُولٰۗىِٕكَ ھُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝١٠٤

অর্থ ঃ আর তোমাদের মধ্যে এইরূপ একটি দল থাকা আবশ্যক, যাহারা (মানুষকে) কল্যাণের দিকে আহ্বান করে এবং সৎ কাজের আদেশ করিতে ও অসৎ কাজ হইতে নিষেধ করিতে থাকে, আর এইরূপ দলই পূর্ণ সফলকাম হইবে। (সূরা ঃ আলে-ইমরান, আয়াত ঃ ১০৪)

৩. মানুষের মঙ্গলের জন্য আমাদেরকে বাহির করা হইয়াছে

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۝١١٠

অর্থ ঃ তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত, যে উম্মতকে বাহির করা হইয়াছে মানুষের (মঙ্গলের) জন্য, তোমরা সৎ কাজের আদেশ কর এবং অসৎ কাজের নিষেধ কর এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ। (সূরা ঃ আলে-ইমরান, আয়াত ঃ ১১০)

৪. এমন লোকদেরকে অনুসরণ করিতে হইবে যাহারা কোন বিনিময় চাহেনা

وَجَاۗءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ ۝٢٠ اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْـَٔــلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝٢١ وَمَا لِيَ لَآ اَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝٢٢

অর্থ ঃ এবং (এই সংবাদ প্রচারিত হইলে) এক ব্যক্তি (মুসলমান) সেই জনপদের দূরবর্তী কিনারা হইতে ছুটিয়া আসিল, (এবং) বলিতে লাগিল, হে আমার সম্প্রদায়! এই রাসূলগণের পথ অনুসরণ করিয়া চল। (অবশ্যই) এমন লোকদের পথে চল, যাঁহারা তোমাদের নিকট কোন বিনিময় চাহিতেছেন না এবং তাঁহারা নিজেরাও সঠিক পথের উপর আছেন। (সূরা ঃ ইয়াসীন, আয়াত ঃ ২০-২২)

৫. নিজেদেরকে এবং পরিবার পরিজনদিগকে জাহান্নামের আগুন হইতে রক্ষা করিতে হইবে

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾ (التحريم ٦)

অর্থ ঃ হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজদিগকে ও তোমাদের পরিবার পরিজনদিগকে (জাহান্নামের) সেই অগ্নি হইতে রক্ষা কর, যাহার জ্বালানী মানুষ ও প্রস্তরসমূহ হইবে। যাহাতে কঠোর স্বভাবের, শক্তিশালী ফেরেশতাগণ (নিয়োজিত) রহিয়াছে, যাহারা অমান্য করেনা তাহা, যাহা আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে আদেশ করেন। আর যাহা তাহাদিগকে আদেশ করা হয়, তাহারা (তৎক্ষণাৎ) উহা পালন করে। (সূরা ঃ আত-তাহরীম, আয়াত ঃ ৬)

৬. দুনিয়ার জীবন আখেরাতের তুলনায় অতি সামান্য

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْءَاخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فِى ٱلْءَاخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হইল, যখন তোমাদিগকে বলা হয় যে, বাহির হও আল্লাহর রাস্তায়, তখন তোমরা মাটিতে লাগিয়া থাক (অর্থাৎ, অলসভাবে বসিয়া থাক) তবে কি তোমরা আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবনের উপর সন্তুষ্ট হইয়া গেলে? বস্তুত দুনিয়ার জীবনের ভোগ-বিলাস তো, আখেরাতের তুলনায় কিছুই নহে, অতি সামান্য। (সূরা ঃ আত-তওবা, আয়াত ঃ ৩৮)

৭. আল্লাহর রাস্তায় বাহির না হইলে কঠোর শাস্তি

إِلَّا تَنفِرُوا۟ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْـًٔا ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

অর্থ ঃ যদি তোমরা বাহির না হও, তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে কঠোর শাস্তি প্রদান করিবেন (অর্থাৎ, ধ্বংস করিয়া দিবেন) এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক জাতি সৃষ্টি করিয়া দিবেন, আর তোমরা আল্লাহ তা'আলার কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না। আল্লাহ তা'আলা সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (সূরা ঃ আত-তওবা, আয়াত ঃ ৩৯)

৮. সেই ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম কথা, কাহার হইতে পারে যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝٣٣ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ؕ اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ ۝٣٤ وَمَا يُلَقّٰىهَا اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ۚ وَمَا يُلَقّٰىهَا اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ۝٣٥ حٰمٓ السجدة (٣٣–٣٥)

অর্থ ঃ সেই ব্যক্তি অপেক্ষা কথা উত্তম কাহার হইতে পারে, যে (লোকদিগকে) আল্লাহ তা’আলার দিকে ডাকে এবং নিজেও নেক আমল করে এবং বলে যে, আমি মুসলমানদের মধ্যে হইতে একজন। আর সৎকাজ ও অসৎ কাজ সমান হয় না, অতএব আপনি (এবং আপনার অনুসারীগণ) সদ্ব্যবহার দ্বারা (অসদ্ব্যবহারের) প্রত্যুত্তর দিন। অতঃপর সদ্ব্যবহারের পরিণতি এই হইবে যে, আপনার সহিত যাহার শত্রুতা ছিল, সে হঠাৎ এমন হইয়া যাইবে, যেমন একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু হইয়া থাকে। এই চরিত্র তাহারাই লাভ করে, যাহারা ধৈর্য ধারণ করে এবং এই চরিত্রের অধিকারী তাহারাই হয়, যাহারা অত্যন্ত ভাগ্যবান। (সূরা ঃ হা-মীম সাজদাহ, আয়াত ঃ ৩৩-৩৪)

ব্যাখ্যা ঃ এই আয়াতের দ্বারা বুঝা গেল যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা’আলার দিকে দাওয়াত দিবে, তাহার জন্য সহনশীল, ধৈর্যশীল ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া জরুরী।

৯. যাহারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান আনিয়াছে তাহারাই মসজিদ আবাদ করে

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ قف فَعَسٰۤى اُولٰۤئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ۝١٨

অর্থ ঃ আল্লাহর (ঘর) মসজিদগুলি আবাদ করা তাহাদেরই কাজ, যাহারা আল্লাহর প্রতি এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান আনে এবং নামাজ কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে, আর আল্লাহ তা’আলা ছাড়া কাহাকেও ভয় করে না। অতএব আশা করা যায় তাহারা, সৎপথ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হইবে। (সূরা ঃ আত-তওবা, আয়াত ঃ ১৮)

১০. পরিবার-পরিজন ধন-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় বাহির হওয়া হইতে অধিক প্রিয় হইলে কঠিন শাস্তি

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾

অর্থ ঃ (হে নবী! আপনি মুসলমানদের) বলুন, যদি তোমাদের পিতা, পুত্র, ভাই ও স্ত্রীগণ এবং তোমাদের স্বগোত্র আর তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা বাণিজ্য, যাহার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদের বাসস্থান, যাহা তোমরা ভালবাস (যদি এই সমস্ত জিনিস) তোমাদের নিকট আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার রাসূল হইতে এবং আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় বাহির হওয়া হইতে অধিক প্রিয় হয়, তবে তোমরা অপেক্ষা কর এই পর্যন্ত যে, আল্লাহ তা'আলা শাস্তির নির্দেশ পাঠাইয়া দেন। আর আল্লাহ তা'আলা আদেশ অমান্যকারীদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। (সূরা ঃ আত-তওবা, আয়াত ঃ ২৪)

১১. রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাহার অনুসারীগণ মানুষকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেন

قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ﴿٨٠﴾

অর্থ ঃ (হে নবী) আপনি বলিয়া দিন, আমার রাস্তা তো ইহাই যে, আমি পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সাথে আল্লাহ তা'আলার দিকে (মানুষকে) ডাকি এবং যাহারা আমার অনুসারী তাহারাও (আল্লাহ তা'আলার দিকে মানুষকে ডাকে)। (সূরা ঃ ইউসুফ, আয়াত ঃ ৮০)

১২. মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকিতে হইবে হেকমত ও উত্তম উপদেশের সাথে

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

অর্থ ঃ লোকদিগকে আপনি ডাকুন, আপন প্রতিপালকের দিকে হেকমত এবং উত্তম উপদেশের সাথে। আর উহাদের সহিত তর্ক এমনভাবে করিবেন, যেন তাহা খুবই পছন্দনীয় হয়। নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তা, তাহার সম্পর্কে বিশেষ ভাবে জানেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, আর তিনি বিশেষভাবে জানেন, তাহাদের অবস্থা সম্পর্কেও, যাহারা সঠিক পথে রহিয়াছে। (সূরা ঃ আন্-নহল, আয়াত ঃ ১২৫)

১৩. আল্লাহ তা'আলা বান্দাদেরকে জান্নাতের দিকে দাওয়াত দেন

وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ ۚ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝٢٥

অর্থ ঃ আল্লাহ তা'আলা শান্তির ঘর অর্থাৎ জান্নাতের দিকে (বান্দাদেরকে) দাওয়াত দেন, এবং তিনি যাহাকে ইচ্ছা সরলপথ দেখান। (সূরা ঃ ইউনুস, আয়াত ঃ ২৫)

১৪. আপন রবের বড়ত্ব বর্ণনা করিতে হইবে

يٰٓاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝١ قُمْ فَاَنْذِرْ ۝٢ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝٣

অর্থ ঃ হে বস্ত্রাবৃত রাসূল! আপনি উঠুন। আর ভীতি প্রদর্শন করুন এবং আপনার রবের বড়ত্ব বর্ণনা করুন। (সূরা ঃ আল-মুদ্দাস্‌সির, আয়াত ঃ ১-৩)

১৫. নসীহত (দ্বীনি আলোচনা) ঈমানদারগণকে সুফল প্রদান করে

وَّذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝٥٥ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ۝٥٦

অর্থ ঃ (হে নবী) আর বুঝাইতে (দ্বীনি আলোচনা করিতে) থাকুন, কেননা বুঝানো (দ্বীনি আলোচনা) ঈমানদারগণকে সুফল প্রদান করে আমি মানুষ ও জিন জাতিকে আমার এবাদত করিবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছি। (সূরা ঃ আয-যারিয়াত, আয়াত ঃ ৫৫-৫৬)

১৬. চার প্রকার লোক ব্যতিত সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত

وَالْعَصْرِ ۝١ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ۝٢ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝٣

অর্থ ঃ জমানার কসম! সমস্ত মানুষই ক্ষতির মধ্যে রহিয়াছে, হ্যাঁ, একমাত্র ঐসব লোক ক্ষতির মধ্যে নহে, যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেক কাজ করিয়াছে, আর একে অপরকে সৎপথে চলার উপদেশ দিয়াছে ও বিপদের সময় ধৈর্য ধারণ করিবার তাকীদ দিয়াছে। (সূরা ঃ আল-আসর, আয়াত ১-৩)

১৭. রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর উম্মতের জন্য চিন্তা কিরূপ ছিল?

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۝٣

অর্থ ঃ (হে নবী) মনে হয় আপনি ইহাদের ঈমান না আনার কারণে, চিন্তায় চিন্তায় নিজের জীবন দিয়া দিবেন। (সূরা ঃ আশ-শু'আরা, আয়াত ঃ ৩)

১৮. সারা বিশ্বে আপন পয়গাম পৌছাইবার জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে নির্বাচিত করিয়াছেন

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ؕ هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ؕ

অর্থ ঃ আর আল্লাহ তা'আলার দ্বীনের জন্য মেহনত করিতে থাক, যেমন মেহনত করা আবশ্যক, তিনি সারা বিশ্বে আপন পয়গাম পৌঁছাইবার জন্য তোমাদিগকে নির্বাচন করিয়াছেন, এবং দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কোন প্রকার কঠোরতা আরোপ করেন নাই। (সূরা ঃ আল-হজ্জ্ব, আয়াত ঃ ৭৮)

১৯. কাহারা সত্যিকার হিতাকাঙ্খী

اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّىْ وَاَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ ۝

অর্থ ঃ [নূহ (আঃ) আপন কওমকে বলিলেন] আমি তোমাদিগকে আপন রবের পয়গামসমূহ পৌছাইতেছি এবং আমি তোমাদের সত্যিকার হিতাকাঙ্খী। (সূরা ঃ আল-আরাফ, আয়াত ঃ ৬৮)

২০. মুসলমান পুরুষগণ ও মুসলমান নারীগণ হইতেছে পরস্পর একে অন্যের দ্বীনী সাহায্যকারী

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

অর্থ ঃ আর মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীগণ হইতেছে পরস্পর একে অন্যের দ্বীনী সাহায্যকারী। তাহারা নেক কাজের আদেশ করে এবং তাহারা অসৎ কাজের নিষেধ করে, নামাজ কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ তা'আলার ও তাঁহার রাসূলের আদেশ মানিয়া চলে। এই সমস্ত লোকদের উপর আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই রহমত বর্ষণ করিবেন ও নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা অতিশয় ক্ষমতাবান, হেকমতওয়ালা। (সূরা ঃ আত-তওবাহ, আয়াত ঃ ৭১)

২১. বিনা ওজরে বসিয়া থাকা মুসলমানগণ এবং জানমাল দ্বারা জেহাদকারীগণ সমান নহে

لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ۚ وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٩٥﴾ دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ۚ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٩٦﴾

অর্থ ঃ মু'মিনদের মধ্যে যাহারা অক্ষম নহে অথচ ঘরে বসিয়া থাকে ও যাহারা আল্লাহ্‌র পথে স্বীয় ধন সম্পদ ও প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে তাহারা সমান নহে। যাহারা স্বীয় ধন সম্পদ ও প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ তাহাদিগকে, যাহারা ঘরে বসিয়া থাকে তাহাদের উপর মর্যাদা দিয়াছেন। আল্লাহ সকলকেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। যাহারা ঘরে বসিয়া থাকে তাহাদের উপর যাহারা জিহাদ করে তাহাদিগকে আল্লাহ্ মহাপুরস্কারের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন। ইহা তাঁহার নিকট হইতে মর্যাদা, ক্ষমা ও দয়া; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা ঃ আন্-নিসা, আয়াত ঃ ৯৫-৯৬)

২২. দ্বীনের জন্য অপমান সহ্য করা নবীদের সুন্নত

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِىْ شِيَعِ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٠﴾ وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿١١﴾

অর্থ ঃ এবং নিশ্চয়ই আমি প্রেরণ করিয়াছিলাম, আপনার আগে পূর্ববর্তী বহু জাতির মধ্যে পয়গাম্বর (নবী)। আর যখনই তাহাদের নিকট পয়গাম্বর (নবী) আসিত, তখনই তাহারা সেই পয়গাম্বরের (নবীর) সহিত ঠাট্টা বিদ্রুপ করিত। (সূরা ঃ হিজর, আয়াত ঃ ১০-১১)

২৩. দ্বীনের জন্য মেহনত করিলে, আল্লাহ তা'আলা হেদায়েতের যাবতীয় রাস্তা খুলিয়া দিবেন

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٦٩﴾

অর্থ ঃ যাহারা আমার দ্বীনের জন্য মেহনত করে, আমি তাহাদের জন্য আমার হেদায়েতের যাবতীয় রাস্তা খুলিয়া দেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্ম পরায়ণদের সঙ্গে থাকেন। (সূরা ঃ আল-আনকাবুত, আয়াত ঃ ৬৯)

২৪. মানুষকে নম্রভাবে আল্লাহর দিকে ডাকিতে হইবে

اِذْهَبَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ﴿٤٣﴾ فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى ﴿٤٤﴾

অর্থ ঃ তোমরা উভয়ে [মূসা (আঃ) ও হারূন (আঃ)] ফিরাউনের নিকট যাও, সে তো সীমা লংঘন করিয়াছে। তোমরা তাহার সহিত নম্রভাবে কথা বলিবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করিবে অথবা ভয় করিবে। (সূরা ঃ ত্বহা, আয়াত ঃ ৪৩-৪৪)

২৫. আল্লাহর দিকে ডাকনেওয়ালার সাথে আল্লাহ তা'আলা আছেন

قَالَا رَبَّنَآ اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَآ اَوْ اَنْ يَّطْغٰى ﴿٤٥﴾ قَالَ لَا تَخَافَآ اِنَّنِىْ مَعَكُمَآ اَسْمَعُ وَاَرٰى ﴿٤٦﴾

অর্থ ঃ তাহারা [মূসা (আঃ) ও হারূন (আঃ)] বলিল, হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা আশংকা করি যে, সে (ফেরাউন) আমাদের উপর বাড়াবাড়ি করিবে, অথবা অন্যায় আচরণে সীমালংঘন করিবে। তিনি (আল্লাহ) বলিলেন, 'তোমরা ভয় করিও না, আমিতো তোমাদের সঙ্গে আছি, আমি শুনি ও আমি দেখি।' (সূরা ঃ ত্বহা, আয়াত ঃ ৪৫-৪৬)

২৬. আল্লাহর রাস্তায় হিজরতকারীদেরকে সাহায্য করিতে হইবে

وَلَا يَاْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْآ اُولِى الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ صلى وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا ط اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٢﴾

অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে যাহারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তাহারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তাহার আত্মীয় স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর রাস্তায় যাহারা হিজরত করিয়াছে তাহাদিগকে দান করিবে না। তাহারা যেন উহাদিগকে ক্ষমা করে। তোমরা কি চাহ না যে, আল্লাহ তোমাদিগকে ক্ষমা করুন? এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা ঃ আন্-নূর, আয়াত ঃ ২২)

২৭. মৃত্যু আসিবার পূর্বে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিতে হইবে

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴿٩﴾ وَأَنفِقُوا۟ مِن مَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرْتَنِىٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٠﴾

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদিগকে আল্লাহর স্মরণ হইতে গাফেল করিয়া না দেয়। আর যাহারা (এইরূপ) করিবে তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত। আর যাহা আমি তোমাদিগকে দান করিয়াছি উহা হইতে এমন সময় আসিবার পূর্বে (আল্লাহর রাস্তায়) খরচ কর, যখন তোমাদের কাহারো মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয় আর সে বলে, হে আমার রব! আমাকে কেন আরো কিছু দিনের অবকাশ প্রদান করিলেন না যে আমি (আল্লাহর রাস্তায়) খরচ করিয়া লইতাম। আর আল্লাহ তা'আলা কাউকে অবকাশ দেন না, যখন তাহার মৃত্যুর সময় আসিয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কার্যাবলী সম্বন্ধে পূর্ণ অবহিত আছেন। (সূরা ঃ আল-মুনাফিকুন, আয়াত ঃ ৯-১০)

২৮. সর্বাবস্থায় আল্লাহর রাস্তায় বাহির হইতে হইবে

ٱنفِرُوا۟ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَٰهِدُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

অর্থ ঃ হাল্কা হও অথবা ভারী হও (সর্বাবস্থায়) আল্লাহর রাস্তায় বাহির হও। এবং মেহনত কর আল্লাহর পথে তোমাদের মাল ও জান দ্বারা। উহাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানিতে। (সূরা ঃ আত-তাওবা, আয়াত ঃ ৪১

২৯. আল্লাহকে (আল্লাহর দ্বীনকে) সাহায্য করিলে আল্লাহ তা'আলাও আমাদেরকে সাহায্য করিবেন

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿٧﴾

অর্থ ঃ হে মু'মিনগণ যদি তোমরা আল্লাহকে (আল্লাহর দ্বীনকে) সাহায্য কর, তবে তিনিও তোমাদেরকে সাহায্য করিবেন এবং (শত্রুর মোকাবেলায়) তোমাদের অবস্থান দৃঢ় প্রতিষ্ঠ করিবেন। (সূরা ঃ মোহাম্মদ, আয়াত ঃ ৭)

৩০. এক পিপীলিকার তবলীগ

حَتّٰٓى اِذَآ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ ۙ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰٓاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ ۙ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿۱۸﴾

অর্থ ঃ যখন তাহারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌছিল, তখন এক পিপীলিকা বলিল, হে পিপীলিকা বাহিনী! তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর, যেন সুলায়মান ও তাহার বাহিনী অজ্ঞাতসারে তোমাদিগকে পদতলে পিষিয়া না ফেলে। (সূরা ঃ নামল, আয়াত ঃ ১৮)

৩১. প্রকৃত মু'মিন কাহারা

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿۲﴾

অর্থ ঃ (প্রকৃত) মু'মিন তাহারাই যখন (তাহাদের সামনে) আল্লাহ তা'আলার নাম লওয়া হয় তখন তাহাদের অন্তর প্রকম্পিত হইয়া উঠে এবং যখন আল্লাহ তায়লার আয়াত সমূহ তাহাদিগকে পড়িয়া শুনানো হয়, তখন ঐ আয়াত সমূহ তাহাদের ঈমানকে আরো মজবুত করিয়া দেয় এবং তাহারা আপন রবের উপরই ভরসা করিয়া থাকে। (সূরা ঃ আনফাল, আয়াত ঃ ২)

হাদীসের বাণী ঃ

১. একটি আয়াত জানা থাকিলেও তাহা অন্যের কাছে পৌছাইতে হইবে

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً، وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ. (بخارى)

অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, একটি আয়াত হইলেও তাহা আমার পক্ষ হইতে প্রচার কর। আর বণী ইসরাঈল সম্পর্কে আলোচনা কর, তাহাতে কোন দোষ নেই। যে ব্যক্তি আমার প্রতি ইচ্ছা পূর্বক মিথ্যা আরোপ করে, তাহার নিজ চিরস্থায়ী ঠিকানা জাহান্নামে সন্ধান করা উচিত। (বুখারী)

২. রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর তাহার আপন চাচা আবু তালিবের কাছে মৃত্যুর সময় তাবলীগ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِعَمِّهٖ : قُلْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ : لَوْلَا أَنْ تُعَيِّرَنِىْ قُرَيْشٌ يَقُوْلُوْنَ : إِنَّمَا حَمَلَهٗ عَلٰى ذٰلِكَ الْجَزَعُ لَاَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ : إِنَّكَ لَاتَهْدِىْ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ - الاية.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) তাহার আপন চাচা (আবু তালেব) কে (তাহার মৃত্যুর সময়) এরশাদ করিয়াছেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলুন। কেয়ামতের দিন আমি আপনার জন্য সাক্ষী হইব। আবু তালেব উত্তরে বলিলেন, যদি কোরাইশদের এই ব্যঙ্গ করিবার আশংকা না হইত যে, আবু তালেব শুধু মৃত্যুর ভয়ে কলেমা পাঠ করিয়াছে, তবে আমি কলেমা পড়িয়া তোমার চোখ ঠান্ডা করিয়া দিতাম। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিলেন।

إِنَّكَ لَاتَهْدِىْ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ.

(সূরা ঃ আল কাসাস, আয়াত ঃ ৫৬)

অর্থ ঃ আপনি যাহাকে ইচ্ছা হেদায়াত দিতে পারিবেন না, বরং আল্লাহ তা'আলা, যাহাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করিবেন। (মুসলিম)

৩. হযরত আবু বকর (রাঃ) দাওয়াত পাইয়া মুসলমান হইয়া গেলেন

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجَ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يُرِيْدُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ لَهُ صَدِيْقًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَقِيَهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فُقِدْتَ مِنْ مَجَالِسِ قَوْمِكَ، وَاتَّهَمُوْكَ بِالْعَيْبِ لِاٰبَائِهَا وَاُمَّهَاتِهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ، أَدْعُوْكَ إِلَى اللّٰهِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ كَلَامِهِ أَسْلَمَ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، فَانْطَلَقَ عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَا بَيْنَ الْأَخْشَبَيْنِ أَحَدٌ أَكْثَرَ سُرُوْرًا مِنْهُ بِإِسْلَامِ أَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، وَمَضٰى أَبُوْ بَكْرٍ فَرَاحَ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَسَعْدِ بْنِ أَبِىْ وَقَّاصٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ، فَأَسْلَمُوْا، ثُمَّ جَاءَ الْغَدَ بِعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ وَأَبِىْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَأَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْاَسَدِ وَالْأَرْقَمِ بْنِ أَبِى الْأَرْقَمِ، فَأَسْلَمُوْا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ. البداية والنهاية.

অর্থ ঃ হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবুবকর (রাযিঃ) অজ্ঞতার যুগে নবী করীম (সাঃ)-এর বন্ধু ছিলেন, একদিন নবী করীম (সাঃ)-এর সহিত সাক্ষাতের জন্য ঘর হইতে বাহির হইলেন। তাঁহার সাথে দেখা হইলে বলিলেন, আবুল কাসেম, [ইহা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপনাম] কি ব্যাপার! আপনাকে আপনার কাওমের মজলিসে দেখা যায় না, আর লোকেরা আপনাকে এই বলিয়া অপবাদ দিতেছে যে, আপনি তাহাদের পূর্ব পুরুষদেরকে দোষারোপ করেন। নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিলেন, আমি আল্লাহ তা'আলার রাসূল, তোমাকে আল্লাহ তা'আলার দিকে আহ্বান করিতেছি। নবী করীম (সাঃ)-এর কথা শেষ হইতেই হযরত আবু বকর (রাযিঃ) ইসলাম গ্রহণ করিলেন। এ কারণে, নবী করীম (সাঃ), এত আনন্দিত ছিলেন যে, মক্কার উভয় পাহাড়ের মধ্যে আর কেহ, কোন ব্যাপারে এত আনন্দিত ছিল না।

হযরত আবু বকর (রাযিঃ) সেখান হইতে হযরত ওসমান ইবনে আফফান, হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ, হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম এবং হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাযিঃ) এর কাছে (দাওয়াত দেওয়ার জন্য) গেলেন। ইহারাও সকলে মুসলমান হইয়া গেলেন। দ্বিতীয় দিন হযরত আবু বকর (রাযিঃ) হযরত ওসমান ইবনে মাযউন, হযরত আবু ওবায়দাহ ইবনে জাররাহ, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ, হযরত আবু সালামা ইবনে আবদুল আসাদ ও হযরত আরকাম ইবনে আবিল আরকাম (রাযিঃ)-দেরকে লইয়া নবী করীম (সাঃ) এর নিকট হাজির হইলেন। ইহারাও সকলে মুসলমান হইয়া গেলেন। (দুইদিনে হযরত আবু বকর (রাযিঃ) এর মেহনতে নয়জন ইসলাম গ্রহণ করিলেন।) (আল বিদায়াহ ওয়ান নেহায়াহ)

৪. রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাফা পাহাড়ে আরোহণ করিয়া উচ্চস্বরে আওয়াজ দিলেন -

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَمَّا أَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ : وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ {الشعراء : ٢١٤} قَالَ : أَتَى النَّبِىُّ ﷺ الصَّفَا، فَصَعِدَ عَلَيْهِ ثُمَّ نَادٰى : يَا صَبَاحَاهُ فَاجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ، بَيْنَ رَجُلٍ يَجِئُ إِلَيْهِ، وَبَيْنَ رَجُلٍ يَبْعَثُ رَسُوْلَهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : يَا بَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، يَا بَنِىْ فِهْرٍ، يَا بَنِىْ يَا بَنِىْ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِسَفْحِ هٰذَا الْجَبَلِ، تُرِيْدُ أَنْ تُغِيْرَ عَلَيْكُمْ، صَدَّقْتُمُوْنِى؟ قَالُوْا : نَعَمْ، قَالَ فَإِنِّىْ نَذِيْرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ، فَقَالَ أَبُوْ لَهَبٍ : تَبًّا لَّكَ سَائِرَ الْيَوْمِ. أَمَا دَعَوْتَنَا إِلَّا لِهٰذَا؟ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ : تَبَّتْ يَدَا أَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ. رواه أحمد (٨٢/٥)

অর্থ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে,যখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিলেন –

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ (সূরা ঃ আশ-শু'আরা, আয়াত ঃ ২১৪)

অর্থাৎ আপনি আপনার নিকটতম আত্মীয়দেরকে ভীতি প্রদর্শন করুন।' তখন নবী করীম (সাঃ) সাফা পাহাড়ের উপর আরোহণ করিয়া উচ্চস্বরে আওয়াজ দিলেন - 'অর্থাৎ হে লোকসকল, প্রতুষ্যে শত্রু আক্রমণ করিবে! অতএব সকলেই এইখানে একত্র হও।' সুতরাং সমস্ত লোক তাঁহার নিকট একত্র হইল। কেহ নিজে হাজির হইল, আর কেহ নিজের প্রতিনিধি পাঠাইল। অতঃপর তিনি এরশাদ করিলেন, হে বনু আব্দিল মুত্তালিব, বনু ফিহির, হে অমুক গোত্র! হে অমুক গোত্র! বল দেখি, যদি আমি তোমাদিগকে এই খবর দেই যে, এই পাহাড়ের পাদদেশে ঘোড়সওয়ারদের এক সৈন্যদল প্রতীক্ষায় রহিয়াছে, যাহারা তোমাদের উপর আক্রমণ করিতে চাহিতেছে, তবে কি তোমরা আমাকে সত্যবাদী বলিয়া বিশ্বাস করিবে ? সকলে বলিল, হাঁ। তিনি এরশাদ করিলেন, আমি তোমাদিগকে এক কঠিন শাস্তি আসিবার পূর্বে, ভয় প্রদর্শন করিতেছি। আবু লাহাব বলিল, (নাউযুবিল্লাহ) তুমি চিরদিনের জন্য ধ্বংস হও। আমাদিগকে শুধু এইজন্য ডাকিয়াছিলে ? ইহার উপর আল্লাহ তা'আলা تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ (সূরা লাহাব) নাযিল করিলেন। যাহাতে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন যে, ধ্বংস হউক আবু লাহাবের দুই হস্ত এবং ধ্বংস হউক সে নিজেও। (মুসনাদে আহমাদ)

৫. রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ইহুদী ছেলের কাছে তাবলীগ

عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ غُلَامٌ يَهُوْدِىٌّ يَخْدُمُ النَّبِىَّ ﷺ فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِىُّ ﷺ يَعُوْدُهُ، فَقعَدَ عِنْدَ رَأْسِه فقَالَ لَهٗ: أَسْلِمْ، فَنظَرَ إِلٰى أَبِيْهِ وَهُوَ عِنْدَهٗ فقَالَ لَهٗ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ، فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَنْقَذَهٗ مِنَ النَّارِ

رواه البخارى، باب إذا أسلم الصبى فمات رقم ١٣٥٦

অর্থ ঃ হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, এক ইহুদী ছেলে নবী করীম (সাঃ) এর খেদমত করিত। সে অসুস্থ হইলে নবী করীম (সাঃ) তাহাকে দেখিতে গেলেন। তিনি তাহার মাথার নিকট বসিলেন এবং বলিলেন, মুসলমান হইয়া যাও। সে তাহার পিতার দিকে দেখিল। পিতা সেখানেই হাজির ছিল। পিতা বলিল, আবুল কাসেম (সাঃ) এর কথা মানিয়া লও। অতএব সে ছেলে মুসলমান হইয়া গেল। নবী করীম (সাঃ) যখন বাহির হইয়া আসিলেন, তখন বলিতেছিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি এ ছেলেকে (দোযখের) আগুন হইতে রক্ষা করিলেন। (বুখারী)

৬. বণী ইসরাঈলের মধ্যে সর্ব প্রথম অধঃপতন কিভাবে দেখা দিল?

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ أَوَّلَ مَادَخَلَ النَّقْصُ عَلٰى بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُوْلُ لَا: يَاهٰذَا! اتَّقِ اللهَ وَدَعْ مَاتَصْنَعُ فَإِنَّهُ لَايَحِلُّ لَكَ، ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ فَ يَمْنَعُهُ ذٰلِكَ أَنْ يَكُوْنَ أَكِيْلَهُ وَشَرِيْبَهُ وَقَعِيْدَهُ، فَلَمَّا فَعَلُوْا ذٰلِكَ ضَرَبَ اللهُ قُلُوْبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، ثُمَّ قَالَ : لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ. إِلٰى قَوْلِهِ – فٰسِقُوْنَ (المائدة : ٧٨-٨١) ثُمَّ قَالَ: كَلَّا وَاللهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلَتَأْخُذُنَّ عَلٰى يَدَىِ الظَّالِمِ، وَلَتَأْطِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا، وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا. رواه أبوداود، باب الأمر والنهى، رقم : ٤٣٣٦

অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, বণী ইসরাঈলের মধ্যে সর্বপ্রথম অধঃপতন এইভাবে শুরু হইল যে, একজন যখন অপরজনের সহিত দেখা করিত এবং তাহাকে বলিত, হে অমুক! আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর, তুমি যে কাজ করিতেছ, তাহা ত্যাগ কর, কেননা উহা তোমার জন্য বৈধ নহে। অতঃপর দ্বিতীয় দিন যখন তাহার সহিত দেখা হইত, তখন তাহার কথা না মানা সত্ত্বেও সেই ব্যক্তি, (পূর্ব) সম্পর্কের দরুণ তাহার সহিত দেখা, খানাপিনা, উঠাবসা আগের মতই করিত। যখন ব্যাপকভাবে এরূপ হইতে লাগিল এবং 'আমর বিল মা'রুফ ও নাহী আনিল মুনকার' করা ত্যাগ করিল তখন আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের দিলকে নাফমানদের মত শক্ত করিয়া দিলেন। অতঃপর নবী করীম (সাঃ)
لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ হইতে فٰسِقُوْنَ পর্যন্ত পড়িলেন। (সূরা ঃ আল-মায়েদা, আয়াত ঃ ৭৮-৮১)

(প্রথম দুই আয়াতের তরজমা হইল) বণী ইসরাঈলের উপর হযরত দাউদ ও হযরত ঈসা (আঃ)-এর জবানে অভিশাপ করা হইয়াছে। ইহা এই কারণে যে, তাহারা নাফরমানী করিত এবং সীমা লংঘন করিত। যে অন্যায় কাজে, তাহারা লিপ্ত ছিল উহা হইতে তাহারা একে অপরকে বারণ করিত না। প্রকৃতই তাহাদের এই কাজ অসৎ ছিল।

অতঃপর নবী করীম (সাঃ) অত্যন্ত জোর দিয়া এই আদেশ করিয়াছেন যে, তোমরা অবশ্যই সৎকাজের হুকুম কর এবং অসৎ কাজে বাধা প্রদান কর, জালেমকে জুলুম হইতে ফিরাইয়া রাখিতে থাক এবং তাহাকে হক কথার দিকে টানিয়া আনিতে থাক, আর তাহাকে হকের উপর বলবৎ রাখ। (আবু দাউদ)

৭. আয়েশা (রাঃ) এর জন্য রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর দোয়া

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَمَّا رَأَيْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ طِيْبَ نَفْسٍ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ادْعُ اللهَ لِىْ، قَالَ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعَائِشَةَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهَا وَمَا تَأَخَّرَ، وَمَا أَسَرَّتْ وَمَا أَعْلَنَتْ فَضَحِكَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا حَتّٰى سَقَطَ رَأْسُهَا فِىْ حِجْرِهَا مِنَ الضِّحْكِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : أَيَسُرُّكِ دُعَائِىْ؟ فَقَالَتْ : وَمَا لِىْ لَايَسُرُّنِىْ دُعَاؤُكَ؟ فَقَالَ : وَاللهِ إِنَّهَا لَدَعْوَتِىْ لِأُمَّتِىْ فِىْ كُلِّ صَلَاةٍ. رواه البزار ورجاله رجال غير أحمد بن منصور الرمادى وهو ثقة، مجمع الزوائد ٣٩٠/٩

অর্থ ঃ হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আমি একবার নবী করীম (সাঃ)-কে খুশী দেখিয়া আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! আমার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করিয়া দিন। তিনি এরশাদ করিলেন, ... اللهم اغفر لعائشة অর্থাৎ আয় আল্লাহ, আয়েশার অতীত ভবিষ্যতের সকল গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিন এবং ঐ সমস্ত গুনাহও ক্ষমা করিয়া দিন, যাহা সে গোপনে বা প্রকাশ্যে করিয়াছে। এই দোয়া শুনিয়া আমি খুশীতে এত হাসিলাম যে, আমার মাথা আমার কোলের সাথে লাগিয়া গেল। নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিলেন, আমার দোয়ার কারণে, তোমার কি খুব খুশী লাগিতেছে? আমি বলিলাম, আপনার দোয়ার কারণে, আমি কেন আনন্দিত হইব না ? তিনি এরশাদ করিলেন, আল্লাহর কসম, আমি এই দোয়া আমার উম্মতের জন্য প্রত্যেক নামাজের মধ্যে করিয়া থাকি। (বাযযার, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

৮. কাহাদের ঠোট আগুনের কাঁচি দ্বারা কাটা হইবে

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِىْ عَلٰى قَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنْ نَارٍ قَالَ: قُلْتُ مَنْ هٰؤُلَاءِ؟ قَالُوْا: خُطَبَاءُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا كَانُوْا يَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتَابَ أَفَلَا يَعْقِلُوْنَ. رواه أحمد ١٣٠/٣

অর্থ ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, শবে মেরাজে আমি এমন এক জামাতের নিকট দিয়া অতিক্রম করিয়াছি যে, তাহাদের ঠোঁট দোযখের আগুনের কাঁচি দ্বারা কাটা হইতেছে। আমি জিবরাঈল (আঃ) কে প্রশ্ন করিলাম, এই সমস্ত লোক কাহারা ? তিনি বলিলেন, ইহারা ঐ সকল বক্তা, যাহারা অন্যদেরকে সৎকাজের জন্য বলিত, আর নিজেরা নিজেদেরকে ভুলিয়া থাকিত। অর্থাৎ নিজেরা আমল করিত না, অথচ তাহারা আল্লাহ তা'আলার কিতাব পড়িত। তাহারা কি জ্ঞানী ছিল না ? (মুসনাদে আহমাদ)

৯. দ্বীনের দাওয়াতের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এত কষ্ট দেওয়া হইয়াছে, যাহা আর কাহাকেও দেওয়া হয় নাই।

عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَقَدْ أُخِفْتُ فِى اللّٰهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ، وَلَقَدْ أُوْذِيْتُ فِى اللّٰهِ لَمْ يُؤْذَ أَحَدٌ، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَىَّ ثَلَاثُوْنَ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَا لِىْ وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُوْكَبِدٍ إِلَّا شَيْئٌ يُوَارِيْهِ إِبِطُ بِلَالٍ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب أحاديث عائشة وأنس ... رقم: ٢٤٧٢

অর্থ ঃ হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, দ্বীনের (দাওয়াতের) ব্যাপারে আমাকে এত ভয় দেখানো হইয়াছে যে, কাহাকেও এত ভয় দেখানো হয় নাই এবং আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় আমাকে, এত যন্ত্রণা দেওয়া হইয়াছে যে, আর কাহাকেও এত যন্ত্রণা দেওয়া হয় নাই। ত্রিশ দিন, ত্রিশ রাত্র আমার উপর এরূপ অতিবাহিত হইয়াছে যে, আমার ও বেলালের জন্য এমন কোন খাওয়ার জিনিস ছিল না, যাহা কোন প্রাণী খাইতে পারে। শুধু এই পরিমাণ ছিল যাহা, বেলালের বগলতলা ধারণ করিতে পারে। অর্থাৎ অতি সামান্য। (তিরমিযী)

১০. ৩ (তিন) দিন পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রথম খানা

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا نَاوَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ كِسْرَةً مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ فَقَالَ: هٰذَا أَوَّلُ طَعَامٍ أَكَلَهُ أَبُوكِ مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. رواه أحمد والطبرانی وزاد: فَقَالَ: مَا هٰذِهِ؟ فَقَالَتْ: قُرْصٌ خَبَزْتُهُ، فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِي حَتّٰى أَتَيْتُكَ بِهٰذِهِ الْكِسْرَةِ. ورجالهما ثقات، مجمع الزوائد ١٠/٥٦٢

অর্থ ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বলেন যে, একবার হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট, যবের রুটির একটি টুকরা পেশ করিলেন। তিনি এরশাদ করিলেন, তোমার পিতা তিন দিন পর এই প্রথম খানা খাইলেন। (মুসনাদে আহমাদ)

এক বর্ণনায় আছে, নবী করীম (সাঃ) মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি ? তিনি আরজ করিলেন, আমি একটি রুটি বানাইয়াছিলাম, আমার ভাল লাগিল না যে, আপনাকে ছাড়িয়া খাই। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

১১. রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর আশংকা দুনিয়ার স্বচ্ছলতাই মুসলমানদের পেরেশানী ও ক্ষতির মূল কারণ হইবে

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: فَوَاللّٰهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشٰى عَلَيْكُمْ، وَلٰكِنْ أَخْشٰى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا أَلْهَتْهُمْ. (وهو بعض الحديث) رواه البخاری، باب ما يحذر من زهرة الدنيا ... رقم: ٦٤٢٥

অর্থ ঃ হযরত আমর ইবনে আওফ (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের ব্যাপারে দারিদ্রের ভয় করি না, বরং এই ব্যাপারে ভয় করি যে, দুনিয়া তোমাদের উপর বিস্তৃত করিয়া দেওয়া হয়, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর বিস্তৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। অতঃপর তোমরাও দুনিয়াকে অর্জন করিবার জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতা শুরু করিবে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা দুনিয়াকে অর্জন করিবার জন্য, পরস্পর প্রতিযোগিতা করিত। অতঃপর দুনিয়া তোমাদিগকে এইভাবে গোমরাহ করিয়া দিবে, যেভাবে তাহাদিগকে গোমরাহ করিয়া দিয়াছে। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ নবী করীম (সাঃ) এর এরশাদ , তোমাদের ব্যাপারে দারিদ্রের ভয় করি না। ইহার অর্থ এই যে, দারিদ্র এই পরিমাণ পেরেশানী ও ক্ষতির কারণ নহে যে পরিমাণ দুনিয়ার সচ্ছলতা পেরেশানী ও ক্ষতির কারণ হইবে।

১২. দুনিয়ার দাম আল্লাহর কাছে একটি মশার পাখার সমানও নহে

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَاسَقٰى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث صحيح غريب، باب ماجاء فى هوان الدنيا على الله عزوجل، رقم: ٢٣٢

অর্থ ঃ হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যদি দুনিয়ার দাম আল্লাহ তা'আলার কাছে একটি মশার পাখার সমানও হইত, তবে আল্লাহ তা'আলা কোন কাফেরকে দুনিয়া হইতে এক ঢোক পানি ও পান করাইতেন না। (যেহেতু দুনিয়ার দাম আল্লাহ তা'আলার কাছে এই পরিমাণও নাই, সেহেতু বেদ্বীন কাফেরদেরকেও প্রচুর দুনিয়া দেওয়া হইয়াছে।) (তিরমিযী)

১৩. আয়েশা (রাঃ) বলেন, ২ (দুই) মাস রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ঘর সমূহে কোন আগুন জ্বলে নাই

عَنْ عُرْوَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَقُوْلُ: وَاللّٰهِ يَا ابْنَ أُخْتِى إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ، ثَلَاثَةَ أَهِلَّةٍ فِى شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوْقِدَ فِىْ أَبْيَاتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَارٌ، قَالَ: قُلْتُ يَا خَالَةُ! فَمَا كَانَ يُعَيِّشُكُمْ؟ قَالَتِ الْأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالْمَاءُ. (وهو طرف من الرواية)

رواه مسلم، باب الدنيا سجن للمؤمن ... رقم: ٧٤٥٢

অর্থ ঃ হযরত ওরওয়া (রহঃ) বলেন, হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলিতেন, হে আমার ভাগিনা, আমরা এক চাঁদ দেখিতাম, তাহার পর আরেক চাঁদ দেখিতাম, তাহার পর তৃতীয় চাঁদ দেখিতাম, এইভাবে দুই মাসে তিন চাঁদ দেখিতাম, কিন্তু নবী করীম (সাঃ)-এর ঘর সমূহে আগুন জ্বলিত না (অর্থাৎ রান্না হইত না)। আমি বলিলাম, খালাজান, তবে আপনাদের, কিভাবে জীবন ধারণ হইত ? তিনি বলিলেন, খেজুর ও পানি দ্বারা। (মুসলিম)

১৪. আল্লাহর রাস্তায় পা ধূলিময় হইবার ফজীলত

عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَغْبَارُّ وَجْهُهُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ إِلَّا أَمَّنَ اللّٰهُ وَجْهَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَغْبَارُّ قَدَمَاهُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِلَّا أَمَّنَ اللّٰهُ قَدَمَيْهِ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه البيهقى فى شعب الإيمان ٤٣/٤

অর্থ ঃ হযরত আবু উমামাহ বাহেলী (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তির চেহারা আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় ধুলিময় হয়, আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন তাহার চেহারাকে অবশ্যই (জাহান্নামের আগুন হইতে) রক্ষা করিবেন। আর যে ব্যক্তির উভয় পা আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় ধুলিময় হইবে, আল্লাহ তা'আলা তাহার উভয় পা কে কেয়ামতের দিন, জাহান্নামের আগুন হইতে অবশ্যই রক্ষা করিবেন। (বায়হাকী)

১৫. আল্লাহর রাস্তার এক সকাল অথবা এক বিকালের ফজীলত কি?

عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَدْوَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا. (وهو بعض الحديث) رواه البخارى، باب صفة الجنة والنار.. رقم: ٦٥٦٨

অর্থ ঃ হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা রাস্তার এক সকাল অথবা এক বিকাল দুনিয়া ও দুনিয়ার ভিতর যাহা কিছু রহিয়াছে, তাহা অপেক্ষা উত্তম। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ দুনিয়া ও দুনিয়ার ভিতর যাহা আছে, তাহা সম্পূর্ণ যদি আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় ব্যয় করিয়া দেওয়া হয়, তবুও আল্লাহ তা'আলার রাস্তার এক সকাল বা এক বিকাল, উহার চাইতে বেশী সওয়াবের কারণ হইবে। (মেরকাত)

১৬. আল্লাহর রাস্তায় কিছু সময় দাঁড়াইয়া থাকা, আপন ঘরে সত্তর বছর নামাজ পড়া হইতে উত্তম

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ بِشِعْبٍ فِيْهِ عُيَيْنَةٌ مِنْ مَاءٍ عَذْبَةٌ، فَأَعْجَبَتْهُ لِطِيْبِهَا، فَقَالَ : لَوِ اعْتَزَلْتُ النَّاسَ فَأَقَمْتُ فِىْ هٰذَا الشِّعْبِ، وَلَنْ أَفْعَلَ حَتّٰى أَسْتَأْذِنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : لَا تَفْعَلْ، فَإِنَّ مَقَامَ أَحَدِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِىْ بَيْتِهِ سَبْعِيْنَ عَامًا، أَلَا تُحِبُّوْنَ أَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ الْجَنَّةَ؟ اُغْزُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، مَنْ قَاتَلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. رواه الترمذى وقال : هذا حديث حسن، باب ما جاء فى الغدو رقم ١٦٥.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সাঃ)-এর এক সাহাবী, (কোন এক সফরে) এক পাহাড়ী রাস্তায়, একটি মিষ্টি ঝর্ণার নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন। সেই ঝর্ণাটি উত্তম হওয়ার কারণে তাহার বড় পছন্দ হইল। তিনি (মনে মনে) বলিলেন, কতই না উত্তম হয়, যদি আমি লোকালয় হইতে আলাদা হইয়া এই পাহাড়ী ঘাঁটিতেই অবস্থান করি। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর অনুমতি ছাড়া কখনও এই কাজ করিব না। সুতরাং তিনি নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট এই খেয়াল পেশ করিলেন। নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিলেন, এরূপ করিও না। কেননা তোমাদের কাহারো আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় (কিছু সময়) দাঁড়াইয়া থাকা, আপন ঘরে থাকিয়া, সত্তর বৎসর নামাজ পড়া হইতে উত্তম। তোমরা কি চাওনা যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ক্ষমা করিয়া দেন এবং তোমাদিগকে বেহেস্তে দাখেল করিয়া দেন ? আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় লড়াই কর। যে ব্যক্তি একটি উটনীর, দুইবার দুধ দোহনের মধ্যবর্তী সময় পরিমাণ আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় লড়াই করিয়াছে তাহার জন্য বেহেস্ত ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে। (তিরমিযী)

১৭. আল্লাহর রাস্তায় মাথা ব্যথা হইবার ফজীলত কি?

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صُدِعَ رَأْسُهٗ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاحْتَسَبَ، غُفِرَ لَهٗ مَا كَانَ قَبْلَ ذٰلِكَ مِنْ ذَنْبٍ. رواه الطبرانى فى الكبير وإسناده حسن مجمع الزوائد ٣/٣٠

অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় যাহার মাথা ব্যথা হয় এবং সে উহার উপর সওয়াবের আশা রাখে, তাহার পূর্বের সমস্ত গুনাহ, ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

১৮. আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)-এর এক সকাল দেরীতে আল্লাহর রাস্তায় যাওয়াতে কি ক্ষতি হইল?

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثَ النَّبِىُّ ﷺ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ رَوَاحَةَ فِىْ سَرِيَّةٍ، فَوَافَقَ ذٰلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَغَدَا أَصْحَابُهٗ، فَقَالَ: أَتَخَلَّفُ فَأُصَلِّىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ أَلْحَقُهُمْ فَلَمَّا صَلّٰى مَعَ النَّبِىِّ ﷺ رَاٰهُ فَقَالَ لَهٗ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَغْدُوَ مَعَ أَصْحَابِكَ؟ فَقَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّىَ مَعَكَ ثُمَّ أَلْحَقَهُمْ، فَقَالَ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِى الْأَرْضِ جَمِيْعًا مَا أَدْرَكْتَ فَضْلَ غَدْوَتِهِمْ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث غريب، باب ماجاء فى السفر يوم الجمعة، رقم ٥٢٧

অর্থ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সাঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাযিঃ) কে এক জামাতে পাঠাইলেন। সেদিন জুমার দিন ছিল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাযিঃ)-এর সঙ্গীগণ সকাল বেলা রওয়ানা হইয়া গেলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাযিঃ) বলিলেন, আমি পরে যাইব, যাহাতে নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে জুমার নামাজ আদায় করিতে পারি। তারপর সঙ্গীদের সহিত যাইয়া মিলিত হইব। তিনি যখন নবী করীম (সাঃ) এর সাথে জুমার নামাজ পড়িলেন, তখন নবী করীম (সাঃ) তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, তুমি তোমার সঙ্গীদের সহিত সকালে কেন গেলে না ? তিনি আরজ করিলেন, আমার ইচ্ছা হইল যে, আপনার সাথে জুমার নামাজ পড়িয়া লই, তারপর তাহাদের সাথে যাইয়া মিলিত হইব। তিনি এরশাদ করিলেন, যদি তুমি জমীনের বুকে যাহা কিছু আছে, উহা সমস্তও (আল্লাহর রাস্তায়) খরচ করিয়া দাও, তবুও যাহারা সকালে গিয়াছে তাহাদের সমান সওয়াব অর্জন করিতে পারিবে না। (তিরমিযী)

১৯. আল্লাহর রাস্তায় গমনকারী ব্যক্তি কিরূপ সওয়াব পায়?

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللّٰهِ لَايَفْتُرُ مِنْ صَوْمٍ وَلَا صَدَقَةٍ حَتّٰى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ إِلٰى أَهْلِهِ. (وهو بعض الحديث) رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناد صحيح. ٤٨٦/١

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় গমনকারীদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মত, যে রোযা রাখে, রাত্রভর নামাজে কুরআনে পাক তেলাওয়াত করে, এবং ততক্ষণ পর্যন্ত অনবরত রোযা ও সদকা করিতে থাকে যতক্ষণ না, আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় গমনকারীরা ফিরিয়া আসে। অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় গমনকারীরা এরূপ এবাদতকারীর সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করে। (ইবনে হিব্বান)

২০. কাহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হইয়া যায়?

عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: يَا أَبَا سَعِيْدٍ مَنْ رَضِىَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، فَعَجِبَ لَهَا أَبُوْ سَعِيْدٍ فَقَالَ: أَعِدْهَا عَلَىَّ، يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَفَعَلَ ثُمَّ قَالَ: وَأُخْرٰى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِى الْجَنَّةِ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، قَالَ: وَمَا هِىَ؟ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ: اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ. رواه مسلم، باب بيان ما أعدّه الله تعالى للمجاهد ... رقم: ٤٨٧٩

অর্থ ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, হে আবু সাঈদ! যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে রব বলিয়া স্বীকার করা ও ইসলামকে দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করা ও মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নবী হওয়ার উপর সন্তুষ্ট হয়, তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হইয়া যায়। এই কথাটি তাহার খুবই ভাল লাগিল। তিনি আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ) আবার বলুন। তিনি আবার এরশাদ করিলেন। অতঃপর বলিলেন, আরো একটি জিনিসও রহিয়াছে, যাহার কারণে বেহেস্তে বান্দার মর্যাদা, একশত মর্তবা উন্নত করিয়া দেওয়া হয়। উহার দুই মর্তবার মধ্যবর্তী দুরত্ব হইল আসমান ও জমীনের মধ্যবর্তী দুরত্বের সমান। তিনি প্রশ্ন করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! উহা কি জিনিস? এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জেহাদ, আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জেহাদ। (মুসলিম)

২১. মুশরিকদের এক সর্দারকে এক সাহাবীর দাওয়াত

عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: أَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ إِلٰى رَأْسٍ مِنْ رُؤُوْسِ الْمُشْرِكِيْنَ يَدْعُوْهُ إِلَى اللّٰهِ، فَقَالَ: هٰذَا الْإِلٰهُ الَّذِىْ تَدْعُوْا إِلَيْهِ أَمِنْ فِضَّةٍ هُوَ؟ أَمْ مِنْ نُحَاسٍ هُوَ؟ فَتَعَاظَمَ مَقَالَتُهُ فِىْ صَدْرِ رَسُوْلِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِ فَادْعُهُ إِلَى اللّٰهِ، فَرَجَعَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَقَالَتِهِ، فَأَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِ فَادْعُهُ إِلَى اللّٰهِ، وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الطَّرِيْقِ لَا يَعْلَمُ، فَأَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ اللّٰهَ قَدْ أَهْلَكَ صَاحِبَهُ وَنَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ: وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِى اللّٰهِ. رواه أبو يعلى، قال المحقق: إسناده حسن ٣٥١/٣

অর্থ ঃ হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সাঃ) এক সাহাবীকে, মুশরিকদের সর্দারদের মধ্য হইতে কোন এক সর্দারের নিকট, আল্লাহ তা'আলার দিকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য পাঠাইলেন। সুতরাং তিনি তাহাকে দাওয়াত দিলেন। সেই মুশরিক বলিল, যেই মা'বুদের দিকে তুমি আমাকে দাওয়াত দিতেছ, তিনি কি রূপার তৈরী না তামার তৈরী ? মুশরিকের এই কথা নবী করীম (সাঃ) এর প্রেরিত প্রতিনিধির নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় মনে হইল। তিনি নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট আসিলেন। তাহাকে মুশরিকের উক্তি সম্পর্কে জানাইলেন। তিনি সাহাবীকে এরশাদ করিলেন, তুমি দ্বিতীয় বার যাইয়া উক্ত মুশরিককে দাওয়াত দাও। সুতরাং তিনি দ্বিতীয় বার যাইয়া দাওয়াত দিলেন। মুশরিক আবার আগের মত বলিল। উক্ত সাহাবী নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট আসিলেন। এবং মুশরিকের উক্তি সম্পর্কে জানাইলেন। নবী করীম (সাঃ) আবার এরশাদ করিলেন, যাও, তাহাকে দাওয়াত দাও। (সুতরাং ঐ সাহাবী তৃতীয়বার দাওয়াত দেওয়ার জন্য গেলেন) অতঃপর ফিরিয়া আসিয়া নবী করীম (সাঃ)-কে জানাইলেন যে, আল্লাহ তা'আলা উক্ত মুশরিককে বজ্রপাত দ্বারা ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন। নবী করীম (সাঃ) পথিমধ্যে ছিলেন, তিনি এই ঘটনা সম্পর্কে জানিতেন না। তখন নবী করীম (সাঃ)-এর উপর আল্লাহ তা'আলার এই আয়াত নাযিল হইল -

وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِى اللّٰهِ (সূরা আর-রা'দ আয়াত ১৩)

অর্থ ঃ এবং আল্লাহ তা'আলা জমিনের দিকে বজ্রসমূহ প্রেরণ করেন। অতঃপর যাহার উপর চাহেন নিক্ষেপ করেন। আর ইহারা আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে বিতর্ক করে। (মুসনাদ আবু ইয়ালা)

২২. আল্লাহর রাস্তায় ১ (এক) টাকা খরচ করিলে ৭ (সাত) লক্ষ টাকা ছদকা করিবার সওয়াব পাওয়া যায়

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَرْسَلَ بِنَفْقَةٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَقَامَ فِىْ بَيْتِهٖ فَلَهٗ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَمَنْ غَزٰى بِنَفْسِه فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَنْفَقَ فِىْ وَجْهِ ذٰلِكَ فَلَهٗ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُ مِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ تَلٰى هٰذِهِ الْاٰيَةَ: وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ

অর্থ ঃ হযরত হাসান ও হযরত আলী (রাঃ) সহ ৮ জন সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নিজ বাড়ীতে বসে আল্লাহর রাস্তায় দান করে বা (খরচ পাঠাইয়া দেয়) সে এক টাকার বিনিময়ে ৭০০ (সাত শত) টাকা ছদকা করিবার সওয়াব প্রাপ্ত হইবে। আর যে ব্যক্তি নিজে আল্লাহর রাস্তায় যাইয়া খরচ করে, সে এক টাকার বিনিময়ে সাত লক্ষ টাকা ছদকা করিবার সওয়াব পাইবে। অতপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কুরআনের আয়াত পাঠ করেন যাহার অর্থ যাহাকে ইচ্ছা আল্লাহ পাক অগণিত সওয়াব দান করিবেন। (ইবনে মাযা)

২৩. আল্লাহর রাস্তায় একটা আমল করিলে ৪৯ (উনপঞ্চাশ) কোটি গুণ সওয়াব পাওয়া যায়

عَنْ مُعَاذِ بْنِ حَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ الصَّلٰوةَ وَالصِّيَامَ وَالذِّكْرَ يُضَاعَفُ عَلَى النَّفَقَةِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ

অর্থ ঃ আল্লাহর রাস্তায় নামাজ, রোজা ও জিকিরের সওয়াব আল্লাহর রাস্তায় খরচের তুলনায় ৭ (সাত) শতগুণ অধিক। (আবু দাউদ শরীফ)

ব্যাখ্যা ঃ দেখা গেল প্রথম হাদীসে (২২ নং হাদীসে) বলা হইয়াছে, আল্লাহর রাস্তায় বাহির হইয়া, এক টাকা খরচ করিলে সাত লক্ষ টাকা ছদকা করিবার সওয়াব পাওয়া যাইবে। আর দ্বিতীয় হাদীসে (২৩ নং হাদীসে) বলা হইয়াছে আল্লাহর রাস্তায় নামাজ, রোজা, জিকির ইত্যাদি আমলের সওয়াব আল্লাহর রাস্তায় খরচের চেয়ে সাতশ গুণ বেশী।

সুতরাং আল্লাহর রাস্তায় আমলের সওয়াব

= আল্লাহর রাস্তায় খরচের সওয়াব × ৭০০ গুণ

= ৭ লক্ষ × ৭০০ গুণ

= ৪৯ কোটি গুণ পাওয়া যায়।

২৪. যে ব্যক্তি জামাতের আমীরের আনুগত্য করিল সে আল্লাহ ও তাহার রাসূল (সাঃ)-এর আনুগত্য করিল

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَطَاعَنِىْ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ، وَمَنْ أَطَاعَ الْإِمَامَ فَقَدْ أَطَاعَنِىْ وَمَنْ عَصَى الْإِمَامَ فَقَدْ عَصَانِى. رواه ابن ماجه، باب طاعة الإمام، رقم: ٢٨٥٩

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করিল সে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করিল। আর যে আমার নাফরমানী করিল সে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী করিল। আর যে ব্যক্তি মুসলমানদের আমীরের আনুগত্য করিল সে আমার আনুগত্য করিল। আর যে ব্যক্তি মুসলমানদের আমীরের নাফরমানী করিল সে আমার নাফরমানী করিল। (ইবনে মাজাহ)

২৫. জামাতের আমীরকে তুচ্ছ মনে করিবার শাস্তি কি?

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَاسْتَذَلَّ الْإِمَارَةَ، لَقِىَ اللهَ وَلَا وَجْهَ لَهُ عِنْدَهُ. رواه أحمد ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ٥/٤٠١

অর্থ ঃ হযরত হোযায়ফা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আমি নবী করীম (সাঃ)-কে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি মুসলমানদের জামাত হইতে আলাদা হইল এবং (জামাতের) আমীরকে তুচ্ছ মনে করিল, তবে সে আল্লাহ তা'আলার সাথে এমন অবস্থায় মিলিত হইবে যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে, তাহার কোন মর্তবা থাকিবে না। অর্থাৎ সেই ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার (রহমতের) দৃষ্টি হইতে মাহরূম হইয়া যাইবে। (মুসনাদে আহমাদ, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

২৬. চাওয়া ব্যতিত আমীর নিযুক্ত হইলে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য পাওয়া যাইবে

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ (لِىَ) النَّبِىُّ ﷺ : يَاعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ سَمُرَةَ: لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوْتِيْتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوْتِيْتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا. (الحديث) رواه البخارى

অর্থ ঃ হযরত আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে এরশাদ করিলেন, হে আবদুর রহমান ইবনে সামুরা! আমীর হইতে চাহিও না। যদি তোমার চাওয়ার কারণে, তোমাকে আমীর বানাইয়া দেওয়া হয় তবে তুমি উহার সোপর্দ হইয়া যাইবে। (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে তোমাকে কোন সাহায্য করা হইবে না) আর যদি তোমার চাওয়া ছাড়া, তোমাকে আমীর বানাইয়া দেওয়া হয়, তখন উহাতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে তোমাকে সাহায্য করা হইবে। (বুখারী)

২৭. গোলামকে আমীর নিযুক্ত করা হইলেও তাহার কথা মানিতে হইবে

عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ أَسْوَدُ يَقُوْدُكُمْ بِكِتَابِ اللّٰهِ، فَاسْمَعُوْا لَهٗ وَأَطِيْعُوْا.

رواه مسلم، باب وجوب طاعة الأمراء ... رقم: ٤٧٦٢

অর্থ ঃ হযরত উম্মে হোসাইন (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যদি তোমাদের উপর কোন নাক কান কাটা গোলামকেও আমীর বানানো হয়, যে তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার আদেশ মোতাবেক চালায়, তবে তোমরা তাহার কথা শুনিও এবং মানিও। (মুসলিম)

২৮. আল্লাহর রাস্তায় এক রাত্রি পাহারা দেবার সওয়াব

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : حَرْسُ لَيْلَةٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ لَيْلَةٍ يُقَامُ لَيْلُهَا وَيُصَامُ نَهَارُهَا. رواه أحمد ٦١/١

অর্থ ঃ হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সাঃ)কে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তা'আলার রাস্তায়, এক রাত্রি পাহারা দেওয়া ঐরূপ হাজার রাত্রির চেয়ে উত্তম, যাহাতে সারারাত দাঁড়াইয়া নামাজ পড়া হয় এবং দিনে রোজা রাখা হয়। (মুসনাদে আহমাদ)

২৯. মু'মিন ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হইতে পারে না

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ أَنَّهُ قَالَ : قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَيَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا؟ فَقَالَ : نَعَمْ، فَقِيْلَ لَهُ : أَيَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ بَخِيْلًا؟ فَقَالَ : نَعَمْ، فَقِيْلَ لَهُ أَيَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا؟ قَالَ: لَا رواه الإمام مالك فى الموطا، ماجاء فى الصدق والكذب، ص-٧٣٢

অর্থ ঃ হযরত সাফওয়ান ইবনে সুলাইম (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, মু'মিন ব্যক্তি কাপুরুষ হইতে পারে কি ? তিনি এরশাদ করিলেন, হইতে পারে। আবার জিজ্ঞাসা করা হইল, কৃপণ হইতে পারে কি? তিনি এরশাদ করিলেন, হইতে পারে। আবার জিজ্ঞাসা করা হইল, মিথ্যাবাদী হইতে পারে কি ? তিনি এরশাদ করিলেন, (মু'মিন ব্যক্তি) মিথ্যাবাদী হইতে পারে না। (মুওয়াত্তা)

৩০. আমরা ৬ (ছয়) টি বিষয়ে দায়িত্ব নিলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের জন্য জান্নাতের দায়িত্ব নিবেন

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: تَقَبَّلُوْا لِىْ سِتًّا، أَتَقَبَّلُ لَكُمْ بِالْجَنَّةِ، قَالُوْا: مَاهِىَ؟ قَالَ: إِذَا حَدَّثَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَكْذِبْ، وَإِذَا وَعَدَ فَلَا يُخْلِفْ، وَإِذَا ائْتُمِنَ فَلَا يَخُنْ، وَغُضُّوْا أَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوْا أَيْدِيَكُمْ، وَاحْفَظُوْا فُرُوْجَكُمْ. رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح إلا أن يزيد بن سنان لم يسمع من أنس، وفى الحاشية: رواه أبو يعلى وفيه سعيد أوسعد بن سنان وليس فيه يزيد بن سنان وهو حسن الحديث، مجمع الزوائد ٥٣١/١٠

অর্থ ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা নিজেদের ব্যাপারে ছয়টি বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ কর। আমি তোমাদের বেহেস্তের দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছি। (১) যখন তোমাদের মধ্যে কেহ কথা বলিবে, তখন মিথ্যা বলিবে না। (২) যখন কোন প্রতিজ্ঞা করিবে, তখন উহা ভঙ্গ করিবে না। (৩) যখন কাহারো নিকট আমানত রাখা হয়, তখন উহা খেয়ানত করিবে না। (৪) নিজের দৃষ্টিকে অবনত রাখিবে। অর্থাৎ যে সব বস্তু দেখিতে নিষেধ করা হইয়াছে, উহার প্রতি যেন দৃষ্টি না পড়ে। (৫) নিজের হাতকে (অন্যায়ভাবে মারপিট ইত্যাদি করা হইতে) বিরত রাখিবে। (৬) নিজের লজ্জাস্থানের হেফাজত করিবে। (আবু ইয়ালা, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

৩১. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ না করিলে দোয়া কবুল হইবে না

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ ﷺ فَعَرَفْتُ فِىْ وَجْهِهٖ اَنْ قَدْ حَضَرَهٗ شَيْئٌ فَتَوَضَّأَ، وَمَا كَلَّمَ اَحَدًا فَلَصَقْتُ بِالْحُجْرَةِ اَسْتَمِعُ مَا يَقُوْلُ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَقَالَ، يَآ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ لَكُمْ مُرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ قَبْلَ اَنْ تَدْعُوْا فَاُجِيْبَ لَكُمْ وَتَسْأَلُوْنِىْ فَلَا اُعْطِيَكُمْ وَتَسْتَنْصِرُوْنِىْ فَلَا اَنْصُرَكُمْ فَمَا زَادَ عَلَيْهِنَّ حَتّٰى نَزَلَ. رواه ابن ماجة وابن حبان فى صحيحه كذا فى الترغيب

অর্থ ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদিন নবী কারীম (সাঃ) আমার ঘরে, তাশ্‌রীফ আনিলেন, আমি নবী করীম (সাঃ) চেহারা মোবাররেকের দিকে দেখিয়া অনুভব করিলাম, অবশ্যই কিছু একটা ঘটিয়াছে। নবী কারীম (সাঃ) কাহারো সাথে কোন কথা না বলিয়া অজু করিয়া মস্‌জিদে গেলেন। আমি নবী কারীম (সাঃ) এর এরশাদ শুনিবার জন্য হুজরার দেওয়ালে কান লাগাইয়া দাঁড়াইয়া গেলাম। নবী করীম (সাঃ) মিম্বরে উঠিয়া, প্রথমে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করিলেন ও পরে এরশাদ করিলেন - হে লোক সকল! আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করিতে থাক। হয়তঃ এমন সময় আসিবে, তোমরা প্রার্থনা করিবে আমি তাহা কবুল করিব না, তোমরা সওয়াল করিবে, কিন্তু আমি তাহা পূর্ণ করিব না, আর তোমরা দুশমনের বিরুদ্ধে আমার নিকট সাহায্য প্রার্থণা করিবে কিন্তু আমি সাহায্য করিব না। নবী কারীম (সাঃ) এই পর্যন্ত বলিয়াই মিম্বর হইতে নামিয়া আসিলেন। - (ইবনে মাজা)

৩২. দুনিয়াকে বড় মনে করিলে ইসলামের মর্যাদা অন্তর হইতে উঠিয়া যাইবে

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اِذَا عَظَّمَتْ اُمَّتِى الدُّنْيَا نُزِعَتْ مِنْهَا هَيْبَةُ الْاِسْلَامِ وَاِذَا تَرَكَتِ الْاَمْرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىَ عَنِ الْمُنْكَرِ حُرِمَتْ بَرَكَةَ الْوَحْىِ وَاِذَا تَسَابَّتْ اُمَّتِى سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللّٰهِ، وكذا فى الدر عن الحكيم الترمذى.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, যখন আমার উম্মত দুনিয়াকে বেশী গুরুত্ব দিবে তখন ইসলামের মর্যাদা তাহাদের মন হইতে উঠিয়া যাইবে এবং যখন তাহারা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা ছাড়িয়া দিবে তখন ওহীর বরকত হইতে মাহরূম হইয়া যাইবে। আর যখন তাহারা পরস্পর গালিগালাজ শুরু করিবে, তখন আল্লাহ্র রহমতের দৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হইয়া যাইবে। (তিরমিযী)

৩৩. পাপ কাজে বাধা না দিলে দুনিয়াতেই আল্লাহর শাস্তি অবতীর্ণ হইবে

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُوْنُ فِىْ قَوْمٍ يَّعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِىْ يَقْدِرُوْنَ عَلٰى اَنْ يُّغَيِّرُوْا عَلَيْهِ وَلَا يُغَيِّرُوْنَ اِلَّا اَصَابَهُمُ اللّٰهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ اَنْ يَّمُوْتُوْا رواه ابوداؤد وابن ماجة وابن حبان والاصبهانى وغيرهم كذا فى الترغيب

অর্থ ঃ হযরত জাবীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন, যদি কোন ব্যক্তি পাপ কার্যে লিপ্ত হয় এবং কওমের লোকের শক্তি থাকার পরও, তাহাকে বাধা প্রদান না করে তবে মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়াতেই তাহাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তি অবতীর্ণ হইবে। (আবু দাউদ, ইবনে মাজা)

৩৪. অন্যায় কাজ দেখিলে শক্তি থাকিলে হাত দ্বারা বন্ধ করিতে হইবে

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ رَّأى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ. رواه مسلم والترمذى وابن ماجة والنسائى كذافى الترغيب

অর্থ ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন অন্যায় কাজ হইতে দেখে, তবে শক্তি থাকিলে উহাকে, হাত দিয়ে বন্ধ করিয়া দিবে। আর যদি এতটুকু শক্তি না থাকে, তবে মুখ দিয়ে বন্ধ করিবে। আর উহাও সম্ভব না হইলে, অন্তর দিয়ে উক্ত কাজকে ঘৃণা করিবে। এবং ইহা ঈমানের সবচেয়ে নীচের স্তর। অন্য হাদীছে আছে, যদি সে অন্তরে ইহাকে ঘৃণা করিল সেও দায়িত্ব হইতে মুক্তি পাইল। এক হাদীছে বলা হইয়াছে, যে ব্যক্তি অন্তরে, উহাকে ঘৃণা করিল সে ঈমানদার বটে কিন্তু তার চেয়ে নীচে কোন ঈমান নাই - (মুসলিম, তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ নবী কারীম (সাঃ)-এর এরশাদবলীর সহিত আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থা, যেন একটু যাচাই করিয়া দেখি যে, আমাদের মধ্যে কত জন লোক আছে যে, অন্যায় কাজ দেখিলে উহাকে হাত দিয়া বন্ধ করিবার চেষ্টা করি অথবা কমপক্ষে দুর্বল ঈমান হিসাবে অন্তরে ইহাকে ঘৃণা করি। নির্জনে বসিয়া একটু চিন্তা করা উচিত?

৩৫. নেক লোক থাকা অবস্থায়ও কি আমরা ধ্বংস হইয়া যাইতে পারি?

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَفَنَهْلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ. رواه البخارى، باب يأجوج ومأجوج، رقم.

অর্থ ঃ হযরত জায়নাব বিনতে জাহাশ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট প্রশ্ন করিলাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ, (সাঃ)! আমাদের মধ্যে নেক লোক থাকা অবস্থায়ও কি আমরা ধ্বংস হইয়া যাইতে পারি? তিনি এরশাদ করিলেন, জ্বি হাঁ, যখন অসৎ কাজ চরম হইয়া যাইবে। (বুখারী)

৩৬. জালেমকে জুলুম করিতে বাধা না দিলে কি হইবে?

عَنْ أَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يٰأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَءُوْنَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ: (يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ج لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) المائدة: ١٠٥ وَإِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوْا عَلٰى يَدَيْهِ اَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ مِّنْهُ. رواه الترمذى وقال: حديث صحيح، باب ماجاء فى نزول العذاب إذا لم يغير المنكر، رقم.

অর্থ ঃ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন হে লোকেরা! তোমরা এই আয়াত পড়িয়া থাক

يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ج لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ.

(সূরা ঃ আল-মায়েদা, আয়াত ঃ ১০৫)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ, নিজেদের জন্য চিন্তা কর, যখন তোমরা হিদায়াতের পথে চলিতেছ, তখন যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হয় তাহার দ্বারা তোমাদের কোন ক্ষতি নাই।

আর আমি নবী করীম (সাঃ) কে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যখন লোকেরা, জালেমকে জুলুম করিতে দেখিয়াও তাহাকে জুলুম হইতে বাধা না দিবে, তখন অতিসত্বর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের সকলকে স্বীয় ব্যাপক আযাবে গ্রেফতার করিবেন। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আবু বকর (রাযিঃ) হাদীস বর্ণনা দ্বারা ইহা পরিষ্কার হইয়া গেল যে, যথাসম্ভব অন্যায় কাজ হইতে বাধা দেওয়া এই উম্মতের দায়িত্ব।

৩৭. নবী দোয়া করিলেন, আমার কওমকে ক্ষমা করিয়া দিন

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَأَنِّىْ أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَحْكِىْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِىْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ . رواه البخارى، كتاب أحاديث الأنبياء، رقم

অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আমি যেন নবী করীম (সাঃ) কে দেখিতে পাইতেছি, তিনি এক নবীর ঘটনা বর্ণনা করিতেছেন যে, তাঁহার কওম তাঁহাকে এত প্রহার করিল যে, রক্তাক্ত করিয়া দিল, আর তিনি আপন চেহারা হইতে রক্ত মুছিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন, আয় আল্লাহ! আমার কওমকে ক্ষমা করিয়া দিন, কারণ তাহারা জানে না। [এই ধরনের ঘটনা স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) এর সহিত ওহুদের যুদ্ধে ঘটিয়াছে] (বুখারী)

৩৮. কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর উম্মত নহে?

عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ .

رواه الترمذى وقال : هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء فى رحمة الصبيان.

অর্থ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, সেই ব্যক্তি আমার উম্মত নহে, যে আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া (আদর) করে না, আমাদের বড়দের প্রতি সম্মান (ইজ্জত) করে না, সৎকাজে আদেশ করে না এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে না। (তিরমিযী)

৩৯. কোন আমল না করিলে দোয়া কবুল হইবে না?

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ فَلَا يَسْتَجِيْبُ لَكُمْ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن، باب ماجاء فى الأمر بالمعروف والنهى عن

অর্থ ঃ হযরত হোযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, সেই জাতের কসম, যাহার হাতে আমার জান, তোমরা অবশ্যই আমর বিল মারুফ, নাহী আনিল মুনকার (সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ) করিতে থাক। নতুবা শ্রীঘ্রই আল্লাহ তা'আলা, তোমাদের উপর শাস্তি পাঠাইয়া দিবেন। অতঃপর তোমরা দোয়া করিলেও আল্লাহ তা'আলা তোমাদের দোয়া কবুল করিবেন না। (তিরমিযী)

৪০. আল্লাহর রাস্তায় একদিনের সওয়াব কি?

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: يَوْمٌ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيْمَا سِوَاهُ. رواه النسائى، باب فضل الرباط.

অর্থ ঃ হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আমি নবী করীম (সাঃ) কে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় একদিন, উহা ছাড়া হাজার দিন অপেক্ষা উত্তম। (নাসাঈ)

৪১. কোন আমল সবচেয়ে উত্তম?

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ: أَىُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ، ثُمَّ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ، رواه البخارى، باب وسمى النبى ﷺ الصلاة عملا، رقم

অর্থ ঃ হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ) এর নিকট প্রশ্ন করিল, কোন আমল সবচেয়ে উত্তম? তিনি এরশাদ করিলেন, সময়মত নামাজ পড়া, পিতা-মাতার সহিত ভালো ব্যবহার করা, তাহার পর আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জেহাদ করা। (বুখারী)

৪২. রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর হেদায়েতের দোয়া

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَحْرَقَتْنَا نِبَالُ ثَقِيْفٍ فَادْعُ اللّٰهَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ اهْدِ ثَقِيْفًا. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، باب فى ثقيف وبنى حنيفة.

অর্থ ঃ হযরত জাবের (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, সাকীফ গোত্রের তীরগুলি আমদিগকে শেষ করিয়া দিল, আপনি তাহাদের জন্য বদদোয়া করুন। তিনি এরশাদ করিলেন, আয় আল্লাহ, আপনি সাকীফ গোত্রকে হেদায়াত দান করুন। (তিরমিযী)

৪৩. নিজে পুরাপুরি আমল করিতে না পারিলে ও অন্য দাওয়াত দিতে হইবে

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَانَأْمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ حَتّٰى نَعْمَلَ بِهٖ كُلِّهٖ وَلَانَنْهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ حَتّٰى نَجْتَنِبَهٗ كُلَّهٗ فَقَالَ ﷺ: بَلْ مُرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَاِنْ لَّمْ تَعْمَلُوْا بِهٖ كُلِّهٖ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاِنْ لَّمْ تَجْتَنِبُوْهُ كُلَّهٗ. (رواه الطبرانى فى الصغير والاوسط)

অর্থ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) বলেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে আরজ করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সৎ কাজ নিজেরা পুরাপুরি পালন করিতে না পারা পর্যন্ত, সৎকাজের আদেশ করিব না এবং অন্যায় কাজ হইতে নিজেরা পরিপূর্ণভাবে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত, কাউকে অন্যায় করিতে দেখিলে বাধা প্রদান করিব না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিলেন, তোমরা সৎকাজের আদেশ করিবে, যদিও তোমরা নিজেরা সকল প্রকার সৎকাজের অনুসারী হইতে সক্ষম না হও এবং মন্দ কাজ হইতে অন্যদেরকে বিরত থাকার আহবান জানাইবে, যদিও নিজেরা মন্দকাজ পুরাপুরি বর্জন করিতে সক্ষম না হও।

ব্যাখ্যা ঃ আমরা মনে করি যে, আল্লাহর দ্বীন মোতাবেক নিজেরা যেহেতু যথাযথ ভাবে চলিতে পারি না এমন অবস্থায় অন্যদের উপদেশ দিব কিভাবে? উক্ত হাদীস হইতে জানা গেল ইহা মনের একটা প্রকাশ্য ধোকা মাত্র। আল্লাহ তা'আলা যখন এই কাজ করিবার আদেশ দিয়াছেন, তখন এইক্ষেত্রে দিধাদ্বন্দ্বের কোন প্রকার অবকাশ নাই। আল্লাহর আদেশ মনে করিয়াই, এই কাজে আমাদেরকে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। আশা করা যায়, যে আমলের দাওয়াত আমি অন্যকে দিব, অচিরেই সেই আমল করিবার তৌফিক আল্লাহ তা'আলা আমাকে দান করিবেন, ইনশাআল্লাহ!

৪৪. প্রকৃত মুজাহিদ কে?

اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ.

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে ,

অর্থ ঃ প্রকৃত মুজাহিদ ঐ ব্যক্তি যে তাহার নফসের সাথে জিহাদ করে।

ব্যাখ্যা ঃ অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, প্রকৃত মুজাহিদ ঐ ব্যক্তি নয়, যে দূরবর্তী দুশমনের বিরুদ্ধে জিহাদ করে, বরং ঐ ব্যক্তিই প্রকৃত মুজাহিদ, যে ওই দুশমনের সাথে জিহাদ করে, যে দুশমন সব সময় তাহার নিজের সাথেই থাকে অর্থাৎ "নফস"। বিশ্ব বিখ্যাত আলেম হযরত ইবনে আরাবী (রহঃ), তিরমিযী শরীফের শরাহতে লিখিয়াছেন, নফসের সাথে জিহাদ হইল 'জিহাদে আকবর'।

বেহেশ্‌তের সুখ-শান্তি

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اَعْدَدْتُّ لِعِبَادِیَ الصَّالِحِیْنَ مَالَا عَیْنٌ رَاَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلٰی قَلْبِ بَشَرٍ ۞

অর্থ ঃ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমাইয়াছেন ঃ বেহেশতের মধ্যে আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এইরূপ নেয়ামতসমূহ তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছি যাহা কোন চক্ষু কোন দিন দর্শন করে নাই বা কোন কর্ণ কোন দিন শ্রবণ করে নাই অথবা কাহারও কল্পনাতেও কোনদিন তাহা আসে নাই।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ اِلَیْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْعَمَلٍ.

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা আপনার নিকট বেহেশত চাই এবং উহাও চাই যাহা আমাদেরকে বেহেশতের নিকটবর্তী করিয়া দেয় অর্থাৎ যে কথার দ্বারা অথবা যে কাজের দ্বারা।

হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ যেই ব্যক্তি তিন বার আল্লাহ পাকের নিকট বেহেশত প্রার্থনা করিবে, তাহার জন্য বেহেশত আল্লাহর নিকট এই দোয়া করিবেঃ

اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ.

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনি তাহাকে বেহেশতে প্রবেশ করাইয়েন।

এক হাদীসে আছে, যেই ব্যক্তি এমনভাবে লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ-এর সাক্ষ্য দিয়াছে যে, তাহার অন্তর তাহার জবানকে সত্য বলিয়া স্বীকার করে সে বেহেশতের যে কোন দরজা দিয়া ইচ্ছা প্রবেশ করিতে পারিবে। (মুসনাদে আবু ইয়ালা)

কুরআনের বাণী ঃ

১. যাহাকে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করানো হইবে সেই পরিপূর্ণ সফলকাম হইবে

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ﴿١٨٥﴾

(سورة ال عمرن : ١٨٥)

অর্থ ঃ প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে আর রোজ কেয়ামতে তোমাদিগকে পূর্ণ প্রতিফলই দেওয়া হইবে, সুতরাং যাহাকে দোজখ হইতে রক্ষা করা হইবে এবং বেহেশতে প্রবেশ করানো হইবে সেই পরিপূর্ণ সফলকাম হইবে। দুনিয়ার জীবন ধোঁকা ছাড়া অন্য কিছু নহে। (সূরা ঃ আলে ইমরান, আয়াত ঃ ১৮৫)

২. বেহেশ্‌তীরা থাকিবে আরামের উদ্যানে স্বর্ণখচিত সিংহাসনে

وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ﴿١٠﴾ أُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿١١﴾ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿١٢﴾ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِيْنَ ﴿١٣﴾ وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٤﴾ عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ﴿١٥﴾ مُّتَّكِئِيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ ﴿١٦﴾ يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ﴿١٧﴾ بِأَكْوَابٍ وَّأَبَارِيْقَ ۙ وَكَأْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ﴿١٨﴾ لَّا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ ﴿١٩﴾ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٢١﴾ وَحُوْرٌ عِيْنٌ ﴿٢٢﴾ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ ﴿٢٣﴾ جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٤﴾ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَأْثِيْمًا ﴿٢٥﴾ إِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا ﴿٢٦﴾ (سورة الواقعة : ١٠-٢٦)

অর্থ ঃ অগ্রবর্তীগণ তো অগ্রবর্তীই। তাহারাই নৈকট্যশীল, আরামের উদ্যানসমূহে, তাহারা একদল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে এবং অল্পসংখ্যক পরবর্তীদের মধ্য থেকে, স্বর্ণখচিত সিংহাসনে। তাহারা (বেহেশ্‌তীরা) তাহাতে হেলান দিয়া বসিবে পরস্পর মুখোমুখি হইয়া। তাহাদের কাছে ঘুরাফিরা করিবে চির কিশোররা, পানপাত্র কুঁজা ও খাঁটি সুরাপূর্ণ পেয়ালা হাতে নিয়া, যাহা পান করিলে তাহাদের মাথা ব্যথা হইবে না এবং তাহারা মাতালও হইবে না। আর তাহাদের পছন্দমত ফলমূল নিয়া এবং রুচিমত পাখীর মাংস নিয়া। তথায় থাকিবে আনতনয়না হুরগণ, আবরণে রক্ষিত মতির ন্যায়, তাহারা যাহা কিছু করিত তাহার পুরস্কারস্বরূপ। তাহারা তথায় কোন অবান্তর ও খারাপ কথা শুনিবে না। কিন্তু শুনিবে সালাম আর সালাম। (সূরা ঃ আল ওয়াকেয়া, আয়াত ঃ ১০-২৬)

৩. বেহেশ্‌তে থাকিবে কাটাবিহীন বাগান দীর্ঘ ছায়া আর চিরকুমারী রমণীগণ

وَاَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ﴿٢٧﴾ فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ ﴿٢٨﴾ وَّطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ ﴿٢٩﴾ وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ ﴿٣٠﴾ وَّمَآءٍ مَّسْكُوْبٍ ﴿٣١﴾ وَّفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ ﴿٣٢﴾ لَّامَقْطُوْعَةٍ وَّلَامَمْنُوْعَةٍ ﴿٣٣﴾ وَّفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ ﴿٣٤﴾ اِنَّآ اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَآءً ﴿٣٥﴾ فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا ﴿٣٦﴾ عُرُبًا اَتْرَابًا ﴿٣٧﴾ لِّاَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿٣٨﴾ ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٩﴾ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ﴿٤٠﴾ (سورة الواقعة : ٢٧-٤٠)

অর্থ ঃ যাহারা ডান দিকে থাকিবে তাহারা (বেহেশ্‌তীরা) কত ভাগ্যবান। তাহারা থাকিবে কাঁটাবিহীন কুল বাগানে এবং কাঁদি কাঁদি কলায় এবং দীর্ঘ ছায়ায় এবং প্রবাহিত পানিতে ও প্রচুর ফলমূলে, যাহা শেষ হইবার নহে এবং নিষিদ্ধও নহে, আর থাকিবে সমুন্নত শয্যায়। আমি বেহেশ্‌তী রমণীগণকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর তাহাদেরকে করিয়াছি চিরকুমারী, কামিনী, সমবয়স্কা, ডান দিকের (বেহেশ্‌তী) লোকদের জন্য। তাহাদের একদল হইবে পূর্ববর্তীদের মধ্যে হইতে এবং একদল হইবে পরবর্তীদের মধ্য হইতে। (সূরা ঃ আল ওয়াক্বেয়া, আয়াত ঃ ২৭-৪০)

৪. বেহেশ্‌তীদের বলা হইবে সালাম, তোমরা সুখে থাক।

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۭ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ﴿٧٣﴾

(سورة الزمر : ٧٣)

অর্থ ঃ যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করিত তাহাদিগকে দলে দলে বেহেশ্‌তের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে। যখন তাহারা (বেহেশ্‌তীরা) উন্মুক্ত দরজা দিয়া বেহেশ্‌তে পৌঁছাইবে এবং বেহেশ্‌তের রক্ষীরা তাহাদেরকে বলিবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাক। অতঃপর সদা-সর্বদা বসবাসের জন্যে তোমরা বেহেশ্‌তে প্রবেশ কর। (সূরা ঃ জুমার, আয়াত ঃ ৭৩)

৫. বেহেশ্‌তীদের অন্তরে কোন দুঃখ থাকিবে না

وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ ۚ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدٰىنَا لِهٰذَا ۛ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَآ اَنْ هَدٰىنَا اللّٰهُ ۚ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۖ وَنُوْدُوْٓا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٤٣﴾ (سورة الاعرف : ٤٣)

অর্থ ঃ তাহাদের (বেহেশ্‌তীদের) অন্তরে যাহা কিছু দুঃখ ছিল, আমি তাহা বাহির করিয়া দিব, তাহাদের পাদদেশে প্রবাহিত হইবে "নদীঃ। তাহারা বলিবে, আল্লাহর শোকর, যিনি আমাদেরকে এই পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। আমরা কখনো পথ পাইতাম না, যদি আল্লাহ আমাদেরকে পথ প্রদর্শন না করিতেন। আমাদের পালনকর্তার রাসূল, আমাদের কাছে সত্য কথা নিয়া আসিয়াছিলেন। আওয়াজ আসবে, "ইহাই বেহেশ্‌ত"। তোমরা ইহার উত্তরাধিকারী হইলে তোমাদের কর্মের প্রতিদানে। (সূরা ঃ আল আ'রাফ, আয়াত ঃ ৪৩)

৬. বেহেশ্‌তে থাকিবে প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ রমণীগণ

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ﴿٤٦﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٧﴾ ذَوَاتَآ اَفْنَانٍ ﴿٤٨﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٩﴾ فِيْهِمَا عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ ﴿٥٠﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥١﴾ فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ ﴿٥٢﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٣﴾ مُتَّكِئِيْنَ عَلٰى فُرُشٍۢ بَطَآئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ ؕ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿٥٤﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٥﴾ فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ ۙ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ﴿٥٦﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٧﴾ كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٥٨﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٩﴾ هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ ﴿٦٠﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦١﴾ (سورة الرحمن : ٤٦-٦١)

অর্থ ঃ যেই ব্যক্তি তাহার পালনকর্তার সামনে উপস্থিত হইবার ভয় রাখে তাহার জন্য রহিয়াছে দুইটি উদ্যান। অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদান অস্বীকার করিবে? উভয় উদ্যানই ঘন শাখা-পল্লব বিশিষ্ট। অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদান অস্বীকার করিবে? উভয়ের মধ্যে প্রত্যেক ফল বিভিন্ন রকমের হইবে। অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদান অস্বীকার করিবে? তাহারা তথায় (বেহেশ্‌তে) রেশমের আস্তর বিশিষ্ট বিছানার উপর হেলান দিয়া বসিবে। উভয় উদ্যানের ফল তাহাদের নিকট ঝুলিবে। অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদান অস্বীকার করিবে? তথায় থাকিবে আনত নয়না রমণীগণ, কোন জ্বিন ও মানব পূর্বে যাহাদেরকে স্পর্শ করে নাই। অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদান অস্বীকার করিবে? প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ রমণীগণ। অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদান অস্বীকার করিবে? সৎকাজের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ব্যতীত কি হইতে পারে? অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদান অস্বীকার করবে? (সূরা ঃ আর রহমান, আয়াত ঃ ৪৬-৬১)

৭. যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও সৎ কাজ করিয়াছে তাহাদের জন্য বেহেশ্‌ত

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِىْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ؕ وَلَهُمْ فِيْهَاۤ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙۗ وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝ (سورة البقرة : ٢٥)

অর্থ ঃ (আর হে নবী!) যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎ কাজসমূহ করিয়াছে, আপনি তাহাদেরকে এমন বেহেশ্‌তের সুসংবাদ দিন, যাহার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান থাকিবে। যখনই তাহারা খাবার হিসাবে কোন ফল প্রাপ্ত হইবে, তখনই তাহারা বলিবে, এ তো অবিকল সেই ফলই, যাহা আমরা ইতিপূর্বেও লাভ করিয়াছিলাম। বস্তুতঃ তাহাদেরকে একই প্রকৃতির ফল প্রদান করা হইবে এবং সেইখানে তাহাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী থাকিবে। আর সেখানে তাহারা অনন্তকাল অবস্থান করিবে। (সূরা ঃ আল বাক্বারা, আয়াত ঃ ২৫)

৮. বেহেশ্‌তে থাকিবে দুধের নহর, মধুর নহর আর সুস্বাদু শরাবের নহর

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ فِيْهَاۤ اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ۚ۬ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ؕ وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ؕ (سورة محمد : ١٥)

অর্থ ঃ পরহেযগার বান্দাদেরকে যেই বেহেশ্‌তের ওয়াদা করা হইয়াছে, তাহার অবস্থা হইল, সেইখানে আছে পানির নহর, নির্মল দুধের নহর, যাহার স্বাদ অপরিবর্তনীয়। পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শরাবের নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর। তথায় (বেহেশ্‌তে) তাহাদের জন্যে আছে রকমারি ফলমূল ও তাহাদের পালনকর্তার ক্ষমা। (সূরা ঃ মুহাম্মদ, আয়াত ঃ ১৫)

৯. বেহেশ্তীদের পান করানো হইবে কাফুর মিশ্রিত পানপাত্র হইতে

اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ۝ عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ۝ (سورة الدهر : ٥-٦)

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই সৎকর্মশীলরা (বেহেশ্তীরা) পান করিবে কাফুর মিশ্রিত পান পাত্র হইতে। ইহা একটি ঝরণা, যাহা হইতে আল্লাহর নেক বান্দাগণ পান করিবে তাহারা ইহাকে প্রবাহিত করিবে। (সূরা ঃ দাহর, আয়াত ঃ ৫-৬)

১০. বেহেশ্তীদের মুখমণ্ডলে থাকিবে স্বাচ্ছন্দ্য ও সজীবতা

اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ ۝ عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ۝ تَعْرِفُ فِىْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ ۝ يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ ۝ خِتٰمُهٗ مِسْكٌ ط

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই সৎ লোকগণ (বেহেশ্তে) থাকিবে পরম আরামে, তাহারা সিংহাসনে বসিয়া অবলোকন করিবে, আপনি তাহাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্য ও সজীবতা দেখিতে পাইবেন। তাহাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হইবে। তাহার মোহর হইবে কস্তুরী। (সূরা ঃ মুতাফ্ফিফীন, আয়াত ঃ ২২-২৫)

১১. বেহেশ্তীরা বেহেশ্তে চিরকাল থাকিবে

يٰعِبَادِ لَاخَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَآ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ۝ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ۝ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ ۝ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّاَكْوَابٍ ۚ وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ ۚ وَاَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝ (سورة الزخرف : ٦٨-٧١)

অর্থ ঃ হে আমার বান্দাগণ আজ তোমাদের কোন ভয় নাই, এবং তোমরা দুঃখিত ও হইবে না। যাহারা আমার আয়াতে বিশ্বাস করিয়াছিলে এবং আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীগণ সানন্দে বেহেশতে প্রবেশ কর। (বেহেশ্তে) তাহাদের কাছে পরিবেশন করা হইবে স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র, তথায় রহিয়াছে (তাহাদের) মন যাহা চায় এবং নয়ন যাহাতে তৃপ্ত হয়, তোমরা (বেহেশ্তীরা) তথায় চিরকাল থাকিবে। (সূরা ঃ আয যুখরুফ, আয়াত ঃ ৬৮-৭১)

১২. বেহেশ্‌তীদের অন্তরে কোন ক্রোধ থাকিবে না

وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ﴿٤٧﴾

(سورة الحجر: ٤٧)

অর্থ ঃ তাহাদের (বেহেশ্‌তীদের) অন্তরে যে ক্রোধ ছিল আমি (আল্লাহ) তাহা দূর করিয়া দিব। তাহারা ভাই ভাইয়ের মত সামনাসামনি আসনে বসিবে। (সূরা ঃ আল হিজর, আয়াত ঃ ৪৭)

১৩. বেহেশ্‌তের তলদেশ দিয়া নহর সমূহ প্রবাহিত

اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ﴿١٢﴾ (سورة محمد: ١٢)

অর্থ ঃ যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাহাদেরকে দাখিল করিবেন (বেহেশ্‌তের) উদ্যান সমূহে, যাহার তলদেশ দিয়া নহর সমূহ প্রবাহিত হইবে। (সূরা ঃ মুহাম্মাদ, আয়াত-১২)

১৪. বেহেশ্‌তে থাকিবে সৎ চরিত্রা সুন্দরী রমণীগণ

فِيْهِنَّ خَيْرٰتٌ حِسَانٌ ﴿٧٠﴾ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧١﴾
حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٧٢﴾ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٣﴾
لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَاۤنٌّ ﴿٧٤﴾ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٥﴾

(سورة الرحمن: ٧٥-٧٠)

অর্থ ঃ সেখানে (বেহেশ্‌তে) থাকিবে সচ্চরিত্রা সুন্দরী রমণীগণ! অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করিবে? তাঁবুতে অবস্থানকারিণী হুরগণ। অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদান অস্বীকার করিবে? কোন জ্বীন ও মানব পূর্বে তাহাদেরকে স্পর্শ করে নাই। (সূরা ঃ আর রহমান, আয়াত ঃ ৭০-৭৫)

১৫. বেহেশ্তীদের কখনও মৃত্যু হইবে না

يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اٰمِنِيْنَ ﴿٥٥﴾ لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى ج وَوَقٰهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴿٥٦﴾ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكَ ط ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٥٧﴾ (سورة الدخان : ٥٧-٥٥)

অর্থ ঃ তাহারা সেখানে (বেহেশ্তে) শান্ত মনে বিভিন্ন ফল-মূল আনিতে বলিবে। তাহারা সেখানে মৃত্যু আস্বাদন করিবে না, প্রথম মৃত্যু ব্যতীত এবং আপনার পালনকর্তা তাহাদেরকে দোজখের আজাব থেকে রক্ষা করিবেন। আপনার পালনকর্তার কৃপায় ইহাই মহাসাফল্য। (সূরা ঃ আদ দুখান, আয়াত ঃ ৫৫-৫৭)

১৬. আল্লাহ তা'আলা বেহেশ্তীদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাহারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لا اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾ جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ط رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ط ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ ﴿٨﴾ (سورة البينة : ٨-٧)

অর্থ ঃ যাহারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে, তাহারাই সৃষ্টির সেরা। তাহাদের পালনকর্তার কাছে রহিয়াছে তাহাদের প্রতিদান চিরকাল বসবাসের বেহেশ্ত, যাহার তলদেশ দিয়া নহর প্রবাহিত, তাহারা সেখানে থাকিবে অনন্তকাল। আল্লাহ তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাহারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। ইহা তাহার জন্যে, যে তাহার পালনকর্তাকে ভয় করে। (সূরা ঃ বাইয়্যেনাহ, আয়াত ঃ ৭-৮)

১৭. মতির মত চির কিশোরেরা বেহেশতীদের সেবা করিবে

وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ج اِذَا رَاَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا ﴿١٩﴾ (سورة الدهر : ١٩)

অর্থ ঃ (বেহেশ্তে) তাহাদের কাছে ঘোরাফেরা করিবে চির কিশোরগণ। আপনি তাহাদেরকে দেখে মনে করিবেন যেন বিক্ষিপ্ত মণি-মুক্তা। (সূরা ঃ আদ দাহর, আয়াত ঃ ১৯)

১৮. নিশ্চয়ই খোদাভীরুগণ বেহেশ্‌তে থাকিবে

اَفَسِحۡرٌ هٰذَاۤ اَمۡ اَنۡتُمۡ لَا تُبۡصِرُوۡنَ ۚ﴿۱۵﴾ اِصۡلَوۡهَا فَاصۡبِرُوۡۤا اَوۡ لَا تَصۡبِرُوۡا ۚ سَوَآءٌ عَلَيۡكُمۡ ؕ اِنَّمَا تُجۡزَوۡنَ مَا كُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ ﴿۱۶﴾ اِنَّ الۡمُتَّقِيۡنَ فِىۡ جَنّٰتٍ وَّنَعِيۡمٍ ﴿۱۷﴾

(سورة الطور: ۱۷)

অর্থ ঃ খুব মজার সহিত খাও এবং পান কর, তোমাদের (কৃত) আমলের বিনিময়ে। সারি সারি সাজানো আসন সমূহের উপর হেলান দিয়া, আর আমি তাহাদেরকে বড় বড় নয়ন বিশিষ্টা সুন্দরীগণের সহিত বিবাহ করাইয়া দিব। নিশ্চয়ই খোদাভীরুগণ থাকিবে বেহেশ্‌তে ও আরাম আয়েশে। (সূরা ঃ আত তুর, আয়াত ঃ ১৫-১৭)

১৯. বেহেশতীদের পোশাক হইবে সূক্ষ্ম ও পুরু রেশমের বস্ত্র

اُولٰٓئِكَ لَهُمۡ جَنّٰتُ عَدۡنٍ تَجۡرِىۡ مِنۡ تَحۡتِهِمُ الۡاَنۡهٰرُ يُحَلَّوۡنَ فِيۡهَا مِنۡ اَسَاوِرَ مِنۡ ذَهَبٍ وَّيَلۡبَسُوۡنَ ثِيَابًا خُضۡرًا مِّنۡ سُنۡدُسٍ وَّاِسۡتَبۡرَقٍ مُّتَّكِـِٕيۡنَ فِيۡهَا عَلَى الۡاَرَآئِكِ ؕ نِعۡمَ الثَّوَابُ ؕ وَحَسُنَتۡ مُرۡتَفَقًا ﴿۳۱﴾ (سورة الكهف: ۳۱)

অর্থ ঃ উহাদেরই জন্য আছে স্থায়ী বেহেশ্‌ত, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেইখানে উহাদিগকে স্বর্ণ-কংকনে অলংকৃত করা হইবে, উহারা পরিধান করিবে সূক্ষ্ম ও পুরু রেশমের সবুজ বস্ত্র এবং তথায় সমাসীন হইবে সুসজ্জিত আসনে। কত সুন্দর পুরস্কার ও উত্তম আশ্রয়স্থল। (সূরা ঃ কাহাফ, আয়াত ঃ ৩১)

২০. বেহেশ্‌তীদেরকে তাহাদের রবের পক্ষ হইতে বলা হইবে "সালাম"

لَهُمۡ فِيۡهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمۡ مَّا يَدَّعُوۡنَ ﴿۵۷﴾ سَلٰمٌ قف قَوۡلًا مِّنۡ رَّبٍّ رَّحِيۡمٍ ﴿۵۸﴾

(سورة يس: ۵۸-۵۷)

অর্থ ঃ সেইখানে (বেহেশ্‌তে) থাকিবে তাহাদের জন্য ফলমূল এবং তাহাদের জন্য বাঞ্ছিত সমস্ত কিছু। (বলা হইবে) সালাম, পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ হইত সম্ভাষণ (সূরা ঃ ইয়াসীন, আয়াত ঃ ৫৭-৫৮)

২১. বেহেশতীরা সেইখানে কোন অসার বাক্য শুনিবে না

فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿١٠﴾ لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ﴿١١﴾ فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿١٢﴾ فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ﴿١٣﴾ وَّاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ ﴿١٤﴾ وَّنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ ﴿١٥﴾ وَّزَرَابِىُّ مَبْثُوْثَةٌ ﴿١٦﴾

(سورة الغاشية : ١٦-١٠)

অর্থ ঃ সুমহান (বেহেশ্‌তে), সেইখানে তাহারা কোন অসার বাক্য শুনিবে না। সেইখানে থাকিবে প্রবাহিত ঝর্ণা, উন্নত সুসজ্জিত আসন, প্রস্তুত থাকিবে সংরক্ষিত পানপাত্র, সারি সারি গালিচা এবং বিস্তৃত কার্পেট। (সূরা ঃ গাশিয়া, আয়াত ঃ ১০-১৬)

২২. বেহেশ্‌তীরা সুশীতল ছায়ায় সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়া বসিবে

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا وَّلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٤﴾ اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِىْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ ﴿٥٥﴾ هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ فِىْ ظِلٰلٍ عَلَى الْاَرَآئِكِ مُتَّكِــُٔوْنَ ﴿٥٦﴾ (سورة يس : ٥٦-٥٤)

অর্থ ঃ আজ কাহারও প্রতি কোন জুলুম করা হইবে না এবং তোমরা যাহা করিতে কেবল তাহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে। ঐদিন বেহেশতীরা আনন্দে মশগুল থাকিবে। তাহারা এবং তাহাদের স্ত্রীরা উপবিষ্ট থাকিবে ছায়াময় পরিবেশে, আসনে হেলান দিয়া। (সূরা ঃ ইয়াসীন, আয়াত ঃ ৫৪-৫৬)

২৩. প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ কৃত কর্মের জন্য দায়ী

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَىْءٍ ؕ كُلُّ امْرِئٍ ۢ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ﴿٢١﴾ وَاَمْدَدْنٰهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَّلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٢٢﴾ يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا كَاْسًا لَّا لَغْوٌ فِيْهَا وَلَا تَاْثِيْمٌ ﴿٢٣﴾ (سورة الطور : ٢٣-٢١)

অর্থ ঃ এবং যাহারা ঈমান আনে, আর তাহাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানে তাহাদের অনুগামী হয়, তাহাদের সহিত মিলিত করিব (বেহেশতে) তাহাদের সন্তান-সন্ততিকে এবং তাহাদের কর্মফল আমি কিছুমাত্র হ্রাস করিব না, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী। আমি (আল্লাহ) তাহাদিগকে দিব ফলমূল ও গোশ্‌ত যাহা তাহারা পছন্দ করে। (আর) তথায় তাহারা পরস্পর (কৌতুক করিয়া) সরাব পান পাত্র লইয়া কাড়াকাড়িও করিবে, উহাতে না প্রলাপ হইবে আর না অন্য কোন বেহুদা কথা হইবে। (সূরা ঃ তুর, আয়াত ঃ ২১-২৩)

২৪. বেহেশ্‌তে থাকিবে আনত নয়না রমণীগণ

وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ عِيْنٌ ﴿٤٨﴾ كَاَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ ﴿٤٩﴾ فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ﴿٥٠﴾ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ اِنِّىْ كَانَ لِىْ قَرِيْنٌ ﴿٥١﴾ يَّقُوْلُ اَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ ﴿٥٢﴾ ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَدِيْنُوْنَ ﴿٥٣﴾ قَالَ هَلْ اَنْتُمْ مُّطَّلِعُوْنَ ﴿٥٤﴾ فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِىْ سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ﴿٥٥﴾ قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِيْنِ ﴿٥٦﴾ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّىْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ﴿٥٧﴾ (سورة الصفت : ٤٨-٥٧)

অর্থ ঃ তাহাদের সঙ্গে থাকিবে আনত নয়না, আয়ত লোচনা হূরীগণ। তাহারা যেন সুরক্ষিত ডিম্ব। তাহারা একে অপরের সামনাসামনি হইয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিবে। তাহাদের কেহ বলিবে, 'আমার ছিল এক সংগী। সে বলিত, 'তুমি কি ইহাতে বিশ্বাসী যে, আমরা যখন মরিয়া যাইব এবং আমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হইব তখনও কি আমাদিগকে প্রতিফল দেওয়া হইবে?' আল্লাহ বলিবেন, 'তোমরা কি তাহাকে দেখিতে চাও?' অতঃপর সে ঝুঁকিয়া দেখিবে এবং উহাকে দেখিতে পাইবে দোজখের মধ্যস্থলে; বলিবে, 'আল্লাহর কসম! তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করিয়াছিলে, 'আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না থাকিলে আমিও তো হাযিরকৃত ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল হইতাম। (সূরা ঃ আস্-সাফফাত, আয়াত ঃ ৪৮-৫৭)

২৫. বেহেশ্‌তীদের সৎ কার্যশীল পিতামাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান সন্তুতীও বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে।

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾ (سورة الرعد : ٢٣)

অর্থ ঃ স্থায়ী বেহেশত, উহাতে তাহারা প্রবেশ করিবে এবং তাহাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যাহারা সৎকর্ম করিয়াছে তাহারাও এবং ফেরেশ্‌তাগণ তাহাদের নিকট উপস্থিত হইবে প্রত্যেক দ্বার দিয়া। (সূরা ঃ রা'দ, আয়াত ঃ ২৩)

২৬. আল্লাহর ও তাঁর রাসূল সা. এর পূর্ণ আনুগত্য করলে এমন জান্নাতসমূহ পাওয়া যাবে যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝١٣

অর্থ ঃ ১৩. এসব আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাকে এরূপ জান্নাতসমূহে দাখিল করবেন যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে, তারা অনন্তকাল সেখানে অবস্থান করবে। আর এটা বিরাট সফলতা। (৪ সূরা আন-নিসা ঃ আয়াত ১৩)

২৭. বেহেশতে থাকবে সৎ চরিত্রা সুন্দরী রমণীগণ

فِيْهِنَّ خَيْرٰتٌ حِسَانٌ ۝٧٠ فَبِاَىِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٧١ حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِى الْخِيَامِ ۝٧٢ فَبِاَىِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٧٣ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ۝٧٤ فَبِاَىِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٧٥

অর্থ ঃ ৭০. সেখানে (বেহেশতে) থাকবে সচ্চরিত্রা সুন্দরী রমণীগণ! ৭১. অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? ৭২. তাঁবুতে অবস্থানকারিনী হুরগণ। ৭৩. অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদান অস্বীকার করবে? ৭৪. কোন জ্বীন ও মানব পূর্বে তাদেরকে স্পর্শ করে নাই। (৫৫ সূরা আর রহমান ঃ আয়াত ৭০-৭৫)

২৮. আল্লাহ বলেন 'আমার জান্নাতে প্রবেশ কর'

يٰۤاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝٢٧ ارْجِعِىْۤ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝٢٨ فَادْخُلِىْ فِىْ عِبٰدِىْ ۝٢٩ وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ ۝٣٠

অর্থ ঃ ২৭. হে প্রশান্ত মন, ২৮. তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। ২৯. অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও, ৩০. এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। (৮৯ সূরা আল ফজর ঃ আয়াত ২৭-৩০)

২৯. তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে সালাম

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ﴿٦٣﴾ وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ﴿٦٤﴾ وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾

অর্থ ঃ ৬৩. রহমান এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে, সালাম। ৬৪. এবং যারা রাত্রি যাপন করে পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান হয়ে; ৬৫. এবং যারা বলে, হে আমার পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দাও। নিশ্চয়ই এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ। (২৫ সূরা আল ফুরকান ঃ আয়াত ৬৩-৬৫)

৩০. বেহেশতীদেরকে তাদের রবের পক্ষ হতে বলা হবে সালাম

لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ ﴿٥٧﴾ سَلٰمٌ ۣ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ﴿٥٨﴾

অর্থ ঃ ৫৭. সেখানে বেহেশতে থাকবে তাদের জন্য ফলমূল এবং তাদের জন্য বাঞ্ছিত সমস্ত কিছু। ৫৮. বলা হবে সালাম, পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ হত সম্ভাষণ। (৩৬ সূরা ইয়াসীন ঃ আয়াত ৫৭-৫৮)

৩১. জান্নাতে আছে সালসাবীল নামক ঝর্ণা

عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا ﴿١٨﴾ وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ۚ اِذَا رَاَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا ﴿١٩﴾

অর্থ ঃ ১৮. এটা জান্নাতস্থিত সালসাবীল নামক একটি ঝরণা। তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে চির কিশোরগণ। ১৯. আপনি তাদেরকে দেখে মনে করবেন যেন বিক্ষিপ্ত মণি-মুক্তা। (৭৬ সূরা আদ দাহর ঃ আয়াত ১৮-১৯)

৩২. জান্নাতে থাকবে প্রবাহিত ঝরণা

فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿١٠﴾ لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ﴿١١﴾ فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿١٢﴾ فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ﴿١٣﴾ وَّأَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ ﴿١٤﴾ وَّنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ ﴿١٥﴾ وَّزَرَابِيُّ مَبْثُوْثَةٌ ﴿١٦﴾

অর্থ ঃ ১০. তারা থাকবে সুউচ্চ জান্নাতে। ১১. তথায় শুনবে না কোন অসার কথাবার্তা। ১২. তথায় থাকবে প্রবাহিত ঝরণা। ১৩. তথায় থাকবে উন্নত সুসজ্জিত আসন। ১৪. এবং সংরক্ষিত পানপাত্র। ১৫. এবং সারি সারি গালিচা ১৬. এবং বিস্তৃত বিছানো কার্পেট। (৮৮ সূরা গাশিয়াহ ঃ আয়াত ১০-১৬)

৩৩. ঈমানদার ব্যক্তির কৃতকর্মের আপ্যায়ন স্বরূপ জান্নাত

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۚ لَا يَسْتَوُوْنَ ﴿١٨﴾ أَمَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٩﴾

অর্থ ঃ ১৮. ঈমানদার ব্যক্তি কি অবাধ্যের অনুরূপ? তারা সমান নয়। ১৯. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্যে রয়েছে তাদের কৃতকর্মের আপ্যায়ন স্বরূপ বসবাসের জান্নাত। (৩২ সূরা সাজদাহ ঃ আয়াত ১৮-১৯)

৩৪. জান্নাতে মন যা চাবে তাই পাওয়া যাবে

نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ ﴿٣١﴾

অর্থ ঃ ৩১. আমিই তোমাদের বন্ধু, দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে। জান্নাতে তোমাদের জন্য, তোমাদের মন যা চাবে তাই দেওয়া হবে এবং তোমরা সেখানে যা দাবী করবে তাই পাবে। (৪১ সূরা হা-মীম সাজদা ঃ আয়াত ৩১)

৩৫. যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে তাদের জন্য বেহেশত

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِىْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ؕ وَلَهُمْ فِيْهَاۤ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙ وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٥﴾

অর্থ ঃ ২৫. আর হে নবী! যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজসমূহ করেছে, আপনি তাদেরকে এমন বেহেশতের সুসংবাদ দিন, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান থাকবে। যখনই তারা খাবার হিসেবে কোন ফল প্রাপ্ত হবে, তখনই তারা বলবে, এ তো অবিকল সে ফলই, যা আমরা ইতিপূর্বেও লাভ করেছিলাম। বস্তুতঃ তাদেরকে একই প্রকৃতির ফল প্রদান করা হবে এবং সেখানে তাদের জন্যে পবিত্র সঙ্গিনী থাকবে। আর সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে। (২ সূরা আল বাক্বারা ঃ আয়াত ২৫)

৩৬. বেহেশতীদের মুখমণ্ডলে থাকবে স্বাচ্ছন্দ্য ও সজীবতা

اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ ﴿٢٢﴾ عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ﴿٢٣﴾ تَعْرِفُ فِىْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ ﴿٢٤﴾ يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ ﴿٢٥﴾

অর্থ ঃ ২২. নিশ্চয়ই সৎ লোকগণ বেহেশতে থাকবে পরম আরামে, ২৩. তারা সিংহাসনে বসে অবলোকন করবে, ২৪. আপনি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্য ও সজীবতা দেখতে পাবেন ২৫. তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে। (৮৩ সূরা মুতাফফিফীন ঃ আয়াত ২২-২৫)

৩৭. মুত্তাকীদের জন্য আছে নিয়ামতের জান্নাত

كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ؕ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٣﴾ اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٣٤﴾

অর্থ ঃ ৩৩. শাস্তি এভাবেই আসে এবং পরকালের শাস্তি আরও গুরুত্বর; যদি তারা জানত। ৩৪. মুত্তাকীদের জন্যে তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে নিয়ামতের জান্নাত। (৬৮ সূরা আল কলম ঃ আয়াত ৩৩-৩৪)

৩৮. আল্লাহ জান্নাতীদেরকে আয়তলোচনাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দিবেন

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْۤـًٔا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٩﴾ مُتَّكِئِيْنَ عَلٰى سُرُرٍ مَّصْفُوْفَةٍ ۚ
وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ﴿٢٠﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا
بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَاۤ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ؕ كُلُّ امْرِئٍۢ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ
﴿٢١﴾ وَاَمْدَدْنٰهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَّلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٢٢﴾ يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا كَاْسًا لَّا لَغْوٌ
فِيْهَا وَلَا تَاْثِيْمٌ ﴿٢٣﴾ وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَاَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُوْنٌ ﴿٢٤﴾

অর্থ ঃ ১৯. তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমরা যা করতে তার প্রতিফলস্বরূপ তোমরা তৃপ্ত হয়ে পানাহার কর। ২০. তারা শ্রেণীবদ্ধ সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে। আমি তাদেরকে আয়তলোচনা হুরদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দেব। ২১. যারা ঈমানদার এবং তাদের সন্তানরা ঈমানে তাদের অনুগামী, ২২. আমি তাদেরকে তাদের পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করে দেব এবং তাদের আমল বিন্দুমাত্রও হ্রাস করব না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্যে দায়ী। আমি তাদেরকে দেব ফল-মূল এবং গোশত যা তারা চাইবে। ২৩. সেখানে তারা একে অপরকে পানপাত্র দেবে; যাতে বকাবকি নেই এবং পাপকর্মও নেই। ২৪. সুরক্ষিত মতিসদৃশ কিশোররা তাদের সেবায় ঘুরাফেরা করবে। (৫২ সূরা আত তূর ঃ আয়াত ১৯-২৪)

৩৯. নিশ্চই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু

نَبِّئْ عِبَادِيْۤ اَنِّيْۤ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٤٩﴾ وَاَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَ
لِيْمُ ﴿٥٠﴾ (سورة الحجر : ٤٩-٥٠)

অর্থ ঃ (হে রসূল) আমার বান্দাদিগকে বলিয়া দিন যে, আমি (আল্লাহ) তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। এবং আমার শাস্তি সে অতি মর্মন্তুদ শাস্তি। (সূরা ঃ হিজর, আয়াত ঃ ৪৯-৫০)

দোজখের দুঃখ কষ্ট

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, দোজখীদের মধ্যে সবচেয়ে কম আজাব যে ব্যক্তির হইবে, তাহাকে এক জোড়া আগুনের জুতা পরানো হইবে, যাহার ফিতাও আগুনের তৈয়ারী হইবে, যাহার দ্বারা তাহার মস্তিষ্ক উত্তপ্ত পাতিলের মতো টগ্‌বগ্ করিতে থাকিবে। সেই ব্যক্তি মনে করিবে, তাহাকে সবচেয়ে বেশী আজাব দেওয়া হইতেছে অথচ তাহাকেই সবচেয়ে কম আজাব দেওয়া হইতেছে। (বুখারী ও মুসলিম)

নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করিয়া অন্তরের সবটুকু আবেগ দিয়া অতীতের গোনাহ্-খাতাসমূহের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া দোয়া করিতে হইবে। হাদীস শরীফে আছে- "গোনাহ্গার বান্দার চোখের পানি আল্লাহ্‌র ক্রোধের আগুনকে নিভাইয়া দেয়।" নবী করীম (সাঃ)-এর চেয়ে মরতবায় "শ্রেষ্ঠ" আর কাহাকেও আল্লাহ্ তা'য়ালা সৃষ্টি করেন নাই। অথচ তিনিও মুনাজাতের মধ্যে ও নামাজের সেজদার হালতে এমনভাবে কাঁদিতেন যে, তাঁহার সীনা-মুবারকের ভিতর হইতে গোশ্‌ত রান্নার মতো গুড় গুড় শব্দ শোনা যাইত।

আল্লাহ্ তা'য়ালা কুরআনে হুকুম করিয়াছে -

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ط

অর্থ ঃ তোমরা তোমাদের পরওয়ারদিগারকে ডাকিও কান্নাজড়িত কণ্ঠে আর নির্জনে। (সূরা ঃ আরাফ আয়াত ঃ ৫৫)

হাদীস শরীফে আছে - "যে ব্যক্তি নিশি-রাতে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে আর তখন তাহার দুই গণ্ড বাহিয়া চোখের পানি গড়াইয়া পড়ে, কেয়ামতের দিন সে আল্লাহ্‌র আরশের ছায়াতলে স্থান লাভ করিবে। (বায়হাকী)

আরেক হাদীসে আছে-"আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয়েও তাঁহার রহ্‌মত লাভের আশায় যে চক্ষু ক্রন্দন করে, উহার জন্য দোজখের আগুন হারাম। - (তিরমিযী)

দোযখ হইতে বাঁচিবার দোয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْعَمَلٍ.

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমরা আপনার নিকট দোজখ হইতে পানাহ চাই এবং উহা হইতেও আপনার পানাহ যাহা আমাদেরকে দোজখের নিকটবর্তী করিয়া দেয়, চাই কথার দ্বারা নিকট অথবা কাজের দ্বারা হোক।

হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন-যে ব্যক্তি তিনবার আল্লাহর নিকট দোজখ হইতে পানাহ চায়, তাহার জন্য দোযখ আল্লাহর নিকট দোয়া করে।

اَللّٰهُمَّ اَجِرْهُ مِنَ النَّارِ.

"হে আল্লাহ তাহাকে দোজখ হইতে বাঁচাও।ঃ

এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন এমনভাবে আসিবে যে, সে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলিয়াছে আল্লাহ তা'আলা তাহার উপর দোজখের আগুন হারাম করিয়া দিবেন। (বুখারী)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহর রহমত ছাড়া কস্মিনকালেও কেহ বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। ..... (এমনকি) আমিও বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিব না। (আততারগীব ওয়াততারহীব)

কুরআনের বাণী

১. দোজখ খুবই নিকৃষ্ট স্থান

وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۞ اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِيَ تَفُوْرُ ۞ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۞ (سورة الملك : ٦-٨)

অর্থ ঃ এবং যাহারা আপন প্রতিপালককে অস্বীকার করে, তাহাদের জন্য দোজখের কঠিন শাস্তি রহিয়াছে এবং উহা খুবই নিকৃষ্ট স্থান। যখন তাহারা উক্ত দোজখে নিক্ষিপ্ত হইবে তখন তাহারা উহার ভীষণ হুঙ্কার শুনিতে পাইবে এবং উহা এ রকম টগবগ করিতে থাকিবে যেমন শীঘ্রই রাগে ফাটিয়া পড়িবে। (সূরা ঃ মুল্‌ক, আয়াত ঃ ৬-৮)

২. দোজখীরা শুধু মৃত্যুকে আহ্বান করিতে থাকিবে

اِذَا رَاَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَّزَفِيْرًا ۞ وَاِذَآ اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَا لِكَ ثُبُوْرًا ۞ (سورة الفرقان : ١٢-١٣)

অর্থ ঃ যখন উক্ত দোজখ দূর হইতে জাহান্নামীদেরকে দেখিতে পাইবে তখন দোজখীরা উহার বিকট শব্দ ও হুঙ্কার শুনিতে পাইবে। অতঃপর যখন বন্ধনাবস্থায় দোজখের কোন সংকীর্ণ স্থানে তাহাদেরকে নিক্ষেপ করা হইবে তখন তাহারা সেইখানে শুধু মৃত্যুকে আহ্বান করিতে থাকিবে। (সূরা ঃ ফুরকান, আয়াত ঃ ১২-১৩)

৩. দোজখ ঐ সমস্ত লোকদিগকে আহ্বান করিবে, যাহারা আল্লাহর গোলামী হইতে মুখ ফিরাইয়াছে

تَدْعُوْا مَنْ اَدْبَرَ وَتَوَلّٰى ﴿۱۷﴾ وَجَمَعَ فَاَوْعٰى ﴿۱۸﴾ (سورة المعارج : ١٨-١٧)

অর্থ ঃ দোজখ ঐ সমস্ত লোকদিগকে নিজের দিকে অহ্বান করিবে, যাহারা হক্ব রাস্তাকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছে এবং আল্লাহ তা'আলার গোলামী হইতে মুখ ফিরাইয়াছে এবং অবৈধভাবে ধন-সম্পদকে জমা করিয়া সংরক্ষিত করিয়াছে। (সূরা ঃ আল মা'আরিজ, আয়াত ঃ ১৭-১৮)

৪. দোজখীদের মুখমণ্ডল আগুনে সম্পূর্ণ বিকৃত হইয়া যাইবে

تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كٰلِحُوْنَ ﴿۱۰۴﴾ (سورة المؤمنون : ١٠٤)

অর্থ ঃ দোজখের অগ্নি তাহাদের মুখমণ্ডলকে এমনিভাবে জ্বালাইয়া দিবে যে, উহা সম্পূর্ণ বিকৃত হইয়া যাইবে। (সূরা ঃ আল মু'মিনুন, আয়াত ঃ ১০৪)

৫. দোজখীদেরকে আগুনের কাটা খাওয়ানো হইবে

تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ﴿۵﴾ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ﴿۶﴾ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِىْ مِنْ جُوْعٍ ﴿۷﴾ (سورة الغاشية : ٧-٥)

অর্থ ঃ দোজখীদেরকে উত্তপ্ত গরম পানির নহর হইতে পানি পান করানো হইবে এবং আগুনের কাটা ব্যতীত অন্য কিছুই তাহাদের খাদ্য হইবে না। উক্ত খাদ্য না তাহাদিগকে কোন শক্তি দান করিবে, না তাহাদের ক্ষুধা নিবারণ করিবে। (সূরা ঃ আল গাশিয়া, আয়াত ঃ ৫-৭)

৬. দোজখীরা গলিত পুঁজ ও গলিত রক্ত ছাড়া অন্য কোন খাদ্য খাইবে না

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ ﴿۳۵﴾ وَّلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ ﴿۳۶﴾ لَا يَاْكُلُهٗٓ اِلَّا الْخَاطِئُوْنَ ﴿۳۷﴾ (سورة الحاقه : ٣٧-٣٥)

অর্থ ঃ কাজেই অদ্য তাহার কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকিবে না এবং ক্ষতস্থান হইতে নির্গত গলিত পুঁজ, রক্ত ব্যতীত অন্য কোন খাদ্যও থাকিবে না, ঐ খাদ্য যাহা একমাত্র দোজখের পাপীষ্ঠগণই ভক্ষণ করিবে। (সূরা ঃ আল হাক্কাহ, আয়াত ঃ ৩৫-৩৭)

৭. দোজখীরা কাটাযুক্ত জাক্কুম বৃক্ষ হইতে খাদ্য গ্রহণ করিবে

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ۝ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ ۝ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ۝ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ۝ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ ۝ هَٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ۝ (سورة الواقعة : ٥١-٥٦)

অর্থ ঃ অতঃপর হে অবিশ্বাসী বিপথগামীগণ, নিশ্চয়ই তোমরা জাক্কুম বৃক্ষ হইতে খাদ্য গ্রহণ করিবে, যাহা দ্বারা তোমরা পেট ভর্তি করিয়া লইবে। তদুপরি পুনরায় উত্তপ্ত গরম পানি পান করিতে থাকিবে। যেমন পিপাসিত ও তৃষ্ণার্ত উট পানি পান করে। রোজ কেয়ামতে ইহাই হইবে তাহাদের মেহমানদারীর সামগ্রী। (সূরা ঃ আল ওয়াক্বেয়া, আয়াত ঃ ৫১-৫৬)

৮. দোজখীদের খাদ্য জাক্কুম বৃক্ষের উৎপত্তি জাহান্নামের তলদেশে

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ۝ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ۝

(سورة الصّفّت : ٦٥-٦٤)

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই উক্ত জাক্কুম এমন একটি বৃক্ষ যাহার উৎপত্তি দোজখের তলদেশে আর উহার উপরিভাগ ঠিক যেন সর্পের ফণা। (সূরা ঃ আছ ছফফাত, আয়াত ঃ ৬৪-৬৫)

৯. দোজখীদেরকে পচা দুর্গন্ধময় ঠাণ্ডা গাচ্ছাক পান করিতে দেওয়া হইবে

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ۝ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ۝

(سورة النبا : ٢٥-٢٤)

অর্থ ঃ তাহারা উক্ত দোজখ সমূহে ভীষণ গরম পানি এবং গাচ্ছাক ব্যতীত অন্য কোন ঠাণ্ডা জিনিস অথবা পানীয় দ্রব্য পান করিতে পারিবে না। (সূরা ঃ নাবা, আয়াত ঃ ২৪-২৫)

১০. দোজখীদেরকে "মৃত্যুর বিভীষিকা" আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে

مِّنْ وَّرَآئِهٖ جَهَنَّمُ وَيُسْقٰى مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ ﴿١٦﴾ يَّتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ وَيَاْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ؕ وَمِنْ وَّرَآئِهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ ﴿١٧﴾

(سورة ابرهيم : ١٧-١٦)

অর্থ ঃ সেই দোজখবাসীদেরকে পুঁজ বিগলিত পানি পান করানো হইবে যাহা তাহারা ঘোট ঘোট করিয়া পান করিতে থাকিবে এবং ভীষণ কষ্টেই তাহাদের পেটের ভিতর প্রবেশ করিবে। আর চতুর্দিক হইতে মৃত্যুর বিভীষিকা তাহাদেরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে অথচ তাহাদের কোন মৃত্যু হইবে না। (সূরা ঃ ইব্রাহীম, আয়াত ঃ ১৬-১৭)

১১. উত্তপ্ত পানি দোজখীদের নাড়িভুড়িসমূহকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া দিবে

كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِى النَّارِ وَسُقُوْا مَآءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَآءَهُمْ ﴿١٥﴾ (سورة محمد : ١٥)

অর্থ ঃ মুত্তাকীরা কি তাহাদের ন্যায়, যাহারা দোজখে স্থায়ী হইবে এবং তাহাদেরকে এইরূপ (ফুটন্ত) পানি পান করানো হইবে যাহা তাহাদের নাড়িভুড়ি সমূহকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া দিবে। (সূরা ঃ মুহাম্মাদ, আয়াত ঃ ১৫)

১২. দোজখীরা তৃষ্ণার্ত অবস্থায় পানির জন্য ছটফট করিতে থাকিবে

وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ ؕ بِئْسَ الشَّرَابُ ؕ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾ (سورة الكهف : ٢٩)

অর্থ ঃ যখন তাহারা তৃষ্ণার্ত অবস্থায় অস্থির হইয়া ছটফট করিবে ও পানির জন্য আর্তনাদ করিতে থাকিবে তখন তাহাদেরকে এরকম গরম পানি দেওয়া হইবে যাহা তৈলের গাদের মত হইবে ও উহা তাহাদের মুখমণ্ডলকে জ্বালাইয়া ভস্ম করিয়া দিবে। ওহঃ উহা কত নিকৃষ্ট পানীয়। (সূরা ঃ আল কাহাফ, আয়াত ঃ ২৯)

১৩. উত্তপ্ত পানিতে দোজখীদের চর্মসমূহ গলিয়া যাইবে

يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ ۝ يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ ۝ (سورة الحج : ٢٠-١٩)

অর্থ ঃ তাহাদের মাথার উপর ভীষণ উত্তপ্ত পানি ঢালিয়া দেওয়া হইবে যাহার দরুণ উহাদের পেটের ভিতরের যাবতীয় পদার্থ এবং শরীরের চর্মসমূহ গলিয়া যাইবে। (সূরা ঃ আল হাজ্জ, আয়াত ঃ ১৯-২০)

১৪. দোজখের ফেরেশ্‌তা উপহাস করিয়া বলিবে, জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের স্বাদ গ্রহণ করিতে থাক

وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ۝ كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا ۚ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۝ (سورة الحج : ٢٢-٢١)

অর্থ ঃ এবং দোজখীদেরকে শাস্তি দিবার জন্য লোহার গুর্জসমূহ রহিয়াছে। যখন তাহারা কঠিন আজাব হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিবে, তখন ফেরেশতাগণ তাহাদেরকে ধাক্কা দিয়া পুনরায় উক্ত আজাবের মধ্যে লিপ্ত করাইয়া দিবে এবং উপহাস করিয়া বলিতে থাকিবে, জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের স্বাদ গ্রহণ করিতে থাক। (সূরা ঃ আল হাজ্জ্ব, আয়াত ঃ ২১-২২)

১৫. দোজখীদের চর্মসমূহ খসিয়া পড়িলে সেইখানে নতুন চর্ম তৈয়ার করিয়া দেওয়া হইবে

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ۝ (سورة النساء : ٥٦)

অর্থ ঃ যখন তাহাদের (দোজখীদের) শরীরের চর্মসমূহ (আগুনে) জ্বলিয়া খসিয়া পড়িবে তখনই আমি (আল্লাহ) সেইখানে নতুন চর্ম তৈয়ার করিয়া দিব, এভাবেই বারংবার দোজখীরা শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে। (সূরা ঃ আন নিসা, আয়াত ঃ ৫৬)

১৬. পাপীষ্ঠ শয়তান দোজখীদেরকে বলিবে তোমরা নিজেদের আত্মাকেই ধিক্কার দাও

وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ ؕ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّاۤ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ ۚ فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ مَاۤ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَاۤ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ؕ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَاۤ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ؕ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝۲۲ (سورة ابرهيم : ٢٢)

অর্থ ঃ হে পাপীষ্ঠগণ! আমার প্রতি কটুক্তি করা তোমাদের কিছুতেই সমীচীন নহে। কারণ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সাথে সঠিক অঙ্গীকার করিয়াছিলেন এবং আমিও তোমাদের সাথে কিছুটা অঙ্গীকার করিয়াছি। তবে আমি আমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছি, কিন্তু জানিয়া রাখিবে যে, তোমাদের উপর আমার কোন কর্তৃত্ব ছিল না। আমি শুধু মাত্র তোমাদিগকে অন্যায়ের পথে আহ্বান করিয়াছি। তোমরা তাহাতে সাড়া দিয়াছ। এখন আমাকে অভিশম্পাত করিয়া তোমাদের কি লাভ হইবে, তোমরা নিজেদের আত্মাকেই ধিক্কার দাও। আজ আমিও তোমাদের সাহায্যকারী নই। তোমরাও আমার সাহায্যকারী নও। (সূরা ঃ ইব্রাহীম, আয়াত ঃ ২২)

১৭. দোজখীরা, তাহাদেরকে বিপথে পরিচালনাকারীদেরকে প্রশ্ন করিবে

اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ (سورة ابرهيم : ٢١)

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আমরা তোমাদেরকে অনুসরণ করিয়াছিলাম। অদ্য কি তোমরা, আমাদের উপর হইতে আল্লাহ তা'আলার কঠিন আজাবকে বিন্দুমাত্র ও লাঘব করিতে সক্ষম? (সূরা ঃ ইব্রাহীম, আয়াত ঃ ২১)

১৮. দোজখীদেরকে বিপথে পরিচালনাকারীরা বলিবে, অদ্য আমাদের ও তোমাদের কাহারও কোন রক্ষা নাই

قَالُوْا لَوْ هَدٰىنَا اللّٰهُ لَهَدَيْنٰكُمْ ؕ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَجَزِعْنَآ اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ ۝ (سورة ابرهيم : ٢١)

অর্থ ঃ তাহারা বলিবে তোমাদিগকে আমরা কি রক্ষা করিব? আজ আমাদেরও উপায় নাই। যদি আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে হেদায়েত করিতেন, আমরা তোমাদিগকে সরল পথে চালিত করিতাম। আজ আমরা ধৈর্যাবলম্বন করি অথবা অধৈর্য হইয়া ছটফট করিতে থাকি, সবই আমাদের পক্ষে সমান কারণ আমাদের কোন রক্ষা নাই। (সূরা ঃ ইব্রাহীম, আয়াত ঃ ২১)

১৯. দোজখীরা দোজখের প্রহরীদের প্রতি আবেদন করিবে

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ۝ (سورة المؤمن : ٤٩)

অর্থ ঃ হে দোজখের প্রহরীগণ! আপনারা আপন প্রতিপালকের নিকট আবেদন করুন, তিনি যেন কোন একদিন আমাদের শাস্তিকে (একটু) হাল্‌কা করিয়া দেন। (সূরা ঃ আল মু'মিন, আয়াত ঃ ৪৯)

২০. দোজখের প্রহরীগণ বলিবে তোমার নিকট কি আল্লাহ তায়ালার নবীগণ অকাট্য প্রমাণাদি নিয়া আসেন নাই

قَالُوْا اَوَلَمْ تَكُ تَاْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ؕ

(سورة المؤمن : ٥٠)

অর্থ ঃ (দোজখের প্রহরীগণ বলিবে) তোমাদের নিকট কি আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত নবীগণ অকাট্য প্রমাণাদি নিয়া আসেন নাই? এবং তাঁহারা কি তোমাদিগকে দোজখের আজাব হইতে মুক্তি পাইবার পথ দেখাইয়া দেন নাই? (সূরা ঃ আল মু'মিন, আয়াত ঃ ৫০)

২১. দোজখীরা, দোজখের প্রহরীদের সর্দার মালেক ফেরেশতাকে বলিবে

وَنَادَوْا يٰمٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ؕ قَالَ اِنَّكُمْ مّٰكِثُوْنَ ۝ (سورة الزخروف : ٧٧)

অর্থ ঃ হে মালেক ফেরেশ্‌তা! আপনি আপন প্রতিপালকের দরবারে প্রার্থনা করুন, তিনি যেন মৃত্যু দিয়া আমাদের শাস্তির অবসান করিয়া দেন। (সূরা ঃ যুখরুফ, আয়াত ঃ ৭৭)

২২. দোজখীরা শেষ পর্যন্ত সরাসরি আল্লাহকে বলিবে মেহেরবানী করিয়া আমাদেরকে দোজখের অগ্নি হইতে রক্ষা করুন

قَالُوْا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّيْنَ ﴿١٠٦﴾ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظٰلِمُوْنَ ﴿١٠٧﴾ (سورة المؤمنون : ١٠٧-١٠٦)

অর্থ ঃ হে আমাদের পরওয়ারদেগার! যথাযথই আমাদের দুর্ভাগ্য ও বদবখ্‌তি আমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল এবং আমরা পথভ্রষ্ট ছিলাম। হে প্রতিপালক! আপনি মেহেরবানী করিয়া আমাদিগকে এই দোজখের ভীষণ অগ্নি হইতে রক্ষা করুন। অতঃপর যদি কখনও আমরা ঐরূপ গর্হিত কাজ করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা জালেম ও অত্যাচারী সাব্যস্ত হইব। (সূরা ঃ মু'মিনুন, আয়াত ঃ ১০৬, ১০৭)

২৩. আল্লাহ তায়ালা দোজখীদের বলিবেন অনন্তকাল এই অভিশাপে লিপ্ত থাক

اِخْسَئُوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ ﴿١٠٨﴾ (سورة المؤمنون : ١٠٨)

অর্থ ঃ অনন্তকাল যাবৎ এই অভিশাপে লিপ্ত থাক এবং আমার সহিত কোন বাক্যালাপ করিও না। (সূরা ঃ মু'মিনুন, আয়াত ঃ ১০৮)

২৪. তাহাদের অন্তর আছে অথচ তাহারা বুঝে না, চক্ষু আছে অথচ দেখে না, কর্ণ আছে অথচ শুনে না

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ صلى لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ز وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ز وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ط اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ط اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ﴿١٧٩﴾ (سورة الاعراف : ١٧٩)

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আমরা (আমি) দোজখের জন্য এইরূপ বহু সংখ্যক জ্বিন ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করিয়াছি যাহাদের অন্তর আছে অথচ তাহারা বুঝে না এবং যাহাদের চক্ষু আছে অথচ তাহারা দেখে না এবং যাহদের কর্ণ আছে অথচ তাহারা শুনে না, উহারা পশুর সমতুল্য বরং তার চেয়েও অধম! উহারাই প্রকৃত গাফেল। (সূরা ঃ আরাফ, আয়াত ঃ ১৭৯)

২৫. নিশ্চয়ই আল্লাহ ওয়াদা ভঙ্গ করেন না

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝٩ (سورة ال عمرن : ٩)

অর্থ ঃ বলুন, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি মানব জাতিকে একদিন একত্রে সমবেত করিবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। (সূরা ঃ আলে ইমরান, আয়াত ঃ ৯)

২৬. জাহান্নামীদের মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবে না এবং তার শাস্তিও লাঘব করা হবে না

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۖ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ۝٣٦ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ۖ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ۝٣٧

অর্থ ঃ ৩৬. আর যারা কাফের হয়েছে, তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদেরকে মৃত্যুর আদেশও দেয়া হবে না যে, তারা মরে যাবে এবং তাদের থেকে তার শাস্তিও লাঘব করা হবে না। আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি। ৩৭. সেখানে তারা আর্ত চীৎকার করে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, বের করুন আমাদেরকে, আমরা সৎকাজ করব পূর্বে যা করতাম, তা করব না। আল্লাহ বলবেন আমি কি তোমাদেরকে এতটা বয়স দেইনি, যাতে যা চিন্তা করার বিষয় চিন্তা করতে পারতে? উপরন্তু তোমাদের কাছে সর্তককারীও আগমন করেছিল। অতএব আস্বাদন কর। জালেমদের জন্যে কোন সাহায্যকারী নেই। (৩৫ সূরা আল ফাতির ঃ আয়াত ৩৬-৩৭)

২৭. দোজখীদের ফুটন্ত নহর থেকে পান করানো হবে

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ۝١ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ۝٢ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۝٣ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً ۝٤ تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ ۝٥ لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ۝٦

অর্থ ঃ ১. আপনার কাছে আচ্ছন্নকারী কেয়ামতের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি? ২. অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে বিনীত, অবনমিত ৩. ক্লিষ্ট ক্লান্ত। ৪. তারা জ্বলন্ত আগুনে পতিত হবে। ৫. তাদেরকে ফুটন্ত নহর থেকে পান করানো হবে। ৬. কন্টকপূর্ণ ঝাড় ব্যতীত তাদের জন্যে কোন খাদ্য নেই। (৮৮ সূরা গাশিয়াহ ঃ আয়াত ১-৬)

২৮. জাহান্নামীরা বলবে, আমরা যদি শুনতাম বা বুদ্ধি খাটাতাম

قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ ۙ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَىْءٍ ۚۖ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ ۝ وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىْٓ أَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۝ فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ ۚ فَسُحْقًا لِّأَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۝

অর্থ ঃ ৯. তারা বলবে ঃ হাঁ আমাদের কাছে সতর্ককারী আগমন করেছিল, অতঃপর আমরা মিথ্যারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলাম ঃ আল্লাহ তাআলা কোন কিছু নাযিল করেননি। তোমরা মহাবিভ্রান্তিতে পড়ে রয়েছ। ১০. তারা আরও বলবে ঃ যদি আমরা শুনতাম অথবা বুদ্ধি খাটাতাম, তবে আমরা জাহান্নামবাসীদের মধ্যে থাকতাম না। ১১. অতঃপর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। জাহান্নামীরা দূর হোক। (৬৭ সূরা আল মূলক ঃ আয়াত ৯-১১)

২৯. যারা অবাধ্য হয়, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম

وَأَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا فَمَأْوٰىهُمُ النَّارُ ۖ كُلَّمَآ أَرَادُوْٓا أَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَآ أُعِيْدُوْا فِيْهَا وَقِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ۝

অর্থ ঃ ২০. পক্ষান্তরে যারা অবাধ্য হয়, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। যখনই তারা জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তথায় ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের যে আযাবকে মিথ্যা বলতে, তার স্বাদ আস্বাদন কর। (৩২ সূরা সাজদা ঃ আয়াত ২০)

৩০. তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۝ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۝ ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۝

অর্থ ঃ ৬. তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে, ৭. অতঃপর তোমরা তা অবশ্যই দেখবে দিব্য-প্রত্যয়ে, ৮. এরপর অবশ্যই সেদিন তোমরা নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (১০২ সূরা তাকাসুর ঃ আয়াত ৬-৮)

৩১. পাপিষ্ঠ শয়তান দোজখীদেরকে বলবে তোমরা নিজেদের আত্মাকেই ধিক্কার দাও

وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ ؕ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّآ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ ۚ فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ مَآ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ؕ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَآ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ؕ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۲۲﴾

অর্থ ঃ ২২. যখন বিচার কার্য সম্পন্ন হবে, তখন শয়তান বলবে আল্লাহ তো তোমাদেরকে ওয়াদা করেছিলেন সত্য ওয়াদা। আমিও তোমাদেরকে ওয়াদা দিয়েছিলাম কিন্তু তা ভংগ করেছি তোমাদের উপর আমার কোন কর্তৃত্ব ছিল না। আমি শুধু মাত্র তোমাদেরকে অন্যায়ের পথে আহ্বান করেছি। তোমরা তাতে সাড়া দিয়েছ। এখন আমাকে অভিশম্পাত করে তোমাদের কি লাভ হবে, তোমরা নিজেদের আত্মাকেই ধিক্কার দাও। আজ আমিও তোমাদের সাহায্যকারী নই। তোমরাও আমার সাহায্যকারী নও। তোমরা যে পূর্বে আমাকে আল্লাহর সহিত শরীক করেছিলে আমি তা অস্বীকার করছি। যালিমদের জন্যে তো ভয়ংকর শাস্তি রয়েছে। (১৪ সূরা ইবরাহীম ঃ আয়াত ২২)

৩২. দোজখীদেরকে বিপথে পরিচালনাকারীরা বলবে, অদ্য আমাদের ও তোমাদের কারো কোন রক্ষা নেই

قَالُوْا لَوْ هَدٰىنَا اللّٰهُ لَهَدَيْنٰكُمْ ؕ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَجَزِعْنَآ اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ ﴿۲۱﴾

অর্থ ঃ ২১. তারা বলবে ঃ যদি আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেদায়েত করতেন, আমরা তোমাদেরকে সরল পথে চালিত করতাম। আজ আমরা ধৈর্যাবলম্বন করি অথবা অধৈর্য হয়ে ছটফট করতে থাকি, সবই আমাদের পক্ষে সমান। কারণ আমাদের কোন রক্ষা নাই। (১৪ সূরা ইবরাহীম ঃ আয়াত ২১)

৩৩. তাদের অন্তর আছে অথচ তারা বুঝে? না, চক্ষু আছে অথচ দেখে না, কর্ণ আছে অথচ শুনে না

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾

অর্থ ঃ ১৭৯. নিশ্চয়ই আমি দোজখের জন্যে এরূপ বহু সংখ্যক জ্বিন ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছি যাদের অন্তর আছে অথচ তারা বুঝে না এবং যাদের চক্ষু আছে অথচ তারা দেখে না এবং যাদের কর্ণ আছে অথচ তারা শুনে না। তারা পশুর সমতুল্য বরং তার চেয়েও অধম! তারাই প্রকৃত গাফেল। (৭ সূরা আরাফ ঃ আয়াত ১৭৯)

৩৪. বলা হবে বহন শাস্তি আস্বাদন কর

يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴿٢٠﴾ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ﴿٢١﴾ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٢٢﴾ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٢٣﴾

অর্থ ঃ ২০. তাদের পেটে যা আছে, তা এবং চর্ম গলে বের হয়ে যাবে। ২১. তাদের জন্যে আছে লোহার হাতুড়ি। ২২. তারা যখনই যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে। বলা হবে ঃ দহনশাস্তি আস্বাদন কর। ২৩. নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে দাখিল করবেন উদ্যানসমূহে, যার তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে। তাদেরকে তথায় স্বর্ণ-কংকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং তথায় তাদের পোশাক হবে রেশমী। (২২ সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ২০-২৩)

৩৫. বলা হবে "এই সেই অগ্নি যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে

يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ﴿١٣﴾ هٰذِهِ النَّارُ الَّتِىْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ
﴿١٤﴾ اَفَسِحْرٌ هٰذَآ اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ ﴿١٥﴾ اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْٓا اَوْ لَا تَصْبِرُوْا ۚ سَوَآءٌ
عَلَيْكُمْ ۗ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٦﴾

অর্থ ঃ ১৩. যেদিন তোমাদেরকে জাহান্নামের অগ্নির দিকে ধাক্কা মেরে মেরে নিয়ে যাওয়া হবে। ১৪. এবং বলা হবে ঃ এই সেই অগ্নি, যাকে তোমরদা মিথ্যা বলতে, ১৫. এটা কি জাদু, না তোমরা চোখে দেখছ না? ১৬. এতে প্রবেশ কর অতঃপর তোমরা সবর কর অথনা না কর, উভয়ই তোোমাদের জন্য সমান। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে কেবল তারই প্রল্ডিল দেয়া হবে। (৫২ সূরা আত-তূর ঃ আয়াত ১৩-১৬)

৩৬. আল্লাহ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেন

وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِى الْاَصْفَادِ ﴿٤٩﴾ سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ
وَّتَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ ﴿٥٠﴾ لِيَجْزِىَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿٥١﴾

অর্থ ঃ ৪৯. তুমি ঐদিন পাপীদেরকে পরস্পরে শৃংখলাবদ্ধ দেখবে। ৫০. তাদের জামা হবে দাহ্য আলকাতরার এবং তাদের মুখমণ্ডলকে আগুন আচ্ছন্ন করে ফেলবে। ৫১. যাতে আল্লাহ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেন। নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (১৪ সূরা ইবরাহীম ঃ আয়াত ৪৯-৫১)

দোয়া

ক্ষমা করুন

১. হে আল্লাহ! আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হও

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۖ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١٢٨﴾

অর্থ ঃ ১২৮. পরওয়ারদেগার! আমাদের উভয়কে তোমার অনুগত, আত্মসমর্পিত কর এবং আমাদের বংশধর থেকেও একটি অনুগত দল সৃষ্টি কর, আমাদের হজ্জের রীতিনীতি বলে দাও এবং আমাদের ক্ষমা কর। নিশ্চয়ই তুমি তওবা কবুলকারী, দয়ালু। (২ সূরা আল বাকারা ঃ আয়াত ১২৮)

কল্যাণ দিন

২. হে আল্লাহ আমাদের ইহকালে কল্যাণ দাও এবং পরকালেও কল্যাণ দাও

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

অর্থ ঃ ২০১. আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে- হে পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে দুনিয়াতে এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও। (২ সূরা আল বাকারা ঃ আয়াত ২০১)

দয়া করুন

৩. হে আল্লাহ! আমাদেরকে দয়া কর তুমিই মহান দাতা

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٨﴾

অর্থ ঃ ৮. হে আমাদের পালনকর্তা! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য লংঘনে প্রবৃত্ত করোনা এবং তোমার নিকট থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান কর। তুমিই সব কিছুই দাতা। (৩ সূরা আল ইমরান ঃ আয়াত ৮)

অপরাধী করবেন না

৪. হে আল্লাহ আমাদেরকে অপরাধী করো না

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۭ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۭ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۥ وَاغْفِرْ لَنَا ۥ وَارْحَمْنَا ۥ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٨٦﴾

অর্থ ঃ ২৮৬. হে আমাদের পালনকর্তা! যদি তোমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছ, হে আমাদের প্রভু! আমাদের উপর ঐ বোঝা চাপিয়ে দিও না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রভু! সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর। (২ সূরা আল বাকারা ঃ আয়াত ২৮৬)

জাহান্নাম থেকে বাঁচান

৫. হে আল্লাহ! আমাদেরকে দোযখের আজাব থেকে রক্ষা কর

اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٦﴾

অর্থ ঃ ১৬. (যারা বলে) হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা ঈমান এনেছি, কাজেই আমাদের গোনাহ ক্ষমা করে দাও আর আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর। (৩ সূরা আল ইমরান ঃ আয়াত ১৬)

৬. হে আল্লাহ আমাদেরকে আগুনের শাস্তি হতে রক্ষা কর

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

অর্থ ঃ ১৯১. যাঁরা দাঁড়িয়ে বসে, ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা-গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টি বিষয়ে, তারা বলে, পরওয়ারদেগার! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদেরকে তুমি দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও। (৩ সূরা আল ইমরান ঃ আয়াত ১৯১)

৭. হে আল্লাহ আমাদের জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাও

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ﴿٦٣﴾ وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ﴿٦٤﴾ وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾

অর্থ ঃ ৬৩. রহমান-এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে সালাম। ৬৪. এবং যারা রাত্রি যাপন করে পালনকর্তার উদ্দেশে সিজদাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান হয়ে; ৬৫. এবং যারা বলে, হে আমার পালনকর্তা, আমাদের কাছে থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দাও। নিশ্চয় এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ। (২৫ সূরা আল ফুরকান ঃ আয়াত ৬৩-৬৫)

৮. হে আল্লাহ আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি বিদূরীত কর

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾

অর্থ ঃ ৬৫. (এবং যারা বলে), হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দাও। নিশ্চয়ই এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ। (২৫ সূরা আল ফুরকান ঃ আয়াত ৬৫)

মন্দকাজ থেকে বাঁচান

৯. হে আল্লাহ আমাদের থেকে মন্দ কার্যগুলি দূরীভূত কর

رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۖ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾

অর্থ ঃ ১৯৩. হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিশ্চিতরূপে শুনেছি একজন আহ্বানকারীকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করতে যে, তোমাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান আন; তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের পালনকর্তা। অতঃপর আমাদের সকল গোনাহ মাফ কর এবং আমাদের দোষক্রটি দূর করে দাও, আর আমাদের মৃত্যু দাও নেক লোকদের সাথে। (৩ সূরা আল ইমরান ঃ আয়াত ১৯৩)

১০. হে আল্লাহ কিয়ামতের দিন আমাদেরকে অপমানিত করো না

رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿۱۹۴﴾

অর্থ ঃ ১৯৪. হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দাও, যা তুমি ওয়াদা করেছ তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে এবং কিয়ামতের দিন আমাদেরকে তুমি অপমানিত করো না। নিশ্চয়ই তুমি ওয়াদা খেলাফ কর না। (৩ সূরা আল ইমরান ঃ আয়াত ১৯৪)

জীবিকা দান করুন

১১. হে আল্লাহ আমাদেরকে জীবিকা দান কর

قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَآ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ ۚ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿۱۱۴﴾

অর্থ ঃ ১১৪. ঈসা ইবনে মরিয়ম বললেন ঃ হে আল্লাহ, আমাদের পালনকর্তা! আমাদের প্রতি আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতরণ করুন। তা আমাদের জন্যে অর্থাঃ আমাদের প্রথম ও পরবর্তী সবার জন্যে আনন্দোৎসব হবে এবং আপনার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন হবে। আপনি আমাদেরকে রুযী দিন। আপনিই শ্রেষ্ঠ রুযীদাতা। (৫ সূরা আল মায়িদা ঃ আয়াত ১১৪)

ধৈর্য দান করুন

১২. হে আল্লাহ আমাদের জন্য ধৈর্য্যের দ্বার খুলে দাও

وَمَا تَنْقِمُ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ؕ رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ﴿۱۲۶﴾

অর্থ ঃ ১২৬. (বস্তুতঃ আমাদের সাথে তোমার শত্রুতা তো এ কারণেই যে, আমরা ঈমান এনেছি আমাদের পরওয়ারদেগারদের নিদর্শনসমূহের প্রতি যখন তা আমাদের নিকট পৌঁছেছে।) হে আমাদের পরওয়ারদেগার, আমাদের জন্য ধৈর্য্যের দ্বার খুলে দাও এবং আমাদেরকে মুসলমান হিসেবে মৃত্যু দান কর। (৭ সূরা আল আরাফ ঃ আয়াত ১২৬)

প্রার্থনা কবুল কর

১৩. হে আল্লাহ আমাদের প্রার্থনা কবুল কর

رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ۝٤٠
رَبَّنَا اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ۝٤١

অর্থ ঃ ৪০. হে আমার পালনকর্তা, আমাকে নামাজ কায়েমকারী করুন এবং আমার সন্তানদের মধ্যে থেকেও। হে আমাদের পালনকর্তা এবং কবুল করুন আমাদের দোয়া। ৪১. হে আমাদের পালনকর্তা আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সব মুমিনকে ক্ষমা করুন, যেদিন হিসাব কায়েম হবে। (১৪ সূরা আল ইব্রাহীম ঃ আয়াত ৪০-৪১)

সরল পথ দেখাও

১৪. হে আল্লাহ আমাদের সরল সঠিক পথে পরিচালিত কর

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝٦ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝٧

অর্থ ঃ ৫. হে আল্লাহ! আমাদেরকে সরল পথ দেখাও, ৬. সে সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। ৭. তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। (১ সূরা ফাতিহা ঃ আয়াত ৫-৭)

তুমি শ্রেষ্ঠ দয়ালু

১৫. হে আল্লাহ তুমিতো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু

اِنَّهٗ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِىْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ۝١٠٩

অর্থ ঃ ১০৯. (আমার বান্দাদের এক দলে বলত) ঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অতএব তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর ও আমাদের প্রতি রহম কর। তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (২৩ সূরা আল মুমিনুন ঃ আয়াত ১০৯)

তওবা কবুল কর

১৬. হে আল্লাহ আমরা নিজেদেগর প্রতি অন্যায় করেছি

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا ۫ وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٢٣﴾

অর্থ ঃ ২৩. (তারা উভয়ে বলল) ঃ হে আমাদের পালনকর্তা আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব। (৭ সূরা আল আরাফ ঃ আয়াত ২৩)

১৭. হে আল্লাহ যারা তওবা করে তাদেরকে তুমি ক্ষমা কর

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴿٧﴾

অর্থ ঃ ৭. (যারা আরশ বহন করে এবং যারা তার চারপাশে আছে, তারা তাদের পালনকর্তার সব প্রশংসা পবিত্রতা বর্ণনা করে, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মুমিনদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে) হে আমাদের পালনকর্তা, আপনা রহরমত ও জ্ঞান সবকিছুতেই পরিব্যাপ্ত। অতএব, যারা তওবা করে এবং আপনার সাথে চলে, তাকেরকে ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন। (৪০ সূরা মু'মিন ঃ আয়াত ৭)

জান্নাত দান কর

১৮. হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে দাখিল কর স্থায়ী জান্নাতে

رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ ۣ الَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ ۭ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٨﴾ وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ ۭ وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهٗ ۭ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٩﴾

অর্থ ঃ ৮. হে আমাদের পালনকর্তা! আর তাদেরকে দাখিল করুন চিরকাল বসবাসের জান্নাতে, যার ওয়াদা আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের বাপ-দাদা, পতি-পত্নী ও সন্তানদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে। নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ৯. এবং আপনি তাদেরকে অমঙ্গল থেকে রক্ষা করুন। আপনি যাকে সেদিন অমঙ্গল থেকে রক্ষা করবেন, তার প্রতি অনুগ্রহই করবেন। এটাই মহাসাফল্য। (৪০ সূরা আল মুমিন ঃ আয়াত ৮-৯)

পরীক্ষা নিও না

১৯. হে আল্লাহ আমাদেরকে পরীক্ষার পাত্র করো না

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٥

অর্থ ঃ ৫. হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদেরকে কাফেরদের জন্য পরীক্ষার পাত্র করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে ক্ষমা কর। নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৬০ সূরা আল মুমতাহিনা ঃ আয়াত ৫)

তুমি মিমাংসাকারী

২০. হে আল্লাহ তুমিই মিমাংসাকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ

قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِيْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجّٰىنَا اللّٰهُ مِنْهَا ؕ وَمَا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَآ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ؕ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ؕ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ؕ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ ۝٨٩

অর্থ ঃ ৮৯. আমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদকারী হয়ে যাব যদি আমরা তোমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করি, অথচ তিনি আমাদেরকে এ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। আমাদের কাজ নয় এ ধর্মে প্রত্যাবর্তন করা, কিন্তু আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ যদি চান। আমাদের প্রতিপালক প্রত্যেক বস্তুকে স্বীয় জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করে আছেন। আল্লাহর প্রতিই আমরা ভরসা করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করে দিন যথার্থ ফয়সালা। আপনিই শ্রেষ্ঠতম ফয়সালাকারী। (৭ সূরা আল আরাফ ঃ আয়াত ৮৯)

২১. হে আল্লাহ তুমি তো জান যা আমরা গোপন করি ও যা আমরা প্রকাশ করি

رَبَّنَآ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِيْ وَمَا نُعْلِنُ ؕ وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ ۝٣٨

অর্থ ঃ ৩৮. হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি তো জানেন আমরা যা কিছু গোপনে করি এবং যা কিছু প্রকাশ্যে করি। আল্লাহর কাছে পৃথিবীতে ও আকাশে কোন কিছুই গোপন নয়। (১৪ সূরা আল ইবরাহীম ঃ আয়াত ৩৮)

দোয়াকারীদের জন্য দোয়া

২২. আর তোমাদেরকে যদি কেউ দোয়া করে, তাহলে তোমরাও তার জন্য দোয়া কর

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا ﴿٨٥﴾ وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَاۤ اَوْ رُدُّوْهَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا ﴿٨٦﴾

অর্থ ঃ ৮৫. যে লোক সৎকাজের জন্য কোন সুপারিশ করবে, তা থেকে সেও একটি অংশ পাবে। আর যে লোক সুপারিশ করবে মন্দ কাজের জন্যে সে তার বোঝারও একটি অংশ পাবে। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল। ৮৬. আর তোমাদেরকে যদি কেউ দোয়া করে, তাহলে তোমরাও তার জন্য দোয়া কর; তার চেয়ে উত্তম দোয়া অথবা তারই মত ফিরিয়ে বল। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে হিসাব-নিকাশ গ্রহণকারী। (৪ সূরা আন নিসা ঃ আয়াত ৮৫-৮৬)

আসমা-আল-হুসনা

অর্থসহ আল্লাহর পবিত্র নামসমূহ

কুরআনের বাণী ঃ

فَاذْكُرُوْنِىْٓ أَذْكُرْكُمْ

অর্থ ঃ অতএব তোমরা আমাকেই স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। (২ সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৫২)

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا

অর্থ ঃ আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সব উত্তম নাম। কাজেই সে নাম ধরেই তাঁকে ডাক। (৭ সূরা আল আরাফ ঃ আয়াত ১৮০)

হাদীসের বাণী ঃ

হযরত আবু হুরাইরা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালার ৯৯ (নিরানব্বই) টি নাম আছে। যে ব্যক্তি ঐ নামসমূহ স্মরণ করবে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। (মিশকাত শরীফ)

ক্রমিক নং	আরবী বানান	বাংলা উচ্চারণ	অর্থ
০১	اَلرَّحْمٰنُ	আর রাহ্মানু	অত্যন্ত দয়ালু
০২	اَلرَّحِيْمُ	আর রহীমু	পরম করুণাময়
০৩	اَلْمَلِكُ	আল মালিকু	বাদশাহ
০৪	اَلْقُدُّوْسُ	আল কুদ্দূসু	অতি পবিত্র

ক্রমিক নং	আরবী বানান	বাংলা উচ্চারণ	অর্থ
০৫	اَلسَّلَامُ	আস সালামু	শান্তিদাতা
০৬	اَلْمُؤْمِنُ	আল মু'মিনু	নিরাপত্তাদানকারী
০৭	اَلْمُهَيْمِنُ	আল মুহাইমিনু	রক্ষাকারী
০৮	اَلْعَزِيْزُ	আল আজিজু	সর্বশক্তিমান
০৯	اَلْجَبَّارُ	আল জাব্বারু	ক্ষমতাশালী
১০	اَلْمُتَكَبِّرُ	আল মুতাকাব্বিরু	মহান
১১	اَلْخَالِقُ	আল খালেকু	সৃষ্টিকর্তা
১২	اَلْبَارِئُ	আল বারিউ	জীবনদাতা
১৩	اَلْمُصَوِّرُ	আল মুসাওউইরু	সুন্দরের রূপকার
১৪	اَلْغَفَّارُ	আল গাফ্ফারু	অত্যন্ত ক্ষমাশীল
১৫	اَلْقَهَّارُ	আল ক্বহ্হারু	মহা শাস্তিদাতা
১৬	اَلْوَهَّابُ	আল ওয়াহ্হাবু	অসীম দাতা
১৭	اَلرَّزَّاقُ	আল রাজ্জাকু	রিজিক দাতা
১৮	اَلْفَتَّاحُ	আল ফাত্তাহু	বিজয় দানকারী

ক্রমিক নং	আরবী বানান	বাংলা উচ্চারণ	অর্থ
১৯	اَلْعَلِيْمُ	আল আলীমু	সর্বজ্ঞানী
২০	اَلْقَابِضُ	আল ক্বাবিদু	ধ্বংসকারী
২১	اَلْبَاسِطُ	আল বাসিতু	রিজিক প্রশস্তকারী
২২	اَلْخَافِضُ	আল খাফিদু	অবনতকারী
২৩	اَلرَّافِعُ	আর রাফিউ	উন্নতি দানকারী
২৪	اَلْمُعِزُّ	আল মুইজ্জু	সম্মানকারী
২৫	اَلْمُذِلُّ	আল মুজিল্লু	অপমানকারী
২৬	اَلسَّمِيْعُ	আস সামীউ	শ্রবণকারী
২৭	اَلْبَصِيْرُ	আল বাসিরু	প্রত্যক্ষকারী
২৮	اَلْحَكَمُ	আল হাকামু	ফয়সালাকারী
২৯	اَلْعَدْلُ	আল আদলু	ন্যায়বিচারক
৩০	اَللَّطِيْفُ	আল লাতিফু	মেহেরবান
৩১	اَلْخَبِيْرُ	আল খবিরু	সর্বজ্ঞ
৩২	اَلْحَلِيْمُ	আল হালিমু	ধৈর্যশীল

ক্রমিক নং	আরবী বানান	বাংলা উচ্চারণ	অর্থ
৩৩	اَلْعَظِيْمُ	আল আজিমু	বিশাল
৩৪	اَلْغَفُوْرُ	আল গফুরু	ক্ষমাশীল
৩৫	اَلشَّكُوْرُ	আশ শাকুরু	প্রতিদান দানকারী
৩৬	اَلْعَلِىُّ	আল আলীউ	অতি উচ্চ
৩৭	اَلْكَبِيْرُ	আল কাবীরু	সর্ব বৃহৎ
৩৮	اَلْحَفِيْظُ	আল হাফিজু	রক্ষকারী
৩৯	اَلْمُقِيْتُ	আল মুকিতু	রিজিক পৌছানকারী
৪০	اَلْحَسِيْبُ	আল হাসিবু	হিসাব গ্রহণকারী
৪১	اَلْجَلِيْلُ	আল জলিলু	মর্যাদাশীল
৪২	اَلْكَرِيْمُ	আল কারিমু	সম্মানিত
৪৩	اَلرَّقِيْبُ	আর রাকিবু	হেফাজতকারী
৪৪	اَلْمُجِيْبُ	আল মুজিবু	প্রার্থনা কবুলকারী
৪৫	اَلْوَاسِعُ	আল ওয়াছিউ	অসীম
৪৬	اَلْحَكِيْمُ	আল হাকীমু	মহাজ্ঞানী

ক্রমিক নং	আরবী বানান	বাংলা উচ্চারণ	অর্থ
৪৭	اَلْوَدُوْدُ	আল ওয়াদুদু	মহব্বতকারী
৪৮	اَلْمَجِيْدُ	আল মাজিদু	গৌরবজ্জ্বল
৪৯	اَلْبَاعِثُ	আল বাইছু	পুনরায় জীবিতকারী
৫০	اَلشَّهِيْدُ	আশ্ শাহীদু	সর্বদা উপস্থিত
৫১	اَلْحَقُّ	আল হাক্কু	মহা সত্য
৫২	اَلْوَكِيْلُ	আল ওয়াকিলু	নির্ভরযোগ্য
৫৩	اَلْقَوِىُّ	আল কাউইউ	শক্তিশালী
৫৪	اَلْمَتِيْنُ	আল মাতিনু	অত্যন্ত মজবুত
৫৫	اَلْوَلِىُّ	আল ওয়ালিউ	প্রকৃত বন্ধু
৫৬	اَلْحَمِيْدُ	আল হামিদু	প্রশংসিত
৫৭	اَلْمُحْصِىُّ	আল মুহসিউ	গণনাকারী
৫৮	اَلْمُبْدِىُّ	আল মুবদিউ	প্রথমবার সৃষ্টিকারী
৫৯	اَلْمُعِيْدُ	আল মুইদু	দ্বিতীয়বার সৃষ্টিকারী
৬০	اَلْمُحْيِىْ	আল মুহই	জীবন দানকারী

ক্রমিক নং	আরবী বানান	বাংলা উচ্চারণ	অর্থ
৬১	اَلْمُمِيْتُ	আল মুমিতু	মৃত্যু দানকারী
৬২	اَلْحَىُّ	আল হাইউ	চিরজীবন্ত
৬৩	اَلْقَيُّوْمُ	আল কাইয়ুমু	চিরস্থায়ী
৬৪	اَلْوَاجِدُ	আল ওয়াজিদু	সম্পদশালী
৬৫	اَلْمَاجِدُ	আল মাজিদু	গৌরবান্বিত
৬৬	اَلْوَاحِدُ	আল ওয়াহিদু	অদ্বিতীয়
৬৭	اَلْاَحَدُ	আল আহাদু	এক ও একক
৬৮	اَلصَّمَدُ	আস সামাদু	অভাবমুক্ত
৬৯	اَلْقَادِرُ	আল কাদিরু	সর্ব ক্ষমতাময়
৭০	اَلْمُقْتَدِرُ	আল মুক্বতাদিরু	সর্ব ক্ষমতাশীল
৭১	اَلْمُقَدِّمُ	আল মুকাদ্দিমু	দ্রুত সম্পাদনকারী
৭২	اَلْمُؤَخِّرُ	আল মুয়াক্ষিরু	ধীরে সম্পাদনকারী
৭৩	اَلْاَوَّلُ	আল আউয়ালু	সর্বপ্রথম
৭৪	اَلْاٰخِرُ	আল আখিরু	সর্বশেষ

ক্রমিক নং	আরবী বানান	বাংলা উচ্চারণ	অর্থ
৭৫	اَلظَّاهِرُ	আজ জাহিরু	প্রকাশ্য
৭৬	اَلْبَاطِنُ	আল বাতিনু	গোপন
৭৭	اَلْوَلِىُّ	আল ওয়ালীউ	অভিভাবক
৭৮	اَلْمُتَعَالِىْ	আল মুতায়ালী	সর্ব উচ্চ
৭৯	اَلْبَرُّ	আল বাররু	পরম উপকারী
৮০	اَلتَّوَّابُ	আত তাওয়াবু	তাওবা কবুলকারী
৮১	اَلْمُنْتَقِمُ	আল মুনতাকিমু	প্রতিশোধ গ্রহণকারী
৮২	اَلْعَفُوُّ	আল আফুউ	গুনাহ মাফকারী
৮৩	اَلرَّءُوْفُ	আর রাউফু	স্নেহময়
৮৪	مَالِكُ الْمُلْكِ	মালেকুল মুলকি	রাজত্বের মালিক
৮৫	ذُوالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ	জুল জালালী ওয়াল ইকরাম	সম্মান ও প্রতিপত্তিশালী
৮৬	اَلْمُقْسِطُ	আল মুকছিতু	ন্যায় বিচারক
৮৭	اَلْجَامِعُ	আল জামিউ	একত্রকারী

ক্রমিক নং	আরবী বানান	বাংলা উচ্চারণ	অর্থ
৮৮	اَلْغَنِىُّ	আল গাণিউ	ধনী
৮৯	اَلْمُغْنِىُ	আল মুঘনীউ	অভাব মোচনকারী
৯০	اَلْمَانِعُ	আল মানিউ	নিষেধকারী
৯১	اَلضَّارُّ	আদ দাররু	ক্ষতি সাধনকারী
৯২	اَلنَّافِعُ	আন নাফিউ	লাভ দানকারী
৯৩	اَلنُّوْرُ	আন নুরু	আলো
৯৪	اَلْهَادِىُ	আল হাদি	হেদায়েত দানকারী
৯৫	اَلْبَدِيْعُ	আল বাদিউ	নমুনা ছাড়া সৃষ্টিকারী
৯৬	اَلْبَاقِىْ	আল বাকী	স্থিতিশীল
৯৭	اَلْوَارِثُ	আল ওয়ারিছু	উত্তরাধিকারী
৯৮	اَلرَّشِيْدُ	আর রশীদু	সৎপথে চালনাকারী
৯৯	اَلصَّبُوْرُ	আস সাবুরু	ধৈর্য্যধারণকারী

WRITER

Engineer Moinul Hossain

B.Sc. Engg. (Civil), MIEB.

Mobile Number: 01922-161780.